কেন্দ্রীয় কাউন্সিল
সদস্য সম্মেলন
২০১১
মার্চ ২৩-এক্স
বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংঘ
আহলেহাদীছ যুবসংঘ

০৫ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

০৬ প্রধান সম্পাদক
মুহাফর বিন মুহাসিন

০৭ সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

০৮ কম্পোজ ও ক্রফ্ট
হাসিবুল ইসলাম ও আহ্বুর রাকিব

০৯ অঙ্গসঙ্গীত
সাদীক মাহমুদ

১০ প্রচ্ছদ ডিজাইন
সুলতান, কালার গ্রাফিক্স, রাজশাহী
মোবা : ০১৭১৫-৮৪৫৫৮৪

১১ মুদ্রণ
হাদিষ ফাউন্ডেশন

১২ প্রকাশক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় :
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোর্ট সিউরা, রাজশাহী
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪

১৩ প্রকাশকলাল
ফেয়েরেরী ২০১৩ খ্রিঃ

১৪ অতীতের মূল্য
২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র
‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভরজন্ল তাওহিদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সম্প্রতি অর্জন করা।
আক্কাদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আদেলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।
‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মূলনিতি

১. কিতাব ও সুরাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা
২. তাবুলীদে শাখাতি বা অন্য ব্যক্তিপূর্ণ অপনোদন
৩. ইজতিহাদ বা শরীআত গবেষণার দুয়ারে উন্মুক্ত করণ
৪. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগঠন
৫. মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ

কর্মসূচী

১. তাবলিগ বা প্রচার
২. তান্থীম বা সংগঠন
৩. তাবিয়াত বা প্রশিক্ষণ
৪. তাজদীদে মিলাত বা সমাজ সংঘাত

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মামহব্বী সংক্রান্তবাদ।
<table>
<thead>
<tr>
<th>বিষয়</th>
<th>পৃষ্ঠ নং</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>সম্পাদকীয়</td>
<td>৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বাণী</td>
<td>৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অর্থাতির ৩৩ বছর</td>
<td>১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>মযাত্রা ভাষণ</td>
<td>২০</td>
</tr>
<tr>
<td>উভারহীন ভাষণ : বাণা পেরিয়ে সাফল্যের নোদান</td>
<td>২১</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রধান অধিষ্ঠির ভাষণ</td>
<td>৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>অন্যান্য অধিষ্ঠির ভাষণ</td>
<td>৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্থার্ক</td>
<td>৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>সম্পাদকীয় : আমারে জামা। আতের প্রেফাটার : যুগে যুগে হুকুমপন্ত</td>
<td>৯১</td>
</tr>
<tr>
<td>মনীষীণরের চিরক্ষন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি</td>
<td>৯৪</td>
</tr>
<tr>
<td>আমার আধারে কেন প্রেফাটার করা হলো!</td>
<td>৯৭</td>
</tr>
<tr>
<td>সঙ্গাঙ্কার</td>
<td>১১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রবন্ধ</td>
<td>১১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>জনীবনের অভিযোগ : এক ঐতিহাসিক মিথ্যা চার</td>
<td>১২২</td>
</tr>
<tr>
<td>সংগঠনের ভিতর ও স্থায়িত্ব</td>
<td>৩০৭</td>
</tr>
<tr>
<td>সফল কার্য</td>
<td>১৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ সংকারে যুব সমাজের ভূমিকা</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>শাহ ইসমাইল শহীদ : ভারতীয় উপমহাদেশ আহলেহাদীয়</td>
<td>১৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আন্দোলনের অকুতোভাব সিপাহসালার</td>
<td>১৬৬</td>
</tr>
<tr>
<td>গণতন্ত্র বনম ইসলাম</td>
<td>১৮০</td>
</tr>
<tr>
<td>আহলেহাদীয় যুবসংঘের অভিত্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ</td>
<td>১৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>সত্রাসবাদ : কারণ ও প্রতিকার</td>
<td>১৯৬</td>
</tr>
<tr>
<td>আহলেহাদীয় যুবসংঘ : এক আপোসহীন সাংঘের কাফেলার নাম</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাংলাদেশ আহলেহাদীয় যুবসংঘ : একটি অবিতলমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চরিত্র গঠনে বাংলাদেশ আহলেহাদীয় যুবসংঘ</td>
<td>২১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসলাম ও পাপাত্য মতবাদ</td>
<td>২২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসলামী নেতৃত্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td>
<td>২২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসলামে শিক্ষার অধিকার</td>
<td>২৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>সমাজ সংকারে যুবসংঘের অসাধারণ অবদান</td>
<td>২৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>সভ্যের পথ কর্কাকারী</td>
<td>২৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>কবিতা</td>
<td>২২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্কৃত প্রতিবেদন</td>
<td>২১১</td>
</tr>
<tr>
<td>সচিত্র রেকর্ড</td>
<td>২৬৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>
আহলেহাদিদ্ব্যে যুবসংহ স্মারকসম্পূর্ণ

‘বাংলাদেশ আহলেহাদিদ্ব্যে যুবসংহ’ নির্ভুল্য তাওহীদের আত্যন্তের একের একক যুব
সংগঠন। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রসাগর। বিশ্ব কাষ্ঠের রবীন্দ্রনাথ সেন। সেদ্ধের সময়ে যুবতীর্ধ্য মুক্তির বৃত্তির ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন-২০১১’ অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্ত সমন্বয়ে অতিক্রমের ভাবনা এক অবস্থানযোগ্য সৃষ্টি হয়। স্পৃহা সদস্যদের অভিজ্ঞতাদি বক্তব্য, স্মরণীয় ঘটনা, সাক্ষীদের হাতশৃঙ্খলি, ক্ষণ আসা দিনগুলোর দীঘিমান ইতিহাস, প্রযুক্তি উদাহরণ, মহা সত্যের গর্ভন সমন্বয়ে করে তোলা প্রাণক্ষেত্র, যে ইতিহাসের আলোকার্তিক। অন্যান্যদের বাধাসুন্দর পথের বিবরণ, কৃত্রিম উৎপাদিত চাপা দুঃখ, ভ্রমণ হাইলেনারের হৃদয়ে বেদনা, যালোচনের আয়তের তুষ্ট ব্যক্তিগত অর্থোগণনা, অফেসিয়ান বর্ধমান জ্ঞান, কারাগারের অসুস্পষ্ট ও স্মৃতিকথা, সামাজিক বিচিত্র থাকার অনিত্য বাধা, সমস্ত মানুষের সমলেখনকে পরিগত করে চরিত্র ইতিহাসের চূড়ান্ত আর্কাস।

এছাড়া অতি চমৎকারভাবে একজন সংগঠনিক কার্যকারীর ধারাভাবিক কাজগুলি উল্লেখিত হয়। আগে একজন সংগঠনের পরিচয় একটি প্রক্রি স্মৃতির জন্যে অটু চিত্র। সুখল হয়ে উঠেছে সংগঠন পরিচালনা ও পরিচালকের এক প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছন্ন অন্তর্ভুক্তি। ফলে দুই সমন্বয় চরিত্র ইতিহাসের এক এক্সামান্য তাত্ত্বিক বহুনেকে বলে।

এই ‘স্মারকসম্পূর্ণ’-এর বিশেষ অভিযোজন হল, দুটি অনবদন সমকালের। এছাড়া রয়েছে অন্যরকম তথ্য বহন। ইতিহাসের অনেকগুলো প্রথম তথ্যের ইতিহাসের আগের ছায়া; যেখানে অ্যাপার পিয়ের সূত্রাপূর্ণ নওজোয়ানদের প্রকল্পকারী মুক্তি রূপান্তর হয়ে যুগে যুগে।

মনে হবে দীর্ঘ ইতিহাসের প্রোগ্রাম একটি ছোট গ্রামে কিভাবে পাওয়া যায়। তাহলে ছোট একটি এলাকার মাধ্যমে বিশাল সুর কি ধরা দেয় না? অন্ততঃ এই ‘সমন্বয় আলো মুহুর্ত’-এর এর স্মারকসম্পূর্ণ অভিযোজন হয়েছে এবং আমাদের ভূমিকা পালন করেছে ইনশাআল্লাহ।

যাদের কথামালা ও লেখনী দ্বারা স্মারকসম্পূর্ণ প্রণীত হয়েছে তাদেরকে জানাই আত্যন্তিক
অভিনবন। অতঃপর প্রবন্ধাভিত্তিক কাউন্সিল সদস্য জানাই অভিজ্ঞতা হতে কৃত্রিম শুরু।।

বর্তমান সেনার কেন্দ্রীয় কর্মিগণ সদস্যবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য
ভাইয়দের প্রতি রইল কৃত্রিম নিজেন্দ্রনী। তাদের বলিতে ভূমিকা ছাড়া
স্মারকসম্পূর্ণ বের করা সম্ভব হত না। যারা স্মারকসম্পূর্ণ প্রণীতে সাবিত্রীয় কর্মিগণ করেছে
তাদের প্রশ্ন পরিবিধ করা যাবে না। পরিবর্ধন যে অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত এবং এর মাধ্যম, সমাজ ও ঐতিহাসিক অন্তর্ভুক্ত রহে। যারা দাওয়ার মাধ্যমে নির্দেশ এবং তাদের আগে যুবকের কথায় হিসাবে কৃত্রিম করে দেন এবং এর মাধ্যম, সমাজ ও ঐতিহাসিক অন্তর্ভুক্ত রাখেন।

‘হে সুখ ছাড়া মনাজ! ক্রান্তীয় চেননায়
অধিগ্রামে গৃহীতে একিয়ে চনন মহা অজ্ঞেয়ের মাজানে!’
‘বাংলাদেশ আহলেরাহীদী যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং আহলেরাহীদী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর

ব্যক্তিগত:

‘বাংলাদেশ আহলেরাহীদী যুবসংঘ’ তাদের ‘স্মারকগ্রহ’
প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে খুশী হল্ম। এর মাধ্যমে
আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী বংশধরণ অনেক অজানা
তথ্য পাবে এবং তাদের চলার পথ অনেকটা সহজ হবে
বলে মনে করি। আল্লাহ তাদের এই শুভ পদক্ষেপ করুন
করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম
জায়া দান করুন- আমীন!

ফরসী বিশ্বাস
(প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)

তারিখঃ
25-02-২০১৩

আমীর
আহলেরাহীদী আন্দোলন বাংলাদেশ
এ স্মারকপত্রটি ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্রের ভূমিকা পালন করবে। এর সাহিত্যিক মান যাই হোক না কেন এর ইতিহাসগত মূল্য অনেক। রাসূল (ছাঁ)-এর মোবারক হাতে ‘আহলে হাদীছ’ নামক যে পবিত্র কাফেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সদস্যসমূহ ছিলেন নিন্দিত রহমত-র ধারক, বাহক ও প্রতিষ্ঠাপ্তিকারী। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কর্মীরা তাদেরই অবিকল ও এককত্ত অনুসারী। দুনিয়ায় রহমা ইসলামী দলের উদ্দেশ্য অতীতে হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। কিন্তু কেনও দল বা সংগঠনের এমন দাবী করার দূঃসাহস আছে বলে আমার জানা নেই। আমি কেন্দ্রীয় সংগঠনের একজন উপদেষ্টা হিসাবে আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট এদের জন্য সাফল্য কামনা করছি।

তারিখঃ ১১-০৯-২০১২

(প্রফেসর মুহাম্মদ নযরুল ইসলাম)
কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
বলী

'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ'-এর স্মরক্ষস্থ প্রকাশের কথা তুলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অনাগভ ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি স্মরণযোগ্য খতিয়ান। আল্লাহর সন্ততি লাভের কাজকর্ম বাসনায় দুঃখ প্রত্যাশা নিয়ে সত্য সাগরে সাতারের সময় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ' যে কষ্ট-ক্রুশ সহ্য করেছে, তা সত্যই স্মরণীয়। শিরক-বিদ'আত ও যাবতীয় কুমন্ত্রার বিরুদ্ধে যুবসংঘের তেজদীত সংগ্রামী কর্মীরা যে অদান রেখেছে তা চির অমর।

নিভিয়ে নেতৃত্বের অসাধারণতার কারণে আহলেহাদীহ যুবকেরা তারণ্যের মোহে জাতীয় ও বিজাতীয় নানা মতবাদের জাতাতকে পিপ্ল হয়েছিল। সেই কলক্ষেত্র যুব সমাজকে তাওয়াহীদী চেতনায় উদ্ধৃষ্ঠ করার জন্য চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী ছাত্র মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গঠন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ'।

সেই যুবসংঘের সত্যের মশাল পথের মাঝে তরুণদেরকে অব্যাহত পথের সমাধান দিয়েছে। এর জাতীয়মান ইতিহাস নতুন এগারোকে বারবার উজ্জ্বলিত করে। আমার বিশ্বাস এই ‘স্মরক্ষস্থ’ যুগ যুগ ধরে তাওয়াহীদী কাজের পাষ্টায় ভুমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। স্মরক্ষ সংবাদ সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তাঁ আলা পূর্ব জায়ারে খায়ের দান করন। আমিন।

তারিখ : ১৩-০৯-২০১২

(অধ্যাপক নূরুল ইসলাম)
কের্জীয় সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীহ আন্দোলন বাংলাদেশ

89
শ্রীমতী নাহমাদুহাওয়া নুহালী, ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা’দ-

অতীতের স্মৃতি রোমস্থিত ও তা থেকে মণি-কাঁঠান আহরনের মহৎ প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘স্মারকগান।’ দীর্ঘ ৩৩ বছরের সাংঘিক পথ-পরিক্রমায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংহ’ প্রথম এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রন্থ নির্ভুলতা পূর্ণ ও সাধারণ মান্যতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি আলোক যাত্রায় যাওয়ার প্রেরণা বহুলাধিক সাধারণের জন্য।

‘বাংলাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংহ’ পবিত্র কুরআন ও পঞ্চদশ আযাদের এককের অনুসারী আপোসহীন এক যুবকফেলা। আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই যুবকফেলাকে করবল করেন এবং শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে হকের উপর আপোসহীনভাবে টিকে থাকার তাউফিক দান করেন- আমীন।

(ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন)
সম্পাদক
মাধ্যমিক আত্ম-তাহিরীক
এবং
প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
আহলেহাদিদী আদেলান বাংলাদেশ

তারিখঃ ২৪-০২-২০১৩
বিসমিল্লাহির রহমান-িির রহমিন।

নামহামদুহ ওয়া নুহলি ‘আলা রাসুলিলহ কারিম, আমাবা’দ-

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছে যুবসংখ্য’-এর ‘মারকজ্ঞ’ নের হতে যাচ্ছে জনে আন্দিত হলাম। আহলেহাদীছ আদোলনের কাজ হল, পবিত্র কুরআন ও ছীহই হাদীছের দাওয়াত প্রচার করা। এর মৌলিক পোষ্টান হল, ‘আসুন। পবিত্র কুরআন ও ছীহই হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংখ্য’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নির্ভরেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। শিক্ষা ও বিদ্যা আতের শিক্ষার উপড়ে ফেলে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করার দুর্বল আকামলা নিয়ে যে সংগঠন আসর হয়েছিল তা আজ ফুলে ফলে সুতোভিত হয়ে বিশাল মহীরহ আকাশর ধারণ করেছে। ফলে নব জারালিয়াত ও অপসারীর মুখ বর্ধিত হয়েছে, তাওহীদী আদোলন সম্মুখের আসর হচ্ছে। ফাল্লিং-হিল হামদ। ইতিমধ্যে আমাদের পরিবার মাতৃভূমিতে তাওহীদের নিশান পত্তন করে উড়তে শুরু করেছে। অসংখ্য মানবরূপ মতবাদ ও তাওহীদী দর্শনেরও পতন অবশিষ্টী হয়ে পড়েছে।

আহলেহাদীছ আদোলন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আদোলন নয়। এটা কোন পরিকল্পনার দাবীকালক পূরোপূর্ণ ও পীর-ফকিরের চিত্তাঘাট আলোকে গড়ে উঠেছে। এটা নির্ভরেজাল তাওহীদী আদোলনের নয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলে অপসারী অথবা পবিত্র কুরআন ও ছীহই হাদীছে। আর এটাই হওয়া উভয় একজন মুসলিমদের জীবন ধৃত্রস্ত। তাই আমাদেরকে সকলে ভোগবেদে, সংক্রান্ত মনোভাব ও যাবতীয় গোষ্ঠীর প্রতি সেই বিশ্বাসশীল আদর্শের একত্রিত অনুসারী হতে হবে। তত্ত্বের প্রজন্মের হার হিমালি নুরু আলাশুরী ধৈর্যের পাহাড় গড়ে সামনের দিকে অহস্ত হতে হবে। নতুন নয়, প্রত্যেকে একজন মুখলেখার দায়িত্ব হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ফলে দুর্বলতাতে আহলেহাদীছ আদোলনের দাওয়াত সফট গঠিতে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সমন্ত বক্ষলিঙ্গের জাতির সামনে ফুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ‘মারকজ্ঞ’। তাই সংগঠন সকলকে ধনাবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিষ্ঠান কামনা করছি।

তারিখঃ ১৩-০৯-২০১২

(অধ্যাপক সিয়াজুল ইসলাম)
সায়েক্ক আদোলন সংস্থা
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংখ্য
নাহ্মারূহ ওয়া নুহলী ‘আলা রাসূলিহিল কারিম। আমাবাদ-
অতীতের কায়ালী, বর্তমানের কর্মীত্বের ও ভবিষ্যতের কর্মঘট নির্ধারণ সম্পর্কিত ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার অন্যতম মাধ্যম হল ‘স্মরক্ষণ’।
‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাংগঠনিক অন্তর্ভুক্তি রয়েছে অনেক চড়ের উত্তরাধিকারকে অাজ ৩০ বছর পাল্লাব করেছে। বর্তমান সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মসংগঠনের উদ্যোগে
‘স্মরক্ষণ’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আলাহ তা’আলা যোগ্য আলাহর যুদ্ধে আদিয় করছি
ও অনন্যবোধ করছি। দায়িত্বপূর্ণ তরুণ ও যুবক ভাইয়ের এই মহান্য উদ্যোগকে
আমািকিতে আর্মািকিতে ম্যাগলাসরাক আজাির্ক্ষন।
যারা প্রগতির ধারায় ও জাহিদী মহাবিদ্যা অধ্যায়ী, তাদের জন্য মহা আত্মঙ্গ
হ’আহলেহাদীছ আদেলামন’। কারণ তখন আর দশ্যের শিক্ষাই উপরে কেলে
মানব সমাজকে আলাহ সমাজ দিতে পারে অস্তিত্বকে এই সমাজ। ক্ষমতা
লাভের পারম্পরিক ধন্য-সাগরে লিঙ্গ দল ও মতের উদর্শ থেকে ‘বাংলাদেশ
আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ অহির দাওয়া অন্যায় রাখাকে এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ
মেকালিকা করে আথেসমীনভাবে সাংগঠনিক চেতনায় এগিয়ে যাকে–আলাহর
কাছে এই প্রত্যাশা করছি।

‘স্মরক্ষণ’ কলমী জিহাদে সাহসী পদক্ষেপে রেখে অতীতের অনেক অন্যান্ত কথা,
হারিয়া যাওয়া অক্ষর শ্রুতি, আহলেহাদীছ আদেলামনের অতীত ঐতিহাসিক ও নতুন
নতুন উন্নত মানের লেখনী উপহার দিয়ে এই স্মরক্ষণকে যারা সমৃদ্ধি করেছেন তাদের
জন্য রাইল আত্তিক অতিনন্দন ও দোঃ’আ। এই ‘স্মরক্ষণ’ আয়মী দিনে
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের মাইল ফলক হিসাবে দিষ্টরীতি ভূমিকা পালন
করবে ইনশাআলাহ। আলাহ তা’আলা এই মহান্য উদ্যোগকে করুণ করুন।
আমান!!

(অধ্যাপক ক্ষেষে মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম)
সাহেব কেন্দ্রীয় ভারতপ্রস্ত সংগঠন
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
ও
কেন্দ্রীয় সরা সদস্য
আহলেহাদীছ আদেলামন বাংলাদেশ

তারিখ : ১০-০৯-২০১২
বাণী

বিসমিল্লাহি-হির রহমা-নির রহীম।

নাহমাদুহ ওয়া নুহকী 'আলা রাসূলীহিল কারীম, আম্মাবা'দ-নিন্দংজান তাওহীদের ঝাঞ্জাবাহী এদেশের একক যুবসংঘের ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ‘স্মারকশৃঙ্খল’ প্রকাশের কথা বলে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই প্রচুর আগামী প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে থেকে যাবে। তাছাড়া তাওহীদের ঝাঞ্জা নিয়ে মতবাদবিক্ষুদ্ধ পৃথিবীতে চলতে গিয়ে আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্তৃককারীর পথ পাড়ি দিয়েছে এবং যাবতীয় জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যে আপোসনীহীন সংহার পরিচালনা করেছে, তা সত্যই অবিশ্বাসীয়। আমি তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ তাদের পরিশ্রম করুন-আর্মিন!!

(অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম)

তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর-২০১২

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
এবং
যুববিষয়ক সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
বাণী

নির্ভেজাল তাওহীদের বাদাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন, হক প্রচারে আপেসহীন অনন্য যুবকার্যের ব্যবহার আহলেহীদ্ধি যুবসংঘর স্মারকস্থূপ প্রকাশ করতে যাবতী জেনে অভ্যন্ত আনন্দিত নোঁধ কর্তৃ তাই যুবসংঘ-এর অতীত কার্যক্ষেত্র ও শ্রদ্ধা তুলিাল্যাসকে স্মৃতি ক্যান্ডাল থেকে ছাপার হলে জনসমক্ষে উপস্থাপন করবে। এর মাধ্যমে সংগঠনের নীতি-আদর্শ সম্পর্কে কর্মীরা সম্যক জান যাবে ও আদর্শ অধিকৃত হবে এবং নিজেদের সোনালী সমাজের সামনে অবতরণ হবে। তাই এই স্মারক পরবর্তী এবং আজ মে তথ্যের উদ্যোগকে আমরা মোকারবহব জানাই।

শিরক বিদ আলে পাকিস্তান নিম্নজিত যুবসংস্থার আলী ও আমলের সংস্থাপনর লক্ষ্য ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া ‘বাংলাদেশ আলীহীদ্ধি যুবসংঘ’ নামে কর্মসংক্রান্ত পথ মাধ্যমে আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ধীরে ধীরে পরিব্রাজ্যে এই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত সমাজ থেকে অন্যান্য বিদ্যমানের অধিকারী হিসেবে প্রকাশ করেছে। আজ দুনিয়ার লাভের জন্য কাজ করে। আর যুবসংঘের নির্দেশিত কর্মীরা আলালাহর সম্ভাব্য অজরনের জন্য কাজ করে। কর্মীর দৃঢ় বিশ্বাস সংগঠনের জন্য একটি সকল বা একটি সদ্যক্ষে বায় করা দুনিয়া ও তার মাধ্যমিক সকল কিছুর চেয়েও উচ্চ। পার্থিব ভোগ-বিলাসের চেয়ে জানিত লাভের উদ্দেশ্য বাতানী তাদেরকে প্ররোচনা যোগাযোগ। তাই এ সংগঠনের উন্নতি ও অগতির লক্ষ্যে তাদের নির্দেশ প্রচেষ্টা অব্যাহ থাকে এটিকে আমাদের আন্তর্জাতিক কামনা।

ইসলামের অবিশ্বাস ধারার প্রচারক এ সংগঠনকে আলালাহ কবুল করুন এবং তাঁর রহমতের বারিধারায় পুনরায় সিকি করুন- আমান!

তারিখ : ০৯-০৯-২০১২

(ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম)
স্বর্ণ কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহীদ্ধি যুবসংঘ
ও কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত সত্ত্বা
আহলেহীদ্ধি আদপোন বাংলাদেশ
নির্ভরজাল তাওহীদের জাহাঙ্গীর এদেশের একক যুবকাফেলা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ১৯৭৮ সাল থেকে দাওয়াতী ময়লানে যে কাজের আগ্রহ দিয়ে যাচ্ছে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ‘স্মারককাগ’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আনন্দবোধ করছি। আমি তাদের এই উদ্যোগকে খাপত জানাচ্ছি।

দীর্ঘদিন যাবৎ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কার্যক্রম বাস্তবে অবলোকন করে আসছি। প্রায় সকল প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সম্মেলনেই একজন অভিযোগ হিসাবে অংশগ্রহণ করি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডি. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাত্রদের সাংঘটিক প্রজ্ঞা, দুরদশনতা ও সব সময় কাজের চাপ যুবসংঘের সর্বদা উজ্জ্বলিত রাখে। তাই যুবসংঘের কর্মীরা হকের পক্ষে আর বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। বিশেষ করে আমিরে জামা‘আত করারুদ্ধ থাকার সময় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ‘আল-মারকামুল ইসলামী আস-সালাফ’-কে রক্ষা করতে গিয়ে তারা যে আপোসহীন সংঘাম করছে, তা আসলেই প্রশংসনীয়।

মহান আল্লাহ তাঁদের এই আপোসহীন নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকার তাওফিক দান করুন এবং তাদের খেদমত করুন-আমীন!

নির্দেশ তারিখ ৪ ১১-০৯-২০১২

(আন্দুর রায়খাক বিন ইউসুফ)
প্রিলিপাল
আল-মারকামুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদপুরা, সপুরা, রাজশাহী
অতীতে কৃত, ভবিষ্যতে করণীয় এবং বর্তমানের কর্মতৎপরতার বিবরণ তুলে
ধরাই স্মারকগুচ্ছের উদ্দেশ্য। হিরাতে মুসাইমীরের অতুলনীয় ‘বাংলাদেশ
আহলেদীঘী যুবসংঘ’ ‘স্মারকগুচ্ছ’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত
আনন্দিত হলাম। এই মহতী উদ্যোগের জন্য বর্তমান সেশনের কেন্দ্রীয়
দায়িত্বীলবৃদ্ধকে ‘লোনামণি’ কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক
মোবারকবাদ জানাই।

tরূপ ছায়া সমাজ আজ দিশেহরা। কেউ গণতন্ত্রের গোলকধায়া নিজেকে
হারিয়ে দিচ্ছে, কেউ সমাজতন্ত্রের মরণজলে আটকা পড়ছে, কেউ
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিষয়ে ফল গলধঃকরণ করছে, কেউ
জাতীয়তাবাদের চোরাবালিতে হারুডুর খাচে, কেউ ফৌজদারীের লোকীয়
পড়ে সর্বক্ষণ খোয়াচ্ছে, কেউ মায়োধ ও তৌরীকুর সংক্রিয়তায় বন্ধী জীবন
যাপন করছে, কেউ আবার চরমপন্থী খারেজী আক্রিয়পূর্ণ জঙ্গিবাদের সাথে
নিজেকে সম্পৃত করছে। এরই মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের অগ্রন্থীক বাংলাদেশ
আহলেদীঘী যুবসংঘ’ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছায়া) প্রদর্শিত জানাতি
পথে যুবসমাজকে উদ্যোক্ত আহবান জানাচ্ছে। আজকের ‘স্মারকগুচ্ছ’ তাঁরই
উজ্জ্বল উদ্দেশ্য। এটা প্রকাশিত হলে দেশ-বিদেশের সত্যপ্রণী যুবকদের
অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনার বাঁধাভাঙ্গা জোয়ার সৃষ্টি করবে ইনশাঅল্লাহ।

tাল্লাহ আমাদের এই সত্য ও ন্যায়ের কাজে লাগাই সমবৃত হয়ে সংগঠনী
জীবনের সুখীযুক্ত পথ পাড়ি দেয়ার ভালীকৃত দিন- আমিন! 

তারিখঃ ০১-০৯-২০১২

(ইমামুদীন)
কেন্দ্রীয় পরিচালক
লোনামণি সংগঠন বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০১১
অগ্রযাত্রার ৩৩ বছর
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ
অগ্রহায় ৩৩ বছর

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য
সম্মেলন গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ‘১১ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয়
সভাপতি মুহাম্মদ বিন মুহিসন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগের প্রতিষ্ঠাতা
সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোহী বিভাগের এরুক শিক্ষক এবং
আহলেহাদীছ আদোলন বাংলাদেশ”-এর মুহতারাম আমির প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ
আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আহলেহাদীছ
আদোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নয়ুক ইসলাম, কেন্দ্রীয়
সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ২৬ ছফর ১৩৩৮ হিজরি রোজো রবিবার ঢাকা
৭৭ উমর ইসলামাবাদ মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া সংশ্লিপ মনজিদে বাদ যোগ্য
আহলেহাদীছ তরুণ ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদী�
যুবসংগ। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আহমদ এবং দেওয়ান হাসান
শেহীদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর
১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ঢাকা বেলা কীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়
প্রথম জাতীয় সম্মেলন। ১৯৮৪ সালের ৩১ আগষ্ট রাজশাহী রাজীর বাজারে অনুষ্ঠিত
হয় ৩য় সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে ৩৪ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে
মেনোনায়ন দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে
প্রথম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায়
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০১১ অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর
রূপস্ত ও ঢাকার। তবে এর ব্যক্তিকর্মী বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বর্তমান
কাউন্সিল সদস্যসহ বিগত ৩৩ বছরে যারা কাউন্সিল সদস্য হয়েছেন সকল এরুক
সদস্যকেও উক্ত সম্মেলনে আহার জানানো হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে গ্রামীণ ভাষণ
নিম্নে পেশ করা হলঃ
খাগত ভাষণ
আহমদ আনসুলাহ ছাকিব
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেল্হীদীয় যুবসং
গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর নবীন ও প্রবীনের মিলন মেলা হিসাবে অনুষ্ঠিত সর্বমহূর্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনে খাগত ভাষণ দাবা করেন ‘বাংলাদেশ আহলেল্হীদীয় যুবসং’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং উক্ত সম্মেলনের আহমাদ আনসুলাহ ছাকিব।
তিনি তার ভাষণে বলেন, ‘বাংলাদেশ আহলেল্হীদীয় যুবসং’ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অধিভি আহলেল্হীদী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ আহমীদ প্রফেসর তৎ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিন। বিশেষ অধিভিরূপ, সাবেক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যরূপও এবং দেশের বিশিষ্ট অধিপত্নী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন যাকে আসাদুল্লাহ আল-গালিনের সমাধিযুক্ত যার অশেখী যুগপত আমারা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি। আল-হামদুল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্তমান হেবে এর বৈষম্য নিয়ে মুহাম্মদ (হা)ের উদ্যোগ। সম্মেলনে আসাদুল্লাহ আল-গালিন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যরূপকে অমি সম্মেলনে সামন্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে অস্ত্রপক্ষে যাত্রা জানানি।
সম্মানিত সূধীমুক্তী। এ ধরনের একটি উল্লেখিত সম্মেলনে একত্র হওয়ার যানে আমরা আজ গবেষণা করি, উদ্দেশ্য আহলেল্হীদীয় যুবসং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে অভিভাষিক সাধারণ পীরের স্থান মনে করে। আজকের সম্মেলনকে স্থি বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বর্ষ ১৯৯৮ সাল থেকে হিসাব তৃতীয় সম্মেলনের সংগঠন ধারে যারা সম্মান নিয়তে আমারা প্রত্যেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে যারা সম্পাদক করেছি।
এর মূল উদ্দেশ্য হল, আমরা অন্তর্ভুক্ত হওয়া কেন্দ্রন রয়েছি। এই কাফেলা রাজুল (হা)-এর আজ হতে চলে আসা অন্তর্গত সত্তার প্রতিকূল; পরিবর্ত কৃতজ্ঞ ও চীহী হাদিসবিশিষ্ট সাধারণের এক পবিত্র সংগঠন। এ সংগঠন দেখে এমন একটি আন্দোলন পরিচালনা করেছে, যে আন্দোলনের পিছনে রয়েছে এক অবিশ্বাস্য রক্ষক ইতিহাস। যে আন্দোলনের পিছনে রয়েছে যুগ আল্হায়ীরু এবং পর্যবেক্ষণ মানুষের ত্যাগ-তিনিক্ষফার এক শরীর্পূঁজ ইতিহাস।
১৯৯৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এই সংগঠনের উদ্যোগ হতে চলে না, চাই উদ্যোগ। তারপরেও আল্হায়ীর অশেখ রহমতে যাবতীয় বাধকে অভিক্রম করে আজ পর্যন্ত পবিত্র কৃতজ্ঞ ও চীহী হাদিসবিশিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করে চলছে। শুধু জাতীয় পরিমাণে নয়, অন্তর্জাতিক পরিমাণেও চলছে এই সংগঠনের দায়িত্ব।
সম্মানিত উপস্থিতি? এই সূধী ইতিহাসকে জানা, আমাদের চার পথকে গতিযোগ করা
এবং সাধারণ বিজ্ঞানের পথে দূরায়িত মুহাম্মে হিসাবে সম্পাদক নজরের জনৈকের এই আয়োজন। মেধাবী হিসাবে আন্দোলনকে সর্বজ্ঞক্ষেত্রে অনুপ্রান্তি দেওয়ার আসাহিদ্ধীয় কর্তব্য। আমারা আমাদের কর্তব্য পালন করার স্বীকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।
আন্দোলনের যৌথ সমাজের কথা আমাদেরকে জানানি। ইনশাআল্লাহ আমারা
আন্দোলনের সাথে থাকি। এরপরে যদি কোন ভুল-ক্রুশ থেকে যাতে তাহলে ছোট ভাই হিসাবে ক্ষমার দৃঢ়তা রয়েছেন। পরিমাণ কম খুব করে আমাদের আশানে সাজা দেওয়ার জন্য আবারও আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক অবিসর্বভাবে জানানি, মেহরাবলাদ জানানি।
আল্লাহ তাউলা আমাদের সারিক প্রচেষ্টকে করুল করন এবং এর মাধ্যমে আমাদের
ফলকালিন জীবনে মন্দিত করেন- আমান!!
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমন্বয় ২০১১  
তারিখঃ ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ’১১ ইং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার  
উদ্বোধনী ভাষণ  
মুহাফর বিন মুহসিন  
কেন্দ্রীয় সংসদ  
বাংলাদেশ আহলেলহীদী যুবসংগঠন ।

বাধা পরিয়ে সাফল্যের সৌপান  
মনোরূপে মানুষের নিকটে নিশ্চিত করা হয় যে আল্লাহ তাঁর চরিত্র ।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমন্বয় ২০১১-এর মূহতারাম প্রধান অফিসিয়াল, বাংলাদেশ আহলেলহীদী যুবসংগঠন সমন্বিত 
প্রতিষ্ঠাতা এবং আহলেলহীদী আদেলান বাংলাদেশ-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ 
আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃদ্ধি এবং দীর্ঘ ৩৩ বছরে অনুমোদিত সমান্তরাল প্রশিক্ষণ 
এবং নবনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃদ্ধি। আমার উপস্থিত 
আছেন, আহলেলহীদী আদেলান বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আহলেলহীদী যুবকং, সোমালি 
সংগঠনের যোগ দায়িত্ববীর্য এবং সুন্নিমণ্ডিল। বাংলাদেশ আহলেলহীদী যুবসংগঠন 
এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের জানাই আত্মীক অভিনন্দন ও মূলবানবাদ ।

মোটামুটি একটি বীর করে দূর-দূরার থেকে এসে সমন্বয়ের অংশগ্রহণ করার জন্য মহান 
আল্লাহর কাছে অষ্ট পূর্বার্থ প্রার্থনা করি। এতবার যাহা ইরান যার সাথে এই ঐতিহ্যবাহী 
সমন্বয় উপস্থিত হতে পারেন তিনি বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন, 
দো'া করেন, তাদের জন্য উত্তর প্রতিদিন করার করিষ। 
এই সমন্বয়ের দায়িত্ব 
পাওয়ার পর গত দুই আনোয়া’র’১১ তারিখে আমাদের চেরে' আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে গইবারার অত্যন্ত তাঁর প্রশ্ন 
কাউন্সিল সদস্য আহমান আমীর প্রধান। আমার তার কথা 
ভুলতে পারছি না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করব এবং জন্মিনাবাসী করন-আমীর! 

সমন্বিত উপস্থিতি। 

১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ ২৬ ছাত্র ১৩৩১ ছিল রোজ বিবাহার দিকে ৫৭ 
উপত্য যুদ্ধবিজয়ী মহারাষ্ট্রা মুহাম্মদ আরাবিয়ার জন্ম মহিলাদের বাদ যেহেতু 
আহলেলহীদী তরুণ ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বাংলাদেশ আহলেলহীদী 
যুবসংগঠন'। গঠন করা হয় প্রতিষ্ঠিত কমিটি। উক্ত কমিটির আহবান ছিল জনবন্ধু মুহাম্মদ 
আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ইতিপূর্বে তিনি খুলনা এম এম সিটি কলেজে ডিগ্রী হার 
থাকানো ১৮৭৪ সালে 'আল্লাহন আলায়ান আহলেলহীদী' গঠন করেন। তারই 
ধারাবাহিকতায় দাগা বিশবিদ্যালয়ের হার থাকাকালে ১৯৭৮ সালে তিনি গঠন করেন 
'বাংলাদেশ আহলেলহীদী যুবসংগঠন।' এ সময় ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিলে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন মিলনায়তন ও দাগা বেলা ক্রিড়া সমন্বিত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘তাওহীদির 
শিক্ষা ও আজ্ঞাকের সমাজ’ শীর্ষক ইসলামী সমিতিও পরিদর্শন ১ম জাতীয় সমন্বয়।
আহলেহাদীছ যুবসংঘ আরক্ষণ

অভিসরণ ১৯৮০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি যাত্রাযাতি থেকে চলে এলে কেন্দ্রীয় ঘুটানা হয়, মদ্রাসাতুল হাদিদী, ৯৪ কাপি আলাউদ্দিন রাশিদ, ঢাকা-১।

অভিসরণ ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে রাজশাহীতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হয় রাগীবাজার মাদারাসা মার্কেট (৩য় তলা)। অভিসরণ ১৯৮৬ সালে ১৯শে মে হতে অন্যায্য আমরা নওদাপাড়া মারাকায় অবস্থান করছি।

১৯৭৮ থেকে আজ আমরা ৩৩ বছরের প্রাতে দাড়িয়ে আছি। এর মাঝে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বিভিন্ন প্রোগ্রাম সমূহের মাধ্যমে আমরা অবস্থান করছি।

আমরা এই সরকারদের সর্বরাষ্ট্রীয় সমূহ ও মান হচ্ছে, একপদধারী কাউন্সিল সদস্য। প্রতিটি কাউন্সিল সদস্য এগুলো অন্যতম প্রথম সর্বরাষ্ট্রীয় ত্যাগ করে আসছেন। যদিও আমরা তাড়কে হয়েছে। কিন্তু উদাহরণ দিতে তাকানো আমরা আমাদের দেখতে পাই। ২০১১ সালের এই ইকুমেশন দাড়িয়ে ১৯৭৮ সালে দিকে তাকালে মন হবে সেই সময়ের 'যুবসংঘ' আমরা অন্য অস্বাভাবিক এসেছি। মাঠের দিকে যদি অবলম্বন করা যায় তবে তুমি সর্বমুক্ত হতে হবে। এ জন্য আমারা আলোহাদ কিন্তু আমাদের অঙ্গীভাবে আলোহাদ হলের দূরপ্রান্তের যুগল যুবক হতে হবে।

যুগে যুগ ধরে সমাজ করোন ও সুনাম প্রতিনিধিত্ব করে আসছে আলোহাদিছের।

আই-র বিভাগের মর্যাদা ও সম্বন্ধে কর্তব্য তারাই সর্বদা অর্থনীতি ভূমিকা পালন করছে।

বদর-ছাদর-খাদার হারাবাহিকতায় সাহেব ও দেশের মর্যাদা। রক্ষাতল তারা বিদ্যুৎ পুলিশ করে গেছে ক্রান্তীয় চেলান।

উপরনামাদের বিশেষ বিভাগীয় আহলাদার তার বুদ্ধিমত্তা সান্তি। কিন্তু প্রবেশিত এই ঐতিহাসিক সমাজ ও ঐতিহ্য ক্ষুদ্রতাতে সর্বাত্মক ধর্মনীতি তৈরি হয়েছিল যে, রাফিউল ইয়াহান করা, রুক্ষের উপর হাত বাধা ও সর্বাত্মক আমিন বলা তাদের কাজ।

অন্যদের কারণ ধর্মনীতি ইসলাম কেবল জীবন জীবনের কিছু কাজ করে না, কাজের বিষয় কানালামাধ্যম ও ওরস্রের মাঝেই ইসলাম সীমাবদ্ধ।

কেউ ত্রীয় কার্যালয়ের নাম মানহাতী রাজাজীবী নিয়ে বসান।

কেউ সময় বায়ের ক্রিয়া মানবরচিত মিথ্যা দর্শনের পিণ্ডে।

কালো পাপার্টার সূচী ধর্মনিষ্ঠা প্রকাণ্ডবাদ, জাতীয়তাবাদ, সামাজিক, পগ্নতু ইসলাম বিধীয় মতোনের মধ্যে জনকল্যানের বৃদ্ধ দুর্বল।

কলেজ ও বিজ্ঞানীয়দের হারের ছিল এই সব বাঁধা মতবাদীদের লোক শিক্ষা।

আলোহাদীছ ছাত্র ও তুমধ্যে এ সব মধ্যে হারলেন বাঁধা।

একদিকে ধর্মীয় দুর্বলতা অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা।

উত্তর দিক থেকে মূলমন্ত্রী সম্পাদিত তাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রত।

মতোনে বিশ্বাস জনগণ যখন দিশেশের।

যে যে মুহুর্তে ইমেজানের সব পাক্ষিক করা আলোহাদ ও ছোটো হাদিদীনের

সর্বরাষ্ট্রীয় অভিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা জীন ইমেজান আলোহাদীছ ইন-গোলোক ময়দানে আবির্ভুত হন।

তারা ইমেজান ও মহাসংগঠনের ছাত্র ও

বৃত্ত বিভাগীয় আলোহাদীছ ইন-গোলোক ময়দানে যাত্রা হল যাত্রা।

বাহর কথা হল এই যে, আলোহাদীছ আলোহাদীছ সিপাহসালার, বৃত্ত বিভাগীয় আলোহাদীছ সিপাহসালার ও সাইরিয়া আহমাদ ব্রজলী, শাহ ইসমাইল শহীদ, এনায়েত আলী,
বনায়েত আলী, বাংলার কেল্লার ইতিহাসের জন্য সৈয়দ নিবার আলী তিনতৃতীয় কথনা খানকোহা-মায়ারে রচিত ইসলামকে বর্দমান করেছেন। জাহাজী মতবাদের সাথে তারা কথনা আপসে করেছিলো। তারা উপসর্গদেশে পীর-মুহম্মাদ আলী ও জাহাজী মতবাদের বিচ্ছেদ আঞ্চলিক সংঘর্ষ করে গেছেন। ধর্মীয়প্রতিষ্ঠাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজসেবানূত্র, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরেও আহলেহাদীহ মুদ্রীতকাণ্ড কথনায় আলাদা করেছেন। তাঁর বিপুলী প্রতারণা, মারফতী শাহদীনী এবং ইসলামের নামে বিদ-আলী রাজনীতির উড়া দর্শনকে তারা কথনা পরামর্শ করেছিলো।

আমাদের জন্য দারুণ অনুপ্রেরণার বিষয় হল এই, আজ আমরা যখন ৩৩ বছরের দ্বারাপথ দীর্ঘ হয়েছে, তখন এই আলোচনার চেতনার উদ্দেশ্য সংঘর্ষের তখনো এক জাতীয় আমাদের যাতায়ত এবং তাদের বিদ-আলী দর্শনের উড়া দর্শনে সারাদিন বলা হবে।

আহলেহাদীহ নওজোয়ানদের এই সংঘর্ষ যখন হয়ে নাড়ুল জানাত পাগল মানুষের মুখ্য বিধারী, মহাসত্ত্বের বাধাপ্রর আলোর মশাল, তখন বিদ-আলীদের জন্য তা হল, তারা আধ্যাত্মিক মতবাদের ধর্মানুসারীদের জন্য। আহলেহাদীহের পরিষদ দিয়ে যারা আহলেহাদীহ সমাজকে অনেক বিষয়ক লেখাপত্র পরিকল্পনা করেছিলো, তাদের জন্য হয়ে উঠল এক মরণোত্তর। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও নৃত্য আহলেহাদীহের বিরূপ করে। পুরুষ আমাদের প্রতারনার যুদ্ধ সংঘর্ষ করার জন্য যুদ্ধসংঘর্ষের সামান্য এই হ্যায়ারা বাধা। পথ ছিল সর্বনা কেন্দ্রকর্তা। গীত-তোহত, গানি-গানাজ, হিস্তা-বিশেষ, যুদ্ধ-নিয়েও, অফিস অফিস, বুড়ি বুড়িতে আগল লাগানো, সম্পদ লুট তখন তাদের পরিকল্পনা করা হয়নি।

আমাদের মিথ্যা মামলা ও কারগারের লৌহ কপাট।

এরপরে এই অদম্য তাফাহীদী কাফেলায় তার নিজের নীতি-আদর্শ থেকে একটি বিচ্ছেদ হয়েছিল। সংঘর্ষ চেতনায় এগিয়ে চলেছে সমুদ্রে। ১৯৭২ সালে চারিয়ার তার পৃষ্ঠকরায় তার বিচ্ছেদের পরিকল্পনা ছিলো তারা ইন্টারনেট জোয়ারা করেছিলো, ১৯৮০ থেকে অবাহিত গীত-তোহত-হিংসা ও চোকারিয়ার দিকে ক্রমে করেছিলো, ১৯৮৯ সালের ২৫ জুলাই মাঝারি আলুদ মহিলা স্বাক্ষরী হয়ে পাড়েনো, এমনই সালের ২১শে জুলাই স্মারকীয়তা ঘটায় তাদের আদর্শসম্পাদন কোন পৃষ্ঠা লেখতে পারেনি। ২০০১ সালের জন্য ফলাফলের বিভিন্ন কলা তারা পেছন করেছিলো। ২০০৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারী জেল-যুদ্ধ ও নির্বাণনকে তারা পরামর্শ করেছিলো, ২০০৬-সালে উত্তরা দলবাজিত তারা পাল্লাডিয়া দেয়, অন্য সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের উপর অপতিত হর্জালকে তারা তোলাকরেছিলো। এভাবে যাবতীয় বাধা চিত্রীয় সমুদ্রখানে এগিয়ে চলেছে তারা আতিশীঘ্র গতিতে আলাদাহয় বিশেষ রহমত। ফালিলি-ফিরুজ হামদ।

এভাবেই পেরিয়ে গেল ৩৩টি বছর। এই মৌসুমে অনেক কথা ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সাধারণ চির বিদায় নিয়েছেন। অনেক নতুন ভাব সমন্বয়ে এসেছেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা ছিল পরে যেখানে অনেক। তবে সিদ্ধান্তের 'আহলেহাদীহ যুদ্ধসংঘ' আজ এক পূর্ব-পরিনত জাতীয় সংঘর্ষ। ১৯৮১ সালের ৫ই জুনে সৃষ্টি হয়েছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ মহিলা সংঘ'।
১৯৭৯ সালের মাঝামাঝিয়ে হয়েছে আইলেহাবীদী আশেপাশের কর্মকাণ্ড। ১৯৮০ সালের পর আশেপাশের কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে আইলেহাবীদী আশেপাশের কর্মকাণ্ডের জন্যে একটি মানসিক সামাজিক পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যবস্থাপনার প্রশাসন এবং বিনিময়ের মধ্যে আইলেহাবীদী আশেপাশের কর্মকাণ্ডের জন্য সমন্বিত হয়েছে। একটি নতুন বিনিময় প্রথম নির্দেশিত হয়েছে আইলেহাবীদী আশেপাশের কর্মকাণ্ডের জন্য।

কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা এর ফলে এই কর্মকাণ্ডের জন্য।
আহলেহব্দীর হওয়া সত্ত্বেও আহলেহব্দীর তরুণ-ছাত্রদেরকে কোন ঠাস করার প্রতি খুব শুরু হয়। এর ধর্মবাদিতের ১৯৮৯ সালের ২য়ালুই আদিনূত মন্তন সালামে মুক্তিবোধ করে চলে গেছে। ইন্তু নিয়ে ও ইন্তু ইলাহের রা-কোনুন। অতঃপর সরকারের আচরণর বাধা আসে আহলেহব্দীর যুবকদের উপর ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে বলে থাকা 'বাংলাদেশ আহলেহব্দীর যুববাদ'-এর সাথে 'বাংলাদেশ জমিয়তে আহলেহব্দীস' 'সম্প্রক্ষতা' ঘোষণা করে। 'জমিয়তে আহলেহব্দীর' এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে যে, 'সভায় আহলে হাদিদী যুবসংগ এবং আহলে হাদীর ছাত্র আদিনূতের কর্মতৃত্বের সম্পর্কে গ্রহণপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় সংস্থার সহীত জমিয়তের 'সম্প্রক্ষতা' ঘোষণা দানের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায়'। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে, 'যুবকদের বর্তমান পরিচালক মুহুর আসাদুল্লাহ গালিব নিজের লেখাপত্র ও অন্যান্য কাজে বিশেষ ব্যবস্থা হতে এদিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে বাধা হওয়ায়, তাহলে প্রথম ফাতের হিসাব প্রদান না করার এবং জমিয়তের সহিত নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখার স্বল্প একজন যোগাযোগ ও জমিয়তের প্রথি অনুগত সীল পরিচালক নিয়োগের জন্য সংগঠন মোহনার অনুরোধ করা হয়' (এই সাহায্য আরাফাত, ৩০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ জুলাই ১৯৮৯, পৃ৪ ৫; কলম ৩)।

বিষয়ে কোন চিন্তা না করায় দীর্ঘ ১২ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি যুব সংগঠনকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। তারপর ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে 'জমিয়তে অবনতে আহলেহব্দীর' নামে নতুন সংগঠন গঠন জমিয়ত। জাতিক্রিয়াভেকে প্রশ্ন অর্তে, বিভক্ত কে করল? আর দলালদিয় সুন্দরী কে করল?

কেন এই সম্প্রক্ষতা?

সম্প্রক্ষতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাত্রদের ব্যবস্থা। অর্থনীতি হিসাবে নিয়মিত যোগাযোগ না রাখা। 'সংহ' শব্দের উপর অপতি। জমিয়তের সাথে নিয়মিত ছাড়াই যুবসংগ সুন্দরী ইত্যাদি। এ বিষয়ে অনেকে লোকালিক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞ মহলের উপরিকর্তা হবে, আসলে কি এগুলো কোন মৌলিক কারণ? এিনয়া কি এত বড় অজ্ঞতি সিদ্ধান্ত দেখা যায়? কমনেই না।

(ক) ১৯৭৮ সালে ৫ ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য যাত্রা একজন মুহাম্মদ আরবিয়ার মদারাসার মসজিদের আরোঁজ যুবসংগ প্রতিষ্ঠা সংগঠন নেতাদের সহানুভূতি ছিলেন জমিয়তে আহলেহব্দীর কেন্দ্রীয় সেক্টরসী আদিনূত রহমান বি, এ, বি, টি। তিনি সেদিনের সিদ্ধান্তবাদী নির্ধারণ হয়ে ছিলেন। ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিলে দাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনার্যর ও দাকা মেলা ক্রিয়া সম্পর্কে মিলনার্যর অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিনারে এবং জাতীয় সমের একের ডু. আদিনূত বারী সহানুভূত করেন। ১৯৮১ সালে গঠননোর প্রথম বেলায় একাধিক হয় তা ছিল 'এম, এ, বারী কর্তৃক আল-হাদেস প্রিন্টিং এব পাবলিশিং হাউস, ২৮, নওয়াবপুর রোড, দাকা-১ হতে মুক্তি'। পর গঠননের প্রথম অভ্যন্তর ধারার পর বলা হয়েছে, 'এই সংগঠনের নাম 'বাংলাদেশ আহলেহব্দীর যুবসংগ'। ১৯৮৫ সালের জমিয়তের কনফারেন্সে একজন বিভাগ খেলা হয় এবং পরিচালন হিসাবে অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, এডিটরেক্ট আবুনন্দীন এবং এ, এইচ, এম, শামসুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়।
বস্তুতঃ যুদ্ধসংগঠনের জন্মের পশ্চিমে দি আমুল বারি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা। তারই নির্দেশে তার পক্ষে সেনাপতি জেনারেল আমুল রহমান বিএলিটি ও সাংগঠনিক সম্পর্কচ্ছল অধ্যক্ষ আবুল মুমিনুদ্দেন (কুমিল্লা) সেনানাবাদ মসজিদে ১৯৭৮ সালের জুলাই ফেডারাল সরকার অনুমোদন পালিত হয়। পরের সালে তিনি ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে জেনারেল হাসান ইলাহী প্রধান পয়সা সমাজকর্মী মসজিদে যুদ্ধসংগঠনের দায়িত্বশালি শিখর পড়েন। তিনি ১৯৮৯ সালের তিন মে মাসে জেনারেল হাসান ইলাহী প্রধান সম্পর্কের দায়িত্বরত শিখরের পদ অধিকার করেন।

তাঁর ছবি সম্পূর্ণ আমাদের কাছে রক্ষিত আছে।

বর্তমানে যুদ্ধসংগঠনের সূচনা হয়েছে এমন কথা কি সত্যিই?

একটি দেশ তাঁর কাছে আজকাল শেষে একটি জমিয়ত সভাপতি ও সহ-সভাপতির পরমেষ্টি রাজনীতিক কলেজ লুটেল আরবি ভাষার তৎক্ষণ প্রস্তাবে জনাব বিনুর রহমান, রাবির আরবি প্রভাবের জনব এ কে এম শামসুল আলম মুহাম্মদ মুহাম্মদ নেতৃত্বে রাজনীতিক যে আহেলাহাদী যুদ্ধসংগঠনের যথার্থের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পর্কের ভাষায় করা হয়।

যা প্রথম সম্প্রতি শামসুল আলম মুহাম্মদ মুহাম্মদ এর নেতৃত্বে।

তাঁর এই ফেডারাল সরকার কেন্দ্রীয় দায়িত্বশালি হিসেবে জনাব গাছিল ছাপদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের প্রতি সহায়তা করার জন্য মসজিদ খান নেতৃত্বে আহমেদপুর হাসান ইলাহী প্রধান সম্পর্কের দায়িত্বরত শিখরের সহায়তা করার জন্য মসজিদ খান নেতৃত্বে।

শামসুল আলম ছাপদের ভাষায় এসে যুদ্ধসংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ মুহাম্মদ।
জম্মি তেরা কেনা যুবসংগের কোনের পার্থিক সহযোগিতা করেনি। এল এলাকা সরাস্র জম্মির কর্তৃক প্রদত্ত ছিল না; বর্তমানে যুবসংগের অন্য ব্যক্তিদের অনুপাত, যা দাতা সংস্থা তার হাতে দিয়েছিল পালিভ হাঁয়েলো দেয়ার জন্য। অথচ তা তিনি আটকে রাখেন।

যেমন ১২৮.১৯৮৯ তারিখে অধুনা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমকালে গৃহীত ৪ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'আমাদের বিদ্যমান শাস্ত্র লক্ষ্য করা যে, বাংলাদেশ জম্মি আহলেদীহীন শিক্ষার বিভাগের পরিচালক ও বাংলাদেশ আহলেদীহীন যুবসংগের প্রতিষ্ঠার সহায়তা ও বর্তমান পরিচালক জনার অধ্যক্ষ আহলিয়াল আল-গণিরের ভাবমূর্তি ক্ষুদ্র করার জন্য তার নিকট কোন লিখিত হিসাব না চেয়ে বিন্দু নোটিশে তার অস্কাকাই তাকে শিক্ষার বিভাগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অথচ তাকে প্রদত্ত ফাঁদের পাই-পার্সার হিসাব আমাদের কাছে আছে। যদিও এই ফাঁদ কেনাচারীর নিয়ম এবং তার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব বা অধিকার কোন মানীয় জম্মির সভাপতির নেই। বর্তমান প্রথায় দুই বর্ষ বয়ব অনেকের প্রদত্ত টাকাটা আদায়ে রাখা হল কত? এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

এছাড়াও আমাদের প্রথায় তিনটা হোটা এবং দুটি বাইসাইকেল বিপদ প্রায় তিন বছর যাব মানীয় জম্মির সভাপতির নিকট এখনো আছে। তা আমাদের কাছে যাকে জেলে আর বাদে আনা ছিলো। সুখী আমাদের কাছে যাকে চিনি তার, গীত, তোহমত, আনুদাচার ও উদ্দেশ্যগুলি প্রচারার হতায়র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এ সমগ্র গণভুবে দুর্নুম্র ও কোড প্রকাশ করে।' অতএব অর্থতে অভিযোগ যে অস্তা, তা পরিকাশঃ

(খ) 'সংহ' শব্দটি সমপ্রক্র তথ্য বাদ-ব্যক্ত এবং-বিকিয়া বলি নে কাউন্সিল যুবসংগের অর্থ হল 'সংহ'। যেমন জম্মি তেরা প্রথম গঠনফস্ট্র যা ১লা অক্টোবর ১৯৪৮-র প্রাকা হয়েছে, সেখানেই ৫ একাদশ এককালি অধ্যাদের বলা হয়েছে-' আহলেদীহীন আদেশের আক্ষর, লক্ষয়ি এবং কার্যকারীকে সফল করা তাঁর উদ্দেশ্য বাহালি অণ্ডায়ি অঞ্চল সমূহ লাইয়া একটি সঙ্গ জম্মি তেরাতে পরিচালিত হবে।' অতএব মাত্র ৬ নং দিন ও অর্থ দাতার 'সংহের নাম' অধ্যাদের বলা হয়েছে- 'সংহ দফায় বর্তম সঙ্গটির নিকট বঙ্গ ও অসাম জম্মি আহলেদীহীন' নামে পরিচালিত হবে। (পূর্ব ৪) বা দেখা যায় যে, মূল নাম হল 'সংহ.' জম্মি তেরা ব্য্কেট নাম। ড. আদুল বারী কথায় কথায় চাহতী মরহুম-মুফতীর নামে চোষা পান ফোলতেন। কিছু তাঁর দাতা 'সংহের নাম' তিনি 'আহলেদীহীন যুবসংঘের বেলায় কেন সহ করতে পারেন না? অথচ বাংলায় জাতিসংঘ' বলতে কোন আপত্তি দেখায় না। তাহাঁত একটি শব্দ দ্বারা অনাথ রূপ প্রকাশ করে। একটি সংগঠনের নাম দিয়ে বিতর্ক কি ১২ বছর যাব চলত পারে। অথচ ১৯৮১ সালের এপ্রিলে এম, এ, বারী দেহি মুগ্ধ গঠনফস্ট্রের ঘরা-১ এ বলা হয়েছে, 'এই সংগঠনের নাম 'বাংলাদেশ আহলেদীহীন যুবসংগে' উক্ত নামের কারণে এইদিন পর একটি সংগঠনের সাথে 'সমস্করণতা' ঘোষণা করার যায় কি?

সমস্তীকরনতর মৌলিক কারণ:

এর মৌলিক কারণ স্মরণকালের গৌতীর ধর্মত্ব। আহলেদীহীন যুবসংগের ভাব যে যথেষ্ট নিয়ে আজুদ্বারন করেছিল তা ছিল আপেলীহীন আদেশের সাথা। ছিল নীতির প্রতি অপমান।
কবর রচনা করেছিল ইমামী আদেহীন। আসুলাহিয়া কাফি (রহমা)-এর সাংগঠনিক দাবী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিল সিদ্ধহাস্ত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আহলেদীহীন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত | www.ahlehadethbd.org
হলে তাকে অন্যান্য অদালিক দল তাগ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রতিরোধ জাতীয় মতবাদের সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। অনুশীলনের ইসলামের নামে মওদুদী মতবাদ, ইলিয়াসী মতবাদ, মাহফিলত ইত্যাদি কোন দলের সাথে জড়িত থাকা যাবে না। যুবসংগ্রহ দাবীর হল- 'আমারা চাই, একব একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রতিদিন নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মায়াবাদের সংকীর্ণতাবাদ'।

মূলকী সংগঠনের কাছে যুবসংগ্রহ উভয় মর্মে স্পষ্ট দাবী ছিল তাই ২৬ ও ২৭ শে জিনিসপত্তি ১৭ বা উল্লেখিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের পরিক্রম বহুল পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে জমিয়ত সংবাদপত্রের নিকটে পাঠানো হয়। যার কিছু অংশ এখানে বর্ণিত হল : যেমন-(৫) যে সকল সর্বজন ব্যক্তিয়ের জগত জমিয়ত থেকে অবাধকি নিয়েছেন এবং যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাই সকল আমাদেরকে জমিয়তে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ প্রাণ করা হচ্ছে। তদুপরি যারা জমিয়তের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের অনেকগুলি আহলেহাদী আদেশলায় বিকোট সংগঠন সমূহের সাথে জড়িত যা জমিয়ত গঠনতন্ত্রের ৮ (৮) ও ২৩ ধারার স্পষ্ট লংখ। মানুষের জমিয়ত সংবাদপত্র সাহায্য দিব্যন্ত্রী যতদূর তাদেরকে এরূপ পন্নে বহাল রেখেছে। একক ঐতিহ্য নেতাদের চেয়ে হয় আহলেহাদী আদেখলায় করে না, যদি বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী সাধনী মওদুদী আদেখলায়ের সাথে জড়িত। তাদের বিকৃত জমিয়তের পক্ষ হতে কোন ব্যবস্থা আমরা এরূপ নিতে লেখিন। অথবা আহলেহাদী যুবসংগ্রহের সদস্যগণ এরূপ আদেখলায়ের থেকে মুক্ত হয় নির্দেশার সাথে আহলেহাদী আদেখলায় করে থাকে।

তাদের সাথেই জমিয়ত আহলেহাদী সমগ্র ফিনহাতা’ ঘোষণা করেছে এবং তাদের উপর বিভিন্ন নকারার মূল-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

অভাব আদেখলার স্পষ্ট দাবী এই যে, আদেখলার বাধানভাবে আদেখলার গঠনতন্ত্র অনুমায়ী আহলেহাদী আদেখলায় করা অধিকার নিষ্কাশ্য করতে হবে। আদেখলার ও আদেখলার উপরন্তু তাদের বিভিন্ন নির্দেশ বাধা করতে হবে এবং গঠনতন্ত্র বিকোট অর্থের লোকদেরকে জমিয়তের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করতে হবে। নইলে আহলেহাদী সংগঠনের সকলকে নিয়ে জগতীক্ষ্ণতা ঐক্যে আমরা বিশ্বাসি নই। আমরা আদালিক ঐক্য বিশ্বাসী’।

উক্ত সিদ্ধান্তে বাস্তব রূপ ফুটে উঠছে। কারণ জমিয়ত নেতৃসূত্রদের নীতি ছিল এর বিপরীত। জমিয়তের অনেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বীলী, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, যেলা ও এলাকার দায়িত্বীলী এবং সাধারণ বহু কোট্টি বিভিন্ন দলের সাথে জড়িত। কেউ কেউ অন্য দলের দায়িত্বীলীও আছেন। বিশেষ করে যারা কথিত ইসলামী রাজনীতির ধারাধারী, তাদের সাথে কেন্দ্রীয় সম্প্রদায়। এটি জমিয়তের নীতি ও আদালি, গঠনতন্ত্র ধারা এবং আলুরাহিল কাফে আলেহাদী (রহ) এর চেতনার চরম বিকোট। যেমন-

(ক) আলামা আলুরাহিল কাফে আল-কুরায়েসী শরীয়ত গঠনতন্ত্রের ২ন ধারায় 'আহলেহাদী আদেখলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' পিষরামে বলা হয়েছে, কলেমা তৈরীকে মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বিকাশকে তমাদুনি, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপান্তর করিয়া তোলা (পূর্বপক্ষে জমিয়তে আহলেহাদী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র (এম.এ, কাফে আল কুরায়েসী কর্তৃক প্রকাশিত, বিশ্বীয় সংকার: ১৯৫৬), পৃষ্ঠ ১)।

www.ahlehadeethbd.org
(দ্বিতীয়) গণনাগুলির ৮নং ধারার (৭) দফায় বলা হয়েছে, 'যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহ, রাসূল (ছাওয়া) এর বিশ্বজীবন নেতৃত্ব, কর্তৃক আন অথবা সন্নাট সাধারণতার এবং মুসলিম মাননীয়ের সাধারণের আহারাসম্পন্ন নয়, সে সকল প্রতিষ্ঠানের মুহাম্মদী জামা আত-এর কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না' (বাংলাদেশ মুজিয়াতে আহল হাদিস: লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতাত্ত্বিক (৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮০ ইং), পৃ. ৭)।

(তিনি) মাওলানা আস্তিরাহেল কাফিক আল-কোরায়শী (রহ) 'আহল হাদিস আন্দোলন ও উদ্দেশ্য পরিষদ' নামক প্রতিষ্ঠান বলেন, 'আহল হাদিসগণ তাহাদের ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, তামাদুনি ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রকারী ও ব্যবস্থাপনার আদাওর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্য শ্রেষ্ঠির মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসূল (ছাওয়া) এর অধিভূক্ত বীরীয় করিয়া লইতে বাধ্য। মাওলানা উল্লিখিত নীতি সম্পর্কে মন্দির প্রক্ষিত নহেন, তাহাদিগকে আহল হাদিসগণের গণ্য করা মোট অন্যায়, তাহাদের আহল হাদিস হইবার দারুণ ও তত্ত্ব অন্ধকার।' (এ, পৃ. ৩-৪; আল-হাদিসীরা পরিচিতি (হামাদ ১৯৯২), পৃ. ১৫৪-৫৫)

(চতুর্থ) ইসলামী রাজনীতির নাম মাওলানা মোহাম্মদীর রচিত বিদ্যমান তত্ত্বাবধারকের সাথে জমিয়তের অসংখ্য ব্যক্তি জীবিত। অগ্র তারা জমিয়তের আহলেহাদিসীর দারুণ। তারা জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্য ও গঠনতাত্ত্বিক নিয়মকে পরোয়া করেন না। 'বাংলাদেশ জমিয়তে আহলেহাদিসীর'এর গণনাগুলির ৮নং ধারায় 'মুহাম্মদী জামা তত্ত্ব ও আহল হাদিস আন্দোলনে যোগদান করার যোগ্যতা' শিরোনাম দিয়া (প) দফায় বলা হয়েছে, 'যে সকল দীর্ঘ প্রতিষ্ঠাতার আফীরা, আফ্রিকা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মসংগঠন ও নেতৃত্ব 'আহলেহাদিসী আন্দোলন’ হয়ে তিনি তাহার কোন সদস্য বাংলাদেশ জমিয়তে আহল হাদিসীরের সদস্য শ্রীহীর তত্ত্ব হিসেবে পরিবেবনাঃ' (এম,এ,কাফি আল-কোরায়শীর কোর্সে প্রকাশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতাত্ত্বিক তিনয় সংস্করণ ১৯৫৪), পৃ. ৬)। লক্ষ্য করন। এখানে কতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

জাত্যায়া: ১৯৫৭ সালে পাইমেক্সর্জ জানকী মৌলভি চৌধুরির পর দিয়া মাওলানা আন্দুল্লাহেল কাফিক (রহ)-কে জামাতে ইসলামীতে যোগদান করার আরাম জানান। কলে জামাতে ইল্লামীতে আমার যোগদান অস্বীকার করেন?' শিরোনামে তিনি মাসিক 'তরজমনুল হাদিস' দেন। পেপার এর জওয়াব দেন (প্রতি তরজমনুল হাদিস, মোহাম্মদীর ১৯৫৭, ১২ সংখ্যা, পৃ. ১৪২-১৪৮ এবং শ্র্যাপ ১৬৩২, ৬৭ সংখ্যা, পৃ. ৪১-৪৫)। নিম্নে তার লেখা থেকে কয়েকটি উক্তি পেশ করা হবে।

(ক) 'মোহাম্মদী দুর্লভতা তাহার এবং তাহার দলের মিলন কেন্দ্র হইতে পারে কিভাবে মুল্য জানিতে জন্য নয়। জামাতে ইসলামীতে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ করণ সম্পূর্ণ অল্পকি (দেখিয়া)। আহলে হাদিসী আন্দোলন ইসলাম সম্পূর্ণ বিশ্বাস।' মোহাম্মদ আন্দুল্লাহেল কাফি আল-কোরায়শী, একটি পেপার জওয়াব, প্রকাশক বাংলাদেশ আহলেহাদিসীর সূচন, ১৯৯২ ইং, পৃ. ১২।

(খ) 'আহলে হাদিসীর কর্তব্যা কি, তাহারই মোহাম্মদী চৌধুরি জানিলেন কিরপে? তিনি আহলেহাদিসী আন্দোলনে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আহলেহাদিসী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিতে চেষ্টিত

www.ahlehadeethbd.org
হইতেন না কি? এই আদেলেনে তাহার আত্মা নাই বলিয়া কি তিনি একটি শত্রু আদেলেন গুরু করেন নাই। যে বক্তি আহলেহাদি মতবাদক (আদর্শ) বিশ্বাস করেন না, তাহার নেতৃত্ব কোন ইমামদার ও হাফির সম্পুর্ন আহলেহাদিদের পক্ষে শীঘ্র করা ও তাহার আদেলেনে যোগ দেওয়া কি সত্যবাদ? (একটি পত্রের জওয়া, পৃ ১০)।

(গ) তিনি আরে বলেন, ‘আমার পক্ষে এবং কোন আহলেহাদিদের পক্ষে এ আম্বান শীঘ্র করার উপায় নাই।

(ঘ) সবশেষে তিনি বলেন, ‘অতএব কোন আহলেহাদিদের পক্ষে ইহার কৃপা-বিত্তিতে জন্য আহলেহাদিদের জামা’আত পরিবা করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়। (একটি পত্রের জওয়া, পৃ ১৪)।

(খ) ‘জময়তে আহলে হাদিস’-এর আমত্রয় কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রশ্নত আলেম মানোলাম মুহাম্মদ আলীমুদ্দিন নদীয়াতি (রহ) উক্ত ইসলামী দলকে ইসলাম বহিষ্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রীয় উপদল ‘যারাদিয়ার’ সাথে তুলনা করে বলেন, ‘যারা ইসলামের নামে রাজনৈতিক করে, তারা ও সুলাহ মুতাবেক শাসন পশ্চা চালু করার কথা প্রকাশ করেন তারাও সহায়তার শব্দের বহু হাদিসকে তারা মানস্ব বলে অবশু ওপর ভিন্ন করে। এদের হতে কোনায়িন্দ শাসন কমতা এলে, এরা শিয়া যায়িয়দাদের নামে বোঝায় ও মুসলিমদের হাদিস মুতাবেক আমল করায় বাধা দিয়ে- এ আংটা মুক্ত নয়’ (খারি ও ঋষিতী পং' ১৯৫৪, পৃ ১০)। অন্যত্র তিনি এ দলটিকে ইসলাম বহিষ্কৃত কর্ক ‘শাহীজি’র সাথে তুলনা করেছেন (এ, পৃ ১৪)

এর চেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আর কি হতে পারে! আহলেহাদীদু মুসলমানের দাবী আর অমিতের গন্তব্য শীঘ্র করার অর্ধে কোনর পরিবারগুলি? সাংগঠনের মূলনৈতি, গন্তব্য ও আদর্শ বিবৃত ব্যাকরণ ইতিযে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করতে পারে? কে কি এ সংগঠনের সদস্য হতে পারে? নেতাও হওয়া তো দূরের কথা।

(পাচ) ‘আহলেহাদীদু আদেলেনের কর্মকাণ্ড’ শীঘ্র আলোচনায় বলা হয়েছে, (গ) ‘তওহীদ ও দুর্নীতের ব্যাপ্ত তালিকা এবং ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্কে কোরআন ও হাদিস হাদিসের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চালার জন্য মুক্তিমস্যাকে স্বপ্ন দান ও চ্যার্জার’ (পূর্বাংক জময়তে আহলে হাদিস লাকা, উদ্ধার ও গণনকন (১৯৫৭), পৃ ৩)।

‘আহলেহাদীদু আদেলেনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য’ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, (ঘ) ‘আলাহ ও তাদীয় মূল মুহাম্মদ মুঘ্রুক (ঘান) বেসকল নির্দেশ কোরআন ও হাদিস হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে, কোন হেলি, দরবেশ, পীর, মুসলিম, মুস্তফাবিদ, ফকিফ, বিদ্যাম, দারিদ্রিক ও শাসনকাতের ব্যক্তিত্ব অথবা দীর অনুযায়ি বা নিষেধের প্রতীক না করিয়া স্বপ্ন মান্য করিয়া লওয়া ও প্রতিষ্ঠান করিয়ার অন্তর হওয়া এবং কোরআন ও হাদিস িদের নির্দেশ প্রতিষ্ঠান করার পথে দেখাচার, প্রথা, কাহারও ব্যক্তিত্ব বা দীর করিল বিধিনিষেধের ও বাধা ও অপসারী প্রতি দুষ্প্রকাশ না করা’ (পূর্বাংক জময়তে আহলেহাদীদু লাকা, উদ্ধার ও গণনকন (১৯৫৭), পৃ ২)।

দৃঢ়কিন হল, কাজি ছাতে শীঘ্র গণনকনের মধ্যে কোরআন ও হাদিস হাদিসের বাদী প্রহারের সংস্কার উদ্ধার হাতে আমল ও জময়তে মন্ত্রী এবং উল্লামায় এর তালিকা হাদিস-ইহাই মিলিত লেখন ও বক্তব্য সমাজে প্রাচার করে থাকেন। প্রথমেই নয় কোরআন ও হাদিস হাদিসের শীঘ্র এদের বিপরীত থেকে এমন বহু অমল ও গণনকনের দোষহই দিয়ে

www.ahlehadeethbd.org
দেদাক্তর আবার চাঁদ ছাড়া। ফরম হলাতের পর দলবল মনুষ্যের করা তার একটি জ্যোতি প্রমাণ। এতে তারা প্রকাশে শিক্ষা ও বিদ্যা আতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

'আহলে হাদীস যুসর্পং' উক্ত নীতি ও আধ্যাত্মিক জনতার সামনে পেশ করলে মূর্ধন্য প্রশিক্ষিত হন এবং হিজ্জাতের কাছে দীর্ঘদূত হাজম। পৃথিবীর যুক্ত বিশ্বব্যাপী ও সাংগঠনিক মায়াকে দেখার মানুষকে দুর্বল হলে, যা ১৯৬০ সালের প্রথম জাতীয় সম্মাননায় মাধ্যমে উদ্বোধন হয়। ফলে তরুণ ছাত্র সমাজ, যুব কাফেলা এবং শিক্ষার সুত্রধার যুবসনের আধানে সাধা দেন এবং সরুচি সম্পূর্গতার হাত বাড়িয়ে দেন। এটাই ছিল হিজ্জাত মৌলিক কারণ।

জমায়েত আহলে হাদীস 'সম্প্রক্ষিতনাত' ঘোষণা করল আর দোষ চাপানো হল, আহলে হাদীস যুক্ত বাজারের হাজম। যুক্ত বাজার বলে দিও দেশে মিশ্রাচ করা হল। এর প্রতিষ্ঠান মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের সাংগঠনিক কিন্তু যে মাঝে ঘটে নানা মায়াক ঘটিত। আহলে হাদীস যুক্ত বাজারের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সদস্যদের উপরে চালানো হয় লোকহরব নির্ধারণ। এমনকি ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ পুণ্যে দেয়া হয়। অফিস পর্যন্ত লুচ করা হয়। একদিকে বিড়-হিংসা, গীত-তুম্বাদ অনাদিকে অবর্জনীয় নির্ধারণ। কিন্তু যুক্ত বাজারের প্রতি থেমে যায়নি। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আরো ব্যাপার হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে :

(ক) ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই 'সম্প্রক্ষিতনাত'র পর যুক্ত বাজার একজন প্রধান দৌড়ায় জমায়েতের নেতৃত্ব সাধা দেননি। এত বছর ১৯ অক্টোবর এবং ১৪ নভেম্বর আলাওনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা চলালে জমায়েত কেনা পাখাই দেয়নি। বিশেষ করে যুক্ত বাজারের 'ক্ষেত্রে কাউন্সিল সম্মেলন'-এর সিদ্ধাস্ত মোতাবেক ক্ষেত্রে কর্ম পরিষদের ৫ জন দায়িত্বের '৮৯ সালের ১৯ নভেম্বর তৎকালীন জমায়েত সম্পাদনা দের আমূল বাজারে-এর সাথে চাহিদে তার বাস ভূমি সাধারণ করে আলাওনা করলেও কেনা ফল হয়নি। এছাড়া তিনিই '৮৯ চেষ্টা চালানো হলে এরপরে বিদের করণে তা ফল হয়। ১৯৯১ সালের মার্চ এবং '৯১ সালের ২৬ শে নভেম্বর দৃষ্টি সময়ে বিদ্যুতের চেঁচ চালিয়েও কেনা ফল হয়নি।

(খ) ১২.৮.৮৯ ইতীহাস অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রে কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনের নিয়মে বলা হয়, (২) 'বিষয় ৩০ বর্ষ, ৪৮ ও ৪৯ সংখ্যার নাগরিক আরাকাতে বাংলাদেশ জমায়েতে আহলে হাদ্দিসের ক্ষেত্রে যোগাই কমিটির সিদ্ধান্ত হিসাবে বাংলাদেশ আহলে হাদ্দিস যুক্ত সম্পর্কি যে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে, এই সম্মেলন তার তীব্র প্রতিনিধি করেছে এবং একই সঙ্গে জমায়েত কর্তৃক সমস্ত নতুনভাবে 'তোরণ' গঠনের সিদ্ধান্তে আহলে হাদ্দিস যুক্ত আলোচনাকে বিভক্ত ও বিশ্বাস করার শামিল করেছে।

এই সম্মেলন সূত্রপাত করলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুক্ত' গঠিত হওয়ার সূচনা পর্যন্ত জমায়েত নেতৃত্ব প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। মাননীয় জমায়েত সম্পর্কি হাজারের পরামর্শ নিয়েছেন ঢাকার যাত্রাবাধি তে প্রথম প্রক্ষি বেঝ়া ঢাকা হয় এবং জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবুল রহমান বি.এ.বি.টি হাজারের সমাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই বেঝাকের রেজিস্ট্রেশন তিনিই
নিজ হাতে লেখেন ও তা আরাফাতে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ ই এপ্রিলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে সেমিনার এবং পরিদিন ঢাকা এলাকা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আয়াতিত বাংলাদেশ আহলেহাদীন যুবসংগঠনের ১ম ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনে দেশের আহলেহাদীন ছাত্র ও তরুণদের অভ্যুত্থান জাগরণ পরিকল্পিত হওয়ার পর হতেই জমিয়ত নেতৃত্বে যুবসংগঠনের প্রতি বাক্য আচরণ শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তার ব্যবহারকে ঘটতে থাকে। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে যুবসংগঠনে জমিয়তের অঙ্গনতন হিসাবে নিয়মিতভাবে প্রচার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় জমিয়তের নিকট বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয়। ১৯৮৫ সালের জমিয়ত কনফারেন্স তৎকালীন জেনারেল কমিটির সদস্য ও যুবসংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত প্রস্ত বাংলা এবং সকলের অনুমোদনের আওতায় জমিয়ত গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয় ও আইটি বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং যুবসংগঠনের সভাপতিকে জমিয়তের সুরক্ষা বিভাগের পরিচালক নিয়োগ করা হয়। 

সেই সময়ে তার পরিচালনাদায়ী ‘যুবসংগঠন’ পরিচালিত হয়ে আসে। জমিয়তের মান্যতায় সভাপতি যুবসংগঠনের প্রধান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হিসাবে বরিত হন এবং সে হিসাবে তিনি যুবসংগঠনের বিভিন্ন রৈখিক ও সমন্বয় মোক্তান্ত করেন, যা আরাফাতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের সাথে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে জমিয়ত কর্তৃক যুবসংগঠনের সাথে ’সংস্কৃতকৌশল’ যোগাযোগ এই খবর আমাদেরকে সৃষ্ট ও বাড়িত করেছে।

আমরা মনে করি ‘বাংলাদেশ জমিয়তে আহলেহাদীন’ যদি সত্তা সত্তিয় এদেশের নেতৃত্বক আহলেহাদীনের প্রতিষ্ঠা তুলনায় একমাত্র সংগঠন হয়, তবে আহলেহাদীন যুবসংগঠনের সদস্যদের তার বাইরে না। বাংলাদেশ জমিয়তে আহলেহাদীন আমাদের সকলের প্রাণি প্রতিষ্ঠা। আমরা জমিয়তের তদ্ব্যতি আহলেহাদীন আদোলনের প্রতিষ্ঠা হিসাবে দেখতে থাকেন। বাংলাদেশ আহলেহাদীন যুবসংগঠন যদি বাইরের পরিবর্তে এই সংস্কৃতির জ্ঞান চেনা নিয়ে ছাড়া ও যুবকদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে এবং পূর্ণ খৈর সংস্কারে জমিয়তের এক ও সংহতির অতুল্য প্রত্যেক হিসাবে এ নারী বাইরের কাজ করে এসেছে, ইন্দুসারায় আগামীতে তারা তাদের সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই জমিয়তের সংসার বৃহত্তত্ত্ব হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঐক ও সংস্কার প্যাটার্নে আমাদের বিক্ষোভ যথ কথায় বলা হউক, সবই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যচূড়িত। আমার প্রকৃত আমাদের সত্যত্ত অজন্মের জন্য আমাদের ঈমানী উপকী আমাদের প্রশ্ন ও আত্মতত্ত্বের সাথে অ্যুট সংগঠন ঐকের মাধ্যমে আহলেহাদীন আদোলন চালিয়ে যাব ইন্দুসারায়।

(৫) ২৬.৪.৯১-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সূচী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বল হয় : (১) ’জমিয়তের সাথে ঐকের প্রশ্ন আমাদের ব্যক্তি-জমিয়তের সাথে আমারা সম্পর্ক ছিনি করি নাই। জমিয়তের নেতৃত্ব আরাফাতের যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিল করেছেন। এরফতে যদি তারা পুনরায় সংগঠিত সম্পর্কে আরাফাতের মাধ্যমে সম্পর্ক পুন: প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ দেন এবং আহলেহাদীন আদোলনের
বৈশিষ্ট্য পুনরুজ্জাগর দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী বাণিজ্যিক অভিধান এবং ফুলোর প্রচেষ্টার নিজস্ব ভঙ্গিমা প্রাপ্ত করিবে।

(১) '১৯৭৮ সালে 'বাণিজ্য ইসলামীয় উদ্যোগর' শুরু হয় তাহেকি আলাদাহীন উদ্যোক্তার ঘরের ঘরাণাতে কর্মী বৃন্দার সম্প্রদায়ে বিকাশ হয়। কিন্তু আইন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আরও বিশেষ উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ অর্থাধিকারীর পক্ষে জনসচিব উদ্যোক্ত সূচনা এবং সাদৃশ্য স্বকর্মস্বত্ব প্রকাশ করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যেতে পারে।

(২) ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে আলিম কেন্দ্র ইসলাম বিশ্বাসঘুর জাতীয় সমিতি নিজের প্রতিষ্ঠা করে। এর কারণ হিব্রু এবং যুদ্ধাদিতের জন্য জমিয়তের জন্য মাত্রা কাটার প্রভূত সার্থকতা প্রকাশ করে।

(৩) ৬ মার্চ ১৯৭৯ তারিখে রাজধানীর নিকটে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যাতে পারে।

(৪) ২৩ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যাতে পারে।

(৫) ২৬ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যাতে পারে।

(৬) ২৭ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যাতে পারে।

(৭) ২৮ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যাতে ঐক্য প্রদর্শন করা যাতে পারে।
(২) ১০.৯.৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমেতনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে: (১) এই সমেতন জামাতে আহলেহদীছেকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত প্রচুর শ্রেষ্ঠ শাসন বাংলাদেশ জম্মুতে আহলেহদীছে-এর প্রতি আবেদন জানাচ্ছে এবং গত ডিসেম্বর '১১-এ কাউন্সিল সমেতনের সিদ্ধান্তে যা জম্মুইত নেতৃবৃন্দের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে, তার কোন জবাব আজকে না পাওয়ার জন্য এই সমেতন গতির দৃষ্ট ও কোন প্রকাশ করে না।

(৩) ১৯৯৫ সালের ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমেতনের ১২ নং গুরুবারে বলা হয়, 'জামাত'আতা ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রারম্ভিক আলোচনা সূচী ও যথোপযুক্ত পরিবর্ত সূচির ব্যাখ্যা বাংলাদেশ আহলেহদীছে যুবসংগঠনের সাথে বাংলাদেশ জম্মুতে আহলেহদীছে কর্তৃক ঘোষিত 'সংঘর্ষসমাধীনতা' আশ্ব প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছে।

(৪) মানবনী জম্মুর-সারনাই মৃত্যুর (৪ষ্ঠ জুলাই '৫৩) মাত্র ১১৪ দিন পূর্বে ২০০৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রি পত্র দ. মুহাম্মদ আমদুরাহ আল-
ধালিব শেখ প্রায়োগিতা লিখেন, 'পরিশেষে আমার আকুল আবেদন, আসন। মুহুর্ত আসার আগেই আমারা খালেচ অত্যন্ত তথ্য করি। আহলেহদীছে জম্মুতে ঐক্যবদ্ধ করার
চেষ্টা করি এবং এদেশে আহলেহদীছে আদৰ্শনের অগ্রপতি তুলুনতি করি। আলাহ
আমদের সুফিয়া-ব্যাবস্থা করে এবং আমদের আলাহর জন্য দুর্বলতায় সৃষ্টির ভয়
করার ইব্রাহীমী আদর্শে উত্তীর্ণ করা আমার।' মনস্কি তিনি ঐক পত্র তার শয়নককে
ফ্যাকারোগারে পাঠিয়েছিলেন।

বক্তব্য: দেখা যাচ্ছে জম্মুত ‘সংঘর্ষসমাধীনতা’ ঘোষণা করে এবং নতুন করে সংগঠন তৈরি
কর বিভিন্ন রূপে তৈরি করলেও যুবসংগঠন বিভিন্ন সময়ে বার বার ঐক্যে প্রচুর
চালিয়ে গেছে। কিন্তু জম্মুতে আহলেহদীছে মোটেও তা আলাহে নয়। ওয়ার্কিং
কমিটির কোন আলোচনা বা সংগঠন নয়। অনেকে ঐক্যের প্রচুর, প্রশ্নানা,
পরিকল্পনাকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মন করেন। কিন্তু কোন করার একটি সংগঠনকে বহিষ্কার
করা হল, কেন সংঘর্ষসমাধীনতা ঘোষণা করা হল, নতুন তথ্য করে কেনবিভিন্ন সৃষ্টি করা
হল, সে দিকে মন্তব্য করে না।

উক্ত অবস্থায় প্রমাণ করে আহলেহদীছে তক্ষণ ছাত্র এবং বুদ্ধিকদের পরিস্থিতি কে দীঘীয়েছিল।
তাই অবশেষে বাধ্য অবস্থায় দীর্ঘ গঠন নেয়। পৃষ্ঠ বছর পরে ১৯৯৪ সালে ২৩
সেপ্টেম্বর 'যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সূচিদের সমেতনে মূলকই সংগঠন হিসাবে
'আহলেহদীছে আলাহেদী বাংলাদেশ' অন্তরূপক করে।

উল্লেখে যে, জম্মুত নেতৃবৃন্দের উক্ত অনুযায় বিদের করণেই জম্মুতের ওয়ার্কিং
কমিটির সদস্য প্রস্তাব আলম মানুখানা মুহাম্মদ আব্দুরাহমান ও মানুখানা হাবিবুরুলাহ
খান রহমানের প্রথম ওলামায় করে জম্মুত একে বের হয়ে ১৯৮৩ সালের ১৫
জানুয়ারী 'আহলেহদীছে তাবলীগে ইসলাম' নামে একটি পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেতে
বন্ধ হয়। এছাড়া দেশের আরে সাপ্তিকতা বোধ আলমেকে কৌশলে জম্মুত থেকে বের
করে দেওয়া হয়, যারা আহলেহদীছে-এর নীতিতে ছিলেন আগোস্তী।

বর্তমান অবস্থা:

জম্মুত নেতৃবৃন্দের কেন এই অনুযায় অনুহান থেকারে তার কাল পাপ কিংবদন্তি করে চাই, আহলেহদীছের বিভিন্ন হিসেবে জিন্মে রেখে মধ্যস্থ ভোগ করার চায়? আহলেহদীছের আন্দোলনের রেনেসাস তারা বংশবং করে রাখতে চায়? এভাবে

www.ahlehadeethbd.org
একদিকে জমিয়তে আহলে হাদিসকে চেষ্টা ধরা হয়েছে, অন্যদিকে ডঃ গালিবের সক্রিয় সংগঠনের উপর চালানো হচ্ছে লোমহর্ষক নির্যাতন। কারণ যখন বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্য, খুল্যা, সভা ও সংস্থায় করতে যাওয়া হয়, তখন মাথা বিকৃত ঐ কর্ম আহলেহাদীছাড়া গবেষণার সাথে বলে, আমারা জমিয়ত করি, আমরা কাফী হয়েছি এত করে, এখানে বিশ্বাস্তরূপ সৃষ্টি করান না ইত্যাদি। অচ্ছ তারা জমিয়তে আহলেহাদীছ সম্পর্কে কিছুই জানে না। বর্তমানে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাও জানে না, এমনকি ডঃ বারী ছাইবার মাস শেষে, তাও জানে না। কেননা-সাক্ষাতকালিক বিচার করে না, সামাজিক সহযোগিতা করে না, কেন করার যেমন রূপদান করে না, পত্রিকাকে পড়ে না, ওয়ার-ফাইত-ফিক্র দিয়ে সংগঠনকে কোনো সহযোগিতা করে না। কারণ তারা জড়িত অন্য দলের সাথে। এরা হ'ল মাস্ত্র ইসলামী দলের ক্রীড়নক। অল্প বয়সী হ'ল আমারা জমিয়তে আহলেহাদীছের লোক।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ: হক-এর অত্রত্ব এরহারীর নাম

করুণান-সৃষ্টি আহারীদের কর্ত-বিক্ষেপ করা এবং আহলেহাদীছদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে কলকাতা করার প্রচেষ্টা চলেছে বর্তমান। কিন্তু ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সর্বদা অত্রত্ব এরহারীর ভূমিকা পালন করেছে। আদর্শ রক্ষার আদেশনে বিজয়ের বর্ণ স্বাক্ষর রেখেছে বর্তমান।

(1) ঘরের শুরু বিতর্ক:

শত বাধা-বিপর্যয়, বুখার-অ্যাসারের মাঝেও সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে নিয়মতত্ত্বিত্বভাবে। কিন্তু ঘরের শুরু বিতর্কীতি। নিশ্চয়ই গাছিয়া পালন করা সাধারণ। ‘আহলেহাদীছ আদেশন বাংলাদেশ’-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের বিশ্বদেশে গোপন মূল্যে লিখ হয়। চালায় বিশ্বনাথ এরহার। অবশেষে ২০০১ সালের ২৩ জুন আমার জামাতাতে তাকে সংগঠন থেকে বহিমুক্তি করেন। ফলে তার শব্দং দারও তার সাথে একাএকুত ঘোষণা করে। অর্থের মোট পড়ে আদেশনের সাহায্য সংঘ ‘আওসিজ ট্রাস্ট’কে হজম করার জন্য করে ছিল এই চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। আমারে জামা’আতের বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে হারানো করা এবং সংগঠনের চূড়িয়ে চান্দা করার জন্য চূড়ান্ত তারা লিখ হয়। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘অল-কাওজাহর হজ্জ প্রকল্প’ ও ‘আল-কাওজাহর সম্মেলন সমিতি’-এর প্রচার অর্থ নিয়ে তারা সংগঠন থেকে কিং পড়ো। অর্থনীতিতে সংগঠন সাক্ষরীকরণে বদ্ধমান হয়। কিন্তু আহলেহাদীছ যুবসংঘকে প্রতিপত্তি করতে পারেনি। আদালত সংগঠনকে রক্ষা করেছে।

(2) সরকারী ব্যবহার

বিবিশ্ব মহল যখন তাদের অপত্তনের সময় সফল হতে পারল না। তখন সংগঠনকে জীবী ও অবশ্বকতা বলে চিত্রের ব্যবহার করে। বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে সরকারী চিত্রকরে নিষ্পত্তি ঘোষণা করা। ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ১৫তম তাবলীগী ইজতেমারে সংগঠনকে অপত্তন ও আহলেহাদীছ আদেশন বাংলাদেশ-এর আমার ড. মুহাম্মদ আসাদুলুহ আল-গালিবের জীবীরের মিথ্যা অভিযোগে প্রকাশ্য করা হয়। তার উপর চাপ হয়। ১০ টি মিথ্যা মামলা। মামলা কার্যকরী এক দিন করা হয়। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ মাতৃ-মায়াদানে সম্মতি উক্ত ব্যবহার বিশুদ্ধ জোরা লো ভূমিকা রাখে।

www.ahlehadeethbd.org
(৩) কারাগারে বসনী রেখে সংগঠন ধর্মঃসের পরিকল্পনা:

আমিরের জামাআ‘আত কারাগারে ধারাবাহিক সংগঠনকে আদর্শীত করার জন্য আবার আল্লাতীরূপ ধারণা কর হয়। এক্তরাখার পর পরই এ ধরনের পরিকল্পনা চলতে থাকে।

২০০৫ সালের ২৫ ডিসেম্বরের সাক্ষরী আন্দোলনের প্রথমায়প পেশেদের পর তার এক ঘরোয়া বৈঠকে মূল বাস্তির আলাপাচার্যতায় এমন বিষয় প্রকাশ পায়। অতঃপর ২০০৬ সালে ২১ জানুয়ারী কুমিল্লার মহাস্থানের বিরোধিতা করানো বাবুতে আবার।

সেই দিনই আলহেহাদীছ যুবসংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে মূলাকাশ বিন মুহিসনহাফ কর্ম পরিদর্শকের কয়েকক্ষণ ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শীর্ষ সদস্য অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম, আকুর রহিম ও আলোহজ আবু পূরে রহমানকে দেখে প্রতিবাদ করেন। এরপর তোমাদের নাম ঘোষণা করা হয়।

এরপর সাক্ষরী কেন্দ্রীয় সমিতি নেতা যানী মুক্তি পান। অথচ আমিরের জামাআ‘আত মুক্তি প্রেরণ না। তাকে বললে রেখে কেনা অঙ্ক শক্তির ইশারায় তৎক্ষণাং ভারপ্রাপ্ত আমিরের সম্মুখ বিদেশ দল যান। তবে তাই প্রাচীন আমিরের নির্বাচিত হন আলসুল হামাদ সোলানি।

একসাথে কারাগারের জামাআ‘আতের মামলার অগ্রগতি নেই, সৃষ্টির কারা কোন মাধ্যমের মুখে নেই। বিদেশের নেতাদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের হার উপর চাপ হয় আবর্জনী অত্যন্ত। এর প্রতিবাদের শেষে সংশোধিত এক ধরনের মূলাকাশ নেতার মুক্তি প্রতিবাদ করেন।

বিদেশের বুর্স পেল প্রচার জামাআ‘আতের আলহেহাদীছ এর নিকট থেকে জোনার্ভাবক অনুমোদন নেরার জন্য এই নীল নকশা প্রকাশ করা হয়। এর মুখের মুখার্জনকে করো এবং নেতার পুরো মামলায় থেকে তুলনা, সোমানামী ও আবু-তাহরীকের দায়িত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাধিকারকে উচ্চের পরিকল্পনা চলে।

২০০৬ সালের ৯ নভেম্বর রাজশাহী মামলায় পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠান দল প্রকাশ করত রূপ আন্দোলন ও যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় কামান্ত শুরু ও বেলা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে নেওয়া জন্য বৈঠকে আবার করা হয়। সেই বৈঠকে প্রচারিত জামাআ‘আতের দল গঠনের বিষয়ে যুবসংগঠনের দিয়েশীকরণ মুখ্য প্রতিবাদ জনিল। এর পর চাপকে অনুষ্ঠিত ১৭ নভেম্বর যুবসংগঠনের বি-বার্ষিক কর্ম সম্মেলন ২০০৬-এ উক্ত দলের ঘোষণা দেয়ার আগ্রহ চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু যুবসংগঠনের মুখোমুখী বিরোধিতার কারণে তা সত্যি হয়নি।

সাক্ষরী ভারপ্রাপ্ত আমিরের শীর্ষ বিদেশ থেকে ফিরে আসলেন। পরিকল্পনা অনুমোদন সিদ্ধান্ত মুক্তিসের ‘মজলিস আমেলা’-র সাক্ষরী অনুমোদন তাকে গণতাত্ত্বিক পার্টির প্রেসেডেন্ট হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছি। আলহেহাদীছ যুবসংগঠন জনতায় পারিল যে আবার সেই ‘ইন্তেহাফ পার্টি’ ঘোষণা দেয়ার প্রতিবাদ অগ্রহ হয়। তাভদিকভাবে মজলিসের মতো আহ্বান করা হয় ১১ ডিসেম্বর ‘০৯। প্রথম অধিবেশন নিযুক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত (১) ‘প্রচারিত গণতাত্ত্বিক নির্বাচন পক্ষদের যেহেতু পরিস কুরআন ও হীরিহ হাসিদের সাথে সংঘবাদী ও অন্যান্য সম্প্রদায় ও ইসলামী দলের সাথে আলহেহাদীছ আন্দোলনের আদর্শ পার্থক্য হয়েছি, সেকারণে আমরা পাল্টাতা থেকে আমাদুনীকর দুর্বল প্রতিষ্ঠান এই সিরকার গণতন্ত্রের সাথে আশেপাশের ঘোষাল আরোধ করা। তাহুল আলোচিত ইন্তেহাফ পার্টি সম্পর্কে যেহেতু আন্দোলনের মজলিসে শুরুই দিকা-ধিকত এবং ‘আলহেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ’-এর প্রায় সকল সদস্য এর বিরুদ্ধে সোচার,
নিষ্ঠুর (২) ’বর্তমানে বিধানবিস্তৃতি পরিদ্রষ্টিতে জাতিকে অদ্বিতে বহু মুহুর্ত আমার জামাই’আতের নাম কর‘ইন্দুরে পাটি’ হলে বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুক্তসত্ত্বা ঘোষণা করেছেন বিষয় যুক্ত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। উল্লেখ, বৈষম্য চালককেন সময়ের উত্তর সিদ্ধান্ত ফেনের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের আমার আদম খান আফতাবীকে জানায় দেয়া হয়। এরপরও ১৯ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা থেকে কারাবনী মুহুর্ত আমার জামা‘আতের নাম উল্লেখ করে ‘ইন্দুরে পাটি’ ঘোষণা দেওয়া হয়।

এরপর মাসিক আত-তাহিরের কনিষ্ঠাই কোন জন্য সম্মানক হোসাইনকে ২০/০১/২০০৭ এবং ১১/০১/২০০৭ তারিখে দূর্বল শেষ করা হয়। আলোহাদীহ আদেলেনের কেন্দ্রীয় গ্রহিতা আল-মারকামুল ইসলামী আস-সালাফীকে ব্যক্তিগত সমস্ত হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন চলে। সংগঠনের অনেক কর্মীকে বিবিস্তার করা হয়। প্রধান মুহুর্ত মারোলালা বৈষ্ণবমানের উপর অনুরোধ অত্যাচার করা হয়। ২০০৭ সালের ১৪ জানুয়ারী তাকে মাদারার শিক্ষক পদ থেকে অযাচিত দেয়া হয়। তারপর থেকে ফাতিওয়া বোর্ডের সদস্য হিসাবে তিনি লাইব্রেরীতে থাকতেন এবং ফাতিওয়া লিখিতেন। ২১ জানুয়ারী ’০৭ রাতিতে তাকে দুই দিনের দুইটি তালা মেরে আটকে রাখা হয়। তাহাতে দেশের আমার নামের অলৌকিক জাবাত ইমামের সিদ্ধান্ত প্রথম কার্যকরী হন। সোনিদ ফজল চালান আদায় করতে না পেরে হামান করে কেঁদে উঠে বলেছিলেন, আদায় চুল এর বিহার কর। প্রথমদিনে লোকেরা এসে সেই তালা খুলে তাকে বের করে। ২০ ফেব্রুয়ারী সালাফী ছাত্র ফাতিওয়া বোর্ডে নতুন তালা মেরে বোর্ড বন্ধ করে দেন। এভাবে ফাতিওয়া বোর্ড থেকেও তাকে বের করে দেয়া হয়।

খানা পর্যন্ত বন্ধ করা হয়। ফলে আত-তাহিরের ফাতিওয়া লিখিত বাধ্যতামূলক হয়।

সংগঠনের নায়িকাদের কেন্দ্র ছাড়া করার জন্য নানা রকম অভ্যাসের করা হয়। ভারতের আমার আমদ সালাফী ২১ মার্চ ’০৭ তারিখে যুক্ত ও সোনারগোড়া মার্কা থেকে উচ্চদের লেফিসিয় দেন এবং জানিয়ে দেন যে, ৩১ শে মার্চের মধ্যে রক না ছাড়লে গোয়েন্দারা এসে তালা সড়কে সব বের করে ফেলে দিবে। বংশধর কোনো বেষ্টক করলে গোয়েন্দাকে খবর দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১লা এপ্রিল ’০৭ আদেলান অফিসে ফাতিওয়া বোর্ড বেষ্টক ফেলে গোয়েন্দাদের খবর দেয়া হয়। ফলে তাত্ত্বিকর্তাতে বেষ্টক বন্ধ করে দেয়া হয়। ২লা নভেম্বর ’০৭ ডি. সালাকাওয়াত ও মুযাফের বিভূতি মুহুর্তের নাওপাড়া ছাড়া নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের বিবিরাম শাহ মুফতু খান মামলায় আমার আমিয়ে পেশ করা হয়। কিন্তু মিয়াগা মামলা জেনে খানা তাদেরকে উপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

এরপর খানা মামলা হয়েছে বলে সালাফী ছাত্র প্রচার করেন এবং প্রতিটার হয়ে আমার কিছু করার ধায়কে না বলে জানিয়ে দেন। আমারে জামা‘আতের মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনের কর্মীদের দিনগুলো এভাবেই কেটেছে। অবশেষে ৩ বর্ষ ৬ মাস ৬ দিন কারাবনী থাকার পর ১০ টি মামলার জল ছিন্ন করে আমারে জামা‘আত ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট আদাহার রহমতে জেলায়া থেকে মুক্তি লাভ করেন। ফালিমাহিল হামদ!
(৪) মারকাই দখলের জুড়েশ্ত।
কারা মুক্তির পর আমার জামা'আতের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় রাজনৈতিক দল ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু তিনি তো বাতিলের বিরুদ্ধে আপেসরহীন। ২০০৯ সালের আশরিয়া ইজনেমার পূর্বে হাতু ১৯ দফা দাবী উদ্ধৃত করা হয় আমার জামা'আত বরাবর। অর্থপ্রচলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন কমিটির মধ্যেও ১১ দফা দাবী পেশ করা হয়।
তাই প্রধান দাবী হিসাবে বলা হয় 'কেন্দ্রীয় সকল অফিস ঢাকায় নিতে হবে'। অথচ অফিস ঢাকা বন্ধ করার ক্ষমতা নেই। ২০০৯ সালের ৭ এপ্রিল আরেকটি কৌশল দৈহিক গেল। গেল তারিখ বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে এক সঙ্গে দশ জন পদযোগ করে চিত্র পাঠানো কেন্দ্রীয় অফিস বরাবর। কেন্দ্র দখলের প্রতি এবার থেকে জোরদার হয়। ১৬ এপ্রিল ব্যস্ততাবাদ সালামী হাওরের ব্যবস্থাপনা আমার জামা'আতকে উচ্ছেদের নোটিশ দেয়।
এটা ছিল আহলেহাদীছ আদেলানের গিয়েতকে রক্ষা করা ও মারকাইকে বক্ত করে দেওয়ার গভীর প্রশ্ন। একদিন ভোর মারকাইর দেওয়ালে পোস্টার সাতক্রী পাওয়া গেল আমার জামা'আতকে ঠাঁহে ভেঙে সাতক্রী পাঠানো হবে এবং তার হোল্ডারের চেয়ে তুলে নেয়া হবে ইত্যাদি।

২০০৯ সালে মারকাইর উপর দিয়ে দেয়া হচ্ছে মহা এক বিপদ, যা থেকে আহলা আদেলানের কর্যকরী। যারা সেই সময় মারকাইকে উপস্থাপিত ছিলো কেখে তারই সেই চিত্র বর্ণনা করেতে পারবেন। রামায়ন মাসে আমার জামা'আত ইতিকরে করা। ১৭ সেপ্টেম্বর (২৫ রামায়ন) অরিকে থেকে হাওরের সাদাতের সময় সত্রাসীবের মধ্যে গোটা প্রতিষ্ঠান তালা মেরে দেয়া হ'ল। এমনকি মসজিদের ওয়াখানা ও বার্তার পর্যায় সীণ করে দেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় মারকাই ৬ মাসের জন্য বন্ধ থাকবে। এরপর কুল চালানো হবে। অথবা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯ সেপ্টেম্বর বাদ মানিব আমার জামা'আতকে মারকাই থেকে বের করে দেয়া হবে মর্ম চুঁড়া সিড্যাকে নেয় সত্রাসীবে। মসজিদের উর্দ-পশ্চিম কোণে সেট হারা হয় একলিড সত্রাসীবে।
কিন্তু আলুর পল্ক থেকে সরাসরি সেদিন মসজিদ চলে আসল। সেদিন পুলিশ প্রশাসনের কোন সহযোগিতা করানি। ডং সাহাযোত তাই আমাকে নিয়ে 'আবন্দল' অফিসে গিয়ে রাখাকে ফেন করলেন। ফেনের দেয়া মাত্র তিনি ২২ মিনিটের মাধ্যমে রাস্তে পাড়ি চলে আসল।
তারা বললেন, ফেন বিস্তার হল শত হতে দত্ত করা হবে। অর্থপূর্ণ মাসবিল নয় দিলেন আর বলেন, কান সম্ভাব্য হল এই নয় দিন দেয়া দিনে।
আলাউর একম রহমত সেদিন চলে আসল যে ২ অক্টোবর '০৯ পর্যন্ত মারকাই সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এই দিনগুলো কিবো পার হল তা টেরে পাওয়া দেট। মাসবিলের অংশ সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ধন উঠায় মাত্র আমার জামা'আত সহশাহিতে মাইক্রো যোগে সাতক্রীয়ার চলে যাবেন এবং সেখানে ইতালের হাজার আদায় করবেন।
আমি মাত্র বিপরীত পরের আমার জামা'আতকে বললাম, এটা পরিস্থিতি মারকাই ছাড়া যাবে না। প্রয়োজন জীবনের ব্যবহার মূলত নওদা পার্শ্বিতেই অতিবাহিত হবে।
বলা মাত্র আমার জামা'আত হাসিকে দেখিয়ে দিলেন, জীবন গোলাম মারকাই ছেড়ে যাব না। আলাউর একম ব্যবস্থা করবেন।' ইতিকরে অবস্থায় তাই এই কথা আলাউর কাছে পৌছে গিয়েছিল। ফলে রহমত নেমে এসেছিল সাথে সাথে। সেদিন বিপদ মাসবিলের জন্য স্থানীয় কেউ এটিতে আসেনি। আমা ইম্পিয়ালি আদেলানের এই মারকাইকে সরাসরি আলাউর কাছে সেপ্টের করেছিলাম। তাই আলাউর পদ থেকে সেদিন সরাসরি গায়েব মসজিদ নেমে এসেছিল।
বাংলাদেশ আহলেহাদীর মূর্তিসংহ দাওয়াতী সংগঠন হিসাবে সমাজে কাজ করে যাবে।

এখন রাগ-কোত, কুৎসা-ভেতম, গালিয়ালাজ ধারণ না কর। কুরআন-সুরাহর দাওয়াত মানুষের ঘর ঘর গুট দেয়াই হবে এমন মৌলিক লক্ষ। আর এই পথে চলতে গেল বহুরুদ্ধী বিপদ বলে আলাদা। হয়ত আমার বাড়ি একদিন খেলা দখল করে নিবে, আমার উপর কারাগারের নির্ণয় আসবে, ইবনে তাইমিয়ার মত জেল খানায় থাকতে থাকতে আমাকে জীবন দিতে হবে, খোবাইরের মত বন্ধ হবে কাদার না দিয়ে শুধুমাত্র শুরীতে অবশ্যে ফাঁসির কাঁটে কুলানো হবে। কিন্তু আমি নির্ণয় থাকব অনেকের কাছে। বল্কি বিভিন্ন ফাঁসির দাবী করব না।

কর্ম আলাহ তাবানালা বলেছেন, 'এমন অনেক নবী ছিলেন, যাদের সাথে আল্লাহকে লোকেরা যুদ্ধে দুঃখ করেছিল; বরং আলাহকের পথে যা সংঘটিত হয় তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি, শক্তিশালী হয়নি ও বিচিত্র হয়নি। আলাহ দৈবদৈবদের ভালবাসেন। আর এতের তাদের অন্য কোন কথা ছিল না যে, তারা বলত, হে আমাদের প্রভু! আমাদের অপরাধ ও আমাদের বাড়িস্থ সমূহ ক্ষম করুন এবং আমাদের পদখণ্ডকে সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদের সাহায্য করুন। অন্তত আলাহ তাদেরকে পারিস্থিতিক পূর্বকার প্রদান করলেন এবং পরবর্তীতে পূর্বকার দেবেন।

২. আলাহ তাবানালা উপর আলাহ তাবানালা সৎসম্পাতিকদেরকে ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ১৪৫-১৪৮)

উত্ত আলাহের আলাহকে আলাহ বলতে চাই- আমাকে যদি ফাঁসির কাঁটে কুলানো হয় তবে খোবাইরের মত আমাকে আনন্দ সৃষ্টি গেয়ে উঠব। আমি কোন কিছুকে তোলাকোল করব না। খোবাইর দীর্ঘ কুপ বলেছিলেন, তবে রাখ কি কথার সম্পদ্য! 

ফলে কানাহালী হিন্দী তোলামান্না * উপল ভৈন্ন কন্না তুল্য মুহুর্তে ঔজ্জ্বল্য ও তুল্য হিন্দী তোলামান্না * উপল ভৈন্ন কন্না তুল্য মুহুর্তে ঔজ্জ্বল্য

'আমি কোন কিছুকে পরিয়োজনা করি না, যখন আমাকে একজন মুসলিম হিসাবে হত্যা করা হয়। আলাহের রাখ আমাকে যোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়, তা কেবল মহান আলাহের জন্য।

তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিষ্ঠিত অস্ত্রের বিনিময়ে বর্তমান দান করবেন!
আমাকে যদি জেলখানায় বন্দি রাখা হয় তবে আমি ইবনে তাইমিয়ার মত হংকার দেব—

"যদি মন্ত্রণ খুলে দিতে চান তাহলে সত্ত্বা বলে, পালন জানে পরস্পর সংযোগ। এরা হল সুলতান বোটান তুলে দিয়ে থাকে, সাক্ষাৎ নিয়ে সাক্ষাৎ পাঠিয়ে যেতে হবে।" (সাক্ষাৎ নিয়ে মন্ত্রণ খুলে দিতে চান তাহলে সত্ত্বা বলে, পালন জানে পরস্পর সংযোগ।)

আমার শর্ক আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাহলে আমার জন্য যদি রয়েছে, তাহলে সেটা হবে একই জন্য শাহদাত। আমাকে যদি দেশ থেকে ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে সেটা হবে আমার জন্য ভর্ত্তি। আমাকে যদি জেলখানায় রাখা হয়, তাহলে সেটা হবে আমার জন্য নির্ভর বাস।" তার আয়ত পড়ে কেন্ত্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসেবে আমি অফিসার করেছিলাম সেই আয়তটি হবে আমার জীবনের পাথেয়।

অন্যদিকে আমার মূর্ত্তি হেক আমি বলে, এই একদিন আর তুলনায় আমি তাদেরকে জিহাদের জন্য লিখে দিয়ে সেখানে উঠতে হবে। শ্রবণ করলুক আরু তুলনায় কর্মনা!

আমি শ্রীরাম কাউন্সিলের প্রতি আহ্বান জানাব, আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

বরং ছাড়াই আরু তুলনায় হতে আপনাদেরকে পক্ষে উঠতে হবে।

আমি প্রথম কাউন্সিলদের প্রতি আবেদন জানাব, আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

আনস (রাঘ) বলেন, একদিন আরু তুলনায় (রাঘ) 'তাদের যুদ্ধোৎপত্তি যুদ্ধের জন্য লিখে দিয়ে যাও' এই আয়ত পাঠ করে বলে উঠেছি, আমি দেখি আমার বর আমাদের যারা যুদ্ধ ও যুদ্ধে আছি তাদেরকে জিহাদের জন্য লিখে দিয়ে সেখানে উঠতে হবে। অতএব এই আয়ত চেষ্টা হবে।

তাহলে আমি তাদেরকে জিহাদের পোশাক পরিয়ে দাও। তার চেল্লা বলেন, আমি তো রাসূল (সাহ), আবুবক্র, ওমরের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এখন আপনি কেন যুদ্ধ করতে যাবেন? আমার এখন যুদ্ধ করব। তিনি বলেন, তাহলে আমি তাদেরকে পোশাক পরিয়ে দাও। অতঃপর তিনি সমুদ্র পথে যাতায় করেন এবং মূল্যবান করেন। সাত দিন পর সাগরের কিনারায় তারা পাশ পাওয়া গেল। সৈন্যদের তাদের সমুদ্রের পথের দাঁড়িয়ে বসতে হয়।

সৈন্যদের তাদের কন্যার পরিবর্তন হয়নি (হজীহ ইবনে হিজাব হা/১২১৪, সন্দ হজীহ)।

কী তাদের আত্মাগু, কেমন তাদের জয়ের। আমার একদিন তাদের হয়নি।

ছেট বাই হিসাবে আমি আজকের শুভকামনা শ্রীরাম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যপদে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা বেন ওয়ার্ডার বিন নওফেলের মত তন্ত্রদেরকে সাহস দেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করে। তিনি অতি বৃহৎ বয়স্র রাসূল (হজীহ)-কে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

অতি নাযিলের সুন্নালেখে খদিজা (রাঘ) যখন রাসূল (হজীহ)-কে ওয়ার্ডার বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি সব কথা ছেড়ে বলেনেল বলে, এই তথ্য নর্ম তাদের যারা তাদের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি সব কথা ছেড়ে বলেনেল।

"এই তথ্য নর্ম তাদের যারা তাদের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি সব কথা ছেড়ে বলেনেল।"
‘হে মুহাম্মদ (সা)! ইনি সেই দুল, যাকে আল্লাহ প্রণয় করেছিলেন মুসা (আঃ)-এর কাছে। হয় আফসোস! যদি আমি তার যুক্তি থাকতাম! হয় আক্ষেপ! তোমার জাতি যেদিন তোমাকে বের কর দিবে, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম! বিপ্লবিত হতে রাসূল (সা) বলেছিলেন, আমাকে কি তারা বহিষ্কার করবে? তিনি বললেন, হয় আবশ্যক নয় যা নিয়ে এসেছ তা নিয়ে ইতিপূর্বে ইনি এসেছেন তার বিরুদ্ধেই শপথ হয়েছে। আমি যদি সেদিন বেচে থাকি, তাহলে আমি সর্বশেষ দিনে তোমাকে সাহায্য করব’ (হেদ রুখি হ)’।

অতএব প্রবীণ সন্দেহগত যেন আল্লাহীদী যুবসংগ্রে কাউলিল সদস্য, কর্মী ও তরুণ ছাত্রদেরকে দাওয়াতী কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তাদেরকে যেন সহায় যোগান এবং কাজের পথ উমুক্ত করে দেন। ধর্ম ও যৌভীর প্রতি অনুরাগী করেন। আল্লাহীদী যুবসংগ্রে ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই বহিষ্কার করা হয়েছিল। বিনিময়ে আল্লাহ রক্তবল ‘আলামিন তার পক্ষ থেকে অফিস প্রতিদিন দান করেছেন। কফের-মুশরিকরা মুহাম্মদ (হা)-এর মাধ্যমে পাড়ি মেরে মাথা ফটিয়ে দিয়েছি; সিজম অবস্থায় কা’বা ঘরে তার মাথার উপর শূণ্য। চাপা দিয়েছি। অশেষে জন্মুজ্জিম মাঝে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি; অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় নেমে এসেছিল। আমাদের সোনামৃণির মত দুই সোনামৃণি মা’আয এবং মু’আবিদ বদরের প্রাপ্তে আল্লাহ জন্যে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কেউ রক্ষা পায়নি। আল্লাহ লাহব, উত্তরা, শায়া সেনদ বদরের প্রাপ্তে শান্ত হয়ে পড়েছিল। এভাবে সোনামৃণি স্নান জনিয়েছিল অনেকে ধরার পরে। অতএব শিক্ষা-বিদ্যা আত্ম ও জাহানিয়ারের বিষয়ে সর্বদা আঞ্চল চলবে। আল্লাহর কাছে চূড়ান্ত সফলতা অশ্বাই পাব ইনশাল্লাহ।

নবিদের জন্য সন্ত্র করিয়ে দেয় আল্লাহদের ‘কর্মপাদ্ধ’ বইয়ের দুইটি লাইন- ‘কেন্দ্রীয় কাউলিল সদস্যগণ হবেন হাজারাবাদে কেরামের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি’। আল্লাহীদীর অনেকগুলো সময়ের হাজারাবাদে কেরামের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহীদ হবে রুটন বীর অধিকারী। তাঁর স্থিতি ও ঈশ্বরের শপথে তারা থাকবে শুরুকন। তাঁর অনুষ্ঠান চরিত্র-মার্বুর, তাঁ তর্কিত্তিকা ও কঠোর আদর্শতা অনেক ব্যাপার আকর্ষণ করবে’।

আল্লাহর আমাদের হাজারাবাদে কেরামের প্রকৃতি উত্তরসূরী, হওয়ার তাওয়িক দান করে।

যারা আমাদের মাঝে থেকে চির বিদায় হয়ে গেছেন তাদেরকে আল্লাহ জন্যে ফেরদাউস নিহত করব। সেই সাথে কেন্দ্রীয় কাউলিল সদস্য সম্মান ২০১১-কে আল্লাহ করুল করন- আমি!!

সমাপ্তিতে উপস্থিতি।

প্রবীণ ও নবিদের সময়ে অনুষ্ঠিত সত্ত্ব ও ঐতিহ্যের স্মরক এই কেন্দ্রীয় কাউলিল সদস্য সম্মান ’১১। এ সম্মান সংগঠনের অধ্যাপক পথে অবদান রাখতে পারে আল্লাহবাদে কুবরার শপথের মত। বাদার অকীভাবন ও আবিষ্কারের যাত্রা বিশ্বে ইসলাম মদনী থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজকের দিনটা হয়ে সেই দিনের মত। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহবাদে কুবরার গতির রাতে সুস্থ পথে ৭৫ জন নির্বাগীর সামনে বে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা হাজারাবাদে কেরামের হুজর গতিরে প্রাপ্তি হয়েছিল।

তাই তারা রাসূল (সা)-কে বলেছিলেন, ‘আমরা যদি এই অস্তিক পৃথিবী করি, তাহলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? রাসূল (সা) সেদিন একটি শব্দ বলেছিলেন, লখন জানান্তাত’ পাবে।
বন্ধনীগুলি বাদ করে এই হয়েছে অনুবাদের পরিভাষা: 'আল্লাহ! আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন! ... আল্লাহর কসম! আমরা এই বায়া আত কথনে ভা করে না এবং ভা করে আবেদন করব না' (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৬৪ পঃ; আর-রাজীবুল মাদ্ধ্য, পৃ ১৭, সন্দ হাসান; মুসলিম হা/৪৮৭৫; মুন্নাদে আবদ হা/১৫৬৪; সীরাতে ইবনে হিশাম হা/৭০২; সিরাজীল হাফিজ হা/৬৭)। চোর স্থানে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের বার্তা বহিত হয়েছিল, 'নিজ্ঞ আল্লাহ তা‘আলা যুমিনদের জান ও মান করে নিয়েছেন জন্মতের বিনিময়ে' (তত্ত্বা ১১৫)।

আমি আজ্ঞাকরেন দিনটি সেই দিনের সাথে তুলনা করতে চাই। আমাদের প্রধান দায়িত্ব হল- আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অভ্যন্ত স্বত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত করে আক্রে ধরা। ক্ষুদ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র তেব বৃহত্ত বিষয়কে আধিকারিক দেয়া। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্যের বাধানকে শক্তিশালী করা। যাবতীয় কার্যবিধি আল্লাহর দিকে সীমাপ্রকৃতি এবং তাঁ কাছে উচিত প্রতিদান করার প্রস্তাব করি।

পরিষেবায় বলব, বাংলাদেশ অল্লাহদিদীর যুগস্বর্গের পীতল হায়ো আশ্রয় গ্রহণ করে যে অত্যন্ত আদর্শের সমান পেয়েছি, তার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কূটনীতি স্বীকার করতে হবে। যদিও অনেক তাই এখন সেই কৃতজ্ঞতার হায়ো নেই। মন্দিতের যুগে পরিশীলন করব বিষয়ের সময় মাত্র মিশিয়ে মালিন বদন রাসূল (ছায়া) বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি না চাইতেন তবে আমরা হেদায়াত পেতাম না, ছাড়াক্ষ করতাম না এবং হালতও আদায় করতাম। সুতরাং হয় আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং যুগে শক্রদের বিরুদ্ধে আমাদের অধিকারকে সুন্দর করুন। নিশ্চয় শক্রদ আমাদের বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহ দোষালাম সৃষ্টি করে যেন, তখন আমার তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়েছিলাম।' (ছায়া বৃহাই হা/১০৮; মুসলিম হা/৭৭০)। রাসূল (ছায়া)-এর কথার জন্যে ছায়োগীণ কুদ্র কথাই না সেদিনে বলেছিলেন, 'তাঁ দুই বার রক্ষা করেছে নিজের জন্যে তো হয়েছে সত্যবাদী আন্তর্জাতিক পাইয়া মুহাম্মাদ' (ছায়া)-এর নিকট বায়া আত করেছে জিহাদের উপর, যতদিন আমার জীবিত থাকব, উক্ত কথা অন্তর, রাসূল (ছায়া) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ এর নিকট বায়া আত করেছে জিহাদের উপর, যতদিন আমার জীবিত থাকব।' তুলনায় আমার জীবন বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ এর নিকট বায়া আত করেছে জিহাদের উপর, যতদিন আমার জীবিত থাকব।'

'হয় আল্লাহ! আমাদের ছুত ছাড়া আর কোন ছুত নেই। সুতরাং আনহার ও মুহাজিরদেরকে আপনি সম্মানিত করুন! (ছায়া বৃহাই হা/৩৯৬; মুসলিম হা/৪৭৩)। আমি আল্লাহর নিকট প্রথম করে, তিনি যে আমাদেরকে তাঁর দ্বারে প্রকৃত মুহাজির হিসাবে স্বৰূপ করেন। সংগঠনের ছায়ায় দাওয়ার মধ্যাধিকার মূল্য পর্যবেক্ষণ করার তাঁতীকী দান করেন। তিনি যে আমাদেরকে আবেদন সম্মানিত করেন; জন্মত প্রবেশ ধন্য করেন এবং সবাই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য করেন। আমি আল্লাহর রহমত করার জন্য আজ্ঞাকরেন 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন '১১'-এর শুভ উদ্দেশ্য যোগান করতে।

***

www.ahlehadeethbd.org
প্রধান অধিবিষ্কার অভাষ্য
প্রফেসর ডি. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমির, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ

সম্প্রতি প্রধান অধিবিষ্কার তাঁর ভাষণে বলেন, আল্লাহ তাঁর আলা বলেন, আল্লাহ কেমন বলেন? আমি ও আমার অনুসারীগণ তাঁর আল্লাহর দিকে জমাত জান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অনুশীলনীদের অন্তর্ভুক্ত নয় (ইসলাম ১০৮)। পবিত্র কুরআন রিসার্চ করতে গিয়ে এই আয়াতটি আমার তিনিতে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে এই আয়াতের আলোকের আল্লাহ বোধ হয় আমাদেরকে দিয়ে আহলে হাদীস হিসাবে গড়ে দিলেন। কী বলা হয়েছে এই আয়াতে? আমি তাঁর আল্লাহর দিকে জমাত জান সহকারে। আমি একা নয়, যারা আমার অনুসরণ করে তাঁরাহ। এই দিয়ে প্রমাণ হয় একাকী দোহাতের কোন অক্ষর নেই। আপনার অবশ্যই সাধী নিতে হবে।

বর্তমানে যারা বেশি লেখাপড়া পিষেছেন তারা মনে করেন, সংগঠন করা ফেন্দা, নাজাকে। বিশেষ গুরুত্বের পাত্রে আমি এই মেটালিটি তৈরি হচ্ছে। এ জন্য তারা সেপ্টেম্বরের ধরে কাজ করছেন আলাদা না। কারণ সংগঠন করলে কারো নেতৃত্ব মানে হয়, অনুগত করতে হয়। এই বিষয়টি তাদের চেষ্টা করে হচ্ছে। কিংবা মুখে আলাদা কথাটি বলেন না। অথচ বাতিলা এককটি হলে তাদের কোন অপরিপার নেই, আহলে হাদীস এককটি হচ্ছেই আগ্রণ।

বিখ্যাতবিদ্যালয়ের হাট থাকাধীকারী সময়ে এ অন্যান্য তীব্র আরাকার ধারাকার। আশে পাশে বহু বিদ্যাতী সংগঠন। আমাদের মত হেলোর এই সমাত সংগঠনের লোন্ডনীয় পিকার।
আমি কলারোয়া কলেজে যখন ভর্তি হলেম, তখন কত দল যে দোহাতে দিয়েছিল তার যৌতু নেই। অথচ ঐ হাট সংগঠনগুলো কিছু বুঝিও না, যে তারা কী করছে। অধ্যক্ষ কমল কুতুলুর লেখা বই সম্পর্কে আমাকে বিষয় দেওয়া হচ্ছে, সমাজতন্ত্র যোগ দেখেছি। তারা ভেবেছে এটা সমাজতন্ত্রের পক্ষে লেখা। আমি পড়ে দেখি যে এটা সমাজতন্ত্রের বিষয় দেখে। তারা আমাকে বলল, একশে ফেক্রিয়ারী কলারোয়া বাজারের উপর দিয়ে আমাকে খালি পায়ে দুঃখে হচ্ছে। আমি বললাম, কেন? তারা বলল, অক্ষের বিশ্বাসঘাতক আমাদের ব্যাপার হচ্ছে তুমি কর দিনে। আমি বললাম, তাহলে মাটিতে পেশাদার পাখাসা করা যাচ্ছে না। মারের মুখে-মুখে কি পেশাদার পাখাসা করা যাচ্ছে? তারা আর কথা বলে না। আমি বললাম, তোমাদের এই থিওরিতে রাখ। আমি আক্ষের জুটি পায়ে দিয়েই হটে। বিশেষ করে তোমাদের অনুস্থান চলাচলীন সময়ে। পরবর্তী বাধা দিও।

পরিক্ষায় প্রশ্ন এসেছে, Is Bangladesh over populated? বাংলাদেশ কি জনসংখ্যাবিদ্যা দেখে তোমার মতানুসারে লিখ। আমি কুরআন ও হাদীসের আলোকে আচ্ছা মত উত্তর দিলাম। বাংলাদেশ কানের কানে ব্যাখ্যার দেখা নয়। যত মনুষ্য হয় তত
লাভ। রাত্রিতে তাদের দেখা। আমি ফেলে রেখেছি। আমি বললাম, অনন্য, পথ-পথে পাল করে আর আমি ফেল করব? চালাণ্ড করলাম। পরে ফাট হয়ে গেলাম। কলেজ নাইফে থেকে গুরু হয়েছে এই স্কিন। আজকে নতুন নয়। কুরআন-হাদিসের বাইরে কোন কিছু বর্ণনা না করে মেজাজটা রন্ধন থেকেই।

চা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। জানার লোকরা দীর্ঘ করল ডাকার মোড়ে মোড়ে মুস্তিমুখেদের মূর্তি তৈরি করতে হবে। আযাদপত্র আমি মূর্তির বিরুদ্ধে লিখলাম। মুক্তিযোদ্ধারা গেলা কেঁধে। মাহমুদ রহমান মাহমুদ। ফেরেদউস্সারা আমাকে মারবে। আমাকে এক লাইফ, আপনি আজ কান্সারে আসবেন না। আমি বললাম কেন? সে বলল, আপনাকে মারার জন্য ওরা হন্যে হয়ে বৃদ্ধ হয়েছে। আমি বললাম, ওরা কত নতুন রূপ থাকে? সে বলল, ৩৪৮ নতুন রূপ। নোঝা রূপ চলে গেলাম। রূপে মোড়কেই সালাম দিলাম। ওরা ভল হবার। ওরা বলল, আপনি আমারা জুতে বেড়ায়াছি আপনি এখেন? ওরা এখন কি করবে তা ভেবে পাড়েন না। কারণ শিক্ষার ভয় মাঝেদ। আমি বললাম, আমাকে নাকি অপানারা মারাত্মক ঘটিয়েছিল? তারা তখন বলল, তাই আসেন, বলেন। আমি বললাম, আমাকে কেন মারবেন? সারা হোসাইন হল জুতে বেড়ায়াছে। হলের বিভিন্ন স্থানে গেলা কমেন। কোন কি সেনার? কেনে তারা বলল, আপনি মুস্তিমুখের বিরুদ্ধে লিখেছেন কেন? আমি বললাম, কে বলল আমি মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে লিখেছ? আমি লিখেছি মূর্তির বিরুদ্ধ। তারা বলল, পীর হালের বিশ্বাসে কর্মপত্তা জানে যে হলে মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তি বানানো যায়েন হবে না? আমি বললাম, কর্মপত্তার নাজায়েন। ভালবাস, ওরা তে ভালী মেধাতি চলেন। কুরআন-হাদিস দিয়ে রোমালে ওরা মানবে না। তখন রমাইনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন বলে দিলাম। দেখতে বিশ্বমর্যাদা কি বলেন?

রথ বলল আমি দেব
পথ বলল আমি,
মূর্তি বলল আমি দেব
হাসে অতর্থার্থ প্রেমে।

ব্রীন্দানাথ তো তাদের দেবতা। তাই কবিতা দিয়ে তাদের যুদ্ধে আউট করে দিলাম। আমি বললাম, আপনাদেরকে সেই সৃষ্টির নিকটে ইবাদত করতে হবে। তাকে দেখায় না, তারা কোন মূর্তি হয় না। মূর্তি বানানো। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষ্ঠুর। আপানারা মুসলমান না? তারা তখন বলেছে, এটা কথনো রূপহিন।

এরা বিদ্যাধারী শেষবরাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ২২ জন শেষবরাটের হালুয়া-কৃত্তি খোরা আমাকে মারায় এলেন। অপার্থ হল, আমি আরাফতে শেষবরাটের বিরুদ্ধে লিখেছি। আমাকে না পেয়ে শেষবরাটপত্তার আমার কামেমতে দেখছে। তাকে তাকে চুল কালেকে মাথায় আলকাতরা মাথায় সারা কাপাস ঘুরিয়েছে। আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি সেদিন ছিলাম যাদাবাটিতে। ওরা মনে করেছেন যারা আমার রূপ থাকে তারা সবাই শেষবরাট বিদ্যাধারী। পার মাঝানারা আমাকে বললেন, আপনি শেষবরাটের বিরুদ্ধে লিখেছেন কেন? আমরা হালুয়া-কৃত্তি হাই আর আপনার বংশোদ্ভূতের লোকেরা যে বিবাদ থাকে। আমি জানাতাম না যে বংশোদ্ভূতের লোকেরা শেষবরাট করে। চলে গেলাম বংশোদ্ভুতে। দেখলাম বংশোদ্ভূতের চোরার নিবন্ধন সুরক্ষা ভরবুর। তখন দিয়ে যাওয়ার উপযোগ নেই। আমি শেষবরাটের অনুষ্ঠানের মধ্যে চলে গেলাম। মূঢ়চরি আহামদ রহমানী আমাকে বললেন, তাই তুমি এখানে আজ কিছু বল না। আমি বললাম, তা হবে না। এই
মাইকেই শবেবারের বিরুদ্ধে বলব। আমাকে বলতে দিলেন না। তখন হেলাকে বললাম, ১০৫ তার সম্প্রতি মসজিদে তালা মেরে দিবে। এই হলাত হয়ে গেল। তালা মেরে চার পকেটে রেখে দিলাম যখন রাতে কেউ ছালাট পড়তে না আসতে পারে।

tারপর 'শবেবার কোন ইসলামী পর্ব নয়, একটি বিদ'আতি অনুষ্ঠান' এই কথা হাতে লিখে সব মসজিদে মসজিদে মেরে দিলাম। এভাবেই ব্যবহারকে তাঁরী হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শবেবারের অনুষ্ঠান হবে। ত. মুন্তকীমুর রহমান সায় প্রধান অতিথি।

tার বসায় গিয়ে আরবের সেলাটা দিয়ে আমলাম। তিনি লেখাটা পড়ে পরে দিন এসে শবেবারের বিরুদ্ধে বক্তর দিলেন। বক্তরের ফলে যারা সে রাতে নতুন জানান মায় নিয়ে মসজিদে এসেছিল তাদেরকে বের করে দিলেন এবং মসজিদ বন্ধ করে দিলেন। আর বললেন, আজকে এখানে কেউ রাত জাগতে পারে না। পরের দিন ভিসির পক্ষ থেকে আয়েজিত শবেবারের বিহার অনুষ্ঠান।

tারপর ত. ইসহাক ছাহের শবেবারের পক্ষে জোরাল ভাষণ দিলেন। তিনি তাব্বুলে করতেন। এবার ত. মুন্তকীমুর রহমান সারাত. তার বিপক্ষে জোরাল ভাষণ দিলেন। এবার তিনি ছাহের বললেন, আমি যদিনি এখানে ভিসি আছি। তদিনি বিশ্ববিদ্যালয় তাকা-পয়সা বায় করে আমি কেননি শবেবারত হবে না। উৎস হল এই লেখাটা। এমনিভাবে আবার তা'আলা প্রতিটি কাজ গিয়ে দিয়েছেন।

যারা ইসলামী রাজনীতি করে, তারা একদিন আমাকে ধরে। আমি তখন মাস্টার্সের হাত।

tারা রাত দুইটা পর আমাকে নিয়ে গেল মাস্টার্স শিক্ষা ক্লাস। মাস্টার্স দিয়েছে জনকে মাওলানা। তিনি প্রাইভেট কারা চড়ে এসেছেন।

সেখানে আমার প্রায় ১০ জন ছাত্র আছি। একজন প্রশ্ন করছে, আমি আজকে অনুষ্ঠান আসতে গিয়ে মিরগিয়ে মাগলারের

হাতত আদায় করলাম। কিন্তু আমার বন্ধু বললেন, তেমাম ছালাট হয়নি।

কারণ এয়া সব

লা মায়হারী। এদের পক্ষে হালত হয় না।

ফলে আবার হালত আদায় করলাম। এটা

কি ঠিক হয়েছে? মাওলানা জবাব দিয়েছেন, তুমি ঠিকই করেছে। তুমি পশ্চাদ হালত হয় না।

৯০ জন হাতের মধ্যে আরেকেক কেপে উঠল। কেন তাদের পশ্চাদ হালত হবে না?

কেউ বললে, আমার ভ্রুপ্তল লা মায়হারী, কেউ বললে, আমার শুধু লা মায়হারী, হালত

হবে না। মানুষের লা মায়হারীদের সাথে বিবাহ শেষ জায়গায় হবে আর হালত আদায় হবে

না। এখানে এনে মাওলানা ছাহের কেপে গিয়ে বললেন, আমি যদি সত্য কথা বললে তাহলে

বলতে হবে তাদের আত্মাত্ত এত খারাপ তাদের মুসলমানই বলা যায় না। তখন কি আমি

বস থাকা যায়। আমি হারে উচ্চ করলাম। কিন্তু তিনি তোলাপাক করেন না। আমি

দাঁড়িয়ে বললাম, থামুন।

আমার কি লেখেন তাঁত কি আলাম? সামনে গিয়ে আমার কাজার

ধরে বের করে দিলাম।

ইউনিভার্সিটির মসজিদের সাদর ওয়ালাতি প্রায় দুই আমি উচ্চ উচ্চ।

সেখানে থেকে বাইরে ফেলে দিলাম।

৯০ জন হাতের মধ্যে আমি এক আহলেহাদাহী।

সে দিন হাত রাখলে গেল বায়পাটল।

ওখলা হল যুবসংঘের ব্যাকাউন্ট। পরিদিন থেকে খুঁজতে শুরু করলাম কোথায়

আহলেহাদাহী ছিল পাওয়া যায়।

মহিসন হলে সত্যে একদিন আতিফাহর করলাম।

হালতে যারা ইমামের পশ্চাদ সূরা তারের পড়া তাদের মুখে শুন হয়। হালতের পরে

তাদেরকে ডেকে কথা বলল। এভাবেই কিছু ছিলে পেলে গলাম।

তাদেরকে বললাম, তামারা আহলেহাদাহী বাচ্চা রাফতুল ইয়াহাদাহ কর না কেন? তারা বলল, যদি ধরে

মারে? আমি বললাম, এসব মরা আহলেহাদাহী হওয়া যায় না।

তারপর তাদের নিয়ে

যুবসংঘ গঠন করি।
হইতে একদিন দেখি আমার বেড়া পর্যন্ত নই। পরে জন্মান্‌ যাত্রাবাজি থেকে এসে নিয়ে পেছে। কারণ আমাকে তারা প্রশিক্ষিত হিসাবে নিয়ে। যাত্রাবাজি মাদাসায় গিয়ে থাকে, চলতে ঘোষণা করে। নামের পঞ্জােতে হবে। আমি খোঁজ বেলায় আকার কাছে ফাসী কি পহেলী কিতাবে পড়েছিলাম। অব জীবনে কোন দিন ফাসীর জন্য কাছে থেকে যাইনি। ফাসীর মাস্টারি করব কিভাবে? শেষে আমাকে মুহতামিমের নায়কী দেয়া হল। আমি ভব্যলাম, এসে করলে চলে না। আহলেদীমেদকে খিদা করতে হবে। এই মেজাজ নিয়ে অক্ষ করা করলাম। মাদাসার ছাঁট, শহর এবং ইউনিভার্সিটি সর মিলে ৩৩ জন হল। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ নির্ধারণ করলাম। রাজশাহীতে এসে জমিদারে আহলেদীমেদের সভাপতি প্রক্টর ড. আব্দুল বাবু ছাঁটেোকে দাওয়াত দিলাম। তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর স্কেচটার আবুর রহমান বিএ বিটি, সাংগঠিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর হামাদকে নিয়ে গঠন করলাম আহলেদীদী যুবসংঘ। এই হল বাংলাদেশ আহলেদীদী যুবসংঘ গঠনের উৎসব। আহলেদীদী যুবসংঘে এই পর্ব নিয়ে আসতে গিয়ে করেোটি ছড়ান্ত হমালী সম্মুখীন হতে হয়েছে। সবকিছুই মেকাবেলা করতে হয়েছে।

আপনারা যারা ১৯৮৬ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ শে অক্টোবর রাজশাহীতে কাউন্সিল সমাবেশ অনন্ত করেছিলেন তারা 'মাস্টার বিপাকের ধারা' শিরোনামে বক্তরা অনন্ত করেছিলেন। যা এখানে বই আকারে দেখা হচ্ছে, এই বস্তুর পরে তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। সেটি পরে তিনটি মতবাদ নামে বই আকারে প্রকাশ করেছিলাম। সেদিনে যে পুস্তকের ছিল সেগুলো আজও আছে। আপনাদেরকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি আহলেদীদী আলোচনা কেন করবে? আপনারা হাত হতে বললেন, আহলেদীদী আলোচনা একমাত্র নির্ভরে ইসলামী আলোচনা। কিন্তু কেন? এই আলোচনা ইসলামের পক্ষে আলোচনা। এই বর্তমান পৃথিবীতে তাতে আলোচনা চালু হবে ইসলামের বিভেদক। বাংলাদেশ এই বিভিন্ন আলোচনায় আছে বলেই আজ পক্ষে আলোচনা জরূরী হয়েছে। বিপক্ষ যদি বেশী জরুরী হবে, পক্ষ তত বেশী জরুরী হবে। কুফর না থাকলে ইসলাম অস্ত না।

বাংলাদেশে যে মতবাদগুলো চলছে সেগুলো হল:

(১) তাকুলীদে শাখী বা অক্ষদ্বারী পুজা। আমাদের পাঁচ দফা মূলনীতির একটি। এগুলো জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা। আমাদের কেউ আপনি শিখিয়ানি, কেন বলেও কখনো পড়ুলি। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এইসব শব্দ চরাব করা যাকোলো তৈরী করা। কি আহলেদীদী, কি হানাফী সবার ভিতরে তাকুলীদ আছে। কিছু ছাঁহে যে করে গেছেন, আমি তাঁর করব এই মেজাজই তাকুলীদে মেজাজ। যারা হানাফী বলে দাবি করতে হবে তারা অসারে আছে হানিফীর অনুসরন নয়। তারা আশু হানিফাতে চিনে না। চোখ মুখে নাম ভাবিয়ে থাক। আহলেদীদী এলাকায় যে মাঝার যে ফ্যারোয়া দিয়ে রাখছে সেটি চাঁদ আছে। আমি জাপানের আরমজদ্রাম মাদাসায় পাড়েোকে নিয়ে বেঁধে। সেখানে পর যাবো করে বাল্ক এবং মৃত্যুবাচক পালন করা হত। দখল আহলেদীহরা শরীফাতে করত। এটি কি আহলেদীদের পরিচয়? চোখ কেত আলোকে কি আহলেদীদী হওয়া যায়? একরানে মূলনীতির মধ্যে উল্লেখ করলাম তাকুলীদে শাখী।

(২) দিনের নতুন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা। যারা জনাবেল শিখিয়া বাইক তাদের সাথে ইসলাম একটি প্রাইভেট বিষয়ের নাম। দুনিয়ায় চলতে গেলে নিজে মুখ মাতলে চলতে হবে। অতএব দুনিয়ার সেবা মহাবাদ চলছে সেগুলোর অনুসরণ করতে হবে। ফলো বাইক জীবনে আমি পাকা আহলেদীদী আর রাজনৈতিক জীবনে আমি পাকা কাফের। এই
বিষয়সের অমারা কোন মতভাবে বর্ণনা করতে পারলাম না। একজন মুসলিম ব্যক্তির মাথায় একজন জানাগায় নদ হচ্ছে; তিনি জানাগায় হচ্ছে না। আমি ধর্মিতে জীবনে আহলেহাদীদিগের, রাজনৈতিক জীবনে আহলে কুফর আর অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্টির, এটা হতে পারে না।
এই জন্যই আমারোকে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে গেল। একবার যাতে ড. আফতাব আহমদ গায়ের কাছে, একবার যাতে ড. আফতাব আহমদ হর্মান জীবনের কাছে। সারা এরোতা কি? তারা জানান দেন, পরে বুঝতে পারলাম।
তারা মেয়ে দল করতে করতে। জানারের গায়ের কুফর হল একটি বস্তু পায়।
সর্বোচ্চ এখানে আশ্রয় পায়।
আমি বললাম, একমাত্র জীবনের ব্যাখ্যা দেন নিজে পারলাম না। তারা আমাকে সাজান দিয়েছে, বায়া ভূমি ঠিক হচ্ছে।
এখন আমাদের সাথে আছে আছে আচ্ছাদ ঠিক হয়ে যায়।
আমি বললাম, সাবার! আমাতে একটি উত্তর আজ হয়ে। কিছু বুঝতে পারি।
তাই তরতাজা যুবকদের নিয়ে কাজ করতে লাগল। কারণ এদের আমাদের সাথে সংঘর্ষ করার জন্য।
মুরফিকাদের গায়ে হত দেইন।
কারণ মাওলানা আর বুঝতে এই দুই ধরণের লোকের হস্তাক্ষর করা চুক করবৃন্ত।
লাখে বা কোনোতে একটা হচ্ছে।
তারা সারা জীবন যা করে তাই করে যাবে।

(3) তিনি ভাষায় হল মোহদী মিদাবাদ। ধর্মের নামে মুসলিমানদের কিভাবে কেসুকার বানানো যায় উক্ত মতাদর সেই প্রক্ষেত শিক্ষা দেয়। আপনারা যদি অন্যমত চমৎকার যুক্তি দেখেছেন তাহলে মোহদী মিদাবাদের সেই প্রক্ষেত পড়েন। মোহদী মিদাবাদের মাথায় যুক্তি হচ্ছে।

১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর খুলনা কমার্শ কলেজের প্রশিক্ষণ শিখরের স্বর্ণ গোলামে আমরা এসেছিলাম।

আমি নিজেই সেখানে গোলাম। দেখলাম সব ফাইবারিজ।
তাই এই তিনটি মতবাদকে সামনে নিয়ে আসলাম।
এখন কি এই তিনটি মতবাদ
বাংলাদেশে নেই? আছে বললাম আহলেহাদী আদেশলাম করা অপারার যন্ত্র ফরয়।

ইসলাম কোন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ নয়, ইসলাম তাকুরদীপণ্ডী মতবাদের নাম নয়, ইসলাম কেন যুক্তিবানী ধর্ম নয়।

ইসলাম হল উন্নতভাবে জীবন বিধান।

লাওলে মাঝে থেকে আনা অতির বিভাগের নাম ইসলাম।

মাথায় থেকে মোটা বের হয় সেটা ইসলাম নয়।

অনেক সমান্ত উপভোক্তা না কিন্তু অতির বিভাগের সামনে অমাকে মাথা নত করতে হবে, এটাই ইসলাম।

আনুভবতার নাম ইসলাম।
আমার এই হল আহলেহাদী আদেশলাম বাংলাদেশ ও আহলেহাদী যুগসময়ের ব্যাক্তিত্বে।

উক্ত তিনটি বাধা সমভো প্রবল
আমার ধারণ করতে।

এর বিক্রিয়া আমাদের সংখ্যা।

আমাদের কাজ হল ইসলামের
আমি রূপকে ফিরিয়ে আনা।

আর এই আদেশলাম করতে গিয়ে আহলেহাদী নতা হিসাবে

আমার যাত্রার সাথে পেয়েছি তারা আপনার বিবাহ, আদেশলাম এই তিনটি বাতিল মতবাদের

অনুসরণ তারাও আপনার বিবাহ।

ফলে আর যুগসময়ের বন্ধ দেইন।

এই আমার-

আপনার সাংস্কৃতিক হল, আরয়হাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; নিরসনপ্রাপ্ত কবরীআর যথেষ্ট।

আলাউ তাবানা আমাদেরকে নিরসনদর্শন কর্মী হওয়ার তারিকতার দান করেন- আমীন!!

আপনারা কাউসরল সেম্যালে উপস্থিত হয়ে আনন্দিত।
কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিদেশের

বিদেশ যেভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহার) দুইটি বস্তু রেখে গিয়েছিলেন।

কুরআন ও হর্মান সুখ্সুখি

আমি আজকের ভাষায় বলব, এই আদেশলামের কাজে রেখে যাচ্ছি এর হকু

আদেশের জন্য।

আপনারা কি রাজি আছেন? মুরফিকাদের দো আ করবেন আর যুগলেরা কাজ

করবে।

ইবরাহীমের মত পিতা আর ইসমাইলের মত হচ্ছে না হল কখনোই কবরীআর

www.ahlehaadeethbd.org
মত ইতিহাস রচিত হয় না। যখনই জাতির সামনে ইব্রাইমের মত নেতৃত্ব থাকে আর ইসলামের মত আত্মোপলপ যুবশিক্ত থাকে তখনই একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে বে। পিতা বলেছেন ইব্রাইমের মত না হবেন এবং সন্তান ইসলামের মত না হবে তদিন আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত আমাদের পিতা ইব্রাইমের মত ছিলেন না। কেবল একা ইসলামে সন্তান ছিলেন। সে সময় পিতা না থাকায় আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। ঘটানো হয়েছে এখন আমি হয়েছি পিতা আর আপনারা হয়েছেন সন্তান। এটা হওয়ার কথা ছিল না। এখন আমাদের সঙ্গের পালা। আজকের এই কাউন্সিল সঙ্গে আমাকে বিদায়ের ঘটনা ডান্তে দিচ্ছে যে, আপনার আর প্রয়োজনই নয়, আমি যুক্তিযুক্ত রয়েছি। আমি আশা করি বিগত যে কর্মজন্য সমাজের দিকের প্রতিকূল সমাজে তা প্রতিরোধের সংকটের আশায় সমাজ সম্পর্কে যা এই পাপের মতো দ্রুত শেষ করে বিশেষ। আন্দোলনের হাল ধরার জন্য যে আদর্শ দৃঢ়তা, লক্ষ্যের অবিচ্ছিন্নতা এবং ইলেক এবং দুর্দামিতার গভীরতা প্রয়োজন যা অনেকের মধ্যে আছে। যদি একটি মধ্যে তা নাও থাকে তাহলে তোমরা সকলে মিলে এই শুরুপ্রাণ পূর্ণ করে নিন। যুগান্তিকৃত সংগে এই নোটকাতে তোমরা তোমাদের গেলাম। এটাকে যথাযথতে পৌঁছায় দেয়ার জন্য তোমরা চেষ্টা কর।

আমার একটি কথা বলে আমি শেষ করিছ। বিশেষে প্রথম রাসূল নূহ (আ্‌) তারে হেলে হঁসি কিন্তু তার দলে ছিল না। বাংলাদেশের আল্লাহহীদী নেতৃবৃদ্ধের হেলের অস্থায় তেমনই। কিন্তু বিদায় বেলা আমার এটাই সাধারণ, যে আজকে আমার সংরক্ষণ হত তাতে আমাকে পুনরায় নিতে হল। আরেকটি হেলে আজকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। এটা আল্লাহর প্রথম থেকে ধীর ব্যবস্থা। আমি চাইব আন্দোলন যারা আছেন তাদের প্রতিকূলের সন্তান যেন এমনিভাবে পিতার মৃদু উঞ্জেল করে এবং মৃত্যুর পরে যেন তারা হারাবারকে জানিয়া হয়। সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার জন্য করবে পায়। প্রতিচ্ছেদকে সুসাজ্জে বাপ হন আমি এই দো'আ করিছ। আন্দোলনের সত্য আল্লাহহীদী আন্দোলনের জন্য যান, মাল, সময়, শ্রম স্বকৃতি কুর্বাণী করার জন্য প্রতিষ্ঠান, সৃষ্টি। আমি এই আন্দোলন বেলে প্রধান অভিধাতের ভাষা শেষ করিছ। আমি কিশোরআননাদিলের অভিজ্ঞতা নই। আমি সব সময় ঘরে। আন্দোলন ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা বিলাস। এটা আমাদের দেশের একটি প্রমুখ মাত্র। আসলে আমারা কেউ অভিজ্ঞতা নই সবাই ঘরে। আমারা কেউ সাবেক নই সবাই বর্তমান। যদিও যথাযথ হয়েছে কিন্তু হয়েছে আমারা বর্তমানই রয়েছে। আমাদের হালের গভীরতা আন্দোলনের যে বীরত্ব উঠে হওয়া সেই বীরত্ব মহতাঁধুর আকর্ষণে আমাদের কর্ম, আমাদের আন্দোলন, যুদ্ধ ও বৈশিষ্ট্য জীবনে প্রতিফলিত হয়। আল্লাহহীদী শুধু আল্লাহ বলার ক্ষেত্রে আর রাফান ইয়াদের ক্ষেত্রে যেন না হয। আল্লাহহীদী হতে হবে ব্যক্তি, সামাজ, অথবা সর্বক্ষেত্র। আলাহ যেন আমাদের সকলকে পরিবর্তন ও চীন্দ্রহীনদায়ে আলাহকে সার্বিক জীবন গড়ার তালিক্ষু দান করেন। আমি!! আমি আনন্দের সবাই জন্য সামাজকে উন্নতি করিছ। আল্লাহহীদী সত্যিকারের বর্তমানকে মন্ত্রিতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দো'আ করাচি তারা যেন এই সেনার বাকি বছরের সৃষ্টি সৃষ্টি হয়ে অভিবাহিত করতে পারে। এবং আগম দিনে যেন সারা দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে পারে। ওয়ালাস, সালাম।

আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহিই ওয়া বারাকাতুহ।

www.ahlehadeethbd.org
অন্যান্য অতিথির ভাষণ

প্রফেসর মুহাম্মদ নয়রুল ইসলাম

প্রধান উপদেষ্টা, আহলেহাদীহ আন্দোলন বাংলাদেশ

'আহলেহাদীহ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মানীন্দ্র প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যের গুরুত্ব আনীতে জানা যায়। প্রথিত "হালাতুর রুসুল (হাজে)"-এর ইংরেজী অনুবাদগুলোর উদ্ধৃতি করেন, যা হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ। মুহতারাম আনীতে জানা যায় তার শিক্ষক প্রফেসর নয়রুল ইসলামকে উক্ত বই ছাড়া তুলে দিয়ে দো'আ চান। অতঃপর বিশেষ অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, যদি কোন জাতিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় কিংবা কোন জাতির সংখ্যাকে স্বায় করার প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাহলে তার জন্য তিনটি বর্তমান প্রয়োজন হয়। তা হল এই, বই এবং বই। বইরের কোন বিকল্প পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত তৈরী হয়নি। কার্যকর্মকর্তা-এর চরণগুলো এমন যদি যুক্ত করে না লিখতেন, তবে বিপ্লব সাধিত হত না। লেলিউর রসালাবি তারা যদি সেখানে প্রচার না করত তাহলে সেখানে এই আন্দোলন হত না। তাছাড়া পৃথিবীতে যদি বিপ্লব ঘটেছে তার পিছনে ঐ বইরের পরোদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আলোচনার গৃহ থেকে যে মহা গ্রন্থ মুহাম্মদ (হাজে)-এর উপর নামিল হয়েছিল সেটাই হল সর্বকলের সর্বক্ষেপ হুই।

এই গ্রন্থের প্রচার হোক, আলোচনার কারণ সেই কামনা করছি। এটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার একটি মহৎ উদ্দেশ্য।

আমি আপনাদেরকে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, ইয়াহীয়া বাহা ছিল পাকিস্তানের সর্ববিশেষ প্রেসিডেন্ট। বার্মা সীমান্তে বুটিস সীমারাজাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল ইয়াহীয়া বাহা ছিল তাদের অন্যতম। কমবাদ কোর্সের সর্বচেয়ে ভাল মেয়াদ যদি কেউ থাকেন, তাহলে তিনি ছিলেন ইয়াহীয়া বাহা। তার একটি প্রতিকৃতি এরকমের আমাদের দেশের শিল্পী মুহাম্মদ সুলতান। ইয়াহীয়া বাহা সেই বাহার মুর্তি আপনাকেই কেউ দেখেছেন কি? একথা বলার কারণ হল, আমি যখন কোন মানুষের বিবর্তন দেখি তখন এই ছবিটা আমার সামনে ভেসে উঠে। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। অতএব বাংলাদেশ যখনই যাদীন হল তখনই তার ছবিটা হয়ে গেল একটি বাহার মুর্তি।

আমরা কিছু মানুষকে পীরের চেয়ে বেশী ভক্তি করতাম, প্রণীত করতাম। তাছাড়া যারা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যক্তি, তাদেরকে গভর্নরই শুধু করা উচিত। কিন্তু ঐ ব্যক্তিভাজন ব্যক্তিদেরকে আদর্শক করে রূপান্তরিত হতে দেখেছি ইয়াহীয়া বাহা মুর্তির নায়। আমি এর বেশী কিছু বলব না। আন্দোলন এবং আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। এই আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য আমি কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কথা বলেছি। আমার তখনই তাদেরকে হায়ানীর মূর্তির মত বের হতে দেখেছি। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা কিয়ামতের মাঠে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তিনি তার পিতাকে দেখতে পাবেন বিকৃত
মুহাম্মাদ রবিুল ইসলাম

সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আহলেহাদিয়ে আদেলোন বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদিয়ে যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আহলেহাদিয়ে আদেলোন আমার ডঃ মুহাম্মাদ আসাদল্লাহ আল-গালির। বিভিন্ন যোগ হতে আগত যুবসংঘ ও আদেলোনের কর্মী ভাইয়েরা। আল্লাহর অনুষ্ঠানে আমার হয়ে সমাবেশ উপস্থিত হয়েছিলেন।

গত বছর বাংলাদেশের আপনার অনুষ্ঠানে আমি অনুষ্ঠানের অনেকের আজ চিনতে পারিনি। অনেকের নতুন মনে হয়। এখনো এর অংশ পালন করে আজ তাহলীরকের সম্পাদক ই. সাহায্যের বলেন, তারা আপনার অনেকেই জানেন।

এখন বাংলাদেশে আসে তারা সেবা বিষয়ে কিছু মস্তিষ্কের অভিজ্ঞতা এর সাথে আমি জোর করে তখন তখনো জানায় আমার জীবনের পথের নির্দেশিত।

আমি নিজে একক সময়ে মৃত্যুক্ষেত্রের মাধ্যমে অবস্থায়। তখন তাঁর কাছে ফিরে করে যেমন আল্লাহ! আমাকে প্রতিরোধ দিয়েছিলেন, যে আমার আমাকে কিয়ামতের মাঠে সহায্য করবন না। কিন্তু আজ আমার পিতার চেয়ে কর্ম অস্বাভাবিক আর কেউ নেই। আমার বাবাকে মাঝে করে দিন। আল্লাহ বললেন, 'আমি কাজলীর উন্নত জানায় হারাম হয়েছে। তাঁর দো'আ করুন করা হবে না।' বলল হবে, তোমার পায়ের মিথ্যে হর। ইব্রাহীম (আঃ) চেয়ে একটি কর্ম পুরুষ হানেন। পিতার চেয়ে আর নেই। একটি পুরূষ হারাণে নেন।

তারা তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্দেশ করা হবে। এ ধরনের অনেক মূর্তি আমার চেয়ের সামনে ভাসে। কারণ আমি অনেক কিছু সাক্ষী।

একটি আবেদন রেখে যাচ্ছি, বর্তমানে মুসলিম অস্বাভাবিক দেশগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। যারা এর নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা ইসলাম সম্পত্তি বলে পরিচিত। কিন্তু সঠিক ইসলামগুলি কি তাতে সহায়তা রয়েছে। দুনিয়ায় যদি নেতৃত্ব দিতে হয় তাহলে তোমাদেরকেই এমন আসতে হবে। এই যুবসংঘই আমার চেয়ের সামনে ভাসে যার।

এর মধ্যে তাদেরই ছবি আমি দেখতে পায়। এটা একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগীকরণের কাজে। আল্লাহ তাদের করব করন-আমি। এই বলে আমি শেখ করছি।

www.ahlehadeethbd.org
অধ্যাপক নুরুল ইসলাম
কেন্যার সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ' কর্তৃক আয়োজিত কেন্যা কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ের স্বরূপ সদস্য, প্রধান অতিথি যুবসংগের প্রতিষ্ঠাতা সত্তাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুদ্দীন আল-গালিব। উপস্থিত অতিথিবর্গ ও নবীন-প্রীতির কর্তৃক কাউন্সিল সদস্যবৃদ্ধি। সম্মানিত উপস্থিতি। অনেক স্মৃতি হস্তক্ষেপে পাখা আছে। সামাজিক বললেও শেষ হনে। আমি আমার জীবনে দীর্ঘ অপবাদের পর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগে কুঁজে পেরেছিলাম। তাই আমাকে আজ আপনাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছেন। গতকাল থেকে এখানে বসে বসে ছোট ছোট কয়েকটি লাইন লেখছিলো। লাইন কয়েকটি দু-এক মিনিটে পড়েই আমি শেষ করব।

তোমাকে ভুলিব না!!
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ!
তোমাকে ভুলিব না!!
তুমি জগিয়েছে যুবকের মনে করারের চেতনা
তোমাকে ভুলিব না!!
তুমি জলিয়েছে তরুণের প্রাণে তাত্ত্বিকী প্রেমী
তোমাকে ভুলিব না!!
আহলেহাদীছ যুবকের যখন পথের উত্তালে
ইঙ্গিতেছিল নবী তারিকু সতে বাকী আছে
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আরো যত স্বভাব
সকল রশিদে মতিত হয়ে পথ হয়েছিল ক্রান্ত।
এই ক্ষণ কালে তব আগমনে জীবন পেল দিশা,
আহলেহাদীছ যুবসংহ আযাবক্ষম্ষ 52

কেটে গেল সব পীর-ফকিরের রাজ্য অমানিশা।
কত তাপ দিলে, কত দিলে করনা
তোমাকে তুলিব না!!

(১৯৮০) আশির ৬ এপ্রিলে ঢাকা সমেতনের মিছিলের ধরনি
কাপিল হাইকোর্ট বাজারের তাদের ফকিরের ধরনি।
ফকির করিল ইংরেজ আঘাত
কেন্দ্র গেল এক বুঝলে হাত
রক্তে রঞ্জিত হল রাজ্যপথ।
ক্ষুবল করিল প্রভু সেদিনের তাকবীর
কত যে প্রেরণা।
তোমাকে তুলিব না!!

(১৯৮১) তে-
আলিলোন সেই যুবনেতা রাজশাহীতে।
এসেছেন নেতা যেতে হবে সেখান
জে নেই এক পয়সা,
তবে যাতে হবে জোট বাণ সবে
পায়ে চলো প্রভু ভরসা।
রাত ১২টাতে মশিদা হবে
ইঁটা ছুরু করিলম,
একদিন পরে বাদ যোগের
চিত্তিয়ে আলিলোন।

সেদিনের অঘেন কেড়ে নিল মন করিলম পণ
ছাড়িব না তবে পাছ,
দেওয়া কর যাতে ধান্তি খেন সাথে
তর্কিন থাকে খুল।
শেন আরো কিছু কথা !!

(১৯৮১) উনবিংশীয়ের ২১ শে জুলাই সহিতে পারি না ব্যাধা।
তিনটি মতবাদ, সমাজ বিপ্লব, 'কি ও কেন' বই পড়ে
যুবসংহের কর্মপ্রণালী পেল কেড়ে।
ভাবিল তারা কেড়ে নিবে ওরা চাচার দেওয়া ঐ পদন,
অপ্যায়কর ৩৩ বছর

আর দেরি নয় রুখে দিতে হয় স্নেত্যিনী এ নদী ।

৩০ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা আরাফাতের ঐ পাতা,
ঘোষণা করিল যুবসংঘের সাথে ‘সম্প্রভীনতা’!!!

কী বলিব তাই বুক ফেটে যায়
সহিতে নাহি পারি,
মুসলিমের সাথে মুসলিমের কোনদিন
হয় কি ছাড়াছাড়ি?
আরো রইল কথা,
হিনতে আছে গাথ।

যুবসংঘ! তোমাকে ভুলিব না!!

যুবসংঘ! তুমি তোমার নীতিতে চলতে থাক। আমরা যতদিন থাকি তোমাকে সাহায্য করব। এই প্রতিজ্ঞা রেখেই শেষ করিছি। ওয়াল্ড সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম

সাবেক কেন্দ্রীয় ভারতপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদী যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরু সদস্য, আহলেহাদী বাংলাদেশ

‘বাংলাদেশ আহলেহাদী যুবসংঘ’ কর্তৃক আয়োজিত দু’দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য
সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সম্প্রচারণমূলক বৃত্তাং কোথায় থেকে শুরু
করব, তা তেমনি পাছু না। কারণ আমি এই ধর্মমায়ী সংগঠনের অনেক কিছু বিবর্ত
সাক্ষী। আল্লাহ-দু’ঝত-বেদানার অনেক পথ পাড়ি দিয়ে হোট ভাইরেরা আজ এই সম্মেলনের
আহ্মান করেছে। এজন্য আমি অত্যন্ত অনিশ্চিত। অনেক বেস্তা থাকলেও আমি তাদের
আহ্মানকে উপস্থান করতে পারিনি। সম্প্রচারণে আমি বলব, সংগঠনকে কিছু দিয়ে
পেরেছি এসব আমি কথানা মনে করি না। তবে আমার দ্বারা সংগঠনের বিদ্রুপে ক্ষতি
হয়নি। এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। ভবিষ্যতে সংগঠনের কোন উপকার করতে না
পারলেও ইনশাআল্লাহ আমার দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না।

একই গ্রামের মানুষ হিসাবে আমির জামা’আতকে আমি হোট ব্লো থেকেই কাছ
পেরেছি। তিনি আমার প্রদেশের বড় ভাই। নে জাণি আমি তাকে কোন পরিমাণ শ্রদ্ধা করি আমি
নিজেকে কোন পরিমাণ করেন তা আমি দু’জনেই বুঝি। আমি মনে করি, কাছের
মাধ্যমেই সংগঠনকে কিছু দিয়ে হবে। তাই যখন থেকে সংগঠনের ছায়ায় এসেছি তখন
থেকেই সংগঠনকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করিয়েছি। আপনারা দেও’আ করবেন এখনো জেন
দিতে পারি।

আমি কর্মী ও সাথী আমাদেরকে বলি, আমার উপর বিপদ-ছুটিবত যাই আস্ফুল, আমাকে
অপমান-লক্ষ্যনা, অবমূল্যায়ন যাই করা যেক, আমি যদি সত্ত্ব সত্ত্ব একজন নিয়মক করী
হই তাহলে সংগঠন একদিন আমাকে ঠিকই খানে বের করবে। ইনশাআল্লাহ আমাকে কেউ
ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে না। কারণ প্রশূসর ভিক্ষার আমি নই। আমি প্রশূসকে
সর্বমাত্র বেশী দৃঢ় করি। কারণ প্রশূসার করীটি পদাঙ্কনে যেই। আর একবার
থাকে! এই প্রশূসর যথার্থ যেই তারা সামাজিক সমালোচনা পন্ড করেন না। তারা
চারিদিকে শধু প্রশূসা আর সুনাম দেখেছে। তারা দ্বিধাহীন মত ব্যস্ত করতে পারেন।

www.ahlehadeethbd.org
না। তারা পদে পদে ভুল করেন। যেহেতু আমরা কেউ ভুলের উর্ধ্বেই নই, তাই সংগঠনের দায়িত্বীলি হিসাবে করার প্রশংসা পাওয়ার মানসিকতা থাকা উচিত নয়। কর্ম কাজের অংশীদার বাচ্চার কিছু বিন্যাসের সাথে নিজের মতামত বাক্য করতে না পারলে, সংগঠন কর্মী হবে। এ জন্য আমি জানি যে আমার একটি কথা প্রয়োজন বলে থাকেন, যারা কথা বলে না তাদেরকে আমি পসন্দ করি না। চূপ করে থাকাটা সংগঠনের জন্য ক্ষতিকর। আমার মন-মানসিকতা ও আত্মরক্ষা যত নগণ্যই হোক নিঃসংক্রান্ত আমি আমার মতামত বাক্য করি। সংগঠনের বাচ্চার যেটা বুঝি সেটা ব্যক্ত করি। ভবিষ্যতেও করব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের থেকে সেটা প্রত্যাশা করি।

আপনারা জানেন, ১৯৮৯ সালের ২১ শে জুলাই সংগঠনের উপর বড় বিপদ এসেছিল। তখন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইহোর সংগঠন রক্ষা চূড়ান্ত করেছিল। শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ড। মুহুম্মদ আবুল বারী (রহঃ)-এর ভাষায় সেই ‘পঞ্চ পাঞ্জাব’ কথা আজ বলতে হয়। তাদের মধ্যে আমরা দুই পাঞ্জাব অঞ্চলকে উপস্থিত। আমি আমরা মাসুদ ভাই।

সিরাজ ভাই আমাতে পারেননি। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ের সিদ্ধাংশ মোতাবেক এই পঞ্চ পাঞ্জাবের জমিদার সভাপতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন আসল তার সামনে কথা বলবেন কে? সবই বলবেন, রফিক ভাই। করণ মাসুদ ভাই তার রাগি মানুষ। সিরাজ ভাইকে ধমক দিয়ে সেই কথা বলে না। আমি আবুবকর ভাই বলবেন, আমার কথা কথা বলা সবচেয়ে। আমি নামালুম ভাই বলবেন, আমি স্যারের সামনে কিছুই বলতে পারব না। শেষে সিদ্ধাংশ হল, রফিক ভাই কথা বলবেন। আমরা দোস্ত তার বাসায় চলে গেলাম। আবুবকর ভাই বলবেন, স্যার আমরা আপনার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি। স্যার বলবেন, বাবা বলবে, বাবা বলবে। তামরা বলতে আমি শুনব।

একপর্যায়ে আবুবকর ভাই বলবেন, স্যার! যা কিছু বলার রফিক ভাই বলবেন।

আমি বললাম, স্যার! কাউন্সিল সমন্বয়ে ৬/৭ টি সিদ্ধাংশ নেয়া হয়েছে। সেগুলো দয়া করে পড়েন। তিনি বললেন, হী বল। প্রথমে বললাম, সংগঠনের নাম থাকবে বাংলায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘ’ আর আমাদের জমিদারের হয়নে আহলেহাদীর বলা যাইতে হবে। আমি হংস দিয়ে সামনে কথা বলার কারো সাহস ছিল না।

আমি বললাম, স্যার এটা আমাদের সিদ্ধাংশ আপনি বিবেকাননা করবেন। এক পর্যায়ে আমি বললাম, এটা তো প্রশাসন নাটকের ব্যাপার এর অনুবাদও তো চলে। তিনি বললেন, ‘আমি গ্রাম বুঝি না, আমাকে তামরা গ্রামের শিক্ষার সেই সেছে।’ তারপর আমি বলতে সিদ্ধাংশ এক নাগাড়ে পড়ে ফেললাম।

সংগঠনের সকল ক্ষেত্রে কর্মীর অবদান অনুষ্ঠানের লেখিকার। সে কর্মী হিসাবে তত ছোটই হোক। ৬০০০ টাকার সাইকেলের চাকায় ৫০ পয়সার পিন না থাকলে সে সাইকেল অচল। তাই করা অবদানকে হ্রাস করে দেখা উচিত নয়। এতে একজন কর্মীর মনের অগ্রহ ও অনুপ্রেরনা মেরে যায়। সংগঠনের বাঁধা-বেণা সধারণে ভোগ করতে হয়। তাছাড়া বালামুহুবদের মধ্যে কাজ করার ভিতরে একটা আনুষ্ঠানিক আছে। যদি বিদ্যমান না আসে তাহলে কর্মী চনা যায় না। সবার ফোকেলের মত ভীত কেউ অনেক সময় এরূপ ভাল দেয়। কিন্তু দুঃসময়ে কাজের মত কা কা ডাকও ভাল লাগে। যদিও কাজের ডাক অনেক পসন্দ করে না। সবার কর্মীরা তো শুধু সর্বসাধারণ ডাকে অনা সময়ে নিঃসৃষ্ট থাকে। এই কুরু খারাপ অভ্যাস। এজন্য আমি জানি আমার বললেন, ২০০৫ সালের স্কলাটি ছিল। এটা আমার প্রজন্মের জন্য একটা পৌরীকর্তা ও শিক্ষক। ২১ শে জুলাই এ রকমই একটি দিন ছিল।
অধ্যায় ৩৩ বছর

হকের আন্দোলনে বিপদ-মুহূর্ত কখন আসবে আর কখন যাবে তা বলা যাবে না। তবে আপনি সর্বদা আল্লাহর সাহায্য পাবেন এতে কোন সহস্র নয়। তার একটি আমি বলি।

নওদাপাড়া থেকে আমি জানাতে চাই যে আপনি তার কথা বলতে পারেন। যে ব্যবস্থায় আপনি তার কথা বলতে পারেন, তিনি আমার সাধ্য সেনার চুলে ব্যবহার করে যে আমি বলি।

হত্যা অপরিচিত নায়ক থেকে ফেনা আসল। আমি বললাম, কেন তিনি বললেন, আমার পরিয়ন জানার দায়।

বিবৃতি চক্তি আমার কারা এটা কাজ করে যাচ্ছে। আর সন্ধ্যা যায় এমন দীর্ঘ সে কাজ বলে যে, এতে আমি বিস্মৃত হয়ে পড়ি।

কুচকান বুড়া পাদ্রী কিভাবে তাদের পরিকল্পনা ভেঙে যাচ্ছে। আমি জানতাম না মেয়ের কাদায় কথা থাকে। তবে অপর কথা জানতে পারি।

হক্ক পথে থাকায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এটিই আমার জানা। আর এটাই জনসাধারণের পথ।

হক্ক উদাসিত হবে, বাতিল পরাত্ত হবে। আল্লাহ এই বাণী চিন্তন। ইন্দিয়ালাহার আল্লাহর হয়ে যাবে না আমার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে এগীতে যাবে আর বাতিলকে পরাজিত করবে।

অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ

নির্ভরজ তাওয়াদের নায়ক এদেশের একক যুব সংঘটন 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ' কর্তৃক আরাজিত আজকের সমালোচনার সভাপতি। প্রধান অন্তর্ভুক্ত, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত। আমার সৃষ্টিচিত্র একটি অন্য রুপক।

আমি ১৯৮৪ সালে ক্লাস ফাইন্স পাশ করে রাজশাহী রাজী বাজার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। এই সময় বড় হবার রাজশাহী কলেজ মাঠে খেলতে যেত।

আর আমারা ছোটরা মাদ্রাসার ছাদে যুগাফত করতাম। একদিন দুধ মাদ্রাসার

55

www.ahlehadeethbd.org
সংগঠিতকার্যক্রম এখন আপনাদের কাছে খুব সহজ মনে হচ্ছে। এখন এমনটি ছিল না। আমি হোটেল থেকেই এই সংগঠন করি। সে সময় সংগঠন আশ্রিতভাবে খুব দুর্বল ছিল। আমারা রাজশাহী কোট মসজিদ থেকে নওগাছা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আসতাম। আমারে জামা'আত আমাদেরকে 'মসাজিদ কুরশানী', 'শাবেরাত', 'ফেহলাম' ইত্যাদি নিকটতার দিয়ে বলতেন, এগুলো কোট মসজিদে নিয়ে যাও। খরচ বাংলাদেশ জন্য আমারা সেখানে হেঁটে হেঁটে থেমে এবং যুক্তিদের মাঝে বিতর্ক করতাম। সর্বপ্রথম যখন 'তাওহীদের ডাক' বের হয় তখন খরচ বাংলাদেশ জন্য আমার হতে পিন মেরেছিলাম। অথচ পিচিন মাত্র কয় টাকা খরচ হত? মূলতঃ সাঙ্গঠিতকার্যক্রম এভাবেই শুরু হয়েছিল।

স্যারের পরে ১৯৮৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী মাইলানা আবুবকরকে সত্তাপরিত্যাগ প্রদান করা হয়। তখন দাতিক পরিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা করেজন মেহেরপুরে গিয়েছিলাম। 

সুবিধা হয়েছিল এই-একদিকে আবুবকর ছাদে মদারসার প্রিলিপিয়াল, অন্যদিকে যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় সত্তাপরিত্যাগ। তাছাড়া মদারসার অনেক শিক্ষক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। সেখানে মদারসার শাখার যুবসংগঠনের সেক্টরী এবং পরে সত্তাপরিত্যাগ দায়িত্ব পালন করি। অতঃপর আমাকে মেহেরপুর মেলার আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অতঃপর সত্তাপরিত্যাগ দায়িত্ব পালন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আমার রাজশাহীতে ফিরে আসি। ১৯৯১ সালের ২৬ এপ্রিল যখন যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়, তখন আমার রশিদ মাদানীকে সত্তাপরিত্যাগ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে দায়িত্ব পালন অনুষ্ঠান করায় শেখ রফিক তাঁকে তারপ্রাপ্ত সত্তাপরিত্যাগ দায়িত্ব দেয় হয়। এ কমিটিতে আমি দফতর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

নিজের শেষ নেই। আমি কোথাও যাওয়া ওয়াদা করলে সাধারণতঃ সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করি। ওয়াদা ভঙ্গ করি না। যারা নওগাছা এখানে আসেন তারা কিরিয়াটি নামের জায়গায় কথা বলেন। এখানে আমরা ১০০ কিলোমিটার বরাবর পড়া একটি কথা আছে।

সেখানে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল হওয়ার কথা। দায়িত্বীধি বলে আমি আর শেখ রফিক তাই। ঐতিহ্য আবার হরতাল। কিন্তু ওয়াদা করা আছে। তাই রাজার থেকে সেইকেল যোগে সেখানে গিয়েছি। চিয়াম অবসায় এটা ছিল দুঃখাদী। আমি তখন
কেবল করী, তেমন কিছুই বুঝি না। সংগঠন আমাদেরকে এভাবেই কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছিল। আপনাদের সবাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করার আদেশ জানানাছি।

আমার অযোগ্যতার পাশাপাশি আন্তঃরিক্ত দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। আন্তঃরিক্ত কারণে আমি বহুলাংশে সফল হয়েছি। দেখুন প্রথম সভাপতি আর শেষ সভাপতি এখানে উপস্থিত। আমার জামা'আত এবং মুহাফজ। বিশ্বাস করলে এর মাঝে আমিই চরম অযোগ্য সভাপতি বিবেচিত হব। তবে কারোও কারোও চেয়ে মূর্তসংহের প্রতি আমার আন্তঃরিক্ত একটি বেশি ছিল বলে মনে হয়।

একটি কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা আপনারা জানুন । ১৯৯৫ সালের ২৫ মার্চ গোপন ব্যালতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যারা সর্বোচ্চ ভোট পানে ধর্মাবাহিকভাবে তাদের মধ্যে থেকে সভাপতি, সেক্রেটারী মনোনীত হবেন। সেখানে আহমেদ ভাই সভাপতি, শেখ রফিক ভাই সহ-সভাপতি এবং আমাকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। কিন্তু দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। এ সময় কাজ করতে পারব না বলে আহমেদ ভাই আমাকে উৎসাহ দিয়ে কাজ করিয়েছেন। পরের দেশের কমিটি গঠন হব। বিভিন্ন উক্তি বেঁধে আমিরে জামা'আত আসার কথা। কিন্তু তিনি আসেননি। আত্মুদ মাহমুদ সালাহী ছাড়া একে পাঠিয়েছেন। ভোটের পর আমাকে সভাপতি, আবদুল লতিফ ভাই সহ-সভাপতি এবং আহমেদ ভাইকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। আপনারা বিবেকানন্দ মনোনীত। লক্ষ্য করুন! আমার অবস্থা তখন কি হবে পারে? এটা আমার সাংগঠনিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহুর্ত ছিল। আমার সভাপতিকে আমি কিভাবে সেক্রেটারী বলে নির্দেশ দিতেই এটা কি সম্ভব? অবশ্য পরে এর সমাধান হব।

হারুণ ভাইকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হল।

বিভিন্ন সময় আমার প্রসঙ্গ আসলে বলা হয় তিন তিনবারের কেন্দ্রীয় সভাপতি। এটা আমি পালন করে না। মূর্ততা পরিব্রত্তিতে আমাকে বারবার এই দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। আমার পরে হাফেজ আহমেদ রহমান সভাপতি ছিলেন। ২০০১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী যখন কমিটি গঠন করা হয় তখন আমার আমাকে সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে আসা হয়। পরের সেশনের ঘটনা হল, ২০০১ সালে আন্দোলনের তৎকালীন সেক্রেটারী রেয়াজুল করিমকে বহিষ্কার করা হলে সাংগঠনিক পরিবেশ কিছুটা ঘোষায় হয়। তাই কাউন্সিল সদস্যরা আমির জামা'আতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এই মুহুর্তে ঐক্য অট্ট রাখার জন্য আমীরুল ভাইকেই দায়িত্বের রাখা ভাল হব। ফলে আমার আমাকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয় উক্ত ঘোষায় পরিবেশের ধর্মাবাহিকতায় চলে আসল ইতিহাসের জন্মতম অধ্যায় ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫। আমীর জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপরন্তু। আমি ইজতেমার কাজের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারী নওদাপাড়ার এসেছি এবং পাশে আহমেদের বাসায় অবস্থান করছি। আমি ২৪ তারিখে নতুন কমিটি গঠন হব। দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। সকলে মাদরাসায় আসার জন্য আমি কেবলের হয়েছি আর তখন একজন লোক আমাকে বলছেন সাবধান। মাদরাসার সবাইকে প্রেফটার করেছে। কিনের কমিটি গঠন। প্রেফটারের করণে দেবী হবে গেল। পরে ১৩ অক্টোবর তারিখে নতুন কমিটি গঠন হল।

www.ahlehadeethbd.org
আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারকপ্রস্ত

ফলিয়ালিহাল হামদ

বলা হলেন! আমি তালিকার মধ্যে একজন। কেন কাউনিল সদস্য হিসেবে আমার সভাকে নয়, বরং নবীন-প্রতিষ্ঠান। কেউ পর্যাপ্ত কেউ নাম ডান। আমি একজন শেষ হয় যাইনি। আমি প্রধান কাউনিল সদস্যদের কাছে আবেদন করি এবং যে আমাদের আমার একটি আশা আহলেহাদীছ যুবসংঘকে দান করি। আমি আমার আরেক 2% যুবসংঘকে দেই। তারপরেও প্রতি মাসে একশ টাকা এবং বছরে ৫০০ টাকা দেই। এটি আমি নিজেকে জাহের করার জন্য বলছি তা নয়। আপনাদেরকে উদ্ধৃত করার জন্য বলছি। আমার বর্তমানে প্রায় ৫০০ জন প্রথিত কাউনিল সদস্য। যদি মাসে ১০০ টাকা করে যুবসংঘকে দান করে তাহলে ১৫,০০০ টাকা হয়। তার অধরে অভাবে অনেক কাজ করতে পারে না। আমার যুবসংঘকে সহায়তার এপিগ্রে আসি। আমি তালিকার মধ্যে কখন অনুমোদন হয় বলি নি, অন্যান্য বাড়াই আমি যখন এক মাসের মতো বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘকে দান করব ইনশাঅল্লাহ। আপনারা দেওয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে সেই তাওফিকু দেন করেন।

আমার আদেশ ও যুবসংঘের শিক্ষাবিদ্যায় দায়িত্বীল। আমার অনেকে আমরীকে জামা'আতেকে কোন কোন ক্ষেত্রে তুল বুঝি। আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি প্রতিটার ব্যক্তির। এখানে তার ব্যক্তিদের একটি বিরতি তার রয়েছে। তাই তিনি যখনই কোন কমিটির সামনে পান তখনই সব কাজ চাপিয়ে দেন। অনেক সময় মন হয় এগুলো না করলেও পরতেন। করণ একটা কাজ আমাকে করতে বলেছেন আমার অনেকের বলেছে। ফলে আমি নিজে অনেক সময় মন করি আজকে আমার জামা'আতের সাথে দেখা করব না। দেখা করলেই আরো অনেক কাজ চাপিয়ে দিবেন। আসলে আমারা যেমন তার দায়িত্বীল তেমনি তিনি আল্লাহর হক থেকে নিয়োগ একজন দায়িত্বীল। সে জন্য আমাদেরকে বাল্যবায় কাজের কথা বলেন। তবে আমার জামা'আতকে অনুরোধ করব, আমরা যদি ভাগ ভাগ করে কাজ পাই তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। এই অনুরোধ জানিয়ে এবং ব্যাপকর্ত্তব্যী কাউনিল অধিবেশন করার জন্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
ডঃ মুহাম্মদ সারওয়াত হোসাইন

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহীরক

চর্চা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ অন্দোলন বাংলাদেশ

স্বাগতম সভাপতি, মুহতারাম প্রধান অতিথি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং মাসিক আত-তাহীরক-এর সম্পাদকসম্মিলনের সমন্বিত সভাপতি অফিসার ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-পুলিবিং, উপস্থিত নরী-মানী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। আমার সাংঘটিক জীবন শুরু হয়েছিল কৃষ্ণলা থেকে। কৃষ্ণলা ফেলার সভাপতি মাওলানা ছফুরাহান হাজেরের মাধ্যমেই এই জীবনের সূচনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দিকে সাংঘটিক কাজ হতে একটি দূরে ছিলাম। কিন্তু ১৯৯৭ সালে ভর্তি হওয়ার পর সংগঠনের কাজ শুরু করি। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। এরপর আমার উপর সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। আমি তখন হাতেই ফাউন্ডেশন তৈরি করতাম। মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে কৃষ্ণলা চলে যাওয়ার জন্য ব্যাপারে হাত যে ফেলেছি। এই সময় 'যুবসংঘের' তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ভাইয়ের একটি কোন প্রেরণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাকে কেন্দ্রীয় চলে আসেন। এখন দায়িত্ব পালন করেন। তারপর কোনও কোন বায়ব্য হ'লে সেখানে যেতে। ঐ আহলাদীছ আমি ফিরে এসেছিলাম।

১৯৯৭ সালে আমি 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। একই সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক 'আত-তাহীরক'-এর যাত্রা শুরু হয়। অষ্টবেঁচর মাসে তাত্ত্বিক অভিযান প্রতিষ্ঠা করি। বর্তমানে আত-তাহীরকের যে অভিযান আপনারা দেখেছেন পূর্বে এমনটি ছিল না। তখন তাত্ত্বিকের কোন রূপ ছিল না। আমার জামাতাতের বসার পাশের একটি ছোট কক্ষে কাজ করতাম। একটি মোট কর্পিউটার ছিল। আমি দায়িত্বীর হিসেবে আমি একার ও একার অপারেটর ছিল। ফোন রেজেন্ট হতে একটি ছোট ডেলের উপর প্রেরণ দেবার অপারেটর ছিল। আত-তাহীরক-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল মার্চ ২০০০ (দুই হাজার) কপি দিয়ে। তারপর পর্যায়ক্রমে তাত্ত্বিকের উন্নতি ঘটেছে। বাধা আসার কারণে সংখ্যা কমেছে। আবার ভুংপ পেয়েছে। এই চূড়াই উত্রায়নের ইতিহাস আপনারা কম বেশী জানেন।

এই মুহূর্তে আমি 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। আমি বাংলাদেশ অফিসে আমি 'যুবসংঘের' নিকটে শপথ নিচ্ছিলাম। শপথের পূর্ব মুহূর্তে তিনি আমার জড়িত করেছিলেন, আমি যখন বাংলাদেশ মিডিয়া তিনি সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলাম। অতচ্ছে আমার বিষয়ে চলন শুরু করেছিল, মাইক্রো হাইড কোথাও যায়। পাশে ছিলেন শহীদুল্লাহ সুন্ন। তিনি তখন মুহূর্ত চৌধুরী কাশিহাদের চাপে লাগলেন। সে সময় একটি নীরব সিদ্ধান্ত পরিবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। কথাটি আমার হস্তে দাঁড়ানো তাই হয়।

বন্ধুগণ! আমরা সাধারণ নিষ্ঠার সাথে আত-তাহীরক-এর দায়িত্ব পালন করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম।

ইতিমধ্যে চলে আসে ২০০৫ সাল। মুহতারাম আমি আমার আতেকে তথাকথিত জনীবাদের মিথ্যা অভিযোগে ২২ ফেব্রুয়ারী ০৫ দিবসে রাতে মেহফতার করা হয়।

আমি জামা'-আতের প্রেক্ষাপটের পরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে অধ্যাপক

www.ahlehadeethbd.org
আহলেখাদীয় যুক্তক্ষণ মারকাত কাহ</p>
জ্বাব বেরিয়ে গিয়েছিল, "আপনার যখন ভিতরে ছিলেন তখন বৃক্ত পেরেছিলেন আমি কে? এখন বেরিয়ে এসেছেন, এত তাড়তাড়ি তুলে গেলেন?"

সমানিত উপস্থিতি! তারপরও আমরা থেমে থাকিনি। কারণ আমার জামা'আত জেলখানায়। ষড়শষ আমাদের সামনে দিব্যলোকের নায় পরিশোচ। ষড়মূখের মোকাবেলাটা কাঠিন করে করতে হবে। যেহেতু আমি তখন সংগঠিক কোন দায়িত্বে ছিলাম না তাই আমিরে জামা'আতের পরিবারের পক্ষ থেকে ছাড়িবেক নিয়ে মামলার তদবির করেছিলাম। কারণ পারিবারিকভাবে গেলে তাদের কিছু বলায় ধরাকে না। পুত্র তার পিতার মামলার জন্য লড়তে এটাই স্বাভাবিক। আমি তার সাথে গিয়েছি, সাধারণ চেষ্টা করছি। মামলার কাগজপত্রও আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। ফলে বিতৃষ্ণভাব তাকে খোর করে সব কাগজপত্রের সার্টিফ্যাক্ট কপি তুলে পুনরায় মামলার ফাইল করতে হয়েছিল।

বাধার শেষ নেই। হঠাৎ দেখি আমার বিরুদ্ধে শোকজ নেটিঃ। কেন আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না? সাত দিনের মধ্যে জওয়ার দিতে হবে। পর পর দুইটি শোকজ হয়েছিল। দুইটি শোকজেরই নিশ্চিত জ্বাব আমি দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে এই শোকজ ছিল ১০০% মিথ্যা। জ্বাব পড়ে তারা পাস্তা বলেছিলেন, মজলিসে আমেলা যার বিরুদ্ধে শোকজ করে তার কোন জ্বাব চলে নাকি? আমি বলেছিলাম, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা তেমন দেওয়া হবে, আর আমি জবাবটাও দিতে পারব না?

আহলেহাদীদ- আলেহাদীদকে অদালতের কান্তর ষড়মূখ যখন চুড়ান্ত, ইনহাফ পাতার নাম যখন চারিদিক, ঠিক তখনই আমি মাসিক আত-তাহারিকে প্রচলিত গণসভার বিরুদ্ধে একটি সম্পাদকীয় লিখিত। সংখ্যাটি ছিল জানুয়ারী ২০০৩। শিরোনাম ছিল 'অস্থিরিতীল রাজনৈতিক নিপীড়িত জ্বাবের পথে কোথায়?' সেখানে আমরা আমাদের আদর্শিক দিকটি পরিব্যাপ্ত তুলে ধরেছিলাম। যারা ইনহাফ পাতার মোটামুটি দিচ্ছে তাদের অধিক পরিকায় তাদেরই নিয়োগ পাতার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখা চাই কিন্তু যারা ছিল না। যার ফলে তারা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'এবারের সম্পাদকীয়তে মজলিসে আমেলা'কে জুটি মারা হয়েছে।

আমি শোকজের যে জ্বাব দিয়েছিলাম তার দুইটি লাইন আমাদেরকে জুলিয়ে দিতে চাই। কারণ আমার স্পীড ছিল জেলখানার ভিতর থেকে, আমার প্রেরণা ছিল জেলখানা ও প্রকাশ থেকে। তিনি বার বার আমাকে প্রেরণা দিতেন। সেই প্রেরণার কাছে তাদের এই সত্যিকার আমাকে থাকতে ছিল মনে হয়েছিল। অভিযোগ ছিল : 'মাসিক আত-তাহারিক জানুয়ারী'০৭ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে মজলিসে আমেলা অনুসৃত ও ঘৃতিত নীতির বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশ করা।' জ্বাবে আমি বলেছিলাম: 'জানুয়ারী'০৭ সংখ্যার সম্পাদকীয় বাহাত মজলিসে আমেলা অনুসৃত ও ঘৃতিত নীতির বিপরীত মনে হলেও তা আহলেহাদীদ আলেহাদীদের নীতি ও কার্য বিদ্যমান হয়। বর্তমানের গুটনতন্ত্র ধারা-৪ এ উল্লেখিত মূলনীতি সমুদ্রের দ্বীপের মূলনীতি অনুকূল হয়েছে। বিশেষ বিষয়ক '০৬ সংখ্যার দলে কুরান ও জানুয়ারী'০৭ সংখ্যার দলে হাজীদে মুহাদ্রা আমার জামা'আতও এ বিষয়ে পরিচালনা বদল তুলে ধরেছেন। ক্ষম গণতন্ত্রপন্থী এবং সেকুলাররা যখন গণতন্ত্রের সমালোচনায় বিতৃষ্ণ তন্ত্র ইসলাম পন্থীদের পক্ষে এর গঠনমূলক সমালোচনা এবং বিকল্প উপস্থাপন করা অযোগ্য নয়। যে সম্পাদকীয় লেখার
আহলেহাদীছি যুবসংঘ স্মারকপুস্তক

কারণে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে সম্পাদকীয় সম্পর্কে মুহতারাম আমার জায়গা অতিরিক্ত মন্তব্য উপস্থাপন করেই শেষ করছি। 'তামার একমাত্র সম্পাদকীয় আমার চক্ষু পীত করেছে, হলে শান্তি দিয়েছে, বুকে সাহস দিয়েছে, মনে এনে দিয়েছে সেনালী স্পর্শের হাতছানি।'

বুদ্ধির! এর পর তারা থাকবেন। একের পর এক ভয়ঙ্করের বন্ধ বন্ধেই চলছে। সেসময় থেকে রের হয়ে গিয়ে কুচক্ষুর সাথে হাত মিলিয়ে নওদাপাড়া মারায় দেখলের চেষ্টা করেছিল। বাড়তে সত্ত্বাজীর দিয়ে মাদারসার সকল কম্প তালা লাগিয়ে মাদারসা অনিবার্তকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছিল। রামায়ণ মাস। আমার জায়গা অতি তখন ইতেমাদ হয়েছিল। আমার আমার বাধকমিত্তে এরা সীলগলা দিয়ে দিয়েছিল।

ইতিহাসের জন্য তাই রূপে আমাদের সকল ব্যবস্থা থাকলেও তালা লাগিয়ে দেওয়ার কারণে আমরা সীমিত পথের জিহাদ শান্তিরাস্তায় দিয়ে ইফতার করেছিলাম। অতঃপর মাত্রমায় এ চালান দেহ মুখ রূপে মহান আলাহুর উপর তালিয়াল করেছিলাম। ফলে আলাহার পকের মোহরবানীতে আমরা আমাদের ঘোষণা অনুষ্ঠান যথাযথ, সত্ত্বায় মাদারসা বুলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

অবশেষে সর্বকনিষ্ঠ বার্তা হয়ে শেষ পর্যন্ত এরা নওদাপাড়া মারায়কে জীবি মারায় হিসেবে চিহ্নিত করার অপরাধীর সিদ্ধি হয়েছিল। সাংবাদিক সম্পত্তি করে মারায়ীতে মধ্য রাতে আমার জায়গা অতি জনিত স্বর্গীয় সন্ধ্যার চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতেও এলাকায় পানি মিলিয়েছিল। আলাহার পকের মোহরবানীতে মিথ্যা মুখ সুখ পাওয়া। মহান আলাহুর স্বীকার্য ঘোষণায়ও তাঁ- ‘সত্য সম্পেক্ষ মিথ্যা অপসৃত, নিঃসরণে মিথ্যা অপসূর্যাম।’

পরিষে আপনাদের নিকটে এই দো'আ চাই, আলাহার মনে আমাদেরকে আদর্শমূল টিকিয়ে রাখেন, সর্বমর এই হবত দাওয়া পৌছে দিতে পারি। আলাহার আমাদের কবুল করল আমন্ত্রণ।

মাদার আমাল খালক

সাবেক কেন্দ্রীয় শুরু সদস্য, আহলেহাদীছি আন্দোলন বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছি যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন 2011-এর স্থানীয় সত্য, অর্থ অনুষ্ঠানের মধ্যাহ্ন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছি যুবসংঘের প্রতিষ্ঠা সমাপ্তি, আহলেহাদীছি আন্দোলনের মুহতারাম আমার, প্রেসের ড. মুহম্মদ আসাদল্লাহ আল-গালিব। উপলব্ধি প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নবর্ণ ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যুক্ত মাওলানা মুক্তি ইসলাম, প্রবীণ ও নবীন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকৃত এবং আন্দোলন ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

আমি আমার সামাজিক অভিজাত কথা আমার কিবল। আমি শিক্ষা মনুষ্য। চোখ বলা থেকেই একটি বিধৃতীর ছিলাম। তৎকালীন সময়ে আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন 'নামীজ শিক্ষা' নামে একটা বই আমার হস্তক্ষেপ হয়েছিল। বইটি ভারতের মাওলানা আলিপুর রহমানের লেখা। কবিতার মত এই বইটি এস সময় দুপুরেরায় ছিল। আমার এক শিক্ষক আমাকে দিয়েছিলেন। আমি সম্পূর্ণতই হৃদয় হতে লিখে নিয়েছিলাম। তখনই ইসলামের আল্লাহ রূপ জানার আমার সৃষ্টি হয়েছিল। আলাহার ক্ল্যাস শীর্ষ, ফোর এবং ফাইভে যে সময় স্বীকার্য বই পড়তে ছিল, সেলো মানুষের তাঁর নিয়তে ছড়ান্ত ছিল। যা বুদ্ধিবল্য হালাছে নেই। এর কারণ অনুস্মারক করতে গেলেই আহলেহাদীছি অনুভূতি জানাত হয়েছিল।

www.ahlehadeethbd.org
1964 годността на дечият Ахмад аль-Амалиш през първи разказ за живота на Ахмад аль-Амалиш не е описана. Утре неговата мъжност е вероятно, но неговата смърт е била една от най-важните. Той е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности.

Ахмад аль-Амалиш е роден в малък селски дом на северния изток на земята. Изчезнал е след втората война във войната по време на втората световна война. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасности. Изчезнал е в мъгла, която е носил своите потенциални опасност
গোলাম মুন্তারী

সারকে অর্থ সম্পদ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সমাজ কল্যাণ সম্পদক, আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমূহের প্রেসিডেন্ট সভাপতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্তিক মুহাররম আমীরের জোরালে ব্যর আদেলান এবং যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সুরক্ষীবৃন্দ। কাজের মাধ্যমে মনুষ্যের অভিনিবৃত্ত এবং ইতিহাস টিকে থাকে। জাতকে আমরা যাদের এই পৃথিবীতে এই দেশী বর্তু অপেক্ষা তারা ছিল না। আমাদের এক থেকে দেশী বছর মাধ্যমে একটি উপহার থাকে। তখন অবশ্যই সর্বমাত্র রহস্যময় হয়।

গোলাম মুন্তারীর কলিতিতে বলেন যে এখন আল্লাহর মেহরাবনীতে শহর এবং শহরতলী মিলে আসে ১০/২ টি মসজিদ। এটি আমারের জামাইতের দঃওয়াত ও তালাবীরের ফল। তখন তিনি খুলনা সিটি কলেজে পড়ামোশন করতেন।

১৯৮১ সালে আমি এই কাফেলায় অংশগ্রহণ করি। অনেকের চেয়ে আমি একটি বেশী গোলা প্রকৃতির ছিলাম। সে জন্য কুরাসান ও মুহাররম হবার দাওয়াত গ্রহণ করতে আমার অনেক সময় লেগেছে। এত সময় হয়ত অন্য কারো লাগেনি। আমি যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি তারা এক সাপ্তাহিক সমালোচনা করেছে, আমাদের মসজিদের কোথায়? আমি শুধুমাত্র একা থাকবার ছাড়া যাবার জন্য অনেক বিষয়টি তাড়ি ছিল বলে। বঙ্গোপসাগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের গিয়ে জনাম হাফেজে আনিল রহমানের পিচনে দাঁড়িয়ে নাচতের পুরো হাত বেঁধে ছালাত আদায় করছে। হাত কেপথে বাঁধে হবে তা জানার জন্য ঢাকা বায়তুল

www.ahlehadeethbd.org
মুকাবলম্বর ৭ তলার উপরে উঠিয়েছি। তখন কি এক ঘরের ইমাম আবুল মায়েন সুবাইল ইমামতি করছিলেন। অথবা দেখায় যে, তিনি নাসির নীচে হাত বাঁধেন না বুকের উপর হাত বাঁধেন। তাবার হাত বাঁধের বিষয়টি পরিকার হয়।

১৯৮১ সালে আমি যদি এই কাফেলায় অংশগ্রহণ না করতাম তাহলে জীবনটা হয়ত অন্য রকম হত। মুসলিম হিসাবে হয়ত আরো একটু নিকট মুসলিম হতাম। ১৯৮৫ সালে রাজা বুদ্ধ বাজার মাদ্রাসার মসজিদে আমার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে শাখা আলীমুবানী (রহ) এর কাছে শপথ নিয়েছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে ডাঃ মুহাম্মদ আবুল বারী (রহ) ও উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে এমন এক সময়ে এই কাউন্সিল সমালোচনা হচ্ছে যখন আহলেহাদীঝ আদেলন দেশ-বিদেশী বিভিন্ন যোগদানের শিকার। আমাদেরকে এই সময় যোগ্যতা মোকাবেলা করেই দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চলাচলে যেতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্বীকার সুরিক আতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে, যারা অনেক সময় অবহেলা করা হয়। আল্লাহ তা’আলা মহতারাম আমির জামা’আতের জেলে পাঠায় চাকুরী থেকে কিছু সময় বেঁচে দেয় আদেলনের কিছু কর্ম তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যদিও ওজনের মুখ্যফর বিন মুঘলিনকে হাত এখানে পাওয়া যেত না। অনেক হেলর নামের পাশে ডেক নাম যুক্ত হয় না। তারা যদি তাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না পেত, তাহলে তাদের জীবন এমন হত না। এভাবেই বাংলাদেশ আহলেহাদীঝ যুবসংগঠন থেকে নেতৃত্ব তৈরি হয় এবং আদেলনে আসছে।

অতি সম্প্রতি আমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছিল, সেখানে আহলেহাদীঝ যুবসংগঠনের বলিষ্ট নেতৃত্ব যদি না থাকত তাহলে ঐ যোগ্য মোকাবেলা করা কঠিন হত। আমার জামা’আতের জেলাধারা থাকার অবয়ব যে পরিবর্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বাস ছড়িয়েছিল তাকে মোকাবেলা করতে আহলেহাদীঝ যুবসংগঠন যে মূর্তিকা পালন করেছে তা চির অন্তরাল।

এ সময় কথা স্মরণ করে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই, কোন সংগঠনকে সফল করতে হলে দুটি তিনিস একান্ত দরকার। যোগ্য নেতৃত্ব ও একাকী নিবেদিতপ্রণ কর্মী বাহিনী।

বর্তমানে যোগ্য নেতৃত্ব এবং নিবেদিতপ্রণ কর্মী বাহিনী তৈরী হচ্ছে। একটি সংগঠন বেঁচে থাকার জন্য যে সাহিত্য দরকার সেটাও তৈরী হচ্ছে। ফালিকাহিল হামদ। আমরা যারা কর্মী তাদেরকে এমন প্রমাণ করতে হবে, আমরা নেতার অনুগত করতে জানি এবং সংগঠনের জন্য নিজেকে কুরাবানী করতে পারি। এই হইহ দাওয়াতী কাজের বেদৌলতে আল্লাহ যেন আমাদেরকে জন্মত নষ্ঠিব করেন! আমার!!

আমলুর রহিম
সাবেক তাবলিগ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীঝ যুবসংগঠন কেন্দ্রীয় সূচা সদস্য, আহলেহাদীঝ আদেলন বাংলাদেশ

আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাইছি যে, সাবেক কাউন্সিল সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও ব্রেক যেন নতুনদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে; সারা দেশে দাওয়াতে পৌঁছে দেওয়ার সাহস যেন সৃষ্টি হয়। আমি তো এক সময় মাত্রাবলপন ছিলাম। দাওয়াতের কারণে ১৯৭৯ সালে আহলেহাদীঝ হয়েছি। শুধু আমি নই আমরা যাত্রা ৪০ বছর লকে এক সম্প আহলেহাদীঝ হয়েছিলাম। ফালিকাহিল হামদ। তবে সময় আমাদের উপরে অনেক নির্ভর

www.ahlehadeethbd.org
হয়েছিল। পাশে যারা আহলেহাদীহ নামে পরিচিত ছিল তাদের সাথে আমাদের কোন বোঝাইয়ে ছিল না। যদিও আমি তখন জানতাম যে, জমইয়তে আহলেহাদীহ নামে একটি সংগঠন আছে। আমারা আহলেহাদীহ হওয়ার পর সত্য বোঝার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খবর নিয়েছি। তখন আমাদের ভাল আহ্মদ মাহলে বেছে ছিলেন। তার কারণে গাইবাদার মাওলানা আবুর রহমান-এর সাথেও আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একদিন আহ্মদ ভাই আমাকে যুবসংঘের দাওয়াত দিলেন এবং কিছু কাগজপত্র দিলেন। ১৯৬৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর গাবতলী রাজার মসজিদে বসে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ’ গাবতলী বাজার শাখা গঠন করি। সেদিন থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গোটা বেলায় ব্যাপকভাবে সফর করি। ২৫শে ডিসেম্বর গাবতলী পাইলট হাইকুল মাঠে আমারে জামা’আতকে নিয়ে একটি প্রোগ্রাম করি। প্রোগ্রাম শেষে তিনি বন্ধু বেলায় একটি আহ্মদায়ক কঠিন গঠন করা কথা বলেন। ফলে আমার প্রতাবে আহ্মদ মাহলে ভাইকে আহ্মায়ক করা হয়। অতঃপর আমাকে যুগ্ম আহ্মায়ক করে একটি কমিটি গঠন করে দিলেন। কাজের ধারা গৃহ হয়ে গেল।

আমারা যখন কাজ করেছি তখন সামাজিকভাবে আরেক বাণ্ডা ছিল। বাণ্ডা কারণে ছিল যুগ্ম যুগ ধরে সমাজে চালু থাকা শিক্ষা ও বিদ’আতের বিরুদ্ধে কথা বলা। সামাজিক চাপ মোকাবেলা করেছি দাওয়াতী কাজ চলিয়ে গেছি। আহ্মদ ভাই আজ জীবিত থাকলে তার নিকট থেকে আপনি আজের ও অনেক পুরাতন ইতিহাস জানতে পারতেন। বন্ধু বেলার কাজের অগ্রগতির মূল নায়ক ছিলেন তিনি। আল্লাহ মেঃ তার ভুলকৃতি মাফ করে দেন এবং তাকে জানান্তুল করেদামস দান করেন-আমীন।

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ও তার ফলে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর আহলেহাদীহ আদোলেনের জন্য হয়েছে। তাই আজকের যারা সাকারায় তারা আছে দিনে যুবসংঘের স্বেচ্ছায় আপনি গ্রহণ করবে। আজকের যারা যুবসংঘের সাথে তারা আপনাদের আহলেহাদীহ আদোলেনের বিভিন্ন করে নেতৃত্ব দিবে। এখন কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেতেছে। সমাজে বর্তমানে যত ইসলামী ধরন কাজ করেছে তার মধ্যে আহলেহাদীহ আদোলেন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ নাম দুটি মানুষের হয়তে স্বত্ন পেতেছে। তাই আত্তরিকভাবে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের এই আদোলেনকে কর্তৃত্ব কর-আমীন!!

মাওলানা ছফিউল্লাহ
কেন্দ্রীয় শূরু সদস্য, আহলেহাদীহ আদোলেন বাংলাদেশ
বাংলাদেশ তারীখ হওয়ার পর থেকেই আমি জমিয়তে আহলেহাদীহের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলাম। আর তখন জমিয়তে আহলেহাদীহের সদস্য হয়েও অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে থাকা জায়গা ছিল। তাই আমি তাকুলীহকৃত একটি ইসলামী আদোলেনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৮০ সালে ঢাকায় আমি আহলেহাদীহ যুবসংঘের সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু নিয়ম তাত্ত্বিকভাবে এই সংগঠনে যোগদান করেছিলাম না। ১৯৮৪ সালে যাত্রাব্রতী মাদরাসায় জমিয়তে আহলেহাদীহের উদ্যোগে
আয়াতীত ইমাম প্রশিক্ষণে কুমিল্লা থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আমার তিনি ইমাম প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর আহলেখাদীর আদেধালন সম্পর্কে সামান্ত ধর্মযাত্রা লাভ করি। তাকে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্মান আদেধালন, সাংগঠনিক জলাঙ্গল দিয়ে সরস্বতী বাংলাদেশ আহলেখাদীর যুবসংঘে অংশগ্রহণ করি।

দিনের মধ্যে আমাকে কাউন্সিল করা হয়। কুমিল্লা ফেলাকে টার্গেট করে আমি কাজ শুরু করি। কারণ যারা আহলেখাদীহ নামে পরিচিত ছিল তারা যুগে নামেই আহলেখাদীহ ছিল। তাদের মধ্যে আহলেখাদীহের কেন চেতনা ছিল না। এক বছরের মধ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা কুমিল্লা ফেলার দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমারে জামা'আত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সমান্তি উপস্থিতি। তখন আমাকে সহযোগিতা করার মত কেউ ছিল না। 

দূর-দূরান্ত একাকী যেতে হবে। কিন্তু কেন সাথী নেই, তাকে নেই। একক পারে হোটেল পুঁজি সংগ্রহ করে ফেলার বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত পেয়েছি। দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুযোগ অনেক নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। তাই কুমিল্লা ফেলা এখন পার্শ্ব অধিষ্ঠা আছে। ফালিকা-হিল হামদ। আমি একটি কথা অপনার সামনে করতে হবে, আল্লাহ তা'আলা সাতিকে বিজয়ী করার জন্য যুগে যুগে তার কিছু ব্যাপ্তিকে নির্বাচন করেন। আল্লামা আযুক্তীহ কাশী (রহঃ) এদেশে আহলেখাদীহ আদেধালনের জোয়ার সৃষ্টি করলেও তার মৃত্যুতে সেই জোয়ারে ভাল পড়েছিল। আহলেখাদীহ আদেধালন যে একটি বিশ্বী আদেধালন তা মানুষ স্বল্প গিয়েছিল। আল্লাহর রহমত দ. আসামুল্লাহ আল-গালিবের মাধ্যমে সেই জাগরণ আবার নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এখন এককে লেখক তৈরি হয়েছে। মাসিক তরজামানুল হাদীহের অকাল মৃত্যু ঘটলো মাসিক আত-তাহরীক সমাজে নিরঙ্গ বিপ্লব সৃষ্টি করে চলচ্ছে।

সমান্তি উপস্থিতি। এদেশে আহলেখাদীহ সমাজেরা বিভিন্ন দলে দুঃখ পড়েছিল। যারা ধামিক তারা বিদ্রোহায় সংগঠনে সংবেদন হয়েছিল। আর যারা বৈষ্ণব ও রাজনৈতিক চিন্তা করে তারা বিজোতী আদেধালনের অনুসারী ছিলেন। এদেশে আহলেখাদীহ মঞ্চে এতওলা যুক্ত কথা পাওয়া যায়নি। আজকে লাখে নিষিদ্ধ যুক্ত আহলেখাদীহ আদেধালনের প্ল্যাটফর্ম সম্বন্ধে হয়েছে। এটা হয়েছে আহলেখাদীহ আদেধালন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেখাদীহ যুবসংঘের সাংগঠনিক বর্ধন। কারণ তারা নিবেদিতপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যের শপথ গ্রহণ করেছিল এবং তারা সেই শপথ বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক চেয়ার করেছে। আল্লাহ তাদেরকে কবর করেছেন। আজকের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের প্রতি উদ্দেশ্য আল্লাহ জানাচ্ছিল, আরো আহলেখাদীহ আদেধালনের দাওয়াতকে নজাতের অস্তিত্ব মনে করলে এই আদেধালন অর্থশীল পুনঃজীবন লাভ করে ইনশাঅল্লাহ। আমরা যারা শপথ নিয়েছি তারা যেন অর্থশীল শপথের উপর সুরু করতে। যদিও কিছু কাউন্সিল সদস্যের পদশ্বর ঘটেছে। আমারা! তাদের জন্য দো'আ করব, আল্লাহ যেন তাদেরকে সংস্থায় ফিরিয়ে আনেন। আমরা সর্বদা আহলেখাদীহ যুবসংঘকে পৃথিবীর জন্য দায়িত্ব করব। ইনশাঅল্লাহ তাদের মাধ্যমে একদিন এদেশে বিপ্লব ঘটবে।

�ল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রাথ্মনা করুন! আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org
মাসউদ বিন ইসহাক

সাবেক তাবলীগ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

আজকের এই কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সেমিনারে উপস্থিত চেনা-অচেনা সকল দীর্ঘ ভাইকে আমার অন্তর্ভুক্ত থেকে সালাম ও গদুয়ান্ত জানাচ্ছি। যে আল্লাহ আমাকে দীর্ঘ ১৬ বছর পর আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন, তার শূন্যিস্ম আদায় করিছি আল্লাহ-হাম্দুল্লাহ। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ কোন মাঝে দাঁড়িয়ে মাইং কথা বললিন।

বক্তৃতা দেওয়া তুলে গেছি। তুল-কুটি হলে আগেই কখন চেয়ে নিছি। পূরতান অনেক কাহিনী রয়েছে। সব বলা যাবে না। যতটাকে আমার প্রচেষ্টা করব ইন্দোনেশিয়া। উপস্থিত আজ অনুষ্ঠানের সভাপতি, সমাবেশ প্রধান অধিকৃত যুবসংঘের প্রথম আহলেহাদীছ আমার শ্রেষ্ঠ নানা তখনকার মুহাম্মদ আনসামুদার আল-গালিব বর্তমানে প্রফেসর ডি। মুহাম্মদ আনসামুদার আল-গালিব এবং অন্যান্য অধিকৃত।

অন্তর্ভুক্ত অনেক ব্যাখ্যা। এটি কেতা থেকেই আমি সত্যিই বুঝেছি। আমার জন্য ভারতের চবিত পরিণাম যেলার বর্হিয় হাকিমপুরের কাহিনী বর্তমান প্রচেষ্টা। সেখানে আহলেহাদীছের একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি হলেন মাওলানা আকরম খী (রহ)।

আমি সেখান থেকে ১৯৬৬ সালের ২০ জানুয়ারী শনিবার বিকাল ৫-টায় খুলনা আসি।

খুলনায় কোথায় আহলেহাদীছ মসজিদ আছে তা আমি জানতাম না। এটি কেতা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত হালতের আদায় করতাম। তাই আমার হলেই খেলার মসজিদে ঘুরে পথের পথে।

হালতের শেষ ডানে-বামে মুক্তিবাহী বলতেন, এই ছেলে তুমি মহিলাদের মত কিছু হতে বাধে কেন? রাফিউল ইয়াসইম করলে বলতেন, আরো মাছি তাড়াও কেন? পায়ের লামালে বলতেন, তুমি হালতের ভিতের মানুষের গায়ে লাফ মারা কেন? সেরে আমি তুমি বললেন, হালতের ভিতের জোরে কথা বল কেন? তোমা আমার বলার কিছু ছিল না।

করণ তখন করায় পথের পথে। ইসলামী কোন বাই-পুকুট পড়লি। কিছু দিন পর আস্তা এলে বললেন, তুমি হালত আদায় কর কথায়? আমি বললাম, আমার হলে মসজিদ মানিস। আরা বললেন, মানুষ কিছু বলে না? আমি বললাম, তুমি তো।

আমি কেন। তখন আস্তা লাভ করে তুমি আমাদের মসজিদে চেনা না। তখন আমার মনে ধারা লাপান যে, আমাদের মসজিদে চেনা না। এটি যে আলাদা হয় সেটা আমি জানতাম না। তখন আমাদের মসজিদের ভিতরে মুসলমান, লিঙ্গ, বৌদ্ধ এবং প্রাণিতে এই চারটি জীবি রয়েছে। মুসলমানদের ভিতরে যে এত দল আছে তা জানতাম না। জুম'আর বলে আস্তা আমাকে খুলনা সিটি আহলেহাদীছ মসজিদে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে আমাদের মত হালতে পেলাম।

মসজিদে হালতের আদায় করতে গিয়ে ইমাম ছাহেকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। একদিন তিনি আমাকে তীর্থের সর্বশেষে মুহাম্মদী বই প্রস্তুত করলেন। এই বইত পড়তে বুঝ আমদ পেলাম। করণ আমার আমাদের সাথে এই বইয়ের লেখার মিল ছিল। কিন্তু সেটা বো সরাসরি হালতের কিভাবে যায় না। পরে মাওলানা আমার হাম্দুল্লাহ ছাহের রুত্রায় অনুমান কিনে নিলাম। ৭ অক্টোবর নিলাম ১৭৫ তাকায়। এরপর থেকে একুশ জিজ্ঞসা করলে বলতম, বুকাহারে আছে। এভাবে আমার কিভাবে কৃষ্ণ কথা গুলো হলো। আল্লাহর অষ্ট রহমতে এভাবে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার বই কেনা হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org
অমার ছড়ে নানা সে সময় সিটি কলেজে পড়াশোনা করতেন। আমরা আছের ছাত্র মসজিদে পড়াশোনা করতেন। মাদ্রাসা নাযিকদের ও রফিউ উদ্দিন গোলাজর মসজিদে থাকতেন। আছের ছাত্রের পর আমরা প্রায় মসজিদে বসতে হয়। এই দিনটি ছিল ১৯৫৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। নানা মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-পালিব পক্ষ থেকে ৬ আনা পায়া বের করে দিয়ে রফিউ উদ্দিন গোলাজরকে একটি পাকা কাগজ কিনে আনতে বললেন। অতঃপর নানাকে আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হল। তার সাথে ছিলাম আমি মোহাম্মদ মাসুদ বিন ইসহাক, মাদ্রাসা নাযিকদের, আলিহুর রহমান ফরাকী ও রফিউ উদ্দিন গোলাজর। নাম দেওয়া হল আল্লামার শুভানে আহলে হাদিস। এই হল আল্লামার পুত্র। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয়তায় একটি সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে কর্তব্যগতি আহলে হাদিসের জেনারেল সেক্রেটারী আম্বুর রহমান, এ. এ. রহমান উপকরিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লামার শুভানে আহলে হাদিস আবী নামীড় অনেকে পবে না। নামটি বাংলায় হলে ভাল হয়। তখন নাম দেয়া হল বাঙালিদেশ আহলে হাদিসে যুববংশ।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি এ পর্যন্ত কতবার এসেছে যা আমার চেয়ে আপনারা ভাল জানেন। বলা যায়, আমরা পৃথিবী বুদ্ধি। তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ কৃষ্ণ হলেন ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গোলাজর। তিনি ৬ আনা দিয়ে একটি গাছের ফল কিনলেন।

অতঃপর ১৯৫৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীর মুহাম্মদ আহলে হাদিসের উপর জমিত তা রূপান্তর করলেন।

এই ফল হতে অন্ধ জমাল। অনেক গাছ হয়। সেখানে অনেক দিন যাবত পানি ও সার দিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আসে আসে গাছটি বড় হল এবং ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ফুল ধরল।

তারপর সহায়তা ফলও হল। তবে এই গাছটির উপর অনেক অত্যাচার, নির্ভর হয়েছে।

কিন্তু গাছটি ধংস করতে পারেনি। কারণ এই গাছটির আশেপাশে অনেক আল্লামার সন্তান তাদের হাতে বেড়া ছিল। এই গাছটি এখন এখন এক পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে যে, এই গাছটির ফুল, ফল বিভিন্ন হচ্ছে। আরও বড় বড় ফুল গাছ সৃষ্টি করে। আজকের এই রাজশাহীর নওদাপাড়া মাদারসা, সাতক্ষীরার বাঙালি মাদারসা তার বাস্তব প্রমাণ। এভাবে পোশ দেখে আরো অনেক গাছ আছে।

আমি যতদিন এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলাম ততদিন বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছি। সেই গাছের ছায়াতলী এসে আজ আমরা খুব শান্তিতে আছি। সারা বাংলাদেশে যায়া শিরক-বিদ’আতের মধ্যে নিমজ্জিত তাদেরকে আহার করব- আসুন। এই গাছটির শীতল হায় আশ্রয় নিন। শান্তি পাবেন। সকলের প্রতি আমার এই আহার। আমি যদি যুববংশে না আসাত্মা তাহলে ইসলাম কি তা জানতে পারবার না। আমি সেই মাসুদ বিন ইসহাক, যার তবলা, হারমনি, পিটার ইতাদি ছিল। নানা আমার ঘরে দুক্কে বলেছেন এগুলো কার? আমি সকলাম, আমার। তখন তিনি বললেন, আপনি আহলে হাদিসের স্বপন। এগুলো ঘরে রেখেছে কেন? গান-বাজনা হারম। আমি ভাল ছবি আকাতে পারতাম। কেন মানুষ দেখলে আমি হুবত তার ছবি একে দিতাম। নানা বললেন, এগুলো তৈরি করেছেন কেন? আপনি এগুলোর গ্রা দিতে পারবেন কি? খুঁজামতের দিন আল্লাহ আপনাকে ধরবেন। এগুলো নানার কাছ থেকে শিখতে। আমি এজন্য তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। যুববংশের সাক্ষাৎ না পেলে হত এতদূর আসতে পারতাম না।
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের কাজ করতে এসে অনেক জোর হিকমতের সাথে করতে হয়েছে। মাগরিবের হালক আমরা বিভিন্ন মসজিদে পড়তে যেতাম। কারণ জোরে আমীন বললে মুছট্টায় বলবে, তেমন জোরে আমীন বললে কেন? আমরা বলি এটা হাসিছে আছে। এভাবে তাদের সাথে বলে আলোচনা করতে গিয়ে দেখায় গেছে অনেককে আলোচনা হেদায়াত করেছে। আলোচনার ইচ্ছে মুগ্ধ সৃষ্টি সৃষ্টি পৌছে গেছে। আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ এত বড় একটা গাছ আর ছালগুল গরম খেয়ে ফেলতে পারবে না।

গোলাম ফিল কিবিয়ারা
কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০১১ এর মেহাস্পদ সভাপতি, মুহাম্মদ সাহের অধিভুক্ত, বিশেষ অধিকারী, প্রশাসনিক কাউন্সিল ভাইয়ারা এবং সুরসারস্থ হেকঁর অতপ্রসিদ্ধ ভর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদার। শুরুর আদায় করছি সেই আলোচনার, যৌবন ইচ্ছেতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। প্রথম ও দ্বিতীয় কাউন্সিল সদস্যদের সম্মেলন এবং সুরসারস্থ উপস্থিতি আমাদেরকে চমকিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করছি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সভাপতি প্রফেসর ধর্ম মুহাম্মদ আসাদুদ্দৌলাহ আল-গালিব, যার গুরুত্বকর প্রভাব, বক্তব্য এবং কুরআনের বক্তব্যকে বললার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমরা তাঁর পাশে আতিমন সিদ্ধ ঢালা প্রচুর হয়ে থাকব ইনশাআল্লাহ।

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ আহলেহাদী� যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্ভুত সুরসারস্থ ৩৩ বছর ধর্ম সংগঠনের সাথে আছি। ১৯৮৬ সালের ২৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদ লাভ করি। মেহেরপুর মোঃ ঐতিহাসিক হাড়ীফার দারূল হামিদ মাদারসার তৎকালীন সুরার মাঙ্গালা আবুবকর হিন্দু হাবেরের মাধ্যমে আমি সংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের দাঁড়ায় পাই। কলেজ জীবনে আমি ছাত্র চর্চা করেছি। কিছু সময় প্রচলিত তারকীগীত জামাতেও ফ্যাক্টর করেছি।

১৯৮৯ সাল প্রথম সুরসারস্থ ১১টি বৎসর মেহেরপুরের গাঁথি এবং কুরআন দৌলতের কাজ করছি। হাড়ীফার মাদারসা তখন আহলেহাদীছ আন্দোলনের দূর্ব হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ঐ মাদারসার আলেমগণ আহলেহাদীছ হেলাত তাদের মাঝে শেখবারাতের প্রচলন ছিল। এ নিয়ে মাঙ্গালা আবুবকরের সাথে একদিন হামিদ ছোড়চুড়িও হয়। আমারে জামাতে 'আতের লিখিত ‘শেখবারাত’ বই সংস্থায় আমাদেরকে সচেতন করে। আমরা শেখবারাত করতাম। শেখবারাত বই গড়ে পরিবার থেকে শেখবারাত উদ্দেশ্য করি। গোটা এলাকায় শেখবারাত উদ্দেশ্যের উদাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। আমারে জামাতে 'মীরাদ প্রসঙ্গ' বই তার মীরাদওম্রী সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা প্রবর্তন করে। ধূম-গুণ্ডুর যুবসংগঠনের অনেক শাখা সংগঠন করা হল। প্রশিক্ষণ চলতে থাকল। কমির সৃষ্টি বৃদ্ধি হতে থাকল। দূর্বল গতিতে আন্দোলন চলতে থাকল। এক সময় যুবসংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।
১৯৮২ সালে হাড়ভালা মাদারাসার মিলনায়তনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যুবসংগ্রেহ কর্মী, ওলামায় কেরাম ও সুধীরুদ্ধ উপস্থিত হন। তাদের উপস্থিতিতে ড. মুহাম্মদ আমাদের আল-গালিব তাক্তিক পত্র দেন করেন। তখন তিনি বেগুনাত্মক তত্ত্বপালী। সেদিন তার মাধ্যমে সহকারী একটি জিন্না কাপ। গলায় জড়ানো ছিল হাজরা রূপাল। তার বক্তব্যে মুহুর্তে প্রোগানে মাদারাসার হুমায়ুন মুহুর্ত হয়ে গেল। আমাদেরের ভেতারে ইজহারা জায়গা সুর্নি হয়ে গেল। আলহেদীহ আন্দোলন বুরুতে পারলাম। বুরুতে পারলাম শিবিরের কৃত্রিম, প্রচলিত তাবলী কি আর আলহেদীহ আন্দোলন কৃত্রিম। আমাদের মাধ্যমে বিষাল পরিবর্তন আসল।

ঈশা জাগরণের কারণে হানাফী মাইহারের আলেমরা আমাদের প্রতি ফিল্ড হয়ে গেল। তারা গালিগালাজ করতে লাগল। ফলে ১৯৮২ সালে বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। পপি ও এসপির উপস্থিতিতে উক্ত ঐতিহাসিক বাক্তিয় হয়েছিল। আমার রয়ফ হাহেরের সেই অঞ্চলীয় উপপাদনা আজ ও আমাদের ভেতার আন্দোলন সুর্নি হয়েছিল। ডি. হারের পরিচর্চা বললেন, বুরুতে পারলাম হানাফী আলেমগণ পন্ডুশিয়া কম করেন। অতএব আপনারা বাজ করে পন্ডুশিয়া করে। আর আলহেদীহ আলেমগণ দুর্দুর্দেশ বেশি পন্ডুশিয়া করেন।

আলহেদীহের বিষয় হয়েছিল, দুই হামারের বিষয় হয়েছিল। কালিগ-হিল হামার।

সমাজীত উপস্থিতি। আমার এই ব্যাপারের মধ্যে যুবসংগ্রেহের সূচনা কাজ করেছি একবারের আল মাদারাসার কাজে আছে। সেই আল মাদারাসা নিকটে, পরিচালিত ক্ষত্র আমার সংক্রান্তি ফাইলে আছে। ১৯৮২ সাল গাং নাসিক সাংবাদিক ফোনার যুবসংগ্রেহের জীবনক্ষমাপূর্ণ কর্মী সম্পাদনা করেছিলাম।

১৯৮১ সালে খুলানী অন্তর্ভুক্ত কর্মী সংখ্যা আমার জামা আজের সাথে বোঝায় করার সুযোগ হয়েছিল। উপমহাদেশে আলহেদীহের যুব আন্দোলনের বিষয়ে বোঝায় দিয়েছিলাম।

সেই সময়ের হাওকিল-পোস্টারের একাধিক আছে। আমি এই প্রজাতন্ত্রের দাওয়ার পাঠাতে হেতু তারা মুহুর্তে কুঁছ হয়েছিল। ১৯৭৮ সাল হতে এ পর্যন্ত কোথায় কি হয়েছে তা কুঁছ ডেষেছিল। আমি অসুমতি মানুষ। তাপর কিছু স্থানীয় করার বলতে এই মহুয়াপুরু প্রজাতন্ত্রে ছুটে এসেছিল।

১৯৮১ সালে কোন করণগত আমি তুলে যুবসংগ্রেহ থেকে দুরে ফিরিয়ে। ৩টি বছর জমীনযুক্ত আমার আলহেদীহের সাথে কাজ করতেছি আর তাকুনিীতিবাদী জামাতে মুহুর্তমুহুর্তে সমাজ করেছি। এক সময় সংখ্যা করলো ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রোগান দিল কিন্তু করলো ভেতার আলহেদীহ আন্দোলনের বোঝা প্রচিতি করেছেন। তা কখনা লজ্জসংক্রান্তি হতে পাড়ে না। যুবসংগ্রেহ থেকে দুরে থাকার কারণ আমি অচ্ছ, অর্থব, ডেভডল্ডিত হয়ে পড়ে গেলাম। ১৯৮৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তাহ নরুল ইসলামের সাথে বোঝায় করে পুনরায় সংঘত্তে ফিরে আমি। অধ্যায়ে এই আন্দোলনের সাথে আছি।

আপনারা দেখে আমি করণে মূর্ত পর্যন্ত এবং একবিন্দু রক্ত ধার পর্যন্ত আমি যেন এই আন্দোলনের সাথে ধারে পাড়ি দিতে পারি। আমি কবল করাম-আমিন।

প্রথম কল্যাণীয় কালিগিল্ড তাই অনেকই মারা গেছে। অনেকই আমার সংঘত্তে থেকে চলে যেয়ে আর ফেরেনি। আমি তাদের প্রতি উদার আলাপ জনার্ধিত্ব, আমি যেমন পুনরায় ফিরে এসেছি আপনারা ফিরে আমি। এই আন্দোলনের সে শিক্ষা দিয়েছে, যে শিক্ষা পেয়েছি, তাদের পৃথিবীর বুকে আমাদের নিচে আলহেদীহ আন্দোলন ছাড়া আর কোন হাজীহ আন্দোলন দ্বিতীয়টি নেই। এই মুহুর্তের আদালত।

www.ahlehadeethbd.org
জাহাঙ্গীর আলম
কেন্দ্রীয় শুরু সদন, আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ
আজ নতুন করে বক্তব্য দিয়ে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংগ্রহ মর্যাদা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রাঙ্গণের এই সংগঠনটির স্পর্শ আমাদেরকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা পর্যবেক্ষণ করলেই সবকিছু প্রতিষ্ঠাত হবে। মাইলার আরু তাহের বর্ধমানী (রহঃ)-এর একটি কথা আমার মনে পড়ে। একদিন তিনি এই মারকাবে আমিরে জামা 'আরের আতিথেতা করল করেছিলেন। সেটা কাকতালীয়ভাবে। ৫ ঘণ্টা বিয়ান লেট থাকার কারণে। তখন হাফেজ ইউনুস ছাড়ে তাকে এনেছিলেন। সদিনের আতিথেতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ঢাকায় গিয়ে লেখা পাঠিয়েছিলেন। সেদিন অনেকেই তাকে বলছিলেন, বর্ধমানী ছাড়ে! আমাদের জাহাঙ্গীর আপনার মত করে কথা বলতে পারে।
তিনি বললেন, তাই না কি? পারেন না কি? আমি বললাম, না চেষ্টা করি। তিনি বললেন, তাহলে বলুন তে দেখি। আমি তখন হয়ে দুটি লাইন আওড়িয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, 'নক্লটাতে বেশ সুদর করেছেন, অনুপ্রেরণ দরকার।' আমি ঐ কথাটিও একটি যুথের বলব, বক্তব্য অক্ষর হয়েছে, অনুশীলন দরকার।
আমি যে কথ্য দিয়েছি তা আমার শরীর ও বয়সের তুলনায় অনেক কঠিন। এখন কাজ চাই। একজন কর্মী যখন নেতার সংস্পর্শে আসে তখন তার ভিতরে নতুন জীবন সঞ্চালিত হয়। নতুন অনুভব, নতুন উদ্দিষ্টা সৃষ্টি হয়। রাজশাহী থেকে মিটিং করে যখন ফিরে যাই তখন অনেকেই বলেন, আমারে জামা 'আরের মুখ থেকে যে কথা গুলাম যদি না আসতে তাহলে কি গেলে গেতে? এই উদ্দিষ্টায় কমিনেরা অস্বপ্ন হেতে সাহায্য করে।
আমিরে জামা 'আরে এবং এই মারকাবে হল কমিনের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হওয়ার একটি অনবদ্য স্থান। এখান থেকেই ইম্যানী জায়গা, কর্মত্তক রত্ন এবং আহলে হাদিস আন্দোলনের প্রতি মন্ত্রিতে সৃষ্টি হয়।
আহলে হাদিস আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত স্মৃতিযুক্ত। আমাদের মানসিক থেকে তা কখনো মুছে যাবে না। আমারে জামা 'আরকে কারারূপে থাকা অবশ্যই যে সমস্ত কর্মী তাঁর পদধি অনুযায়ী করে সাধারণ অনেকে হয়েছিলেন এবং ভরসার বক্তব্য দিয়ে জাতির মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তাদের ইতিহাসও কখনো জ্বালায় নয়। যখন সেই সমস্ত তরতাজা নওজায়ানেরকে দেখি তখন আশায় বৃক্ত তবে যায়। তারা ড. গালবের মত বিশাল পাঠিতে এক মহোদয় পর্যন্ত নির্দেশকে ইলেক্টরের সাপের নির্মিত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।
সমাজিত সুন্দর! মানুষকে সত্যের পথে আহ্মদ করার এই দায়িত্ব ছিল নদী-রাসূলদের উপর। আমাদের রসূল মুহাম্মদ (সঃ) সেই দায়িত্ব দিয়ে গেলে উমরের একদল আলেমদের উপর। তাই অংশ হিসেবে নির্দেশক তাহীদের দাওয়াত পুটে দেওয়ার জন্য ড. মুহাম্মদ আসাদুর্লাহ আল-গালিব ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে এক মুখায়কের পদপ্রক্ষ অফার করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জাহাজের যে শিক্ষা থাকে চাকরি। তখন তিনি মুসলিম উম্মাদের দুর্দায়ল্প অবস্থায় কথা চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু হতাশাগত এই জাতিকে পরিত্রান ও চীহী হারিয়ে আলোকরূপে আলোকিত করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংগ্রহ। আজ সেই সংগঠন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তার দাল ভাঙা, শক্তি উৎপন্ন করা মোটেই সহজ নয়।

www.ahlehadeethbd.org
অর্থাত্তার ৩৩ বছর

আমি বলব, আল্লাহ রক্তপুর্ন আলামিনের সেই আন্তর্ক যে আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?
‘আলাহর সাহায্য অতির নিকটবর্তী’ (কব্রসূরহ ২১৪)। তাই সব ধরণের বাধা, হতাশা, প্রতিক্রিয়া দিগ্রিয়ী আমাদেরকে চালে হবে সামনের দিকে। দাওয়াত ও তক্রিকের
মধ্যে সমাজ সংস্কার করতে হবে। আমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল সেই দিনগুলোর বর্না অন্তর্ভুক্তক্রান্ত চোখে মুঘলফর বিন মুহিসিন আপনাদের সামনে দিয়েছেন। এ ধরনের এক প্রত্যেকে আমি আল্লাহ মুম্বান আলির জামা'আতের সাথে সম্পর্ক করেছিলাম।
সেদিন তাঁর বিষয় চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। এক পূর্বায় তিনি জিজ্ঞেস
করলেন, বর্তমানে তোমার কী ভাব? আমার কে এখান থেকে সময়বায়ে চলে যেতে
হবে। আমি আমার সত্তারনেকে নিয়ে কোথায় উঠব? অন্তর্ভুক্ত নয়ন আলুম মুম্বান
জামা'আত দিঁচ্ছেন, সাবাত সাতুকীরায় যাওয়া ছাড়া আর কী করবেন। আমার দিকে তাঁকের
বললেন, জাহানির। তুমি কী ভাবে? আমি বললাম, আমি কিছুই ভাবছি না। উত্তরটা তাঁর
কাছে নিরাশ মনে হল। আমি বললাম, মৌসুমের উদ্যম দিনগুলোর যখন ভাবেনি
কোথায় থাকবেন, কী করবেন, স্ত-পুর্নি কোথায় থাকবেন, কী করবেন, তখন বায়সকের
প্রান্তীয় যেন কেন ভাবছেন? আপনার বলছে কমিয়া আপনার সাথে আছে। গুল
তালুয় থেকেও যদি আল্লাহর আদেলের ডাক দেন ইন্দ্রালাহ তাঁরা আপনার
সাথে থাকবে। কেউ আপনাকে ফেলে যাবে না। আর সে জনই আমি কিছুই ভাবছি না।
অতঃপর আলাহর সাহায্য নেমে এসেছে এবং আমিরে জামা'আত এখনে মারাকায়ে আছেন।
ইন্দ্রালাহ অধিকারতে থাকবেন।

হে সুর্যসারিব নওজোয়ান! আল্লাহর আদেলের কমিয়া ভাবেন। বিপদ-মূহক্ত
সাহা আলুমের চিরন্তন সাহায, হতের সাথেই সম্পৃক্ত। আমাদের উপর মূহক্ত এসেছিল নিজ
ঘর থেকে। পরে এসেছিল বায়স থেকে। আল্লাহর আদেলের বিরুদ্ধে শক্ত তুল
হয়েছিল নিজ ঘর থেকে। এক্ষেত্রে বলছে ইমাম ডাক, কারা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।
আলাহর উপর অর্থাভিত্তিক আদেলের মহিলায় মাঝারুত যেন দেবে ইন্দ্রালাহ।
আর সেটা হলো জামা'আত। আসুন আমারা সকলে সে দায়িত্ব অর্জনে অক্ষরে পালন করি।
মহান আলাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

আলুম মানুন

সভাপতি, আল্লাহর আদেলের বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা থানা

আলাহ তাঁর আলা পরিম কুরআনে আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমার কি দায়িত্ব করে ফেললে
জামা'আতে প্রশ্ন করলে? অর্থ আলাহ জানেন না তোমাদের মধ্যে কে প্রকৃত মুহাজিদ,
কে প্রকৃত দীর্ঘশীল (আলে ইমাম ১৪২)।

বাস্তু বায়স আলুমের বায়স পরিতীল করার জন্য ১৯৭৮ সালের
৩ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ আলুমের যুবসংঘ-এর পদযাত্রা গুর হয়েছিল। হীরি হীরি পাড়া
করে ফাড়ে ফাড়ে মুন্দাজিত হয় এই পূর্বায় এসেছে। তবে আলুমের যুবসংঘের
বর্তমান প্রেক্ষাপট আর আগের প্রেক্ষাপট এক নয়। আমি ১৯৮৭ সাল থেকে এই
সংগঠনের সাথে জড়িত আছে অন্য সংগঠনের ছুঁ-ছাঁয়া চলাচলে করতাম। তখন এই
সংগঠনের নাম শুননি। ১৯৮৭ সালে সাতকীরা পৌরসভা মিলনায়তনে বাংলাদেশ
আলুমের যুবসংঘের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এক প্রোগ্রাম হয়েছিল। আমি সেখান

www.ahlehadeethbd.org
আহলেহাদীছ যুবসংঘ মারকম্প্রত

থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমে আহলেহাদী� অন্দেলান এবং অন্যান ইসলামী অন্দেলানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বুঝতে পারিনি। মনে করতাম ছালতে রাক্ষস ইলামার কথা আর না করা। নাম্বার নীচে বাধা বা বুকের উপরে বাধা এটা সামান্য ব্যাপার। এমনই গোল ধ্বংস ছিলাম। যখন আমিরের জাম’আতের তিনটি মতবাদ বই প্রালাম তখন সর্বকিছু ব্যাপার হয়ে গেল। অন্যান ইসলামী অন্দেলান ফিরের মাধ্যমে যাবটির সময় সমাধান করতে চায়। আর আহলেহাদী� অন্দেলান একবল আল্লাহর অহির মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান চায়। আকুলাদুর এই মৌলিক পার্থক্যই আমাদেরকে এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

সম্মতির কথা মনে হলে এখনও কষ্ট পাই। সারা দিন এবং সারা রাত সময় লাগত সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহীতে আসতে। তেমন কোন যানবাহন ছিল না। যশোরে এসে মাহানন্দা ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হত। ট্রেন কখন আসবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ১২ টা বজায়, না ১টা, না ২টা তার হিসাব ছিল না। গভীর রাতে রাজশাহীতে পৌছতাম। সেই ট্রেনের কথা আর কী বলব। সিটে বসে কথা বলছি। নীচ থেকে সেদের চুরি হয়ে গেছে। রাগীবাজার মাদারাসের তৃতীয় তলায় বাংলাদেশ আহলেহাদী� যুবসংঘ-এর অফিস ছিল। খাওয়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া আমাদের বিশেষতা তখন খুব সোচ্চারে ছিল। আমাদের নাম উচ্চারণ করাই কঠিন ছিল। কিন্তু এখন সার্বিক ব্যবস্থা অনেক উন্নত। তখন আহলেহাদী� যুবসংঘের ভিত্তে যে মোভা ছিল, আল-হামদুল্লাহ এখন তার চেয়ে অনেক মোভাস্পন্ন ছেলে আমাদের সামনে এসেছে।

সমান্তিত উপস্থিতি! আহলেহাদী� অন্দেলান এবং অন্যান ইসলামী অন্দেলানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য যারা বুঝতে পারেননি তাদের যারা সংগঠন উপস্থিত হবে না। অপনায় নিচেই জানেন যে, সংগঠনের কারণক লক্ষ্য পৌছতে গেলে তার চিন্তাহল জিনিস প্রয়োজন, ১. লোক নেতৃত্ব ২. সঠিক কর্মশীলতা ৩. উক্ত কর্মশীল বান্ধবেনর জন্য একত্র নিবেদিত প্রণীত করা বাছাই। এই চিন্তাহল জিনিস এখন আমাদের মাঝে বিদ্যমান। শুধু এদের ব্যবহার করে আরও শণিত করার দরকার। নেতৃত্বের অভাব আমাদের দেই। রাজশাহীর এই মার্কাজে থেকে যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ এবং মিডিয়া তাদের দিকে চেয়ে আছে। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের বর্তমান সেবান যে সমস্ত মোভাস্পন্ন ছেলে আছে তারা যদি সামান্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং পুরাতনদের সহানুভূতি পায় তাহে এই অন্দেলান সামনে অগ্রসর হতে বেশি সময় লাগবে না।

আমি তাদের প্রতি আহান জানাব, তারা যেন দফ্ত্র এশিয়ার সিপাহসালার আহলেহাদী� অন্দেলানের মুহতার্ম আমীর ত. মুহাম্মাদ আসামুরাছ আল-গালিবের সংগঠন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার ভূমিকা পালন করে। কারণ বাংলাদেশ আহলেহাদী� যুবসংঘ আমাদের প্রধান চালক শক্তি। আমি সকলের সার্বিক সফলতা ও সংগঠনের অগ্রগতি কামনা করছি। যারা আকবে আমাদের পুরাতনদের আহান করে ধন্য করেছে আল্লাহ তাদেরকে জার্জে খায়ের দান করেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে মুহতার্ম আমীরের জাম’আতের জন্য দোআ করছি, আল্লাহ যেন তাকে করুণ করেন এবং তাঁর হায়তকে আরও বৃদ্ধি করে দেন। আমীন!
মুরশেদ আল্লাম

সার্বক্ষণিক, বাংলাদেশ আহলেখানী যুবসংঘ, যশোর ফেলা
আজকের এই কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমেতনের সভাপতি, প্রধান অতিথি আহলেখানী আদেলান বাংলাদেশ-এর মুহতার আমির, উপস্থিত পূর্তত এবং নরনাথ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য বুদ্ধ। আমি ২২ বছর পর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমেতনে কথা বলছি। ১৯৮১ সালে আমিরের জামা'আতের কথা শুনেছি। একদিন সন্তান, বাইসা গ্রামে একজন লোক আসেন। আমার এক চা তখন কাউন্সিল সদস্য। তার সাথে আমিও গেলাম। সেখান থেকে শুনু একটি কর্মসংস্থতি এবং একটি গঠনতত্ত্ব নিয়ে আলাদা। অতঃপর সিরাজুল ইসলাম ভাইরের সাথে পরিচয় হল। তখন প্রথমে পড়াতাল করি। এক পর্যায়ে আমার সংগঠন করে ফেলাম। তখন সিরাজ ভাইকে আমার সভাপতি করে দিলাম। এরপর তিনি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তখন আমার উপর দায়িত্ব আসল। ১৯৭৮ সালে যে সংগঠনের জন্য ১৯৮১ সালে তার যাত্রা কতদূর অপসর হতে পারে? আসে আসে পাতি বেগবান হয়। সিরাজ তাই প্রথম অক্ষর কাজ করতেন। সেটা আমার কাজে লগাতার পেরেছিলাম। আমার সাধ্য আমুজারী চেষ্টা করেছি দাওয়াতি কাজকে সফলভাবে পৌঁছে দিতে। আগের তুলনায় সংগঠন অনেক গুণে অপসর হয়েছে। আমার তাতে আরো অপসর হবে সেই কামনা করছি। বর্তমান পরিদর্শক আত্মীক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরাতনদেরকে নতুনভাবে শ্রদ্ধাং করার জন্য।

বেলালউদ্দিন

সভাপতি, আহলেখানী আদেলান বাংলাদেশ, পাবনা ফেলা
বাংলাদেশ আহলেখানী যুবসংঘের ছায়া তলে আসার পেছনে আমার একটি শপ কাজ করছিল। আমি তখন ঢাকা যাত্রাবৃত্তি মাদরাসার ছাত্র। আমি একে জামা'আত আমার শিক্ষক। বিভিন্ন ইসলামী দলের বন্ধু শোনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। তখন আহলেখানী যুবসংঘ সৃষ্টি হয়নি। আমাদের বিপিনাল একটি ইসলামী দলের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সমেতনে আমাকে নিয়ে যেতেন। কিছু আমার কান দলই পসন্দ হয় না। একদিন মহান আলাদাহর কাছে দেখা করেছিলাম, তিনি এমন একটি দলের সাথে আমাকে সম্পূর্ণ করে যে দলটি সত্যিকার জনানী দল। ইতিমধ্যে আকাশের আমির ড. গালিব সাহেব কলামেন, আহলেখানীদের মধ্যে একটি যুব সংগঠন ঘুরে হয়।
এভাবে আমার কাজকর্তি সংগঠন বাংলাদেশ আহলেখানী যুবসংঘের সদনে পেরেছিলাম।
তাই অন্য কান দল আজ পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করতে পারেনি।
আদেলান করতে পিয়ে আমার অনেক কিছুর সাফত্তিক হয়েছি। ছোটদের বায়োমিয়ার মাথায় গিয়ে কাছিম পূজা করতে দেখেছি। মায়ারের উপর খাওয়া বাবার ৯৯টি নাম লেখা আছে। অনেকে খাওয়া বাবার নাম জানছে। এক সময় আমার এলাকায় একশোগুণের মহিলা দুঃখ অন্য মহিলাদেরকে বিকর্ষিত নামে বিভাগে করতে শুরু করেছিল। এমনকি আহলেখানীর মহিলারা বিভাগ হয়েছিল। তখন এর বিভাগে একটি বিভাগ লিখিলাম।
যেমন—

www.ahlehadeethbd.org
কুরআন মানে না হাদিক্স মানে না।
নামায রোহায় ধরে ধরে না।
সিঘনা করে পীরের মায়ারে
গাজার ধোঁয়ায় চেষ্কক মারা॥
তঁদ পীরের তরীক ধরিয়া
নবীর তরীকা দিয়েছ ছাড়িয়া।
ফিক্রির করে খাজা বাবার
ভাব দেখে মনে হয় তক্ত আলাহবর,
আলাহবর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
৯৬ নাম রেখেছে খাজার,
৯৬ নাম রেখেছে খাজার॥
ফিক্রির কর মনে মনে
আলাহ কয় কুরআনে,
নেচে নেচে হেলে দুলে, ফিক্রির আছে কেন বিধানে?
চাকুরি কর, ব্যবসা কর, প্রধান হয়ে বিদায় কর
মনে মনে ফিক্রি কর দেখেছে তোমায় রক্ষা।
হালকায় ফিক্রির আলাহবর বিধানে পারে না॥

এই কবিতা লিখে ছেলেদের বললাম, তোমারা ওদের আলায় গিয়ে যেলবে। কিছুদিন পর
সেই আসর ভেঙে গেল। বিভিন্নভাবে কাজ করে আমাদেরকে দাওয়াতে মাহ প্রক্রি
করতে হয়েছে। পীর-ফকিরের বিভিন্ন দলের সাথে পাবনাতে তারা বিষাদ করতে হয়েছে।
আলাহ সর্বকালে আমাদের বিজয় দিয়েছেন। কাফিরগণ হামদ।
পাবনা সদর ও চাটমহলের কিছু স্থায়ী আহলেহদীছ ছিল। আহলেহদীছ যুবসংঘ
ও আহলেহদীছ আদেলানের কার্যক্ষেত্রের ফলে পাবনা মেলার প্রায় প্রতিটি ধানায়
আহলেহদীছদের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আফিনুল মাজুরুদ
কবিতায় শুরা সদস্য, আহলেহদীছ আদেলান বাংলাদেশ

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আহলেহদীছ যুবসংঘের সাথে সম্পৃক্ত হই। এর মাঝে অনেক
উক্ত-উক্ত, বাধা-বিপর্যস্তি, বিপদ-স্থিতিতে, অক্ষত সম্মান সংগঠনের উপর দিয়ে যায়
গেছে। তারপরও এই গ্রাম্য সংগঠনের হাল ছেড়ে দেইনি। সাধারণযৌথ কাজ করে
যাছি। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় জমিদার তে আহলেহদীছের কনসার্টের দিয়ে যোগদান করেছিলাম।
উক্ত সময়ে বাংলাদেশ আহলেহদীছ যুবসংঘের পরিচিত কু ন
ও কেন পেয়েছিলাম। অতঃপর ১৯৮৭ সালে কবিতায় কাউলিগ সদস্য হিসাবে শুখ গ্রহণ
করেছিলাম। আমাদের ৫ জনকে শুধু পড়িয়েছিলেন প্রফেসর ডি. আফিনুল বাবু (ডিঃ)
মাদরাসায় লেখায় না করলেও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে বিভিন্ন ইসলামী বই পড়েছাম।
কিন্তু এই সংগঠনের মাধ্যমে স্থিত ইসলামের সংস্কার পেয়েছি। হয় বুঝির সুখেছে হয়েছে।
আমরা যখন কাজ শুরু করেছি তখন সংগঠনের কোন সাহিত্য ছিল না। আমিরে
মাসিক অত্যন্ত উক্ত নিয়মে আঁতের মাধ্যমে সাহিত্যের সূচনা হয়। এখন অনেক নিবন্ধন আপনার সমর্পণ করেছেন।

আমি তার তালিকা প্রতি আরো জানি, আপনার এখন এই সাহিত্যের মাধ্যমে সৃষ্টির দাওয়াতো মানুষের দারায় পৌছে দিন। যুবসংঘ, সেনামণি সংগঠনের কার্যক্রমকে জেরদার করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন! আমীন!!

অধ্যাপক ফারুক আহমাদ

সাবেক সংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহদীয় যুবসংঘ

আমার জীবনের যাত্রা গুরু হয়েছিল মূলতঃ পড়ালাভর মাধ্যমে। সম্প্রদায় পরামর্শ করার পর সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ হয় মাদারাসায় পড়ার। আমি হেট থেকেই সেখানে আমাদের পথে এক পৌর আত্মীয় তিনি একদা এক ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেছিলি, আহলেহদীয় মুসলমান নয়। তাদের পিছন ছালাত আদায় করা যাবে না। তখন তাদের পিছন সংগঠনের কার্যক্রমে।

একদিন আমার শিক্ষক কুরী আবুল গরিমা ছাত্র বলছেন, তুমি কোথায় যাও? আমি বললাম, আমাদের মসজিদে। তিনি বললেন, আমাদের মসজিদে ছালাত হয় না। আমি বললাম, না। তবে আমি তাকে বললাম, পারা আর্মি সাবজাতি বুঝতে পারি।

এক সময় 'ফিকহে মুহাম্মদ' নামে একটি বই আমার হাতে আসল ভূমিত। পড়া মাধ্যম চিত্তা জগতে, আমাদের ছালাত আর আহলেহদীয়দের ছালাতের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? জহরে ফিকহে ও মুহাম্মদ কুদুরিতে আমাদের ছালাতের নিয়ম আছে কিন্তু কোন পানীয় নেই। আর আহলেহদীয়দের ছালাতের দুর্বল আছে। ফলে বুঝি, মুসলিম, আবুদাদের ইতিহাসকে পড়ে দুর্বল-প্রমাণ সহ ছালাত আদায় করতে লাগলাম। এভাবে সব আমাল আমি ঠিক করে নিলাম।

তারা থেকে আহলেহদীয়দের বিভিন্ন বৈতরী যেতাম। কিন্তু সংগঠিত হওয়ার কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নায়িকাগুলো এনামুল হক ও মোহনীল ইসলাম তাই দাওয়াত নিয়ে তাহেরপুর মাদারাসায় যান। তারা জামাতের বিভিন্ন জীবন যাপনের উপর বক্তব্য দিলেন। সেদিনই আমি বাংলাদেশ আহলেহদী� যুবসংঘের প্রাথমিক সমস্ত ফরম পূরন করি। অবশেষে তাহেরপুর এলাকায় সংগঠিত কাজ শুরু করি।তারপর তখন জাতিরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগে ছালাত হলুম তখন সংঘের কাজে আরো বিশেষ সম্প্রুত হলুম। ১৯৯১ সালের তাবলীগী ইজতোয়া সমাজে পরিশ্রম করেছি। সর্বার রাজ্যের পোস্টারের রাস্তা অন্যান্য কাজ করেছি। এক সময় যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি।
আহলে-হাদীস যুবসংগঠন

ঠাকুর মো. মাহফিল, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক, দুর্গাপুর, সিলেট, ঢাকা নিউ রোড

নির্দেশনায় দুটি সাময়িকী প্রকাশ করিয়েন। একটি অসম্পূর্ণ উপস্থিতি এবং অপরটি সম্পূর্ণ উপস্থিতি। এই দুটি সাময়িকী প্রকাশ করেন সংগঠনের কর্মচারী মো. মাহফিল, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি। এই দুটি সাময়িকী প্রকাশ করেন সংগঠনের কর্মচারী মো. মাহফিল, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি।

তালিম সরকার

সাধারণ সম্পাদক, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি

নির্দেশনায় দুটি সাময়িকী প্রকাশ করিয়েন। একটি অসম্পূর্ণ উপস্থিতি এবং অপরটি সম্পূর্ণ উপস্থিতি। এই দুটি সাময়িকী প্রকাশ করেন সংগঠনের কর্মচারী মো. মাহফিল, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি। এই দুটি সাময়িকী প্রকাশ করেন সংগঠনের কর্মচারী মো. মাহফিল, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি।

তালিম সরকার

সাধারণ সম্পাদক, আহলে-হাদীস প্রাঙ্গণের প্রথম সভাপতি

সমানিত উপস্থিতি! আব্দুল হামদ সেই দিন অফিস থেকে বের হয়েছেন আর কোন দিন অফিসে পা রাখেননি। বাতিল চিনিদিন পরিহার, হক চিনিদিন বিজিত। আল্লাহ ঢাকা অফিসকে রক্ষা করেছেন। আহলেরহিদীর আন্দোলনকে রক্ষা করেছেন। ঢাকা মেলায় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে। সে জোয়ারের কারণে 15 বছর পর ঢাকা মেলা যুবসংগঠনের সাবেক সভাপতি আহসান ভাই আবহার সংগঠনের হাল ধরার জন্য ফিরে এসেছেন। তিনি এখন আহলেরহিদীর আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন থেকেই আহসান ভাই চেষ্টা করলে আপনারা অবাক হবেন। সঙ্গত কারণে তিনি সংগঠন থেকে দূর হয়েছেন। অনেকগুলো সংগঠন তাকে প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু তিনি কোন সংগঠনে যোগদান করেননি। কোন এক সংগঠনের আমার তাকে বলেছিলো, যদি আমাদের সাথে কাজ না কর তাহলে তুমি সবাদ সমেন্দ্র করে অন্য একটি সংগঠনের ঘোষণা দাও। তিনি বলেছিলো, আমি জানি আহলেরহিদীর আন্দোলনই একাধিক হেঁটে সংগঠন। এর বাইরে আমি অন্য কোন সংগঠন করব না। চূপ কর থাকব। তিনি বিকল্প কোন সংগঠন করেননি। বর্তমান পরে এই সংগঠনে ফিরে এসেছেন। এতে সংগঠনের মমতাতি প্রমাণিত হয়। যারা চলে গিয়েছিলেন তারা আবার ৮ কিমি ১০ বা ১৫ বছর পরে ফিরে এসেছেন। এতে বুঝা যায় আহলেরহিদীর আন্দোলন একটি মমতাতি সংগঠন, একটি হেঁটে সংগঠন।

সুধীমণ্ডলী! আমরা সবই সমান নয়। তবে সবাইকে তার সাধারণ আহলেরহিদীর আন্দোলনের অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আমাদের যোগীকার এমন কিছু বক্তর রেখে যাব, যার ফলে এই সংগঠন যুব যুগ ধরে তার সৃষ্টি বহন করবে এবং অন্যান্য অনুগ্রহিত হবেন। আমির জানা'ম প্রায়ই বলেন, আপনারা যারা সংগঠনের দায়িত্বে তারা তাদের আরে। একটি বিশেষ অংশ কৌশল্য সংগঠনে দাঁড় করেন। এই কৌশল্য কাউন্সিল সংগঠনের মাধ্যমে আমি যোগদান দিচ্ছি যে, আমার নিজের রেশম থেকে প্রতি বছর যুবসংগঠন ও আন্দোলন উভয় সংগঠনকে দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেব ইশারা আল্লাহ।

সাথে সাথে আল্লাহ যাদের সাথে দিয়েছেন তাদেরকেও অনুরূপ দেয়ার উদাহরণ আবার জানা। কারণ আর্থিক সমসাময় জন্য যুবসংগঠন অনেক কর্মচারী বাস্তবায়ন করতে পারে না। পরিশেষে বলব, আসুন আমরা। সকলে মিলে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং শপথ করি, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আহলেরহিদীর আন্দোলনের কর্মী হিসেবে বেঁচে থাকব এবং সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মেনে চলব ইশারা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবল করুন - আমির!!

www.ahlehadeethbd.org
অধ্যাপক মুহাম্মদ জালালুদ্দিন  
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ 
কেন্দ্রীয় পুস্তক সংস্থা, আহলে হাদীস আনুসন্ধান বাংলাদেশ

নির্দেশান্ত তাঁহাদের কারোলাহী এদেশের একক যুবসংঘগত 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ' আয়োজিত দুটিদিবসী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সমাবেশ সমগ্র সম্মেলনের সৃষ্টি, প্রধান অধিতি ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারা নির্ধারিত ময়মন জননেতা, বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বর্তমানে আহলে হাদীস আনুসন্ধানের আমির প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুর্রাহাম আল-গালিব এবং নবীন-প্রেরণে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃদ্ধি।

বক্তৃতা! বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘের একটি ঐতিহাসিক প্রক্ষলে অর্জন। 
আহলে হাদীস সমাজকে জৈধার করার জন্য প্রায় হয়ে পড়েছিল মুহাম্মদের আমাদের। 
কিন্তু যুবকদের জন্য কোন নিয়ম প্রাক্করণ ছিল না। তাছা বুঝার কল্লিতের  এর মাঝে যুবকদের কাজ সম্পন্ন নয়। যুব শাস্তির আনুষ্ঠানিক ব্যাপার জাতীয় উন্নয়নের সুবেদার নয়। আহলে হাদীসের নিয়ম প্রাক্করণ না থাকার কারণে এবং আর ভিত্তিক চেষ্টার 
ভাবে এদেশের যুবকরা মার্কিন ধ্রুপদী মাত্রায় পিছনে ছিটিয়েছেন। অপরদিকে ইসলাম প্রিরিয় আহলে হাদীসের যুবকরা ইসলাম আনুসন্ধানের নামে হাত ধরেছে পড়েছিল শিরক- 
বিন'আতের মরণজন্য। ফলে আহলে হাদীস জামাতের আদর্শ ভিত্তি খেলে উঠে।
অতির এই কাফেলতে আহলে হাদীস যুবকদের কর্ম সমাজে তাদের বিবিধ সম্পাদনের মেহেরা ছাড়া ড. আসাদুর্রাহাম আল-গালিব ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা করে 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ'।

বক্তৃতা! সমাজ পরিবর্তন করিন কাজ। তত্ত্ব-মুক্ত দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করা সুবেদান নয়। 
তার প্রমাণ আমাদের নব্বি (হাঁ)। তিনি সামাজিক শাস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন 'হিলফয়লুম'। তার সৌজন্যে ১১-৪৮ বছর পর্যন্ত সমাজের সুবিধায় আনুষ্ঠানিক 
প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তার পক্ষে কাজটির সাফল্য লাভ করা সুবেদান হয়নি।
কাফেলত লম্ব কালের সকল সময় পরবর্তী ২৫ বছরের সূচনা জীবনে। কাজ তখন আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠা আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠা করার কারণে সমাজটি গবেষণায় নেমে এসেছে, রহমত 
উঠে গেছে। তাই আহলে হাদীস আনুসন্ধান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসং
ঘ নিকৃষ্ণভাবে মুহাম্মদ (হাঁ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেকুলার ও পপুলারের এর 
অ্যাডলায়ের নাও করার সৃষ্টি করে আসছে। ফলে অনেক সময় আনুসন্ধানের পরিকল্পনা 
হয়েছে এবং অনেক কেন্দ্র-কেন্দ্র জেল-যুবকের শিকার হয়েছে। সহচ্ছে সর্বজনীন 
যুবকের বহিঃশিক্ষার ভাবে বিবেচিত হয়েছে এবং মহাকান্ত করে যায় আলাদি গ্রহণ করে 
জানাতে পারেন। নয়নীদো, ফেরাহার্ড, আল্লাহদু, আল্লাহ কেন্দ্রীয় 
হয়েছে এবং বিবেচিত হয় এবং পরামর্শ না এন্তার্নার্শ হয়।
আগামীর আমাদের আহলে হাদীস আনুসন্ধানের পথ ধরেই সমাজে এগিয়ে যেতে হবে।
আহলে হাদীস চেয়ে বাস্তিত হবে। শরীর ও বুদ্ধি আত্মীয় 
নিশ্চিত হবে। আমাদের সেই অণর হই। আলাহ আমাদের সেই 
তাও কে দান করুন। আমাদের!!
ডঃ মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম

সাব্ব কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেদীয় যুবসংগঠন
কেন্দ্রীয় শুরু সমস্যা, আহলেদীয় আদেলান বাংলাদেশ

‘বাংলাদেশ আহলেদীয় যুবসংগঠন’ কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমন্বয় ২০১১-এর সমাপিত সভাপতি, প্রধান অধিকৃষ্ট, বিশেষ অধিকৃষ্টীয়, নবনীন্দ্রিক এবং মূল্যবোধক কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। আজকের এই অনুষ্ঠানটি একটি বাণিজ্যবর্ধমানী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে স্মৃতিচরণ করতে গিয়ে বলতে হবে, যুবসংগঠনের ইতিহাসে কাল দিয়েছিল হল-

১৯৮৯ সালের ২১ শে জুলাই। আমি তখন মাদারাসা মুহাম্মদিয়া আরামবিয়া ঢাকার ছাত্র।

১৯৮৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর। যখন ‘যুবক’ গঠিত হল তখন আমাকে বলা হল এখন থেকে শুরুকাল ইয়ানত দিতে হবে। আমি যুবক, আপনি কিছুদিন আগে যুবসংগঠনের দায়িত্ব দিলেন এখন শুরুকালের দায়িত্ব দিলেন। কর্মকর্তার প্রাণ আন্ধ্রাস সংগঠনের দায়িত্ব দিনে নাকি? এরপর থেকে কেউ কেউদিন আমার কাছে আসেন। সে সময়ই একেকেই আহলেদীয় যুবসংগঠন করার কারণে বহির্ভাবহ হয়েছিলেন। আমাকে সালাফী ছাত্র হিসেবে যখন বহুক্ষেত্রীয় বাংলাদেশ থেকে বের করে দেয়া হল, তখন তিনি তার সবকিছু যুবসংগঠনের কর্মীদের জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি কমিউনিটি ঐ বাড়িতেই অপ্রত্যাশিত করত।

যদি যুবসংগঠন করত তাদের উদ্ধৃত বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হত।

শুরুকালের দুই থেকে তিন মাস পর সেদিন এক মেহমান এসেছিলেন। সে উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার অন্তর্ভুক্ত আর্জন করা হয়েছিল। বিশাল তোফের আর্জন। সব ছাত্রকে খাদ্য সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি যুবসংগঠনের সদস্য হওয়ার কারণে আমাদেরকে বক্সিত করা হয়েছিল। আমার ছোট মনে সেদিন আমরা আশ্বাস লেগেছিল। ১৯৯৫ সালের মে মাসে সাউথ রোডে জমিদার আহলেদীয়রের কমফারেন্স হয়। আমি তখন মাদারাতুল হাদীসরের ছাত্র এবং মাদারাসাস শাহর যুবসংগঠনের সভাপতি। উপর সমন্বয় যুবসংগঠনের কমিউনিটি বেছেন আন্ধ্রাস পরিচালনা করেছিল। সে তুলনায় সধারণের কমিউনিটি কোন ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে যে লোকটি ১৯৮৯ সালে আমাকে একটি খাওয়ার কার্ড দিতে পারেনি, তিনি সেদিন অনুষ্ঠান হয়ে বলেছিলেন, তোমরা উদার। তোমরাই পারে। আমি বলেছিলাম, এই উদাহরণের নামই ‘যুবসংগঠন’।

সৃষ্টিমূলীয়! অনেক শিক্ষক আমাকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক হলেন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-পাল্লী। আমরা মাদারাসা, কুলি, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করলেও সেখানে কি প্রকৃত শিক্ষা পাই? তাই আমার বিশেষ শিক্ষক তার কথাই প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছি। বাংলাদেশ আহলেদীয় যুবসংগঠনের কাছে ব্যবস্থা করেছে। রাজার (ছাগং)-কে আবু তালেব তালবসনেন, আবু আবুরকর তালবসনেন। কিন্তু এই দুইজনের তালবসন কি এক রকম ছিল? আবু তালেব তালবসনেন আবু আবুরকর হলে মুহাম্মদকে, রাজার (ছাগং)-কে নয়। আবু আবুরকর তালবসনেন রাজার (ছাগং)-কে, আবুরকর হলে মুহাম্মদকে নয়। আমারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পড়াশোনা করলেও সেখানে আমরা পৃথিবির বিভিন্ন বিদ্যুৎ করেছি। আর যুবসংগঠন থেকে আমরা আদর্শ শিখেছি।

www.ahlehadeethbd.org
2005 সালে আমিরে জামা’আতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রেফতার হলেন। এর ইতিহাস অনেক লো। হঠাৎ শোনা গেল মুহাম্মদের সমালোচনা করে। ২০০৫ সালে আমিরে জামা’আত একক পাতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে। আমি তখন মুহাম্মদের ভারপ্রাপ্ত ভাবতি। আমি আর মুহাম্মদের ভাই সেদিন অধ্যাপক শেখ রফিক ও জাহাজ আলম তাঁকে বলেছিলাম, প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের স্বার্থে আজ যদি ইসলামের পার্টির ঘোষণা দেয়া হয়, তবে ১৯৭৫ সালে যে আর্থিক নিয়ে মুহাম্মদ গঠিত ছিল তাকে জলাঙ্গল দেওয়া হবে। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে বেন এ দরজার কন ঘোষণা না আসে। আমিরে জামা’আত বরেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা আজ সাবেক কিংবা বর্তমান যাই হী কাউন্সিল হিসাবে আমাদের সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা সেখানেই যদি আমরা আর্থের উপর টিকা থাকতে পারি। আমি সাবেক সভাপতি হারুন বাহীর হাতে গড়া কর্ম। কিন্তু তিনি আজ সংগঠন থেকে অকে দুরে। মুহাম্মদের সার্থক সাধারণ সম্পাদক আলুদ ওয়াদুদ ভাই আমাদের চেয়ে সংগঠন তালা বুঝতেন। কিন্তু তারও পদবিক্ষ হলেই যে তিনি সংগঠনের হাল ধরে থাকবেন এমনটি আমি বিশ্বাস করি না। বরং তাকে সংগঠনের আর্থ বুঝতে হবে। আপনি যদি মুহাম্মদের আর্থ রুহে থাকেন, তাহলে আপনার বাজি বার্তা ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু সংগঠন থেকে বিটে পড়বেন না। যারা আজ সংগঠন থেকে দূরে অবস্থান করতে, তাদেরকে তাদের প্রাণের সংগঠনের স্তূতি কথা মনে করে আবার নিজ ঘরে ফিরে আসার বিনিম্য আবার জানাচ্ছি। সবশেষে বলব, যে সমস্ত কর্মীর মাঝে আদর্শ সচেতনতা নেই, যারা বুঝে সংগঠন করেন না সে সমস্ত কর্মীর কোন দরকার নেই। সংগঠন বুঝে একজন কর্মী যখনই আমাকে আপনাকে সেই কর্মী হতে হবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদের কেবল করণ-আমীন!!

আলতাফ হোসাইন

সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা বেলা

সমান্তরাল উপস্থিতি। দায়িত্বসম্পন্ন মনে পড়েছে কবর দুটি চর্চ- তুর্কীয় গ্রেমের পূর্ব বাধানে যবে সিলে লর্সপের, পুরো আশের দাড়ায় তখন আমাদের কুড়ো ঘর। আজকে যারা বয়সের ভাবে মুহূর্তে পড়েছে তাদেরকে দেখতেই শাস্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্ঘটনার কাফেলায় তাদের কে একে বিরুদ্ধ ভাইরে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন তাদের নবীনের চরার পথের কথা সহজ করে দিবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য আমি তাদেরকে আন্তর্বান্ধ মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বদ্ধক্ষণ। সংগঠনে আসার কথা বলতে গেলে আমি নিজেকে সংবর করতে পারি না। আমরা আকার নির্দেশ আমি সংগঠন এসেছিলাম। আবার ছিলেন আমিরে জামা’আতের অভাব কাছের মানুষ। তাদের মাঝে অত্যন্ত গতির সম্পর্ক ছিল। ১৯৮৫ সালে আমাদের গ্রামের বিভিন্ন পয়ঃ আহলেহাদীছ এক বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে মাওলানা আসাদুর ইবনে ফরহাদ এসেছিল। তাদের বক্তব্যের সময় সাতক্ষীরা আগুনঢুঢুঢু আমিরিয়া কামিল মাদালার শিক্ষক তাকে শ্রদ্ধা করে উদ্ধার করছিলেন। এমনকি তার ইলম যাচাই একটি তাকে আবারীতে বদ্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে নিষ্ঠার পাত দিয়েছিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, আমার বক্তব্যের জীবনে আবারীতে বদ্ধ হয়েছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org
আবেদন কোথাও কেউ করেনি। আজকে আমি আনন্দিত। আপনারা যতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারেননি আমি ততক্ষণ আরো বক্তব্য দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। অতঃপর আরো বক্তব্য গুরু করেন। বক্তব্য চলছিল। এক সময় প্রেরণা বলল আপনি বাংলায় বললেন। কারণ আমার কিছুই বুঝতে পারছিনি। সেখান থেকে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি দেওয়া ছিলেন তার পরিবার থেকে কেউ আহলেহাদীর সামগ্রীর খেদমত করে।

এরপর আমাকে মাদরাসায় ভর্তি করেছিলেন।

২০০৫ সালে আহলেহাদীহ আন্দোলনের উপরে যখন অভিযুক্ত ছড়ি নেমে এসেছিল, তখন আমার আমাকে বললেছিলেন, ‘আক্রমণই আসল প্রতিরক্ষা’। এখন আর তোমাদের বসে থাকার সময় হেই। টাইটায়ে সাতক্ষীরা বেলার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমিরে জামা’আতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃসমূহের মুখ্য দায়িত্বে তোমাদেরকে আদেশ নামতে হবে। তিনি বললেন, বর্তমান আন্দোলন সভাপতি মাওলানা আশু মানুনকে খবর দাও। এই মুহুর্তে আন্দোলনে শীঘ্রই পড়তে হবে। তোমার যদি বসে থাকে তাহলে তোমারা প্রফতার হবে যাবে। আর যদি তোমরা আন্দোলনে নেমে পড় তাহলে যদি বদলতে সাহে তেমনি হবে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমার পরিবারের সবাইকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন।

আমি আলতাকে আমিরে জামা’আতের মুক্তির আদেশনে মাঠ নামিয়ে দিবছি। তার সংসার চলাচলের দায়িত্ব তোমাদের। এরপর যখন আমুল মানুন তাই ও ফকনর রমনন ভাইকে ডেকে নিয়ে আসলাম তখন আমার বললেন, আমুল মানুন তোমার পিতা আজ বেঁচে নেই। আমি তোমার পিতৃ সমক্ষে। আমি তোমাদেরকে সম্ভাবন মত দেখতে হবে। তোমাদেরকে পরামর্শ দিবছি, এই মুহুর্তে তোমাদেরকে আন্দোলনে নামতে হবে। আন্দোলনের ছাড়া এখন তোমাদের টিকে থাকার আমার কোনো উপায় নেই।

বক্তব্য! সংগঠনের কেন্দ্র যখন রয়ো, পুলিশ, বিভিন্ন দ্বারা ঠেরারা ছিল তখন এখানে আসার কোনো পরিবর্তন ছিল না। দক্ষিণ বঙ্গ হতে আমরা ২১ জন আসলেও তীত সংস্থায় থাকতাম। যুবক-মেয়ে আন্দোলনে মিলে সর্বশেষ ১৫/২০ জন উপস্থিত হতাম। এক মিটিং-এ আঞ্চলিক মহাসমার্থন করার সিদ্ধান্ত হল। কয়েকটি যেলাকে প্রস্তাব করা হল তারা অপরাজিত প্রফতার করে। ওয়াজে সাতক্ষীরা বেলা প্রথম সমার্থন করার দায়িত্ব এচে হচে।

১৪ এপ্রিল সাতক্ষীরার সিটি কলেজ মাঠে উক্ত সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলন ছিল এসপি ওসি রয়ো পুলিশ এবং বিভিন্ন বেরিয়ে দিতে মোহাইলালে বলল বলে যে ডাঃ গালিব ও তার সংগঠন সম্পর্কে কোনো বলা যাবে না অন্যথার সাইকে প্রফতার করা হবে। তাতে আমারা নিঃসন্দেহে সেদিন সেই সম্মেলন করেছিলাম। আমারে জামা’আতায় কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দায়িত্বের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সেখানে হায়র হায়র মানুষের চল নেমেছিল। দল মত নির্বিশেষে সবাই কারা রুদ্ধ নেতাদের মুক্তির দায়িত্বে হয়। সেদিন একাধিক সাক্ষাৎ পর্যায়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডাঃ গালিবের কোনো কোম্মার যেন আমরা প্রফতার করা না হয়।

পরিশেষে আমি বৃহস্পতিবার প্রতি একটি আহার জানাচ্ছি আমাদের সম্ভাবনা যেন যন্ত্র কোনো দলে যোগদান না করে। আমাদের সম্ভাবনাকে সোনামণি আহলেহাদীর যুগাদি আহলেহাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করিন। ভবিষ্যতে তারা যেন এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে পারে।

www.ahlehadeethbd.org
সোহরাব হোসাইন

চর সম্পাদক, আহলেহাদিদী আলেলাওলন, সুদী আব শাখা

জুমি তে আহলেহাদিদী বা আহলেহাদিদী কর তাদুদুম না। তবে গোপনে বাঙাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংহরের বেশি হল। জুমি সফারট অনাদার হিসেবে এক সমন্বয়ে থিনি থাকা ধরা ফাতিহা পড়া সম্পর্ক বলেন, 'লা ছালতা বিলা বি ফাতিহালিফ কিতাব' সুরা ফাতিহা ছাড়া হালত হবে না। তখন যাতা যুবসংহর কর তারা বললেন, এখানে একটি প্রশ্ন করা যায়। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম, স্বার। সুরা ফাতিহা ছাড়া নামায় হবে না এটা সবাই রূপে পেতে।

কিতি 'সম্মিলিত মুনাজত ছাড়া নামায় হবে না' এরপ কোন হাদিদী আছে কি? তখন তিনি বললেন, ক্রুত্যের ভিত্তেই মুনাজতের দলীল আছে। যেমন- 'বর্তমান আনিসা ফিদ দুনিয়া' ইত্যাদি। এগুলো উল্লেখ করে সম্মিলিত মুনাজতের দলীল দিছেন। তখন আমাদের কাছে মুনাজত ভাবে প্রয়োগ হয়ে গেল। যুবসংহরের দায়ী ঠিক প্রয়োগ হল।

বিভিন্ন কারণে যুবসংহরের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম। তার মধ্যে এটি একটি কারণ।

প্রায় ১৯ বছর যাবৎ আমি সুদী আবর্তে থাকি। ২০০৬ সালের শেষের দিকে আমি আমার জামাত অন্যতম জেল খানায় রেখে দ. মুহম্মদীউদীন সুদী আবর্তে গেলাম। চারকিয়ার ফাকে তিনি বিশিষ্ট স্থান দায়ীত্ব কাজ করেছেন। কিন্তু তার দায়ীত্বটি ছিল 'ইন্দভাগ পাটির' দিকে। অবশ্য তাতে তিনি মোটো সফল হননি। আহলেহাদি আলেলাওলন চরদিন আলাস্কীন নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে যান। ফলে যিনিই নির্দিষ্ট কাজের দিকে বুকে পড়েছেন তিনিই ছিটে পড়েছেন। সুদী আবর্তের দিকে এসে দেখা হল আকুল লতিফ ভাইয়ের সাথে। আমি তাকে বললাম, দ. গালিব এমন কোন অপরাধ করেছেন কি, যার কারণে ইমরান থেকে থেকে হয়না যায়? আপনিই তো জামাত আওতি লিয়ে দৈনিক সম্পর্কে সেমী বজ্রা দিতেন। তিনি যথাযথ উত্তর তিনি দিতেন পারেননি। বললাম, এই আলোচনা মসজিদে চলবে না। মিতিত্যে আলোচনা করতে হবে। আমি বললাম, আপনাদের কারণে বহু মানুষ বিভাজন হচ্ছে। আলাহার কাছে কি ভবান দিবেন?

সমানিত উপস্থিতি। যুবসংহর জীবনের শুরুতে যে গতি তৈরি করে দিয়েছিল সেই গতিতেই সুদী আবর্তে আহলেহাদিদী আলেলাওলনের কাজ করে যাচ্ছি। দায়মার, জাক্রীফিলি, রিয়তা, জেন্দা বিভিন্ন স্থানে আমরা দায়ীত্ব কাজ করি। ছুটি নিয়ে যখন দেখা দেখি তখনও বসে থাকি না। প্রত্যেক শেখাবার কোন এক মসজিদ খুবা দেয়ার জন্য বেরিয়ে যাই।

সংগঠনের ৩৩ বছরে কোন দিন পাবনার টাউন হল ময়নামেতে সম্পর্কে পরিনি।

কিন্তু আলাহার অশেখ রহমতে পত তৃা ডিসেম্বর '১১' তারিখে সেখানে আমরা সম্পর্কে করতে পেরেছি। ফালিফ-হিল ইমাম। আমরা খালেহ অন্যের কাজ করলে অবশ্যই সফলতা পাব। 'আলোচনা' ও 'যুবসংহ' মিলে সেখানে প্রায় ১৮ জন দায়ীত্বী। সবাই যদি কিছু সময় বায় করি তবে প্রত্যেকটি ফেলা অহির জগতের স্বীকার হবে। আমি ফেলা প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, তারা যেন তাদেরের দিনটা দায়ীত্ব কাজ করেন এবং বিভিন্ন মসজিদে খুবা দেয়ার চেষ্টা করেন। আশা করা যায় দায়ীত্ব কাজ জোরদার হবে ইনশাআল্লাহ।
নির্দেশাল তাওহীদের বাংলাদেশ ইসলামী এন্ডোর একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসং' কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের সভাপতি, প্রধান অতিথি, কেন্দ্রীয় দায়িত্বিভাগীন, সাবেক ও বর্তমান কাউন্সিল সদস্যরূপ! আল্লাহ মন ঋণভার কোন সম্মেলনকে কাজে করেন। আমাদেরকে জানাতে সেসব আশায় করলে করেন। যারা দুনিয়ার ছেড়ে চলে গেছেন, আল্লাহ তাদেরকে মন জানাবাসী করেন। পরিচিত মুখ হওয়া সবাই যারা আজকের সম্মানে অন্ত শ্রেষ্ঠ করেন ননি আল্লাহ মন তাদেরকে আগামীতে এ ধরনের অনুধিন আসার তাওহীদীয় দান করেন-আমিন!

সাবেক তাওহীদ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসং
সামগ্রিক আকবর হুসেইন
সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীর যুবসংঘ

সম্মানিত সাথী ভাইয়েরা! বাংলাদেশ আহলেহাদীর যুবসংঘ অনেক বছর পথ অতিক্রম করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। আমার সাংগঠনিক জীবনে অনেক স্মৃতি রয়েছে। কেশবপুর পার্বত্য ময়দানে যখন প্রথম সমেরন হয়, তখন মায়াহারীরা আহলেহাদীর ওালামায়ে কোরামের উপর হামলা করেছিল। আদ্রাহর রহমত ২০০৩ সালে ঐ মাঠেই আমরা আমারে জাম’আতকে নিয়ে সমেরন করেছিলাম।

মন্দুগণ! বাংলাদেশ আহলেহাদীর যুবসংঘ ওখু মুসলমানদের কাছে নয় অমুসলমিদের কাছেও একটি জনপ্রিয় সংগঠন। ২০০৩ সালের সমেরনের প্রশাসন যখন অনুমতি দিল না, তখন খুলনা তুমরিয়া খানার একজন হিন্দু পুলিশ অফিসার ডিসির কাছে আপিল করেছিল যে, সার! আমরা পারি কর সেখানে আমরা আপনার পুলিশ নিয়োগ করে থাকেন।

আমরা সেখানে কাজ করে থাকি। আর এখানে একটি ইসলামী সমেরন হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর প্রধান অতিথি হিসাবে আসবেন সেখানে অনুমতি দিয়েন না কেন? তাদের অনুমতি দেয়া উচিত। আগে হয়ে যাওয়া অনুমতি দিয়েছিলেন। এভাবে দুইবার অনুমতি বাতিল করলেও অবশেষে সমেরন হয়েছিল। ফালিমা-হিল হামদ।
বক্তুগণ! ‘বাংলাদেশ আহলেদীহছ যুবসংহ’, ‘আহলেদীহছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ শ্রু আহলেদীহছ সমাজের সংগঠন নয়; এই সংগঠন আম জনতার সংগঠন। আমাদেরকে সমাজ কাছে দাওয়াত পৌছে দিতে হবে। তার মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্র অপারে কেশে গৃহুত্ব দিতে হবে। কা৮ণ কেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আহলেদীহছ যুবসংহের একজন কর্মী থাকলে সে হবে একটি কলা গছের নয়। ঐ প্রতিষ্ঠাত হয়ারো কলাগাছ জন্য দিতে হবে। অতএব প্রতিষ্ঠানে ক্রী তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ একদিন এদেশের আমার পরিক কুরআন ও চহীহ হাদীহছের পতাকা উত্তীষ্ণ হবেই হবে। তাই আপনি আমি যেভাবেই এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি, সেভাবে আমাদের সত্তানদের সম্পূর্ণ করতে হবে।

বক্তুগণ! আমাদেরকে প্রতি মুহুর্তে ধীরী হকের কাজ চালিয়ে দেতে হবে। আমরা অনেকেই বিভিন্ন চিন্তা করে সত্যশ্রু হবে বিচিত্র পড়ি। অনেকে আমার সংগঠনিক কাজ ছেড়ে দেই। আমি বলব, আপনি কাজ করে এক্ষে কমনা করুন। সংগঠনিক কাজ ছেড়ে দিয়ে কখনও এক্ষে হয় না। কুরআন এবং চহীহ সূনা। হব ঐকরো একমাত্র মানদণ। অতএব কুরআন ও চহীহ সূনা। সামনে রেখে কাজ করুন। ঐক্ষে ও বিজ্ঞায়ের ব্যবহার আল্লাহই করবেন।

আহলেদীহছ যুবসংহের বহ কর্মী সরকারের বিভিন্ন স্তরে চাকরি রত। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম রত। বাংলাদেশ সরকারের জন্য এটি একটি বিশেষ পাওয়া। কারণ ধ. গলিল যে সম্প কর্মী তৈরি করছেন, দুইতীয় তাদেরকে মুখে স্পর্শ করতে পারবে না। বলে যারা দূর্নীতি ও স্বতান্ত্র কর্মভেদে বিতৃষে সর্ব্বা সোচার। অতএব আমার সকলই বাংলাদেশ আহলেদীহছ যুবসংহ-এর পতাকা তলে সমাবেদ হয়ে আজির বিশ্বাসের বাংলার মধ্যে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু পড়ি। আল্লাহ রাকবুল বাহমান আমাদের সকলকে তাওফেক দান করুন। আমাম।

মুহাফফর রহমান

সাবেক শুরা সদস্য, বাংলাদেশ আহলেদীহছ যুবসংহ

সমাজিত উপহৃতি! আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর সাধারণ সংগঠন করে। তারা যেন সীমাবদ্ধ প্রচুরের নয়’ (হুফ ৪)। আমারা যারা কেন্দ্রীয় কাউমুল সদস্য, তারা অনুপম সীমাবদ্ধ প্রচুরের নয়। তারা বিভিন্ন সময় সংগঠনের জন্য অনেক তাক বীরকার করেছেন। বিশেষ করে যারা ২০০৫ সালে সংগঠনের জন্য সর্বোচ্চ তাক বীরকার করেছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্নাতন করি। এছাড়া আমিরে মোমাহমদ আসাদুল্লাহ আল-গলিল সহ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদেরকে করুল করে নিন-আমীন।

সুবীমীজী! আমারা যারা যুবসংহের দায়িত্বশীল এবং কেন্দ্রীয় কাউমুল সদস্য তাদের

শুরুতিন কর্মপত্য সংগঠনিক কর্মক্রম পরিচালনা করতে হবে। শক্তিশালী ভিত্ত সম্পর্ক

কমর্মতি তৈরি করতে হবে। সেজন্য সেনানিয় সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমাদের

আত্রক দায়িত্ব। কারণ আজকের সেনামণিসাহ আমার দিনে যুবসংহের দায়িত্বশীল

www.ahlehadeethbd.org
হবে। আমারা যদি তাদেরকে সহযোগিতা না করি তবে সেনামণিদের কার্যক্রম বাধ্যক্ত হবে। অনেক স্থানে যুবসঙ্গ ও আদেশনের দায়িত্বশীলদের মায়ে সম্মান হচ্ছে না। তাই আদেশন, যুবসঙ্গ, সেনামণিদের মায়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে এবং কেন্দ্রে কাজ করে যেতে হবে। সেনামণিদের কার্যক্রম বাধ্যক্ত হলে যেমন যুবসঙ্গের ক্ষতি হবে তাহি যুবসঙ্গের কার্যক্রম বাধায় হলে আদেশনের ক্ষতি সাধিত হবে। তাই সাংগঠনিক কাঠামো শুভ্রিষ্ণু করার উদ্দেশ্যে আহান জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি।

ইমামুদ্দীন

কেন্দ্রীয় পরিচালক, সেনামণি সংগঠন

সমানিত উপস্থিতি। কেন বাংলাদেশ আহলে হাদিদীদ যুবসঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত হবে সে বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলব। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত কাজ আজাম দেয়া যায় : (১) একজন যোগ আমার অধীনে জামা‘আত বদ্ধ জীবন যাপন করা যায়। আল্লাহ তাব্বাল নণ, তোমার আলাহ রঙ্গে জন্মে মৃত্যুভাঙ্গে ধারণ করা, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হওয়া না। (আলে ইমরান ১০৩)। (২) নাতুেবাধি অর্জন করা যায়। হায়ার মায়ের সত্তায় সেই সেই একটি সংগঠন পরিচালিত হয়। আর পরস্পরের মায়ে মুসলিম ও ব্যাঙ্কুর না থাকলে সংগঠন থাকে না। তাদের প্রত্যেকের সাথে মুসলিম ধরে রাখতে হয়। তাই নাতুেবাধি অনুষ্ঠান। আলাহ নওয়াল, প্রতাক মুমিন আলাহের বদনে আবদ্ধ (হজরত ১০)। (৩) সংযোগের অধিক কিছু পাওয়া যায়। ফলে পরস্পরের মায়ে আলাহর জন্য ভালবাসার সুরদ ক্ষেত তৈরি হয়। যারা কিয়ামতের মায়ে আলাহুর আশ্রে ময়ূল পাওয়া (৪) আহ্সাহেন হওয়া যায়। (৫) দীনের দায়ি হিসাবে সর্বদা আলাহর পথে সময় বয় করা যায়। কারণ হক্কের দাওয়াত দেয়াই সংগঠনের মূল লক্ষ। আলালাহ নওয়াল, তোমাদের মায়ে একটি দল থাক। উত্তর যারা মায়েকে কল্যাণের দিকে আহান করতে এবং অকল্যাণের দিকে বিরত রাখতে দেই। করবে (আলে ইমরান ১০৪)। (৬) আনুষ্ঠানিক হওয়া যায়। অনেকের আনুষ্ঠান না করলে অন্য কেউ নিকট অনুষ্ঠান পাওয়া যায় না (৭) কোমল চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। আর্থিক সংগঠন কোমল চরিত্রের মায়ে মুসলিমে সং পথে ফিরি যান।

তাই দীনের দায়িকে কোমল হয়ে আসবার। আলাহ নওয়াল হে না! আলাহর অনুগ্রহ লে, তিনি আপনাকে নরম হয়ের করেন। যদি আপনি কঠোর হয়ের হতেন আপনার ভায় রষ্ট হত, তাহলে আপনার চারপাশে থেকে লামা সারে থেকে (আলে ইমরান ১৫৯)। (৮) অতি সহজে দীন সম্পর্কে বিশ্ব জান লাভ করা যায় (৯) আলাহী অর্জন করা যায়।

অতএব আসুন! নিজেদের সত্তানদেরকে আহলে হাদিদীদ যুবসঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত করি এবং আহলে হাদিদীদ আদেশনের কার্যক্রমে জোরদার করি। আপনার আমার প্রচেষ্টায় মায়ে একটি সুদর সাজ গড়ে উঠবে ইন্সআলাহ। পরিশেষ বলতে চাই- আমাদের মন রাখতে হবে যে, আহলে হাদিদীদ আদেশন বাঙ্লাদেশ, বাংলাদেশ আহলে হাদিদীদ যুবসঙ্গ, আহলে হাদিদীদ মহিলা সংস্থার ফাউন্ডেশন হল ‘সেনামণি।’ আজকের সেনামণি হবে আশামী দিনরের আহলে হাদিদীদ আদেশনের অন্তর্গতগুরী। তাদেরকে যোগ করে গড়ে তুলতে না পাললে আশামী আদেশনের নেতৃত্ব শুনা হবে। তাই প্রত্যেকটি জ্বলে, প্রত্যেকটি গ্রামে সেনামণির কার্যক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের একাধ কর্তব্য।

***

www.ahlehadeethbd.org
অন্য আয়োজন

স্মৃতিকথা
সাক্ষোৎকার
প্রবন্ধ
কবিতা
প্রতিবেদন
সাচিত্র রেকর্ড
আমিরে জামা'আতের এক্ষেত্রের পর মাসিক আত-তাহরিক
8ম বর্ষ 7ম সংখ্যা এপ্রিল 2005-এ প্রকাশিত

মস্তাদকীয়

আমিরে জামা'আতের এক্ষেত্র : যুগে যুগে হকুমাগী মনীষীদের চিন্তন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি
‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
আরবী বিভাগের প্রীতিঃ এক্সফর, মাসিক 'আত-তাহরিক'-এর সম্পাদক মগুলীর মানবীন
সভ্যতা, আন্তর্জাতিক ইসলামী বাত্সু, জানসম্মত অনেক নুরুলগুণ গ্রন্থের খ্যাতিমান
চর্চায় এক্সফর ডি মুহম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব চক্রবৰ্ত্তি-করীদের গড়ি ফড়টের
নির্ম শিকার হয়ে আজ করার্বার করেছেন। তাঁর সাথে করার্বার করেছেন আন্দোলন-এর
নায়েবে আমির, নওদাপাড়া মাদারসার সূজোগাব্ল প্রিসিপালে, বয়স বয়স আলেম হীন দীর্ঘদিন
থেকে অসুস্থ শারীর অসুস্থ মায়া সারাজী, কেন্দ্রীয় নেকতীয় জেনারেল ও মেহরপুরের
গাঙ্গী ভিজি কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ
যুবসংগে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আমীরউল্লাহ প্রমুখ। পাঁচ ২২শে
ফেব্রুয়ারী দিবার নাত ১.২৩ অথুরাম মুহানগীর নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় ময়মনসুর ও
তৎসমব বাসা থেকে করিত জীবিতের সাথে সম্পৃক্ত সঙ্গে তাঁদেরকে আকামেকভাবে
এক্ষেত্রে করেছেন। অন্তঃপর বাড়া, গাইবাংশা, সিসার্জের্স, নওগাঁ, গোপালগঞ্জ
প্রতি খেলায় খুন, তাকতি ও বোমা হামলাসহ প্রায় ডান্ত খানকে মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া
হয়েছে। একের পর এক রিমামাতে নিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। আমির আতের লঙ্কি করেছিলেন যে,
তাঁদের পক্ষে আমি চাইতেই বাধা সুধীর করা হচ্ছে। মামলার কাগজগুলি ব্যাখ্যাসময়
হস্তক্ষ না হওয়ায় আইনি প্রক্রিয়া প্রলিপিত হচ্ছে। উধর্মত কর্তনয় নির্দেশে কাগজ
টিকে রাখা বা প্রধান গতিপথিমি ও বিলম্ব করা হচ্ছে বলেও বিভিন্ন সুনামান্তার হইলে।
আমির বর্তমান বিষয়ে তাঁদেরের দৃষ্টি ও তাঁদের মূল্য কত নির্মিত, কত বেদনাদায়ক, যা
মোট মোট পীড়া দেওয়া সত্যাবেদনদের। যিনি জীবিতের কিছু লেগাত সহ সংরক্ষণ,
সূচনার সিম্পোজিয়ামে বলিত বক্তব্য রাখেন, ফতোয়া দেন এসব কর্মকাণ্ডে শরী'আত
পরিপ্রেক্ষা বলে, মূর্তি ব্যবহার গতির চেলে দেশের স্বাত্বিভূতমেয়ের
থেকে এবং জীবিতের, সুজাতাবাদ ও যেহেতু ধরেন রান্ট্রাহী কর্মকাণ্ডের বিকল্পে, অথচ
তাঁকেই বাণানো হল এদের হোয়া। কি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একজন এক্রুক
দেশগ্রেমিককে গলাধাকা দিয়ে শিরোত সাথে মিজাতীল গোড়েছে। মূলতঃ এই ইতিহাস
আজেরের নতুন নয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগুলি সহ হকুমাগী আলেমগুলির উপর নেমে
এসেছিল এককমধু অন্তঃ মিথ্যা অপবাদ-বোমহত ও লোকমর্যাদা নির্যাতন। পৃথিবীতে
সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত করা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুরাহ (ছাল) বলেন, সর্বাধিক
বিপদগ্রস্ত হলেন নবীগুলি। তাঁকের ক্রমানুযায়ী সর্বপ্রথমে সত্য ব্যক্তিগণ (প্রতিম্মী)। নানা

www.ahlehadeethbd.org
অপবাদ-তোহমত ও যুলুম নির্যাতন করেও সন্তোষ হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা বয়ঃ রাসূলুল্লাহ (রহ)-এর স্বরূপ মায়া আদেশা (রাব)-এর ব্যাপারে নেনার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। ইসলামের সনাতন যুগের তিন তিনজন মহান কবিরা নিম্প্রমেন্টে নিহত হয়েছিলেন এইসব চক্রান্তকারী চরমপ্রাপ্তিদের হাতেই। ইমাম আবু হানীফা (রহ)-কে (৮০-১৫০ খ্রিস্ট) হৃদয়ের পদ গ্রহণ না করায় কারারুপ হয়েছিল এবং অবশেষে জেলাবাদে ঐ বিষয়কের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। ইমাম মালেক (রহ)-কে (৯৩-১৭৯ খ্রিস্ট) 'নিকাহে মুতা' বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ ফোঁটা না দেওয়ার কারণে উটের পিঠে উল্টো করে বৈধ গোটা শহর প্রদর্শণ করানো হয়েছিল। ইমাম শাফেই (রহ)-কে (১৫০-২০৪ খ্রিস্ট) হকের উপর দৃঢ় ধারন করেন।

দশ লক্ষ হাদিদ হাকেম, ইমাম বুখারী (রহ)-এর উত্তর, বিশ্ববিদ্যালয় মুহাম্মদ ইমাম আহমদ বিন হাশেক (রহ)-কে (১৬৪-২৪১ খ্রিস্ট) করুনন সম্পর্কিত বিষয় আঠায়র দৃঢ় ধারন করায় জনসমক্ষে নির্মাণভাবে বেরোধাত করা হয়েছিল। প্রথম মাঝে শীঘ্র এক খুঁড়ি তিনি কারারুপ করেছিলেন।

তাতই ছাড় আলীর মুহাম্মদ ফিল হাদীদ ইমাম বুখারী (রহ)-কে (১৪৪-২৫৬ খ্রিস্ট) দেশ ছড়িয়ে হয়েছিল। আহেলহাদীদ আদোলামের অত্যন্ত কারুকাজ প্রদর্শন করে অমর চরিয়া ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহ)-কে (৬৬১-৭২৮ খ্রিস্ট) শিরক-বিদা'আত এবং যা তায় কুসংস্কারের বিকাশে আপ্রেকিয়ভাবে দৃঢ় অবহেলার কারণে আট বার জেল খাটি হয়েছিল।

একটি আর একটি বছর জেলাবাদ ধারাবাহিক সেখানেই তিনি মৃত্যুতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

ইবনে তায়মিয়ার প্রায় ৮০০ বছর পরে এসে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ, বিলাল শাহের বিশ্বময় প্রতিভা, দুঃ শান্তিমূলক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যশোর নারী ধারণার অপরাধী নারীর (রহ)-এর কারারুপ করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলে হাদীদ বিশ্বভাষণের জন্যে নেন এরপর তিনি অগ্নিভাবন নিয়ন্ত্রণ নন।

যেমন আহমদ নেলের, শাহ ইসমাইল শহীদ, সৈয়দ নোরা আলী তিহুরী, মাওলানা মান্যত আলী, মাওলানা মোলাত আলীর মাওলানা মোলাতী উল্লেখিত জিহাদ আদোলামের রকম হনতার অন্তর্ভুক্ত আমাদের বিশ্বাসের জন্যে। দু'শত বাইশ থানা গ্রন্থের প্রতিভা নোরা রোকাট হাসান থানা নুরুলীর (১৮০৫-১৯০২ খ্রিস্ট) উপরের শর্ত বহুল খোলাকারী নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকি দেশের পর-পর পর শোক প্রচার এই বন্ধ নানা কুফর রশ্মি করা হয়েছিল। প্রথম নয় শেষ পর্যন্ত তাকে কারারুপ করে হয়েছিল। উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকদের জন্য, অন্নদের রাজনীতিক মাওলানার আমর্ক থাকে।

লেখন ও জাতির সংস্কৃত শুরু বিকাশ আদোলামের জন্যে নেনে তার উল্লেখিত অন্তর্ভুক্ত করা শেখার করা হয়েছিল। আহলে হাদীদ আদোলামের অসুস্থ যৌবন স্বামী, অমর সাহিত্যিক আল্লামা আবদুল্লাহ কাফি আল-কাদায়ার (রহ)ও (১৯০০-১৯৬০ খ্রিস্ট) শর্তের চক্রান্তে শিকার হয়ে ১৯২৮-২৯ সালে এক বৎসর এবং ১৯৩১-৩২ সালে ছয় মাস মেট ডুঁড় বছর কারারুপ জীবন যাপন করেছিলেন।
আহলেহাদীছ আদোলনের কর্মী ও সাথী ভাইগণ উপরের ঘটনাগুলির স্মৃতি রোমশ্চর
করে আমরা বলতে পারি যে, এফএসডি মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর
পূর্বসূরীদের অর্জ্জ্যুক্ত হলেন। তার এই ফ্রেন্ড়ের মাধ্যমে উপমহীনে আহলেহাদীছ
আদোলনের প্রথমবার ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায় রচিত হল। এর মাধ্যমে
আল্লাহ পাক তাঁর মর্যাদা অনেক ও বৃদ্ধি করবেন ইন্দোআল্লাহ। অপরদিকে চতুর্দশীরা
যুগ যুগ ধরেই ধৃতরাস বিরত হতে থাকবে। যারা আহলেহাদীছ আদোলনের মত একটি
জ্ঞান ও ওহি ভিত্তিক নির্দেশাল আদোলনের সাথে মুনাফেকি করবে তাদের নামও
ইতিহাসে মীরজাফরদের কাতারেই লিথিবদ্ধ হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আহলেহাদীছ
আদোলনের কর্মীদের হতাশ হওয়া বা ভেঙে পড়ার কোন অগ্রহের নেই। বরং মনালব
দৃঢ় করে সমস্ত আহলেহাদীছ জামা‘আতকে একই প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হোন পর্কালীন
মুক্তির সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে পরিত্যক্তি করবন ও বহুবিধ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে মরদানে কাজ
করে মেরে হবে। মনে রাখতে হবে আহলেহাদীছ জামা‘আতের জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ
থেকে একটি পরিক্ষা। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ কোন জাতিকে
পতিম করেন, তখন তাদেরকে পরিক্ষায় ফেলেন। যে উক্ত পরিক্ষায় সক্ষম থাকে আল্লাহ
তাঁর উপর সক্ষম থাকেন। পক্ষান্তরে যে অসম্ভব থাকে, আল্লাহ তাঁর উপর অসম্ভব থাকেন
(তিরিত্তিয়)। অতএব আমাদেরকে এ পরিক্ষায় ধ্যঃক্তি ও সহনশীলতার সাথে উদ্দীপন
হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকার কোন মহল কর্তৃক প্রভাবিত হয় হুক, আর যে কারণেই
হুক আহলেহাদীছ আদোলনের নির্দেশ নেতায় যুদ্ধে প্রভাব নিয়েছে, তার জন্য দেশের অনুন তিন কোটি আহলেহাদীছ ইসলামী মূল্যবোধ বিশ্বাসী
সকল নাগরিক আজ দারুণভাবে বায়িভ ও মর্যাদা। এটি নিশ্চয়ই সরকারের জন্য
কল্যাণকর নয়। একথা দেশের সাধারণ ঐ হুক সিদ্ধান্ত থেকে দ্রুত ফিরে আসার জন্য
আমরা সরকারকে পরমাশ চিড়ি এবং জোর দাবী জানাচ্ছি মুহতারাম আমিরের
জামা‘আতসহ আদোলন ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট্ট নেতৃবৃন্দের নিষ্কাশ্য মুক্তি। সেই
সাথে দেশের আলম উলামের উপর অশ্রু হয়েছিল বন্ধ করারও জোর দাবী জানাচ্ছি।
অন্যথা ইসলামিক জনতার মাঝে যে ক্ষেপ ধ্যানযোগ হচ্ছে তা এক সময় উদগীরণ
হবেই। আল্লাহ আমাদের হেফায়ত করুন- আমিন।

***

www.ahlehadeethbd.org
আমার আকাঙ্ক্ষা কেন এফেক্ট করা হলে?

-আহমদ আদুল্লাহ হাফিজ

আমার আবার এক্সেস ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিভাগের একজন সমাধ্যো শিক্ষক। তিনি এদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর যাবে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে আসেন। ‘আহেলহাদীহ আলেলুন বাংলাদেশ’ নামক জাতীয় ভিত্তিক একটি সংগঠনের তিনি আমির। এর আগে ১৯৭৮ সালের ৫ই মেয়াদী তিনি ‘বাংলাদেশ আহেলহাদীহ যুববং’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী কুষমান ও ছোটখাট মন্ত্রী মানুষের সাধারণ জীবন গঠনের দাওয়া দিতে থাকেন। বিভিন্ন সামাজিকমূলক কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণ ও উল্লেখযোগ্য। কিছু সম্প্রতি তাকে নিয়ে যে মিথ্যা, ভিডিও কুর্চিপূর্ণ ও লজ্জাজনক সংবাদ ভিত্তিক চিহ্নিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা যে পরিলক্ষিত, তা বিষয়বস্তু বাড়ানো। বিষয়কর বস্তু যে অভিযোগের দিকে তাকে এফেক্ট করার হয়েছে, তা রীতিমত হস্তক্ষেপ, দূর্বলজনক ও কাপোরতিকৃত। তার বিকল্পে রাতারতি জন জন মামলা দায়িত্বে আমাদেরকে যারপর নেই হতবাক ও বিশ্বাস করেছে।

যার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যাবতীয় অনুভূতি, যুক্তি, নির্ভারতা, সমস্ত-ব্যাপারিক বিকত্তে রূপ করার, যার প্রতিটি ভক্ত্য, লেখনি এর বিকল্পে নোটার, তিনিই একো দূর্বলজনকের বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত। আমি মনে করি, আমার আকাঙ্ক্ষা মত একজন বাংলাদেশের অন্যতম ডাক মিথ্যা অভিযোগে এফেক্ট করার বর্তমান সর্বাঙ্গের মানবাধিকারের পরিপূর্ণ কাজ করে।

তথ্যসূত্র বাংলা ভাষার মত একজন সাধারণ বাঁকীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এফেক্ট করার অগ্রদূষণ সম্পত্তি এবং সর্বত্র খ্রি পরিবর্তন করে বর্তমানে যে মিথ্যা সক্রিয় শুনছে, এর নিজ জানানো বাংলা আমাদের নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা একজন খাতানামা কলম সৈকতি। আমারা ছোট তেল কাঠিন্য সার্কভিক বহারের ভবন, লেখনির জন্যে। বিভিন্ন সৃষ্টি পড়াশোনার আর লেখনি ছাড়া অন্যতম কোন কাজে আমারা তাকে দেখি। তার লেখনি সম্পর্কে সাহিত্যিক, গবেষণা মহলের সংস্কৃতি মাত্র অতিবাহিত। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ যাত্রার একজন সূচিত ও সাদৃশ্য জানান একটি গবেষণা পত্রিকা মানিক আত তাহীরাই নিম্নলিখিত ভাবে নিজে তত্ত্বাধারন প্রকশ করে আসছেন। আহেলহাদীহ আলেলুন বাংলাদেশের সর্বমহলেই প্রচলিত। হাওয়ায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এ আলেলুন সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকোষ আজ। ইংরেজির বিকল্পে ধরিমুখ সমগ্র সাহ ইস্কাইল শুরু, মিত্র সহায় আলী তিতুমীরী, মালেলুন বলেতে আলী, মালালা এনায়েত আলী প্রমুখ বিশ্বাসনীয় অবদান অংশগ্রহণ। মুসলিম সংস্কারিতার জনক মালেলুন আলীম কী, সাহিত্যাধিকার আলেলুন সৃষ্টিকরী ইসলামী ব্যক্তিত্ব আলীম আলেলুলিহ কামী আল-করায়ীন হারমনিজাহ আহেলহাদীহ আদেলুনের প্রথম বাস্তব দেশের জন্য যোগদানের অবদান রেখে গেছে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সবে এই আহেলহাদীহ আলেলুন বাংলাদেশ পরিচালনা করে আসছেন। মৃদুয় আহেলহাদীহ আদেলুনের দাওয়া যাবতীয় শিরোজিদের ও সমাজের পৃষ্ঠপোষক কুসংস্কারের বিরুদ্ধ। এ আলেলুনের কোন কার্যক্রম কখনই গোপনীয় ছিল না, বরং সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই প্রকাশ। তার রচিত তেইশেরও অধিক বই পাওয়া এখানে আছে।

www.ahlehadeethbd.org
আহলেহাদীছে আদেলানের উপর কৃষ্ণ তার পি-এইচডি মিসিস আহলেহাদীছে আদেলানের
উত্তরাধিকার, দিনকাল ১৮৬৬ এপ্রিল ১৯৬৬ প্রকাশিত হয়েছে।
তাদের সাঘ্য প্রবন্ধ-বিবদ্ধক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যখন তাদের
দেশবিদেশী কথিত জগৎবিদেশী তাদের অপরাধপত্তা ও কর কর তখন তাদের
বিদ্যে আবারে সুপ্রস্তুত বক্তব্য ও লেখার প্রদত্ত হয়ে আছে। মেয়েকেন চরমপস্থার
বা জগৎবিদেশী তিনি ইসলামের স্বপ্নমতি কেলার রাস্তার অবজ্ঞান পণ্য কর কর কর কর
জনিত প্রভূত মাত্র। এদের বিদ্যে তিনি যে দ্বারা শিক্ষা বক্তৃতা পুশ্টতার মাধ্যমে
মেয়েকেন বিদ্যে এই আদেলানকে ধারন করার জন্য মনোভাবে

মূলতঃ নারী বিদেশী যোগীতার স্বত্বার চরমপস্থার বিদ্যে তার অবমান খুবই সম্পূর্ণ। আত-
তারার পত্রিকায় অন্যান্য বেপারের লেখকের তার ওপর। বিশেষ করে দেশের
সমাজমূলক পরিবর্তনী আলোকে সম্পাদনকীর্তি কলাম তিনি দেশ সমন্বিত যাত্রা মতমত, দেশবিদেশী চরক নস্তায় অস্ত্রপ্রশ্নী নায় উপর দেখ চরকু প্রকল্পনা। মৈ ২০০১ ‘বিশ্ববিদ্যালয় ভাষার রূপ' নভেম্বর ২০০২ ‘অপরিণাম ক্লাৎচাস্ট', সেপ্টেম্বর
২০০৩ 'কথা বিদেশাই কামাস' সম্পাদকীয় ওরূপ পাঠ করার এ বাংলায় পরিস্থিত ধরায়
পার্থায় যায়৷ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যপর কবল রাজবিদেশী চরকের বিদ্যে তার লেখা
তত্ত্ব সাধারণ যুগান্ত চরকে নাম মুক্তিযুগের চরকে। যেটি 'সাথিক ইনিকোলার' ২৫শে ডিসেম্বর'০৪ দসন্তি ক্ষেবক ২৬শে ডিসেম্বর' ০৪ তরিকে এবং মাসিক
আত-তারাকে জানুয়ারী' ০৫ এর সম্পাদনকীয় কলামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃত
দেশপ্রমাণকেই এই লেখা উজ্জ্বল হয়েছে। পক্ষপর্যন্ত উজ্জ্বল করে দেশবিদেশী
চরকের মূলত শাহার্থী অবস্থায়। মন্তব্য এই লেখার প্রাকাশ হওয়ার পর থেকেই রাজবিদেশী
প্রাচরিতভাবে অগ্রসর হয়ে উঠে পড়েছে। আমরা লড়াই করছি যে, ইনিকলের
শর্ক, দেশের শর্ক এবং ইসলামী মনোভাবের শর্ক চরমুক্ত আকারে ধর্মসাধারণ
অবজ্ঞা হ্রাস করেছে। এর সাথে যোগ দিয়েছে সংঘটন থেকে বহি উপকার আরেকটি চরক;
বহি উপকার হওয়ার পর এই চরকটি নামাজে এ আদেলানকে ধারন করার জন্য মনোভাবে
নামে। সাজানো হয় অসংখ্য মিথ্যা মামলা। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে প্রশাসনের
একত্রিত অসাধু বাদী। ফলে বিদ্রুপজ্ঞ সত্যবাদীর শিক্ষার হয়। আর শাস্তিরূপ তাকেই
একটি ক্ষতিগ্রস্থ চালায়। আসলিন আবার বিচারে তার দায়েরকৃত
একাধিক মামলা ইতিমধ্যে দায়িত্ব হয়ে গেছে। বর্তমানে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে চিহ্নিত
মহল দ্বারা প্রতিক্রিয়া করে যারা সমাজের মিথ্যা। যারা এই স্বাভাবিক বিচারের চক্র
হিসেবে সর্বনিত্য। পূর্বে এদের বিচারে দুর্দশা অন্যান্যের বলতে অন্তায়।
কিন্তু এখন মার্মর অনুভব করার মাস, এ অভিযোগ মাহলে কতৃ শ্রী ধূঢ্ঢ, মিথ্যান, ষড়যন্ত্র
ও শ্রীধৃত রাষ্ট্র, সরকার ও সুসারের জন্য কত মারাত্মক হয়ে আসে। আমি গভীর
উদগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এমন একজন ইসলামী ব্যক্তি। সুসাহিত্য, 
দেশপ্রেক্ষিতে আদালতান-এর কেন্দ্রীয় তিন নূতন অংশ প্রেরণ করার হয়েছে।
আহলেহাদীছ জামা’আতের বিশাল বাধ্যর তালীবী ইতিভাব দেরী'র অনুরূপ।
মামলের প্রাণিত্রি কেন্দ্রীয় শিক্ষক শাটিশাল নওদাপাশায় দেশের অন্যায় শিক্ষকতা ও
একত্রিত মামলামুখে তারশীল চালিয়ে, বিপাক জন্য করে, নানাকম হয়ে একাধিকের নেত্রের শিক্ষকী
এবং সাংঘিতিক দায়িত্বগ্রস্থ করা হয়েছে। মামলেদের মূলত শুনা হয়, সত্য
বাধ্যর কাজের মধ্যে মাত্র এক এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ আহলেহাদীছের
বাণিজ্য বাণিজ্য ও নেতৃত্বসহ দায়িত্ব পরিকল্পনায় ব্যাপারকে প্রেরণ করার হয়েছে।
মনে হচ্ছে, যে আহলেহাদীছে এ মাত্রভূমিতে জন নিয়ে তাদের এ ভূমির কৌন
মাধ্যম নেই, যে তারা এডালতের মাধ্যমে নিয়ে আছে। প্রশাসনের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে অনুরূপ
স্বল্প আইন আহলেহাদীছের সাথে ভূমিকায় কাজে করে চাই
ইসলামী অন্য তিনজনের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এবং এটিকে ব্যবহারের প্রতি, কর্মকাণ্ডে এসেই
নিয়ম করেনি? বিশ্বদিয়লায় একজন প্রধান অধ্যাপকের প্রতি এমন মানবানুক।
আচরণের নির্দেশিতে আর আছে বলে মনে হয় না। তার মত একজন নিরুপ নির্দেশ
মনুষ্যকে প্রেরণ করাতে আহলেহাদীছেদের করা হয়েছে নতুন নতুন, আজকের করা,
করা হচ্ছে লেখকী ও সাহিত্যিক্ষরের, জানার আলোকফলকাহারা হয়ে বলতে হয়েছে অস্বাদ
শিক্ষকী, তার ভূমিকা বিবেচনা করা হচ্ছে শাস্ত্রীয় শাস্ত্রীয় শাস্ত্রীয় শাস্ত্রীয়
নিয়মের কাজে। আসলে করা হয়েছে অভিভাবকর।
মনে হচ্ছে যে এ প্রাণিত্রি নাতাভূমিতে জন্ম হচ্ছে এখানে আমাদের একটি একটি অধিক নেই।
আমার একটি মুহূর্তের জন্য ভাববি
ছে, আরু ইসলাম, দেশ ও জনগণের কাজে দূর অবস্থায় করে দেশ বিষয় চক্রের
coppelon পল সাথে সাথে ইসলামপ্রধান জেট সরকারর মারাত্মক ও আত্মাগাম
সত্যমের শিক্ষার হচ্ছে। প্রাণিত্রি ইসলাম, প্রিয় দেশ ও বাণিজ্য দৃশ্যমান বিধায়
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনীয়নভাবে হিমাত্রিপির নয় অবস্থায় প্রচন্ড করার যে আপার
লাইফ, তাই আপনি পাপে কেউ নেই। তার জেট সরকারের প্রতি বিনিময় আদেশে, নিয়মের কাজে আমাদের করা হচ্ছে বাইআই। তার লেখকীলিডত পড়ে দেখতে। আমাদের নিশ্চিত
বিষয়, আমাদের বুঝতে চায়, যে নিয়মী, নির্ভর কাপড়ের হের বিষয়।
প্রাণিত্রি জেট
সরকারের প্রতি আলাদান অন্যায় সকল নেতা-কীর্তির অর্থ আত্মাকাব্য বিচিত্র করে।
তাদের নিঃশেষ মুক্তি দায়িত্ব আহলেহাদীছ আদালতের সকলের ব্যাপারের প্রতি বায়ীণ
হয়েছেন ভবনের আবেদন জানাচ্ছি এবং প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক প্রকৃতি দায়ী
করছি।
মাঝাঠাকার
সাক্ষাকার

(1) আহলেহাদীর্শ যুবসংগঠন কখন কিভাবে আপনার সাংগঠনিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়?
আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি। এবং এটি ছিল কিছু পরামর্শ এবং কিছু প্রতিষ্ঠার করা থাকে।

(2) আহলেহাদীর্শ যুবসংগঠন: 'আহলেহাদীর্শ যুবসংগঠন' গঠনের সম্পর্ক কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া?
আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি। এর পরে আমি শুরু করেছি একটি জীবন যাত্রা শুরু।

(3) একটি পত্রিকায় দেখালাম আসাদ হানিফ সরকারের কাছে দাবী করেছি রাজধানীর মোড় মোড় তাদের মৃত্যু শপথ করতে হবে। এটি এর প্রতিক্রিয়া পত্রিকায় ব্যক্ত করা হয় বিবৃতি দিলাম।

(4) আমি শুরু করেছি একটি জীবন যাত্রা শুরু।

(5) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।

(6) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।

(7) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।

(8) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।

(9) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।

(10) আমি মিত্রের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষ্যে সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছি।
করবে, তখন আপনার কেননা লাগবে? এই মুর্তিগুলোর জন্য ঢাকা শহরের সমতুল্যান জমি বায় হবে চিত্তা করেছেন কি? যদি বলেন, প্রশ্ন নিবেদন, তাহলে বলবেন তো অস্ত রাখবার! তাতে লেখা দেখা কিছু থাকলে তো সেটিকে প্রকৃত অর্থে প্রশ্ন প্রদর্শন করা যায় না। যদি ঐ সব তারিক নেতাদের ভাগের আদর্শে অনুশীলন হয়ে দেশ ও জনসংখ্যার সেবা করার উপর তাদের প্রতি সত্যিকারের প্রশ্ন প্রদর্শন হবে। এর এ জন্যই তো নিয়ে রাল্সুলদের কোন মুর্তি দুর্নিয়াতে নেই। অথচ তারা সকলের শ্রদ্ধা পাচ।

সর্বেগে এই মুর্তির জন্য পরামর্শ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গনে পূর্ণ হবে। এর মধ্যে আমাদের অন্যান্য ফাইনাল পরিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমার মনে মনে উপাদান ফাইনাল পরিক্ষার কারণ। আমার সাদা সাদা সুরাগুলো যে করেন মনে করতে হবে? আমার কাছে আসলে বললাম, কিছুই হানি। তবে তা হয়ে তাতিবে রইলে। তখন আমি তাদের পাগলভাবী আমার, যে অর্থের শেষ বর্ষ সমাবেশ পরিকল্পনা পরিকল্পনা তাকে বললাম, আপনি যে কথাটা বললেন, ও কোথায় পেলেন? সে তখন করান বের করে বলল, এই দেখানো হয়ে আদের। আমার তখন দুইপ্রকার যুদ্ধে গেল। সেখানে মাঝে কোথায় থেকে করাল নাইলাম। দেখলাম, দুর্বল হয়ে যামান করে বললে, তখন তালিকার এই আমার ছাড়ে সে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এসেছেন? তার বলে কথায় করলেই তা উনি তিনি পেতেন। দেখলাম, কুরআনে এমন কথা লেখা নেই। এর ফলে যারা ৪২ বার কথায় করলে কারী কোন ক্লাস পারেন, কুরআনের উপর তাদের বিশ্বনাথ উঠে যাবে। বরং কুরআনে বলা হয়েছে, "মানুষ তার আত্মার বাইরে কিছুই পারেনা।" (আগে ৫৬/৩১)। ত এবং আপনারা রূপে গিয়ে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া নির্ধারিত। ছেলেরা চলে গেল। তালিকার আমার ক্ষেপ গেল। কর্মদিন পরে দেখি আজমন নেই। চার তারা ওর রূপ কর্মদিন থেকে বল্ক। আমি মহাদুসুল্ক্য বালিকাদের। বিএ-ডি জার্জার করে ইন্ডিশ তাজ হয়েছে। সত্যিকার শাতীরহাটে ছেলে আমার বদুর সে। এম এ-ডি এর ক্লাস না পেলে কোথায় ‘লেখার’ হতে পারবেন। কয়েক দিন পরে ফিরল। জালনল, এই আমার ওকে কাকরাইল নিয়ে গিয়েছিল। দেখলাম থেকে চিত্রায়। কিন্তু ফাইনাল পরিকল্পনা কথা বলে কোনমতে পাল্লে চেল এসেছে। ওর ওর চেলে, যে আলাইহ তোমাকে ২০০ এর মধ্যে ৩০ দেন। সেই আলাইহ তোমাকে ২০০ এর মধ্যে ১০০ দিতে পারেন। তবুও ওর কথা মাননী। তাই এক প্রকার পলিশ চেল এসেছে। আমাকে না বলে যাওয়ায় ক্ষমা চাই। আমি বললাম, তোমাকে রূপ তালা দিয়ে রাখব। কেন্দ্র থেকে আমি খাবার এনে দেব। মসজিদে যাওয়া ব্যবস্থা করবে। আমি হালতে আদায় করবে। তালিকার কেউ নেন তোমাকে
(৩) শেবরাতের মৌসুম আগত। সাপ্তাহিক আরাফাতে শায়খ বিন বায় এর 'বিব'আত হইতে সাধারণ' বর্ণনা শেবরাত’ অনুবাদ করে দিলাম ও যথাসাধারণ তা প্রকাশিত হল। কয়েক কাপি এনে মুহয়মিন হলের মসজিদে ও আমাদের বিভিন্ন সেমিনারে দিলাম। দ। মারিয়াম সারের বাসায় দিয়ে এলাম। একদিন হঠাৎ ২২ জন মৌলিক ছাদ যারা অধিকাংশই কামিল পাস, আমার রূপে হানির। তীর্থণ রাগ। উচ্চ কণ্ঠ, হৃদয়-থমকি। পরে বুলন। কিন্তু বলল তাই। আপনি শেবরাতের বিশ্বাস লিখেছেন, আচ আলাদের বংশালের আহলেদিখৌরা রীতিমত রাখা আমাকে দিয়ে বিশালকারে শেবরাতের ওয়ায় মাফিক করে। আতাহা এরা এক হালাত-রূপ ছায়া, তারা তো বিভিন্ন পাকিয়ে আছ।
হতবাক হয়ে গেলাম। চলে গেলাম বংশাল। কথা ঠিক। চেলেদের নিয়ে রাত ১০-১১ তে মসজিদেরকে তালা মানান। নিজ হাতে কয়েকটি পোশাকের লিখে চেলেদের দিয়ে মসজিদগুলোতে মেরে দিলাম এই মধ্যে যে, 'শেবরাতে কেন ইসলামী পৃষ্ঠ নয়।
'শেবরাত একটি বিবাহের পথে।' তাতে কাজ হল। আহলেদিখৌরা মধ্যে চেনা ফিরু।
(৪) হুদ ইসলামী মিশন-এর চেলারা আমাকে ধরার নামা নানা কৌশল করে। কারণ নিয়ম সংগঠিত তাফসীর কারার করানে এবং প্রতিদিন ফজরের আগ রূপে করে গুটি হালাতে ডাকার কারণে আমি হাফ-শিক্ষকদের কাছে সুপরিচিত হিলাম। তাকীর যা কেন রাজনৈতিক দল না করতে বিঁচ চাহিদের কাছেই রাজনৈতিক ছিলাম। একদিন ওদের ডাকে যার বলে মন্দ করামালাম। বদলের সুমাজুল করিমকে সাথে নিয়ে ইসলামিক কেন্দ্রীয় মসজিদে গেলাম। রাত ২-৫টায় মাসআলা শিক্ষা ক্লাস শুরু হল। একজন হুদ বলল, হুদুর। আমি আজ মাফিকের হালাত মীরের এক মসজিদে পড়লাম। কিন্তু আমার কামিল পাস বদল আমাকে নিয়ে পুনরায় হালাত পড়লেন ও বললেন ওরা লা-মায়াহী। ওদের বিচারে আমাদের হালাত হয় না। হুদুর। আমার প্রশ্ন হল, ওরা বল মুসলমান নয়। হুদুর বললেন, 'তোমরা আমাকে বেশী ধাটিয়েন। আমাকে যদি হক কথা বলতে হয় তাহলে বল যে, ওদের আত্মা এই ধাটিয়ে, ওদের মুসলমানই বলে যানা না। আমি তখন হাত উঠিয়ে পরিচালকের কাছে সময় চাইলাম। কিন্তু দিলনা না। ফলে আমি উঠে দা'জিয়ে গেলাম ও হুদুরকে উদ্দেশ্য করে সরকারের কালাম, আপনি কি বিশ্বাস কুরআনের কিছু পড়তেন মুফতি হাজেব। বললেই কুরআনের একটি আয়াত ও একটি হাজেব শুনে দিলাম ও বললাম আল্লাহু আজ্ঞা মুফতি না হল, তাহলে হামাই ও আল্লাহদী এর মধ্যে বিয়ে-শাদী চলে কিভাবে? আমরা একে অন্যের আত্মীয়তার বদনে আবশ্যক। আমার কথার সাথে সাথে অনেক ছিল সমর্থন দিল। অতোপ আমি সেজে গিয়ে হুদুরের আমারে তাকার হাত হিড় হিড় করে তানাতে তানাতে মসজিদের আলিখ প্রাচীরের দামে এনে থাকা মেরে বাইরে ফেলে দিলাম। হুদুর কোন মতে মা থেকে উঠে দৌড়ে তারা প্রাচীরের উপরে পালিয়ে গেল।
পর পর চারটি ঘটনা এবং ঘটে গেল। চিত্ত জগতে তোলা পাড়া হতে লাগল। প্রথমটি
একটি সেক্কুলার হাফ সংগঠন। দ্বিতীয় অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন। তৃতীয়টি ধর্মীয়
শিক্ষার শিক্ষিত কিছু ঝিলিমিলি মূর্তি বিদ আত্তি। চতুর্থটি ইসলামী হ্রদস্ত প্রতিষ্ঠাবাহুকারী
ইসলামী দল। এরা সবই ইসলামকে ভালবাসে। কিন্তু ইসলাম জানেনা। পাশাপাশি এরা
আহলেদিখৌরা হাত দল ভাবে। কিন্তু আহলেদিখৌরা হাত দল ভাবে। বরং তারা বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org
রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। ফলে সবার আন্দোলনের ফলাফল ছিল। তাই জিহাদের নিলয়, প্রচলিত জাতীয়তাত্বিক আহকারের নজর, বং সমিরের আহকারের আন্দোলন পাল্লা তুলিয়ে হবে। যেখানে পরিতৃক কসমান ও ছোট হানিদিতে অনুরাগী জীবনের পড়া বিশালের দলকে নির্দেশের সাথে সম্পর্কিত হব। তাদেরকে এক্সপ্রেস করে এবং সমালোচনার প্রদূর মাধ্যমের মাধ্যমে তুলে ধরার মাধ্যমে আমার পরিকে করত্ব। অতএব এই নিধান সম্পূর্ণ ‘আহকারের আন্দোলন কি ও কেন?’ এ ছোট বইয়ে আহকারের প্রকৃতি আত্মীয়ী ও সিদ্ধান্তমূলক তুলে ধরা হল। যার নির্দেশ রূপে ছিল এই বিষয়ে পরবর্তীতে আমার কৃত উক্তির যথস্থিতি।

(3) আহকারের যুবসংগঠন : 'মেনের' প্রতিষ্ঠার সময় মূবকী সংগঠন জমিয়তের আহকারের সমন্বয় এবং নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি?

আমার জামাউত : মূবকী সংগঠন বলতে যা বুখার সেটা ছিল না। আমার আত রিক্রিয়ার তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা চেয়েছিল। কিন্তু সেবার কখনও পাইনি। এগুলো উদ্দেশ্য অনুসারে ৭৮, উভয় যাত্রাবাহী নামে মসজিদ জমিয়তের সেক্টরের জনাব আবুল রহমান বিবিড় ও সাংগঠনিক সাপ্তাহিক অধ্যাপক আবুন্ন হামাদ (কুমিল্লা) উপস্থিত ছিলন। আর আমাদের খবরলী জমিয়ত মুখ্যর সাপ্তাহিক আরাফাতে দিলে তা প্রকাশ করা হত। তাহাদের অর্থে আরও নিয়মিতভাবে লিখিত।

(4) আহকারের যুবসংগঠন : বাংলাদেশ কুয়েট ভিত্তিক সাগথ কায়ন সত্ত্বা এইহেতুত তুরাস’ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনার কোন তুমিকা ছিল কি? আপনার প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবাদী তে উক্ত সাহায্যের নেমে আসে।

আমার জামাউত : ১৯৮৪ সালের ঐ সংঘর মুলিমসহ ৪ জন এর দেশে আসেন। যুবসংগঠনের রাবি শাষ্ট্রী একটি মেলার হাতে পাঠানো হয় রমনীর লিখিত একটি চিঠি পেয়ে আমি সাত্ত্বিক থেকে ডাকায় যাই এবং ড. বাঘীর ছাত্রাবাদের বিকালায় বাসায় গিয়ে মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাহার তাদের নিয়ে সাহায্যপী দেশের উত্তরূপে আহকারের মার্কার করিতে হিজিতে সরবরাহ করি। ওনারা এর সমায়সংযুক্ত মূলক কাজ করার আত্ম প্রক্ষেপ করলেন। আমারা বল্লাম, সবচেয়ে জমিয়তের মাধ্যমে করতে হব। ওনারা তাই করলেন। প্রথমে সাতারের বাইপাইলে জমিয়তের মাটিতে একটি ইয়াত্রীমধ্যে বিদ্যমান দিয়ে করিতে করলেন। যা আমার আত্ম দেখিনি। মাঝে একদিন ইউনিজি টর্ন্যামাতেন অফিসে ড. বাঘীর সাথে দত্ত সংঘর মুখ্যাতের তুল-কালে কথাগলি জন আমার মনটি খাঁচার হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক সত্ত্বে যখন থেকে বার্তা হয়ে তারা আমাদের অনুরোধ করলেন ১৯৮৯ সালে। আবুল মুনিব তাই ছিলন আরাফাতে পটু এবং ধারকে ডাকাত।

ফলে তার সঙ্গে দাতা সংঘর সম্পর্কে গাঢ় ছিল। তিনি তাও জমিয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলন। এমনকি ১৯৮৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে জমিয়তের আহকারের ট্রাইনের নামে রেজিস্ট্রিক্ট সাতারের জমি-জমার সনাতনকারী ছিলন আবুল মুনিব মনীর সলাফী ও অধ্যাপন আবুদু হামাদ। ফলে আবুদুল মনীব যা কিছু করলেন জমিয়তের পক্ষে ও জমিয়তের নামে করতেন। পর দাতাসংগঠন বিষয়ে অনুরোধে আমারা ‘তাও সদার সম্পর্কে নেই না।

www.ahlehadeethbd.org
(5) আহলেহাদীহের সূত্রসংখ্যা: আনুমানিক মতাদর্শ (বহু) সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি কেন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেলেন?

আমির জামাইআত: আনুমানিক মতাদর্শ (বহু) সম্পর্কে কিছু বলুন।

(6) আহলেহাদীহের সূত্রসংখ্যা: ১৮৮৯ সালে আপনি আহলেহাদীহের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছেন বলে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?
(৮) আহলেহাদীহী যুবসংগঃ ১৯১৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বরে আপনি ‘আহলেহাদীহী আনুদান বাংলাদেশ’ নামে মূর্তিকী সংগঠন কায়ম করেন। সংগঠনের যোগাযোগের প্রথম দিকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেন কেন? মাঝের দিনগুলো কেমন করেছেন?

আমার জামা আত : ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ‘আহলেহাদীহী যুবসংগ’ সাথে জম্মীত একতরফাতে ‘সংগঠনীয়তা’ ঘোষণা করে। তার আগেই আমাকে জম্মীত থেকে অবহিত দেওয়া হয়। এরপর থেকে আমরা ‘আহলেহাদীহী যুবসংগ’র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করি। সাথে সাথে ঐক্যের পেটে শুল করি। সাভারু ও যশোরের থেকে মূরগীদের দুটি তীম জম্মীত সত্ত্বাপতির সঙ্গে সাকাত করেন। অন্যতম যুবসংগের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সভায় তার নিকটে পাঠাই। এছাড়া আমি অনুচ্ছেদিকাবে সরসারি তার ডাকাত বসার গিয়ে অনুরোধ করি। সায়। ‘যুবসংগ’কে কাছে তানুন। তারা ময়দানে কাজ করছে। তাদের ব্যাপক জনতিকাত রয়েছ। স্বর্ণ গীত-তোহামত দিয়ে একটা চলমান আনুদানকে স্বীকার করা যায় না। দয়া করে সিদ্ধান্ত পুনর্নিবেশনা করুন।

কিন্তু অনেক অনূর্ধ্বের পরও মন গলাতে বার্ধ হলাম।

১৯৮৯ সালের ১৯শে অক্টোবরের চত্বর। তিনি রাজশাহীর রাণীবাজারে এলেন। উত্তরদের প্রায় সব বেলা জম্মীতের নেতৃবৃন্দকে সেখানে যায় করে সেদিন আমার বিরুদ্ধে গীর্জার বন্যা বইয়ে দেন। ঘটনাক্রমে আমার সাহুরগমভেড়ে বাংলায় বড় ছেলে ওয়ার্ড কমিশনার মসজিদে ছিল। সে এসব কথা জন্য তাকে মর্যাদার তথ্য আমার বসায় এসে আমাকে অনেকটা জোর করেই রাণীবাজার নিয়ে গেল। আমি মসজিদে দুর্দশা সবাই আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। জম্মীত সত্ত্বাপতির উপস্থিতিতেই বক্তব্য শুরু করলাম। কয়েক মিটিনের ব্যবহার বিভিন্ন ব্যাপারে ওলান্দা উদ্দীপনা করে বললাম, স্যার! জম্মীত রক্ষা করা ফয়ত না আহলেহাদীহী আনুদান করা ফয়ত? দুমিনাবার কাহারু পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি কোন জওয়াব না দিয়ে চুপচাপ উঠে চলে যান। উদ্দীপনা জনরণ নিম্নেই উল্টো গেল। অনেকেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

হঠাৎ একদিন আমাকে পড়ল ২৮-২৯শে ডিসেম্বরে ঢাকায় জেনারেল কমিটির সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে ‘জম্মীত তোরনে আহলেহাদীহ’-এর আহারোয়া কমিটি গঠন করা হবে। দেখলাম উদ্দীপনা অনেকটি আহারোয়াতি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। গেল সেখানে। আগাম চেষ্টা করেই প্রোথি করতে পারলাম না। ‘আহলেহাদীহী যুবসংগ’র বিরুদ্ধে ১১ বছর পরে তিনি ‘যুক্তি’ সৃষ্টি করে আহলেহাদীহীদের মধ্যে এবার সাংগঠনিকভাবেই ফটাক সৃষ্টি করলাম। এভাবে ঐক্যের সমস্তার ক্রমেই বিলীন হতে লাগল। কিন্তু আমার আশা ছাড়িনি। বিভিন্নভাবে ঐক্যের চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে রাজশাহীর বাির্তমান মেয়র বািরতুর্যান্তে লিনের দান অবসরপ্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট জনবল আসন্ধুগা হামায়ের কথা স্মৃত করতে হয়। তিনি ছিলেন আমাদের উত্তরের মূর্তী। তার বািড়ীতে তিনি আমাদের উত্তরেকে ডাকলেন। আমি গেলাম। উনি রাণীবাজারে থেকে এলেন না। এটি ১৯৯২ সালের ঘটনা। এরপরেও চেষ্টা অবরাহ্ম থাকে নানা তাবে। কিন্তু কোনও এক্ষেপের ফলপ্রস্ফুট হয়নি।

যিনি বা যায়ই তার কাছে ঐক্যের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তিনিই বার্ধ হয়েছেন।

www.ahlehadeethbd.org
(9) আহলেহাদীছ মুক্তসংহ: অদেবকেই মনে করেন, দ. আমুল বারি এবং ড. গালির একসঙ্গে থাকলে আহলেহাদীছ সমাজের আনেক উন্মুক্ত হত। কিন্তু ১৯৮৯-এর পর থেকে আপনার মাধ্যমে আহলেহাদীছ সমাজ যা পেয়েছে, যখন আপনারা এক সঙ্গে ছিলেন তখন কেন এগুলো করে পারেননি?

আমীরে জামাল আত: ১৯৭৪ সাল থেকেই সমাজকর্মের জন্য করার মত যথেষ্ট সুযোগ আমাদের হতে এসেছিল। কিন্তু জমিয়তের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া তা দূর থাকা আমাদের ব্যক্তিত্ব করা হয়েছিল পদে পদে। তত্ত আমাদের বন্ধু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে সাভারে ৪৫ বিষয় কেনা হয়েছে বিদেশী অনুদানে। সেখানে 'বিবিদিয়ালা' করা হবে। বন্ধুপুরে জমিয়তের বহুতল বিক্ষিপ্ত করা হবে। মাওলানা কাদী ছাড়ারের কথা যাওয়া পাওয়া শিখে সব ফুয়াদ আমুল হামিদ আল-খতীব চেষ্টা দিতে চেয়েছেন ইসলাম। পরে রেবেছি এগুলি সব ছিল কেবল অভিকথন। ফুয়াদ আমুল হামিদের আরও প্রায় ছিল ইসলামী ব্যাকার করে দেওয়ার। তিনি ছিলেন জমিয়ত সভাপতির ছোটবেলার বৃদ্ধ। মুহ সহজেই তা হতে পারত। কিন্তু হামিদ কেবল জমিয়ত সভাপতির নিজস্ব জড়তা এবং এতদিনের কর্মজীবনে। এসব কারণে মাওলানা আবু তাহের বর্ধনিশ্চিত শেষ দিকে বংশায় মসজিদে থাকার সময় আমাদের এক প্রজন্মের বিকেলের মতো করে বলেছিলেন, 'আপনারা প্রোথিত করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আরও এগিয়ে যান। ওনার সঙ্গে থাকলে কোন কাজ করতে পারবেন না।' সর্বপর আল্লাহই সবকিছু ফয়লালাকারী।

(10) আহলেহাদীছ মুক্তসংহ: আহলেহাদীছ আন্দোলনের সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'তাওয়ীদ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল? কতটুকু সফল হয়েছে?

আমীরে জামাল আত: উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধান্ত সমাজের। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছে ততটুকু হয়েছে। আল্লাহমুল্লাহ এখানে কাজ করে যাচ্ছি। আল্লাহ করুন করুন করুন এতটুকুই চাই। তবে বলতেই হয়, ট্রাস্টি নির্বাচনে আমাদের ভুল হয়েছিল। ফলে বহ সম্পত্তি বেহাল হয়ে গেছে। এ বিষয়টি আমাকে সবসময় পীড়া দেয়। এভাবে আল্লাহর মাঝ যারা নষ্ট করেছে ও করে যাছে, তাদের বিচারের ভাব আল্লাহর উপর রইল। এটুকু বিশ্বাস করি, যে বা যারা যুদ্ধ করেবে, দুনিয়া ও আল্লাহতে তাদেরকে তার ফল ভোগ করতেই হবে।

(11) আহলেহাদীছ মুক্তসংহ: সালাফী আকীনা ভিত্তিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কি অবস্থায় রয়েছে?

আমীরে জামাল আত: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্ল্যান-এক্সটেমেট এমনকি ভিত কাটার সূত্র করাও হয়ে গিয়েছিল নওদাপাড়ায়। কিন্তু সবকিছু ভোগ হয়েছে যত্ষষ্ঠকরীর চক্রার। তারপরও পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসিনি। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে একদিন অবশ্যই 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

www.ahlehaddeethbd.org
(১২) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : ২০০৫ সালে পুর্বে বিখ্যাত 'ইসলামী মুল্যবোধের সরকার' জাতীয় অভিযোগে আপনাকে ছেড়ে ফেলেছিল এবং দীর্ঘ বছর ছয় মাস যা ফিরে আসের রেকর্ড ছিল। উক্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ছেড়ে ফেলার মৌলিক কারণ কি ছিল?
আমিরে জামা'আত : বহুল জৈবিক কার্যক্ষেত্রে এবং তৎকালীন জোট সরকারের পাতনার একটি সামরিক ইসলামী রাজনৈতিক দলের হীন কার্যকারিতার মিশন।
(১৩) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : করাকৃষ্ট ধারাকালে রাজনৈতিক দল খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন বলে কর্মচারীরা হেফাজতের ছড়িয়ে দিয়েছিল এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?
আমিরে জামা'আত : এটাও ছিল জৈবিক কার্যক্ষেত্রের পাতনার খোলা। বর্তমানে দুইজন ট্র্যাক্টর দিয়ে 'আহলেহাদীহীয়' নামে দুটো দলের সাইনবোর্ড খোলার হয়েছে, সেটার পিছনেও একই ষড়যন্ত্রের কাঠামো হাত ধরে কিছু বিচিত্র নয়। তবে যতদিন 'আদোলান' এর 'যুদ্ধসংঘ'-এর নেতাদের মধ্যে আদর্শচেতনা অস্তিত্ব ধারকে এবং পরকালীন মুক্তির চেতনা জীবন থাকবে, ততদিন ঐসব দুনিয়াসর্বভাগ চক্রপ্রক্ষ কোনই কর্ম করতে পারবে না ইসলামীয় হীন।
(১৪) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : আপনার পাশে বর্তমানে মুরকীদের কেউ নেই বলে অভিযোগ রচনা করেন এর কারণ কি?
আমিরে জামা'আত : নিঃসার্থ দীনদার মুরকীদের সর্বক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন ও অনিশ্চিত বর্তমানে মুরকীদের সাথে ছিলেন না। বিশেষ করে দীনদার মান্য মানুষের মৃত্যু নিয়ে দুর্ভীত মানুষের মৃত্যু। দুনিয়াদার মানুষ সর্বভাগ আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রাপ্তি।
(১৫) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : ভিতরে আহলেহাদীহীয় সমাজের একক নিয়ে কিছু বলবেন কি?
আপনার কেন করবেন না আর কি?
আমিরে জামা'আত : প্রকৃত আহলেহাদীহীয় কেহই দলে দলে বিভক্ত হতে পারে না। আমরা সর্বদায় আদর্শক একক কামান করি। নিঃসার্থ আলোচিত প্রতিষ্ঠান শপথে নিয়ে 'আহলেহাদীহী আদোলান বাংলাদেশ' মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব দীনদার ভাই বন্ধুদের প্রতি আলেহীন ধারকে, প্রকৃতপক্ষে 'আহলেহাদীহী হীন এবং এ আদোলানকে আরও প্রতিশীল করার জন্য একক ইমাতরের অধীনে ঐক্যের হীন।
(১৬) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : আগামী দিনে আপনার লক্ষ্য কি?
আমিরে জামা'আত : আহলেহাদীহীয়-এর সকল দাওয়াত প্রদর্শন তথ্যের জন্য একাধিক কামান নেতার, মুজাদ্দী আলেম, গবেষক, লেখক, বাংলা ও সংকলনকারী করা। এজন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা ধারনের আর্থিক সাহায্য ও ভূমিকা প্রদর্শনের জন্য দীনদার সাহায্য ভাইদের সহায়তা করার এবং সর্বীপে আলাপের যোগ্যতার প্রদান করা।
(১৭) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : আপনার জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় স্তূনায় কি?
আমিরে জামা'আত : দু’টির কথা বিশেষভাবে বলা যায়, আমাদের সরলতার প্রতি অনুপস্থিত নেতাদের অবিশ্বাস এবং আমাকে ও যুদ্ধসংঘের বিচ্ছেদ তার দুঃখজনক অপারাপর ও মর্মান্তিক আচরণসমূহ। বিদ্রোহী, রক্ষণাবেক্ষণের শিকার বহুল আবল মতীন সালাফীর সপরিবারের বিদায়ের স্তূ।
(১৮) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘ : আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখটিন কি?
আমিরে জামা'আত : ট্রায়ে দায়িত্বের বিধানস্বরূপতা।
(১৯) আহলেহাদীহীয় যুদ্ধসংঘের সবচেয়ে স্বাগতময় স্তূনায় কি?
আমিরে জামা'আত : কারা জীবনের স্তূনায়।
সাক্ষাত্কার

(1) আহলেহাদীহ যুক্তি: আপনার বর্তমান জীবনে কয়েকটি অধ্যায় অতিমাত্র করেছেন। হার্দিক, অধ্যাপনা জীবন, জাতীয়তা এবং সরবরাহ এখন সমাজ সংস্কার আন্দোলন আহলেহাদীহ আন্দোলনে শ্রম রয়ে করেছেন। আপনার কাছে কোন জীবন অধিকরণকর মনে হয়েছে?

প্রফেসর নজরুল ইসলাম: সকল প্রশ্নে আপনার জন্য এবং রদর ও সালাম বর্তমান মানবজাতির শ্রেষ্ঠ রাহবার মুহাম্মদ (খৃঃ)-এর প্রতি। হে বিশ্ব বৎসর! তোমার আমার মত একমন্ত্রী তুচ্ছ ও না-ব্যক্তির সাক্ষাত্কারের ব্যবস্থা করেছ তার জন্য তোমাদেরকে অন্তর্জাতিক, অন্তর্জাতিক এবং অন্তর্জাতিক ধর্মবাদ জানানি। তোমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য কেইটিয়ে আমার নিকট অধিক কল্যাণকর করিয়েছে তা জানতে শেয়েছে। প্রফেসর নজরুল ইসলাম: প্রফেসর নজরুল ইসলাম কলেজের মানবজাতির শ্রেষ্ঠ রাহবার মুহাম্মদ (খৃঃ)-এর প্রতি। হে বিশ্ব বৎসর! তোমার আমার মত একমন্ত্রী তুচ্ছ ও না-ব্যক্তির সাক্ষাত্কারের ব্যবস্থা করেছ তার জন্য তোমাদেরকে অন্তর্জাতিক, অন্তর্জাতিক এবং অন্তর্জাতিক ধর্মবাদ জানানি। তোমাদের প্রথম শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য কেইটিয়ে আমার নিকট অধিক কল্যাণকর করিয়েছে তা জানতে শেয়েছে।

কবসরা! আমি কোন কান্ডারাতি দুনিয়া বিপুল জীব নই। আমি মানব জাতির সাথে বিভিন্ন একজন মানুষ। মানব যুক্তির প্রতি তরঙ্গ প্রবাহের উধান পতনের সাথে আমার জীবনের প্রতি বাণিজ্য উৎস প্রাক্তন জত্তিয়। তোমাদের একটি আর্থিক কার্যকর সর্বপ্রথম উন্নত সাধন; যা আরও বেশি আন্দোলন এবং আলোড়িত। বর্তমান উদ্ধৃত্ত অবস্থায়, দুটির বৃহৎ বিষাক্ত করে দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ। জড়বাদী অপসারণের আজ যেভাবে সমগ্র জাতির স্তরে দেখে তাদের অন্যায় বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে, তা জাতীয় সকল প্রকার অন্যায় অনাচার ও নিষ্ঠার বীজ সাতাকে হার মানিয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম অমূল্য দেশগুলিতে এদের হিম্মত ও বর্তমান বাহ্য তার কি দেখতে পাচ্ছে না? বিপাক শিক্ষার আলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে এদের প্রত্যাশায় নিবৃত্ত করেছ; বর্তমান অধিকার শান্তি করে তুলেছে। কোটি কোটি আদম সত্ত্ব এবং তাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে বিনাশ হয় শেষে। এটা হচ্ছে ষোলতালী জড়বাদী অসভ্যতার বাহিরের চেষ্টা। এদের প্রকৃত বর্তমান মূল প্রতিষ্ঠান ওদের গৃহীত জীবন দর্শন ও নৈতিকতার মধ্যে রয়েছে। এটা এক বিশ্ব ব্যবস্থাপনাকে রসারো বিশিষ্ট মনে করার বিষয় ফল। যেমন মানব জীবন প্রাকৃতিক বিবর্ধনের মাধ্যমে উঠত। মানুষ সম্মত বিচারশীল বহিন পদ্ধে, আহমদের দেয়ালের জীব। জাতির বোঝাপড়াই পূর্ণ করে ছাড়া জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। পার্থিব জীবনের বাইরে অন্য কোন জীবন নেই। জাতিবিদিয়তার প্রশ্ন অলঙ্কার ধারণা মাত্র। বেঞ্চ থাকটাই ধর্ম। এগুলোই বল, জড়বাদী সভাতাতে নেতৃত্ব চির।

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই ভাবে দর্শন ও নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মীয় পুরোহিতদের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র, ধর্ম ও ভাষা ভিত্তিক সংকীর্ণ রাষ্ট্রচিত্রা

www.ahlehadeethbd.org
সবই অথবা জাহেলিয়াতের উপর ভিত্তিকী। বিশ্ব মানবতার জন্য দূর্ঘণ্য হল, এই সব বিকৃত ধর্ম ও দর্শনগুলো এখন অপসভ্যতার ব্যাধিগ্রস্ত দেহে রক্ত সঞ্চালনকারীর ভূমিকা পালন করে।

এদের চেলেরা! মানবজাতির এই জাহেলি ব্যাধি নিরাময়ের সংগঠন নিয়ে এসেছিলেন আহ্মদী বেহারাম (আঃ)। তাকে যে ধারার পৃষ্ঠতা নিয়ে এসেছিলেন মুহাম্মদ (সাইয়েন্স)। মানবজাতি কেবল শতাব্দী উত্তরাধীন সিদ্ধ ও পরিসারিত হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সাইয়েন্স)-এর সাথে অনুসারীদের পরবর্তী উন্নতীর্থ তাদের কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয়ে গেল।

নিজেরা মরলো, মানুষের মায়েও মায়েলো। শাসন হলেন আজ বিশ্বী আর আলিমণ্ড হলেন মানবানী কণ্ঠ জড়িত। ফল যা হবার তাই হল। জনসংখ্যার বিপুলতা, রাষ্ট্র সংখ্যার অধিকতা, সম্পদের অতীত প্রাচুর্য সব আছে। কিন্তু হানার কাছে সেই সংখ্যাভূষিত আমর।

আজ তাঁর অবিশ্বাসিত অবস্থায় সুরক্ষিত আছে মহা এর আল-কুরআনে, বিশ্ব হালিমের মধ্যে। আজ অগ্রসরত মানবজাতির মুক্তির জন্য প্রয়োজন ও একদল দুর্বৈষাধী মনুষ্যের, যারা পুরো পরিবর্তনের সাথে জীবন বাঁধ রেখে এগিয়ে আসবে। আল্লাহ হাত গৃঢ়ে বলে নেই। তার মোবারক হাত এখনো প্রসারিতই আছে।

কিন্তু সে সাহায্য নেয়ার মত বাদা কী?

পিয়ারা যুবকরা! সব সত্বারের আজ নিহিত হই। এই যুদ্ধ অভিক্রম করার ক্ষুদ্র সাধা নেই। উল্লো মুহাম্মদ শের এখন এরা ওদের মৃত লাশ বয়ে বেঁচেছ। এরা আর কেবল আর যোগার দেখাতে পারলে না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে আছে কিছুদুর্বৈষাধী সামগ্রিকভাবে তোজাবাড়ির সৈন্য দেখাতে সুযোগ দিল।

আসে ও একটি সত্ত্বার দলের, যারা এদেরকে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে ধারা দিয়ে পুরোহিত নরম্য এদের ফেলে দেবে। রক্ষিত ইসলামী দলেল পরিকল্পনা করা জানি, তারা পাদটীকার বিভিন্ন সমাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠাত স্বপ্ন দেখে। তাছাড়া মানবানী বিভিন্ন বিতর্কের মিলান যাদের অঙ্কুর্ধন তাদের কাছে থেকে দুর্বৈষাধী কোনোন জানাতের পথ পারে কি?

আমি তোমাদের গঠনত্বের দিকে তাকাই আর তোমাদের কর্মপূর্ণ রোধ দেখি আর ব্যাকুলতা নিয়ে হাত উঠাই- হে পরিয়ার দিগারে আল্লাহ। এই ক্ষুধা কাফেলা কি সেই কাফেলা? যাদের জন্য নির্যাপিত মানবতা প্রহর গুচ্ছে আর ফরিদাং করেছে- ওয়াজ আল লানা মিলানুনকু অলিহী ওয়াজ আল লানা মিলানুনকু নারীরা। অর্থাৎ 'আর আপনার পক্ষে থেকে আমাদের জন্য একজন অভিজ্ঞ বা একজন আলাদাভাবক নির্দিষ্ট করুন' (নিঃস্ব ৫৫)। এমন একটি দলের সঙ্গে থাকা কতটা কল্যাণকর তা সহজেই অনুমান করা যায়।

(২) আহলেহাদী মুহাম্মদ : ১৯৮৯ সালে দ. মুহাম্মদ আদিনারায় আল-গালিব আহলেহাদীদের মূলে ফাটল সৃষ্টি করেছেন বলে 'জনকৃতি' আছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ফকেসন নয়রুল ইসলাম : প্রিয় বৎসরা! তোমরা এই প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সাধারণাংশ ও উদাহরণ, মাত্র ইসলামী রুচিবোধের পরিকল্পনা দিয়েছে তার জন্য আমি তোমাদেরকে মনোনিবেশ জানাচ্ছি। সম্পূর্ণ ঈশ্বর, বিদ্বেশ ও পশ্চিমী দায়ের অধিকারী ব্যক্তিরা যখন অনেকের সাথে রক্ষার জন্য ভিন্নতীহন মিথ্যাচার করে, তখন কি তাকে 'জনকৃতি'
বলা যায়? ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সত্ত্ব সংখ্যক নীতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় পরিব্রহ্মাণ্ডে বর্তমানে সেই সমস্ত অবস্থায় বাদামী কথা, যারা জাহানেদের সমুদ্রীন হলে তাদেরকেও সালাম জানায় (ফুসুকুন ৩৭)।

উত্তর প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, ড. মুহাম্মদ আসাদরহাম আল-গালিব বা ‘যুবসংহ’ আলেহাদীচের মাঝে ফাটীত সৃষ্টি করেছে- এই মিথ্যা অপবাদ গল্পে বর্তমানে নেকড়ে বাগ আর এমন রাধাকান্তিক মত হল না কিন্তু আমার জানা মত ‘জমিয়ত’ ড. মুহাম্মদ আসাদরহাম আল-গালিবকে সংঘটনের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় এবং ‘আলেহাদী যুবসংহ’র সাথে সম্পর্ক ছিন করে। এক যুগের প্রতিষ্ঠিত সংঘটনের সাথে ‘জমিয়ত’ ‘সম্পর্কীন্ত’ ঘোষণা করে এবং ‘দক্ষ’ গঠন করে যে জায়গীহন নীতি অবলম্বন করেছিল সেটিই আলেহাদী সমাজের ফটল সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

(৩) আলেহাদীহী যুবসংহ : জমিয়ত সভাপতি ড. আনুর মার্কি যুবসংহের কেন্দ্রীয় কাউঁরিল সদস্য সমন্বয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকেছেন। তাদের শপথ নিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে যুবসংহের গঠনতন্ত্র হাজারা হয়েছে। কিন্তু ‘জমিয়ত’ ‘আলেহাদীহী যুবসংহ’র সাথে ‘সম্পর্কীন্ত’ ঘোষণা করল কেন?

প্রফেয়ার নবজল ইসলাম : এগুলো তো সত্য কথা, যার মুখ্যত্তলো মওজুস রয়েছে।

কিন্তু এতের জমিয়ত” আলেহাদীহী যুবসংহের সাথে ‘সম্পর্কীন্ত’ ঘোষণা করে এবং ‘দক্ষ’ গঠন করার জাহাজ বিভিন্ন ব্যবস্থা করে। আমি সরস্বতি এ প্রশ্ন তার কাছে উপস্থিত করেছি। কিন্তু কেন সত্ত্ব্বর পাইনি। পরিশেষে জমিয়তের একটি সমন্বয়ে এই সম্পর্কীন্তের প্রধান প্রশ্ন কৃতজ্ঞ করায় এটি ধর্ম করেছি এবং ছাড়াই থেকে বদলির হয়েছিল দেখেছি। এ প্রশ্ন তিনি কেন বেছে নিয়েছিলেন তা আরাহা তাল জানেন।

কারণ যুরকি দিয়েও এর উল্লেখ মিলাতে পারিনি। আমি মন করি, এসব অত্ত্বের নিকট সম্মুখে অবশেষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আলেহাদী-মামলাচানা করার সময় এখন আর নেই। যার পর তাকে তার সামনে প্রসারিত, উন্মুক্ত। কেননা পথ সঠিক তা বহু আরাহার নির্দেশনা করে নিতে। কাজ করে যান। বিশাল কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আলাই তাদের সহযোগী হোন।

দেখ। তৎসরা! রাজনৈতিক হোক কিংবা ধর্মীয় হোক যেকোন সংগঠনের পরেরা আমার তাল থেকে কেলো পাদচর্চা করা। সাধারণ মানুষের দোর ভেঙে করার কর্মকাঙ্গে দেখতে নয়। জমিয়তের শীর্ষ নেতার সাক্ষাৎসর তাদের এই প্রশ্নটি উত্তর করেছিলে।

কিন্তু জমিয়ত সংগঠনের অন্যান্য সদর মুখে হালশা আপনার অপরিহার্য উত্তর দেখেছি।

তাহারা উভয় দয়া কিন্তু ছিল না। আমার স্বর ধারণ হইয়াছিল যে তাকে কেন অবশ্য সত্ত্বে বিশ্বাস করে ‘সম্পর্কীন্ত’র প্রথমে নিতে প্রস্তুত করে। আমের জমিয়তের সদস্য তালিকায় যে অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা এই দূরভিমানকে জড়িত ছিলেন, আজানে আছেন।

(৪) আলেহাদীহী যুবসংহ : সম্পর্কীন্তের দীর্ঘদিন পর ১৯৯৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ‘আলেহাদীহী আলেহাদীহী বাংলাদেশ’ নামে মরক্কী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ বিরুদ্ধের কারণ কি ছিল? এক্ষেত্রে না প্রতিফম শক্তির করা?
১১০

আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠন স্বাধীনতা

প্রকাশসর নবুল ইসলাম: ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই 'জমইয়ত' আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠনের সাথে 'সম্পর্কভীনতা' ঘোষণা করে। এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে ঐক্যের প্রচেষ্টা অ্যালিয়েন্স করেছিল। এমন কি যুদ্ধসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৭ বার ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জমইয়ত ঐ সালের ২৪ ডিসেম্বর জমইয়তের চাকরি আহলেহাদীঈ'র নামে তুলনা সংগঠন কার্যম করে সকল ষাঁড়ে প্রচেষ্টা করে দেয় এবং মানুষকে ব্যাপার বুঝায়। এর ফলে ঐক্য প্রচেষ্টা কার্যম অসাধারণ হলেও আহলাদীঈ সংগঠনের প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রচেষ্টা কৃষ্ণের চাইতে চলছিল। এই দীর্ঘ প্রয়োজনকে তুলে চলে সমালোচনা কৃষ্ণ আশায় প্রচেষ্টা হেরেছে প্রচেষ্টা মত বিভিন্ন প্রচেষ্টা কৃষ্ণের চাইতে চলছিল। এই দূর্বলাদের প্রচেষ্টা চূড়ান্ত রূপ দেয়। এর ফলে ঐক্য প্রচেষ্টা কার্য অসাধারণ হলেও আমাদুর আশার প্রচেষ্টা মত বিভিন্ন প্রচেষ্টা কৃষ্ণের চাইতে চলছিল। এই দূর্বলাদের প্রচেষ্টাতে তুলে চলে সমালোচনা কৃষ্ণ আশায় প্রচেষ্টা হেরেছে প্রচেষ্টা। এর ফলে ঐক্য প্রচেষ্টা কার্য অসাধারণ হলেও আমাদুর আশার প্রচেষ্টা মত বিভিন্ন প্রচেষ্টা কৃষ্ণের চাইতে চলছিল।

(৫) আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠন: আলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠনের ব্যাপারে নীতিকথা জন্ম। কিন্তু গোঁড়ায় সামরিকভিত্তি কেন হল তা বিবেচনা করা প্রয়োজন করে। এর কারণ কি হল আলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠনের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টায় আলাদা কোন জীবক্ষয় ছিল কি?

এই নবুল ইসলাম: আমি ঐ ধরনের ব্যাপারে দুই শ্রীনীতি ভাগ করি। প্রথম শ্রীনীতি যারা আরেক, তারা অতীতের কিভাবেকে তাই রেখে জনগণের বিভক্তিকে বজায় রাখতে চান না। এরা জাতির অস্তিত্ব। অন্য পক্ষ যারা আরেক তারা চান না যে বিভক্তি ছড় তারা ঐক্যবদ্ধ মোক। তারা অতীতে যে বিভাজন রেখাটি সৃষ্টি করেছিল সেই অপরিসংখ্যকে আঙ্গ করে রাখতে চায়। আর এর দায়িত্বের চাপের চায় আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠনের। এভাবে ঐ সংগঠনের মিলান করার জন্য আলাদানো দলগুলো ও উন্নয়নের কৃতিত্ব তৈরি করায়। অথবা তাদের এই অপরিসংখ্যকের জন্য আত্মপ্রকাশ নামস্তর। কারণ একেরা যখন দলীল ভিত্তি করে প্রকৃষ্ট সংবাদ অপসার হয় তখন একেরেক করটি এবং অনূর্ধ্বর্ধী হিসাবেই চিহ্নিত করে এবং সত্যকে প্রাদেশ হওয়া করে নেয়। অর এভাবেই তারা জনসাধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন হয়ে যায়ের ও নিজেদের বিগতে সংক্রন্ত করে ফেলে। অন্য দিকের সত্যের আলোয় উদ্ভাবিত হয়ে উঠেছে ‘আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠন’ ও ‘আহলেহাদীঈ অন্যদল’ হচ্ছে। ফাকিলা-হিল হামদ

জমইয়ত কর্তৃক ড. গালিবকে অবাহিত দান ও যুদ্ধসংগঠন সাথে সম্পর্কীন্তা জোড়া হওয়ার সর্বাধিক আমাকে বিচার করে তুলেছিল। কারণ এর আসন পরিয়ম করার হতে পারে। এটা আমার নায়ক বন্ধুর মানুষের পক্ষেও বাংলা করে পেটে হয়নি। এ সময় আমি চিল্মে সাতক্ষীরা জেলা জমইয়তের সহ-সত্ত্বিক। এই অবস্থিত ঘটনের প্রকটিকে জমইয়তের সিদ্ধ-এ মীমাংসা উদ্যোগ একাদশ দিনের পর আহলেহাদীঈ যুদ্ধসংগঠনের প্রচেষ্টা করে তুলেছিল। এর ফলে জেলা জমইয়তের পক্ষে একটি প্রতিদিন ধরে জমইয়ত সামাজিক প্রক্রিয়া প্রাথমিক সিদ্ধ হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মূলতের জেলা জমইয়তের সামাজিক সহ-পাচ সদস্যের একটি দল আমাদা ডাকাত গমন করি। জমইয়ত সামাজিক প্রক্রিয়া মূলমন্ত্রী ডাকাত দুটি দাবী উপস্থাপন করেছিল ও প্রথম দৃষ্টির ছিল, ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
যেহেতু আমাদের সকলকে চেন এবং যথেষ্ট সমান করে, তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাকে আপনার সাথে আনতে পারি। ফলে আপনারা বিশেষভাবে মীমাংসার আলোচনা করতে পারবেন। বিদ্যুত দাবী ছিল, 'মুহাব্ব' একটি সংঘটিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তার নামটি যদি অপসার হয় তাহলে নামটি পারে দিন। কিন্তু উক্ত সংঘটিতের কোন সদস্যের কার্যকলাপ যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে তাকে বাদ দিন। অনুগ্রহ করে 'সম্প্রতিঞ্জনাতার' ঘোষণা প্রত্যাহার করে দিন। এছাড়া অনুরোধের ভাবে জানিয়েছিলাম, 'সম্প্রতি' শব্দটি তো বাংলা, বাংলাদেশের সকল দলের মূল সংঘটিতের নামও তো বাংলায় রাখা হয়েছে। আমাদের অনুরোধে তিনি শুধু এস্টিউ বলেছিলেন, আমি তো সিদ্ধান্ত একা গ্রহণ করিনি। অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। তার কথাটিকে আমার নিকট সংক্ষেপ নিষ্কর্ষের জন্য ইতিবাচক মনে হয়েছিল।

অন্তঃপর আমরা দাকা থেকে ফিরে আসি। কয়েকদিনের মধ্যে আনতে পারলাম যে, সাতক্ষীরা খেলা জমিয়ত কেন্দ্রীয় নেতাদের দিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধচারণে করার ফল দাঁড়ালো এই যে- একদিন যাকে জমিয়তের সম্পদ বিবেচনা করে জমিয়তের সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল, তাকেই অবচেতনভাবে জমিয়তের দায় গণ্য করে অপচারেই অন্যতম দেওয়া হল। এরপরও তারা ক্ষত্ত হয়নি। জমিয়ত সংগঠনের নিকটে আমাকে চরম আপন হিসাবে চিন্তিত করা হয়েছিল। আর এভাবেই আমার ফুস্ত উদ্যোগের পরাক্রমে বর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। কী লাভ তাদের হয়েছে? জমিয়তেরই বা তারা কথাটিকে উপকার করতে পেরেছে?

(৬) আহলেহাদীছে মূলসং: অন্য দলের সেবাসম্প্রতি এমন কিছু যাত্রির মুখে দরদরা করে নিয়ন্ত্রণ যায়, অন্ততঃ এমন কিছু যাত্রি একদিন যা জমিয়তের সদস্য স্বামীর কথাই না উন্মুক্ত হয়। আপনার কী মনে হয়? তারা একদিন যখন ছিলেন তখন কাজের গতি করেছিল কি?

একের নিকট ইসলাম: এ এক অতিথীর গীতিধারক অধ্যায়। রোমানস্কা করা রুচিকর নয়। তবুও আমি বলবাম, মূলতঃ জমিয়তের গঠনতত্ত্বেই অপরূপতা ছিল। আর এটিও ছিল সেটিকে অনুসরণ করা হয়েছিল যে স্বগ্রহণকৃত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের অপরূপ গঠনতত্ত্ব ও পরিকল্পনাহীন কর্মশীল্য যারা পরিচালিত একটি দল বিদ্যমান হতে পারলেও নিজে কখনও আদর্শ প্রতিষ্ঠার ফলে অগ্রাহী হতে পারে না। বড়জোর সেটি সমাজের একটি কিংবদন্তি সংস্কারকারী হতে পারে। কিভাবে বিদ্যমান সভাসম্প্রতি গ্রহণ করে গুণগত আদর্শ কর্মেরই প্রতিষ্ঠার করতে পারে না। এই অন্তঃপর ও অপরূপতার কারণে আজকে জমিয়তের পুরোনো চোগায়া পাপ্তিতে পারিন।

এছাড়া গঠনতত্ত্বের নীতি লক্ষন করে দলটি হয়ে উঠছিল সেকথা দল ও মতের জাগ্রতির দ্বারা তাও উক্ত সংঘটিতের সদস্য খালিয়ে দেখেছি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী, সমাজতাত্ত্বিক, এমনকি জামাতাজাতীদের নামও।

অতএব বলব, কেন আদর্শবাদী 'আহলেহাদীছে'-এর জন্য এমতাবশ্ব ব্যাপ্তে কাজ করা সম্ভব ছিল না। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। আদর্শপর্যায় ও আদর্শবিদ্যা একসাথে চলতে পারে না।
(৭) আহলেহাসীথি যুদ্ধসংগঠন স্থাপন৷

প্রসন্ন নব্বুল ইসলাম : নিজেদের কর্মের দায় যারা বীর করে তারা মহাজন। কিন্তু যারা জেনে বুঝে দায়টা অনের উপর চাপাতে চায় তারা অভাজন। আসাদুরাখান কারাকান্ত থাকা অবস্থায় আদেলনের নেতৃবৃন্দ যে বৈঠকে রাজনৈতিক দল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে বৈঠকে তারা আমাকে ডেকেছিলেন এবং এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি দুটি শর্তে রাজনৈতিক দল খোলা যাবে মত দিয়েছিলাম। প্রথমটি ছিল যে, দল খোলার পক্ষে আমির জামাতের অনুমোদন নিতে হবে, দ্বিতীয়টি ছিল, নির্ধারণমূলী গণতান্ত্রিক দল খোলার অনুমোদন ইসলাম দেয় কি-না সে ব্যাপারে বিষয়বস্তু আলোচনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর '০৬ দাকায় ইজলিনির্মাতা ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত যুদ্ধসংগঠনের 'সম্মানেন' উপস্থিত বিষয়বস্তু আলোচনার দল খোলার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

আলীহার অনুপস্থিতে মেহেরবানীত ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট আমির জামাত আত করামুক হন। অন্তর্ঘ প্রথম বৈঠকেই জানা যায় আদেলনের অন্তর্ভুক্তিকালীন নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দল খোলার ব্যবস্থাপনা আমির জামাতের অনুমোদন দেয় বলে যে জুড়েছিলেন, তা সত্য ছিল না। আমির জামাত কারাকান্ত থাকে যে আইটি'টি চিত্র লিখে নেতৃবৃন্দকে দল খোলার পক্ষে আমোহাম্মাদ মুহুলেভ্লুন এবং শেখ মুহুম্মাদ রফিকুল ইসলামকে সদস্য মনে করতে হয়। নির্ধারিত সময়ে আমি এবং শেখ রফিকুল আমাদের লিখিত মতামতের জন্য তিনি সদস্যদের একটি সার-কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের এ কমিটির আহ্বান করে হয়। ড. মুহূর্তেলুন কেন মতামত দেননি।

আদেলনের প্রতিদিন মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আবার বিতর্ক ওঠ হলে আমিরের জামাতের উপস্থিত সকল সদস্যকে একটি রেজিষ্ট্রি খাতায় যাখাকে সহ মতামত জানানো ব্যবস্থা করেন। এসময়ে আমির মুহুলেভ্লুন কেন মতামত দেননি।

আব্দুল্লাহ সালাক্স মতামত দিয়েছিলেন এভাবে- 'প্রয়োজন দেখা গেলে দল খোলা যাবে। তবে এ মুহূর্তে দল খোলার প্রয়োজন নেই।' এ মিটিংয়ে বিভিন্ন ভাগ সদস্য দল খোলার বিপক্ষে মতামত দিয়ে যাখান করেন। ফলে সদস্যদের বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়।

বিষয়টির লিখিত দলীয় থাকা সবাই প্রতিক্ষা দেখে যুক্তি করার কারণ আমি দেখি না।

আমি আগে একবার বলেছি, সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকারের পনেরো অন্য দলে দলে কথা থাকে কালো পদ্ধি অন্তর্যাম। বাহির থেকে দেখা যায় না। ড. পালিবের প্রেরিতের রসরার জন্য কিছুটা অক্ষেপ করে দলে দলে দিয়েছিল। আমি যতদুর জানতে পেরেছি তা হল- আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার কাপড় এবং বিদেশী প্রবুদের কর্মকার ভিক্ষী।

প্রতিদিন বৃহত প্রতিদিন ইসলামের বিভিন্ন আদর্শগুলোর মত ভাব পাওয়া। তাই কেন মুহূলেভ্লুন দেখে বন্ধ নির্দেশান আদর্শে বলিয়া কেন ইসলামী দল ক্ষমতায় না আসে, সে জন্য চাঁদের পূর্ণকাল পরিপালন করে। তাই অর্থহিসাবে বাংলাদেশের তারা একদল লোকের জীবন সাজায়। অর্থপর জীবন নির্মাণ করার নামে পুতুল শাসকদের দ্বারা প্রকৃত আদর্শের ।

www.ahlehadeethbd.org
সান্নাত্তকার

১১৩

আনসারীদের উদ্দেশ্য করে। আর পাঠাতের মূর্ড শাসকগণ নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রকৃত ইসলামী দলকে ভয় পায়। এর সাথে রয়েছে দলপত্তের চতুর্থ। এই বিষয়ের শাস্ত্রের সময়ে উত্তর মহাকা সৃষ্টি করেছিল, উনাদ আবু রহমান ও বাংলা ভাইদের সর্বনাশা কর্মকাণ। এই বিষয়ের শাস্ত্র 'সর্বসাধৃত' দলের অভ্যুত্থানে এই দলবদ্ধ সৃষ্টি করেছিল।

সামাজিক কার্যের জন্য এই দলবদ্ধকে আগাল করতেই প্রকৃত আদর্শের শাস্ত্র ড. গালবকে তারা কারারূপ করে। এই বিষয়ের চতুর্থ আবু রহমান ও তার দলবদ্ধকে তাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল, প্রয়োজনে মেটার সাথে সাথে নিম্নলিখিত করে ফেলেছিল। আল্লাহ পাকের গায়ের মদ্দ ছিল ড. গালবের উপর। তাই এতোদূলো মামলা সাজিয়ে তাকে ফাঙ্ঝানা যায়নি। সব মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে তিনি কারামুক্ত হন। ফালিলাহি হুমাদ।

(৮) আহলেদীয় যুবসংঘ: আহলেদীয় আদেলান বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'তাওহীদ ট্রাস্ট'র সদস্য ড. গালব স্বার্থের সাথে কেন বিদ্রোহ করল? ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কেন ছিলো?

এক্সেস নবমী ইসলাম: এক অভ্যাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সাংগঠনিক মানে উদ্ধৃত হয় বা পরিষদপত্তি নেতৃস্থানীয় লেকার বলতা ছিল। ফলে সামাজিক মহাদের ভিত্তিতে দায়িত্বের নির্বাচন করে সংগঠন গড়তে হয়েছিল। আর তার মে ট্রাস্ট ঘটিত হয়েছিল সেখানেও এ মানে লোক বসতেছিল। ছাড়া অন্য দলের প্রক্ষিপ্তগুলো চিনির মূল ক্ষেত্রের কমিটি এবং ট্রাস্টের গুরুত্বপূর্ণ পানে আমিন নির্দেশ করেছিল। ট্রাস্টের অর্থ-সম্পদ যে পরিবর্ত আমানত এবং সংগঠনের জাত যে তা ব্যবহার হবে, এমন উন্মত্ত মানসিকতা, নীতিরেখা ও আমানতদায়ি তাদের মধ্যে ছিল না।

বাংলার তাদের উপর সাহায্য লাভ করেছিল। ফলে বাংলার সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা বিদ্রোহ করেছিল। ট্রাস্ট তাদের কর্তব্যগত হওয়ার পর তাদের কর্মকাণ্ড দেখে আমার এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ড. গালিব ছাড়া আবার কে? ড. গালিবই ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠার ও পরিকল্পনা।

(৯) আহলেদীয় যুবসংঘ: বিভক্ত আহলেদীয় সমাজের ঐক্য নিয়ে আপানার কোন প্রস্তাব না আছে কি?

এক্সেস নবমী ইসলাম: বৎসর! জমিরাত ও আদেলানের বিভক্তির সময়কাল প্রায় দুই কৃষ অতিক্রম করে যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে পানি, মেঘাণা, যুথুলীয় দিয়ে বহু পানি পাড়িয়ে গেছে। বায়ুচর্চা যে হত বিকৃত হয়েছে। এ সময় আমার মত নগণ ব্যক্তির শ্রীমান কর্নড় ব্যাউরেন্টের প্রক্ষিপ্তকা ভিত্তিতে প্রভাবিত করবে? তোমরা তরুণ। সব ব্যাপারে আশাবদ্ধ হওয়া তোমাদের ধর্ম। আমি মনে করি, তোমাদের সংগঠনের শিক্ষা তোমাদেরকে সমাজের জন্য কল্যাণচিত্তে বাঁচার। আমি চিন্তা কাউকে প্রভাবিত করবে কিনা জানি না। তবে তোমাদেরকে বিচিত্র করতে হবে। আহলেদীয় সমাজের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে একদল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রথমে উদয়োগী হতে হবে। তারা দুই পদক্কে ঐক্যের জন্য রাই করান। দুই পদক্ষে রাজি হয়ে যায় তাহলে তারা উন্ম পদক্ষে এমন সমাজ সজ্জায় স্মৃতান্তবিয়ের নিয়ে একটি নিম্নপথিকী বোতল গঠন করবেন। তাদেরকে হতে হবে মূম্পাতি। শীতোষ্ণ ও বৈতর্যক জন্য হতে হবে পরামর্শী এবং নিপীক্ষ মেরায়ের অধিকারী। অতঃপর এই বোতল উভয় সংগঠনের গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। উভয় গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হতে জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানকল্পে নির্ভরজাল ইসলামের মধ্যে নির্দেশ করা।
(10) আহলেহাদীহ যুবসংঘ : বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিকাল চলছে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় কি বলে আপনি মনে করেন?

একের নয়, ইসলামের ক্রান্তিকাল বলতে অবশ্য পরিবর্তন কালকে বুঝা। মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে সত্তাই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এক ধরনের অস্থিতিসত্ত্বেও এদের অন্য ভাবে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে তারা সত্তাকের নায়কের পথ পাবে? আমি তাদের সাধারণের সাথে কর্মরত দেশের বন্ধন অস্থিতিসত্ত্বে দেখছি। এর ফলে তাঁদের উদ্ধারের উপায় হয়ত দেখতে পাবে। প্রথমে তাঁদের ইচ্ছা দিতে দেখ। এই দেশের ইসলামী বিপ্লবের একটি শীর্ষ বিপ্লবের পরিসর হয়েছে। বিপ্লবের তুলনায় দুর্বল দিকে দুঃস্বাদ দাও। ইখিওয়ান নেতা রজব তাইয়েব এর দেশগুলো এক মার্কেট মুসলিম নেতা হিসাবে গণতন্ত্রের পৃষ্ঠায়। তিউনিসিয়ার বিপ্লবী নেতা রশিদ যাবুদী এবং মিসরের মুহাম্মদ মুসল্লি একই চর্চায়।

এসব ইখিওয়ানীরা একটি গণতন্ত্রের পায়ে তামাঁ-হেরসি দিয়ে পৃথিবী প্রদর্শন করছেন। যদের আশীৰ্বাদ এবং আমলের কোন ভিত্তি নেই, তারা গণতন্ত্রের কতকগুলি সক্রিয় রাখে পারবেন না। এসব দেশগুলির ক্রান্তিকালে সাধারণের রাজ্য, আর আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলোর ক্রান্তিশাস্ত্র ও চর্চার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর। এরাও আপনাকে, গণতন্ত্রের পৃষ্ঠায় এবং মায়াবাই শিকলে বন্ধ না। তাদের মধ্যে যা উদ্ধারের পথ দেখতে চায় তারা আলো নয়, আমাদের অবস্থার মধ্যে।

এই হল সাফত চিন্তা। তবে হতাশ কিছু নেই। কারণ নিজেদের ইসলামের রূপ এখন একেক দেখা যাবে, যখন সংকল্পের একটি সত্তার কাফেলা কোন সুত্ত্বে সত্তাকের রূপের বাদ স্বাভাবিক করে দেখাব। আশার যদি নিলে হোক না কেন সুত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে, সে তার সৌন্দর্য প্রকাশের আগে জাত না। এখন চাই একই দুই আইনী অতিক্রী, যারা উদ্ধারের ঐ পথটি উন্মুক্ত করে দিয়ে।

আমার বিবেচনা তাদের মাঝেই আবির্ভাব ঘটতে পারে এই অভিজাতীয় দলের।

তাঁদের যদিও সেই মূল্যা উপলব্ধি না করতে এবং অক্ষম প্রদর্শন তাঁদের মধ্যে থাকতে হবে।

(11) আহলেহাদীহ যুবসংঘ : আপনার ছাত্র ড. মুহাম্মদ আসাদ আল-গিরিব এখন আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং এক অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আপনি আপনার জীবনচরিত্র তা অবলোকন করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুমোদিত বুঝি কি যাক করবেন কি?

একের নয়, ইসলামের বিবাদ। এটি বস্ত্র। আপনি ছাত্র ড. মুহাম্মদ আসাদ আল-গিরিব সত্যিই এখন আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী। দেখ, সেই-সাথে পালায়।
সাফ্কাত্কার

গ্রন্থ সাধারণত অন্যিন্ত হয়। অনেক সময় স্বেচ্ছায় গ্রীতি দানকারীদের শুভে শুভ দেখা।

dোষ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা অন্য সাধারণ। অমার ভাব হচ্ছে অমার অনুভূতি প্রকাশ করতে
গিয়ে আমি অনুভূতি পরিচয় দিতে পারি কিনা। হে আমার সমন্বয়! আমি আমার
অনুভূতিকে পবিত্র জ্ঞানের দিশা অনুভূতি হয় দেয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে একটি
প্রাণাকর্ষণ করে নেব। আমি সাহিত্যের তাত্ত্বিক তথ্য ও অপারেক। 'অলিবার তত্ত্ব' সাহিত্যের একটি
প্রধান বিষয়। এই অলিবার তত্ত্ব 'চিন্তায় গীতি' কথাই অবশ্যই, যা বক্তব্য অনুভূতি
বিষয়কে চিত্রের সাহায্যে মূর্তি করে দেবে। একে অর্থপূর্ণ রূপ দান করা বলে।
পবিত্র জ্ঞানের সাহিত্যকর্ম মান সর্বকালের সকল সাহিত্যের মধ্যে ব্যাপক। সাধারণ
সাহিত্যের চিত্র আমাদের জীব প্রকৃতির উপাদান। কিন্তু জ্ঞানের চিত্রের চিত্তাষ্টাঙ্গী এবং
বাবপ। এই চিত্রের অধিকাংশ লক্ষ্য করা, এখানে অনুভূতি ও ভিত্তিকে বর্তমানের
ক্যানবাসে আর হচ্ছে। অমার মানুষের দেখা এবং কলার অভিজ্ঞতা। অন্তুষ্ঠান
তা'আলা দেখা এবং কলার উদ্ধে। তাঁহাকে কাল শুধু একটা। অতীতে নই ভিত্তিকে
নেই, আছে ওপর বর্তমান। তাই তাঁর কলামের চিত্রগুলো সব বর্তমান কলার ছবি। এর
অন্য বৈশিষ্ট্য তাঁহার অন্য কোন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া না। অনন্যতার এই ছবি
দুইটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এক- অনন্য সৌন্দর্য। দুই- চৌকে সমান দীর্ঘকাল রূপে
উজ্জ্বলত, যে একটি সৌনার হারের ল্যাপটারের সে উজ্জ্বল হিরক্ষ।

এবারে দুর্লভতাতে অনুষ্ঠিতব্য একটি চিত্র বর্তমানের ক্যানবাসে দেখা। ক্যানবাসের দিন
বিচারের শেষে একদল মানুষের ছবি কতটা উজ্জ্বলভাবে আলো হচ্ছে। এই চিত্রে এমন এক
দল মানুষকে দেখা যাচ্ছে যাদের পূর্বীকরণে নিজেদের নেক আমাকে যারা বহ মানুষের
আমাদের শুনে সাহারকে পূর্ব করে দিয়েছি। এই আমাদের সাহে কলায় হয়েছিল
প্রবহমান ছদমাত্র। এবারে অণুষ্ঠিত মানুষের নেক আমাদের সমগ্র অণু
উপরকারীর উপরে জমা হয় তার সাহারকে পরিপূর্ণ করে দেখো। পরের দৃশ্য
দেখা যাচ্ছে- একদল আমাদের প্রথম মর্যাদা সহকারে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চিত্র
আকাঙ্তির স্থল আমাদের দিকে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ঘরোয়া সাহারকে
তাদের জন্য আমাদের দরজা খুলে দিয়েছে। সালাম জানিয়ে বলছে, 'সালাম আলাইকুম মিনানা
ফাল্কাবাউলু বালিদীন'। অর্থুৎ 'তোমাদের প্রতি সালাম। তোমারা সুখী হও এবং জ্ঞানের
প্রেরণ কর চর্চারাজ জন্য তারা জন্য তাদের একটি মন কর। পূর্বাং কোন শক্তি নেই যে তাঁকে এই
মর্যাদাহারে করার পারে। পূর্বে
মন কর বলেছি দেশপ্রিয়তাতে অন্যত্ব। আমি তার দোষাধ। আমি তার মর্যাদাকের নগণ শিক্ষক।
আমার দৃস্টান্ত চৌকের সামনে আসাদখানার এই অবহার দেখি।

(12) আহলেখায়ী মূলসত্ত্ব : গত বছর ৮ ও ৯ ডিসেম্বর '১১ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয়
কাউন্সিল সম্প্রশন আদালত কাছে কেমন মন হচ্ছে?
প্রধানের নরাল ইসলাম : 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্প্রশন আদালতে' থেকে আমি
তোমাদের সুখী হও এবং জ্ঞানের
কর্মতপত্রা দেখছিলাম। তোমাদের কর্মতপত্রা দেখছিলাম আর উজ্জ্বল সমান্তরা এক
আনুক্রমিক ছবি আক্ছাড়িত। তোমাদের মুখের ছবিতে আমি অভিজ্ঞতের এক তরঙ্গের
অহলেহাদী যুবসংঘ স্মারকপ্রচার

প্রতিবিষ্ট দেখতে পাছিলাম। ঐ তত্ত্বের কাহিনী আগে শোনানো যাক। ঐ কাহিনীই আমাদের অনুকূলের বর্ণনা দেব। হিজ্রী ১৩ সালের ঘটনা। সিস্যুর রাজা দাহিরের কারাগারে বন্দী ছিল একদল আরব বণিকের পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্য। নারী, শিশু, বৃদ্ধ। ঐদের মধ্যে বন্দি ছিল সালামা নামে এক কিশোরী। ঐ মেয়ের রাজা দাহিরের কারাগারের কঠিন নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে ইরাকের গভর্নর হাজারাজ বিন ইউসুফের নিকট গেপেন পত্র পাঠায় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পত্রবাহক হাজারাজের হাতে যখন ঐ পত্র তুলে দিচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত ছিল সাতাশ বছরের যুবক সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। হাজারাজ সালমার চিঠিটা মুহাম্মদের হাতে দিয়েছিলেন এবং একদল সেনার সেনাপতি হিসাবে মুহাম্মদকে সিস্যুতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (মূল ঘটনাটি হল-ইরাকের উমাইয়া গণর হাজারাজ বিন ইউসুফ (৬৮-৬৬ই.স.)-এর জন্য মার্কান ও তৎসমাবিতি এলাকায় তার নিযুক্ত শাসক মুহাম্মদ বিন হারুন কর্তৃক উপেক্ষাকৃত হিসাবে প্রেরিত একটি জাহাজের স্থান এলাকায় ভাকাদল কর্তৃক আক্রমণ হয়। যার মধ্যে শ্রীলক্ষের জনরাধিকারী কিছু পিতৃবীন ইয়াতীম মুসলিম বালিকা ছিল। তাদের মধ্যকার বনু ইয়ারবু' গোত্রের একটি মেয়ে এই হাজারাজ। বলে চিত্কার করে ডাক দেয়। এ খবর হাজারাজের নিকট পৌঁছে পেলে তিনি সাথে সাথে ‘লাহাইক’ বলে ওঠেন এবং সিস্যুর রাজা দাহিরের নিকট মেয়েগুলকে ছেড়ে দেবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা দাহির অপরাধীকে একক করে বলেন, ‘ভাকাদলা তাদের নিয়ে গেছে। আমি তাদের উপর কোন ক্ষমতা রাখি না।’ তখন হাজারাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর দু’টি অভিযোগ প্রেরণ করেন। কিন্তু তার বার্তা হয়। তৃতীয়বারে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রেরণ করেন এবং তিনি সিস্যু বিয়ে সফল হন (রাজাবংশী, ফুতুহস বুলাদান, প. ৪২৩-৪২৪)। সে সময় তার বয়স ছিল ২৭ বছর। তরুণ মুহাম্মদ কী কঠোরিলেন সে ইতিহাস তোমাদের সবার জন্য। তোমরা কি দেশী-বিদেশী দাহিরের কারাগারে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধের কান্না জোরে পাও? এরা তো সেই ভাষায় কাদে, ‘রক্ষানা আপরাজিতা মিন হালিবিল কুরিয়াতিয় যা-লিম আলুলুহা, ‘ওয়াহ’আল লালা মিরাদুন্নাকা অলিবিলু ওয়াহ’আল লালা মিরাদুন্নাকা নাতিগণ- অর্থাৎ ‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে অত্যাচারী এই জনপদ থেকে বের করন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন নেতা এবং একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করন’ (নিসা ৭৫)। আমি তাদের অস্থিন্তা শুনি আর তরুণ মুহাম্মদকে খুঁজি। তোমাদের সময়সেনে বলে তোমাদের তরুণ মুত্থে মুহাম্মদের মুখের ছবি বুঝিলাম।

আহলেহাদী যুবসংঘ : দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যাপারে মূল্যবান সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দো’আ করছি আলাহ যেন আপনার ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় করেন-আমীন!

***

www.ahlehadeethbd.org
জঙ্গীবাদের অভিযোগ : এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

-ব. মুহাম্মদ সাবাহাওয়াত হোসাইন

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরি ও প্রদর্শক সম্পাদক, আহলেহাদীহ আদেলাদল বাংলাদেশ।

2005 সালে 'আহলেহাদীহ আদেলাদলের ব্যাপার আকাশে দেখা দিয়েছিল এক ঘন কালো মেঘ। যা টলেডোরপে আঘাত হেলেছিল এ দেশের আহলেহাদীহ জনতার উপর। লম্ফনও করে দিয়েছিল সবকিছু। একটি সাজানো নাটক, এক জন্য মিথ্যাচার, হলদ সাংবাদিকতার হিস্টরো ছোবল, বিরুদ্ধবাদীদের কুর হাসি, অতঃপর আদেলাদল-সংগ্রাম, মিছিল-মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন এসবই ছিল ২০০৫ সাল ও তৎপরত্বী ঘটনাধ্বার। আলোচনা নিবন্ধে যার কিছু যুক্তিচরণ করা হলো-

ঘটনার সূত্রপাত:

২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী-২০০৫ রোজ বুধপত্তি ও পূর্বাবাদ 'আহলেহাদীহ আদেলাদল বাংলাদেশ'-এর জাতীয় ভিক্টি বার্ষিক তাবলীগী ইজেতেমার তারিখ পূর্বনির্ধারিত ছিল। সকল প্রক্ষিপ্ত আলো সম্পন্ন হয়েছে। ইরিয়েম্যান প্রথম আলো, জনকর হয়েছিল বার্ষিক দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিয়ারা পরিকল্পিতভাবে একই সুর জঙ্গিবাদের সাথে মুহতারাম আমার জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালাবির নাম জড়িয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাকে। জঙ্গি অপত্তনের অভিযোগ নাটোর ও বেঙ্গল বোডটাতুকৃত শফিকুল্লাহ ও ফরমান আলী ১৬৪ ধারায় প্রদর্শনী তীক্ষ্ণভিমুখ জ্ঞানবীন নাকি তাদের নেতা হিসাবে আমারের জামা'আতের নাম বলেছে। এর দু’একদিন পর লানমিনহাট বৃহৎ জঙ্গীর নাকি একই কথা বলেছে। চিন্তিত ঐ পত্রিকাগুলি একই সুরে সুর মিলিয়ে আমারের জামা’আতের বিস্মৃত নেতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাকে যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ফেব্রুয়ারী’০৫ বুধপত্তি নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে জঙ্গিবাদের বিস্মৃত তার ও আহলেহাদীহ আদেলাদলের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি সমবেত সংবাদ কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্বয়ংসিদ্ধ করে বলেন, 'সম্প্রতি নাটোরের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আমাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর প্রকাশ করেছে, তার সাথে আমার ও আমাদের সংগঠনের বিদ্যমান সম্পর্ক নেই। আমি নিজে এবং আমাদের সংগঠন ‘আহলেহাদীহ আদেলাদল বাংলাদেশ’ ও তার যুব শাখা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংগঠন’ থেকে চরমপরিদীর মতবাদ ও নেগেটিভ মুভমেন্টের দোর বিরোধী। আমারা পরিভাষ করলাম ও হাজী হাদীরের আলোকে জীবন পাড়া মিথ্যাশী এবং সে আলোকে সমাজ সংস্কার কাম্য করি।

উল্লেখ যে, উক্ত শফিকুল্লাহ ও ফরমান আলী জেমাইসিতে জিজ্ঞাসাবাদে আমারের জামা'আতের নাম বলেছিল। আর জেমাইসিথে ফিরে ফিরে এসে তার একা আদেলাদল। ১৬৪ ধারায় প্রদর্শনী জ্ঞানবীনের তার নাম বলে। এতেই যে বিষয়টি যে সাজানো, তা দিবালোকের নাম সুপার হয়ে ওঠে। তাছাড়া কেউ কারো নাম বলে দিলেই তিনি অপরাধী হয়ে যান না, যথস্থান না সূচিরিভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যদি তাই হতে, তাহলে বাংলাদেশ ইতিপূর্বে সংরক্ষিত সকল রাজনৈতিক খুন, বোমা-গ্রেনেড হামলা ইত্যাদির জন্য বিএনপি ও

www.ahlehadeethbd.org
আওয়ামী লীগের বহু মন্ত্রী-এমপিকেই এর ইতিহাস চিহ্নিত ছিল। কেননা প্রতেকটি ঘটনার জন্যই এরা একে অপরকে দায়ি করে থাকে।

এর নাটক:

২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫। আর মাত্র দুই দিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে এ দেশের আওয়ামী লীগের জনতার সব সমাজ সমগ্র বার্ষিক তালিকায় ইজতেম। ইজতেমকে ঘিরেই চলছিল তখন সকল আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রতিদিন ও সকল জনতা-কল্পনা। চারিদিকে সাজ করা হয়। সকল বিভাগে আর করা বা নেওয়া শেষ মুহূর্ত তখন। কেন্দ্রীয় নেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে মারাত্মক চলে এসেছে। কিন্তু ঘটনার দিন বিকাল থেকেই মারাত্মক ও তত্ত্বাবধান এলাকায় আসেন নতুন মুখের আনুগত্য। মাগরিবের

ছালাতে মসজিদেও অনেক নবাগতকে দেখা। বিষয়টিকে আমার কেউ নির্দিষ্টভাবে চিহ্ন করিনি। তবে ইজতেমে সামনে তাই বিভিন্ন ধরনের মানুষের আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সকালের পর আমার অফিস কর্ত্তৃত্বে বেশ কয়েককব্জ সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা সদস্যের আমাদের গায়ক হয়। তাদের সাথে আলাপচর্চায় বুঝতে পারাম যে, নতুন মুখের গোয়েন্দা সমগ্র সাপো আমাদের কাছে থাকা ছিল। তাদের মধ্যে উচ্চপদের কর্মকর্তাও রয়েছে। এতে সম্ভাবনা গোয়েন্দা আমাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, পত্র-পত্রিকায় ‘সাগার’ সম্পাদক লেখাচিত্র হওয়ায় সাক্ষাৎ আরো গোয়েন্দা একটু প্রসার হয়েছিল পুনরায় ইজতেমের ব্যবস্থাপনায় আমাদের পাতিয়েছেন।

কিন্তু না, বিধান বাম। মধ্য রাতের পরেই পূর্ব পরিকল্পনা ও রাতের সরবরাহ সাভারীলীকরের নিদর্শন অনুযায়ী তারা উদ্দেশ্য হালিলে মাঠে নেমে যায়। শুরু হওয়া রাজা-পলিশ দিয়ে পুরো মারাত্মক ঘিরে ফেলা হয়। রাত প্রায় ২-২ কিলোমিটার সম্পূর্ণ ইমারতের দ্বিতীয় তলায় আমার জামাতা আতের বাস থেকে আগে একে নিয়ে করতো সূচনালী করা হয়। একই সংগে 'আলবানলান'-এর তৎক্ষণাত নামেরে আমার আমু হসাম সালামি, সেক্টরটি আলবানলান অধিকার মাওলানা নূরুল ইসলাম 'মূসবং'-এর সংগঠনী সম্পাদক এ.এস.এম আমিনুজ্জলাও এর প্রচার করা হয়।

তাদের চর্চা হওয়া বলে পরিবহন করা হয়। অতঃপর নগরী, বর্গী, গাইন্ডা, সিকারাগুলি, গোপালগঞ্জ ব্র্যাক্স যুদ্ধ খুন, ডাকাতি, বেদনা হামলা, বিক্ষোন দ্বিতীয় ইতিহাদ অভিযোগে মোট ১০টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

অপরদিকে তাদেরকে এর প্রচারের পরদিনই এক সরকারী প্রেসে দেশে জায়গ তত্ত্বপ্রতিরক্ষার সাথে জড়িত থাকার অপারেন্ট 'জমাআতুল মুহাসীন বাংলাদেশ' (জেএমবিও) ও 'জমাআতুল মুহাসীন বাংলাদেশ' (জেএমবিজেভি) নামের দুটি সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। উভয় সংগঠনের নেতা শান্তিপূর্বক ও হিংসা করলে মহাবৃহৎ আলোচনা ও হিংসাকৃত রহমান ওত্তরে বাংলা ভালে পরিচালনা শুরুর বলে হলেও প্রেসে জনানো হয়।

হাস্যকর ব্যাপার হলো এই যে, নিষিদ্ধ করা হলে দুই অ্যাংশ সংগঠনকে, যাদের প্রকাশ্তে কোন বক্ত্র, অফিস, সভা-সমিতি, বর্তমানী সম্প্রদায় সাধনাবিদ্যা অধিকন নয়। আর এর প্রচার করা হলে, ১৯৭৮ সাল থেকে চলে আসা শান্তিপূর্বক ও নিয়ন্ত্রণ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে। অবশেষে জাতি প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাত চালুরীর জোট সরকারের পূর্ব সাধনার নিষিদ্ধ নির্মূল বাস্তবায়ন।

www.ahlehadeethbd.org
প্রবন্ধ ১২১

যে সংঘটনের যাবতীয় কার্যক্রম প্রকাশ্য, প্রতি বৎসর বিভিন্ন মেলায় হালার হালার ধারণার মুসলমানের উপস্থিতিতে যে সংঘটনের বার্ষিক মেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্যাকার কার্যকারিতা উপস্থিতিতে ২ দিন ব্যাপী বার্ষিক তাবলিগী ইজতেম, যে সংঘটনের বই-পুস্তক, পরিচিতি, পোশাক লিফলেট আদান সরকারের প্রকাশ্য, যে সংঘটনের মিছিল মিছিল, সভা-সমাবেশসহ সকল কার্যক্রম প্রশাসনের নায়কের ডাক্তার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যে সংঘটনের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ব্যাপক, যে সংঘটন পৌরসভায় কাজ করে, এমন একটি সংঘটনের নেতৃবৃদ্ধকে যথাস্থায়ি জীবিত মিথ্যাবাদে মিথ্যাবাদের মিথ্যা অভিযোগে মেফতার করায় দেশের অনুভূতি কোটি আহলেহাদীহ সহ দেশবাসী ক্ষুদ্র হয়ে এবং মূল্যবার্তা ভাবে তথ্যাকৃত ইসলামী মূল্যবাদের সরকারের।

সরকার অধূ নেতৃবৃদ্ধকে মেফতার করে অন্তর্যামী হয়নি। বিগত ১৫ বছরের ঐতিহ্যগত দুর্দিন ব্যাপী বার্ষিক তাবলিগী ইজতেমাতেও পৌরসভায় দেশে উল্লেখ করে ফল অর্ন ইজতেমা প্রয়োগ করতে আগ্রহ ছাড়া সে সময়ের উমাই হয়। ইজতেমা প্রকাশ্য নওদাপাদাশহ, রাজশাহী মহানগরীর মধ্যে অন্তর্গত ধৃতৃত হয়। সেকারণ একই প্রথম দিন গান সাবধান কেন মেফতার করা হল। তার কষ্টে সব সময়ই জীবিত ও সকলের মেফতা সোচ্চর তার দেখি তো এসবের মেফতা সুত্র এটি মূল্যবাদে তার উপর ভার মিথ্যা অপবাদ, এক জন মিথ্যাবাদ মূল্যবাদে।

দেশ বিবর্ধন রক্ষা রক্ষা করার সাথে সম্প্রূত থেকে প্রবাক ব্যাপহ, সংঘটন বা প্রতিষ্ঠানের মেফতা রক্ষার পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এটি সকলেরই কাম।

অন্তর্দেশ লাঞ্চ নামককার মেফতার থেকে এটি যথাযথ রূপে পরিচিত। কিন্তু উক্ত অভিযোগে কেউ বলির পাথা হোক এটি মূল্যবাদে কেউ করা করেন না। যদি এমনটি হ’তে থাকে তবে সত্যের উমাই ঘটে। প্রকৃত অপরাধিক ধরা-ছোয়া বাইরে থেকে থাকে যাবে। দেশে অন্যান্ত-অন্তর্ন, যুধিত-পরিধান, বুথ-রাহাজানি বেঁধে যাবে। পরিণামে রাই ক্রমশ ধারনের দিকে নির্দেশ করা এবং জনান্যে কোন ধৃতৃত হয়ে এক সময় গণবিদ্যায় রূপ লাভ করবে। 'আহলেহাদীহ আদেলানের' নেতৃবৃদ্ধের ক্ষেত্রে সরকার এমনই এক হইতে স্বদেশ নিয়ে ছিল।

প্রসন্ন উল্লেখ যে, ১৯১৪ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর থেকে 'আহলেহাদীহ আদেলান বাংলাদেশ' দেশে মিষ্টির নিয়ন্ত্রক তাবলিগী কর্মিকার মেফতা ছাড়ুে। তাই আগে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে উক্ত সংঘটনের যুব বিভাগ। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুববৃদ্ধ' একই লক্ষ্য-উদ্দেশ নিয়ে ময়দানের কাজ করে আসছে। অতঃপর 'আহলেহাদীহ মহিলা সম্প্রদায় মা-বোনদের মধ্যে এবং 'সোনামণি' সংঘটন শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে ধ্যানের দাওয়াত দিতে চলেছে। আহলেহাদীহ আদেলানের উপরে কৃতি আমিশে জামা। আমাদের পিএইচ্চডি অভিব্যক্তি 'আহলেহাদীহ আদেলান: উপপাদ ও ক্রমবিধাই, দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাবি সহ' বহু পূর্বে ছাপাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতভাবে ও হয় আলাদার ৩০০তম অধিক পুস্তকের তিনি যাত্রামাত্র রচিত। এমন হ'ল তার পিএইচ্চডি সিরিজ তো, পুস্তক কে কি সমূদায় জিনাদের মাধ্যমে রাই ক্ষমতা দখলের কথা বলা হয়েছে? মুহাম্মদ আহমেদ জামা। আমাদের প্রশ্ন নিয়ে অন্তর্গত সাবধান সম্মেলনের বলা ছিল না, ১ কে ১১ করা যায়, কিন্তু ০ কে ০ তো আর ১১ বাণী। যার সরকার ০ কে ০১ বাণীর পরে একটি প্রচেষ্টা ঘর্ষক হচ্ছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে
চলেছেন। কেননা আমন্ত্রণে জামান আত্তের সাহায্যে সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জনপ্রিয় বা যেকোন ধরনের চরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তব্য ও লেখনী উপহার দিয়েছেন তা একবার পাঠই যেকোন পাঠক চেষ্টা করে সরকারের এই ন্যায়করণকে সিদ্ধান্তকে বিক্রাধার জানাতে বাধ্য হবেন।

মামলা সমূহের বিবরণ:

প্রথমে ৫৪ ধারায় প্রেক্ষাপটের পর দেশের উত্তরাঞ্চলে ৬টি মলায় মোট ১০টি মিঠা মামলায় আমীরে জামাতে আসামার করা হয়। এর মধ্যে ৬টি মামলায় প্রাথমিক তদন্তে নির্দেশ প্রমাণিত হবার তিনি ফাইনাল রিপোর্ট পেয়েছেন। আর ৩টি মামলায় বিচার কার্য শেষ নির্দেশ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি বেকমুর খালিসে পেয়েছেন। অবশিষ্ট ১টি মামলা এখনো বিচারবিহারী আছে। দেশে বিদ্যমান বিচারকার্যের দিয়েসূত্রিতার কারণে এটি বিলম্বিত হচ্ছে।

<table>
<thead>
<tr>
<th>নং</th>
<th>মামলার ধারা, ধরণ, তারিখ ও মামলা নাম</th>
<th>বাঙালি ও মলায় নাম</th>
<th>ফলাফল</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ধারা-৫৪, ০৫/০৫, ০৯/০৪/০৫</td>
<td>শাহমখদুম, রাজশাহী</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>এসটি ৪৫/০৫, বিকেরক্রিয়া, ০৪/০২/০৫</td>
<td>উলাপাড়া, সিরাজগঞ্জ</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>বিশেষ ট্রাইবুনাল ৪৮/০৫, বিকেরক্রিয়া, ১৩/১১/০৫</td>
<td>পোরশা, নওগাঁ</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>হত্যা মামলা, নং ২১/০৫, ১৪/০৬/০৬</td>
<td>রাজনীপুর, নওগাঁ</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>সেশন ৩৬/০৬, ডাকাইলি</td>
<td>কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>এসটি২২/০৫, বিকেরক্রিয়া, ২৬/০৭/০৫</td>
<td>গোবিন্দগঞ্জ, গাইবাবা</td>
<td>ফাইনাল রিপোর্ট</td>
</tr>
<tr>
<td>৭</td>
<td>১৬/০৫, বিকেরক্রিয়া</td>
<td>পলাশবাড়ী, গাইবাবা</td>
<td>বেকমুর খালিসে রায়ের তাং-</td>
</tr>
<tr>
<td>৮</td>
<td>কেস/৩, জিআর/১৪/০৫, ০৬/০২/০৫, বিকেরক্রিয়া দ্বারা</td>
<td>গাবতলী, বড়োড়া</td>
<td>বেকমুর খালিসে রায়ের তাং-</td>
</tr>
<tr>
<td>৯</td>
<td>ST ৬১/০৫ বিকেরক্রিয়া</td>
<td>শাহজাহানপুর, বড়োড়া</td>
<td>বেকমুর খালিসে রায়ের তাং-</td>
</tr>
<tr>
<td>১০</td>
<td>৪৫৫/০৫ বির ট্রাইল (হাইকোট-মিসেসের নং-১৮৮৮০/০৬), ১৩/১২/০৬ হত্যা</td>
<td>শাহজাহানপুর, বড়োড়া</td>
<td>ট্রাইল চলছে। পাবলিক সাক্ষী শেষের পথে।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

www.ahlehadeethbd.org
জৈহীবাদ ও সম্বন্ধিতদের বিরুদ্ধে আমিরের জামা'আতের লেখনি:

মুহাদ্ররাম আমিরের জামা'আতের হয়ে জৈহীবাদ সহ মোকান ধরনের নোগুনাক জীবনের ঘোর বিরোধী, তার লেখনীই এর প্রকৃত প্রমাণ। নিম্ন জৈহীবাদের বিরুদ্ধে তার উল্লেখযোগ্য কিছু লেখনী উপস্থাপন করা হলো।

(১) মাসিক 'আত-তাহারিক' ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ দরসে কুরআনে 'জিহাদ ও কিংসা'-এ (পৃষ্ঠা ১৩) তিনি লিখেছেন, 'কবীরা পোহাইদার মুসলমানদের খতম করে সমাজে নির্ভরের করার জীবনী তৎপরতা কোন জিহাদ নয়, কিতাল্লও নয়।

(২) একই নিবন্ধের অনুযায় (পৃষ্ঠা ১২) তিনি উল্লেখ করেছেন, 'অনেসলামী রাষ্ট্র বাবস্থা চূড়া করে ইসলামীর রাষ্ট্র বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য' জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যা পিছনে কুরআন, হাদীস ও রাসুলুল্লাহ (সা) এর জীবন থেকে সালারি কোন সম্পাদন পাওয়া যায় না।

(৩) তার রচিত 'ইকুমতে দীনের পথ ও পশ্চিম' বইরের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি পরিলক্ষিত করে বলে দিয়েছেন 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শাস্ত একটি দেশ বুলেটের মাধ্যমে রক্ষণ করতে তাহাতি ইসলামীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রতিক খুদ দেখানো জিহাদের নামে স্বীকার করে বিচার ভাবে কিছুই নয়। অনুরুপভাবে দীন কারের জন্য জিহাদের প্রকৃত ধোকা দিয়ে রাতের অংশকে কোন নিরাপদ পরিবহন অংশ চালানো বা মোকান তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী ভোকে উদ্দিনের সালামনর তর্কদর্শীকৃত ইসলামের শরুকের পাতায় ফাদে আঠাকের বিচার করার চক্রত মাটি।

(৪) একই বইরের ৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'বাংলাদেশ সম্প্রতি ক্রমই রাষ্ট্রীয় চুক্তির চরমধূক্ত রাজনৈতিক তত্ত্বভাবে পক্ষ ইসলামকে ব্যবহার করা যােন ফুর্তি পাচ্ছে। পার্শ্বত চতুর্থাব্দে 'শাহী বাহিনী'-র নামে সত্রাস বাহিনী সৃষ্টির নয় এই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী যুদ্ধভূমি অংশ হিসেবে স্বাভাবিক মহলের দৃশ্যের সাথে মত প্রকাশ করে থাকেন। যাই হোক তার একাদশ কিছু লোকগুলি দিয়ে 'দীনের কারের' অপব্যাখ্যা সরলরুপে লেখনী যেমন জনতিকে নিকটে সরকারী করতে পারে, তেমনি অন্তরিক্ষে তর্কদর্শীকৃত জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে সালামের বিচারে উদ্ভাবন করেছে। পরিক্রিয়াকা একই উদ্দেশ্যে তপণ অনুমোদন ১০টি ইসলামী জীবন সংগঠনের নাম এরেন্দ্র। এমনকি কোন কোন স্থানে এর দেওয়াল লিখিত নয় নয় পাওয়া যায়। বলা যায়, এর সকলেরই উদ্দেশ্য সালাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতি দেশের রাষ্ট্রকর্মী দণ্ড করা ও ইসলাম হিসেবে কাজ করা'।

(৫) তিন পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'এইসব চরমপ্রত্যাশা কুরআন-হােমিহার বিকৃল ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক প্রকার মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সমাজের অংশ-ওলামকে কাফির-মুহমাদ বলে ভিন্ন করিতে করিতে তাদেরকে ভাবে করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমই পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে। মুলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শাতের পাতায় পাঙ্ক পা দিয়েছে এবং নেতৃত্বকে হতাকার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহে নেতৃত্বকার বিদেশী দীন-কংক বাস্তবায়েন মাটি দেখেছেন।

(৬) পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'জিহাদের নামে এর দীনপ্রতিষ্ঠা আহ্লাদকে কোন দিয়ে বস্তানে দেশবাদিহারা কাণ্ডের দীন ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য পাশাপাশি অপসারা জাতি বিদেশি ও বিদ্ভূতি

(৭) একই পৃষ্ঠায় তিনি আর বলেছেন, 'এদের নায়সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিকৃল সালাম হোক বা নিরক্ত হোক যেকোন ধরনের অপত্তণপ্রতি, বিদ্ভূতি ও বিদ্যৃতি...
ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনক্যাব্যক্তিকে মূল্যায়ন নিয়মে মনে চলতে যেকান মুসলিম নাগরিক বাধ্য।

(৮) ৩৯ পাখে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে জিহাদের তুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরকারকে সাধারণ বিদ্রোহী উপেক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ধর্মান্তর এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বন-জলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে যদি জিহাদের মাধ্যমে জন্মত্র পেতে পারেন তবে আমারও লেখাপড়া না করতে জিহাদের মাধ্যমে জন্মত্র লাভ করব। কিন্তু এরপর ধীরগতি ইয়ুদি-খুবাত্তান ও ব্রাহ্মণবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক আর অশিক্ষিত মুসলিম তরকারা তাদের বেমার অসহায় খোলাক হৌক-এটাই কি শরুকের উদ্দেশ্য নয়?’

(৯) ৪০ পাখে তিনি বলেন, ‘সাপ্তাহিককালে জিহাদের ধীরতা দিয়ে বহু তরকারকে বোমাবাজির নামাক্রমেই হচ্ছে। অতএব হে জাহাঙ্গীর সাবধান হও।

উল্লেখ্য হারফিহীন বন্ধুগণকে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আমার জামা'আতের দুটি অষ্ঠান্ত সৃষ্টিতে সংতুষ্ট হবে ওঠে। এই দুর্দিব্য শতব্দি থেকে বিভিন্ন সময়ের প্রত্যেক উপভূমির যে মুসলমান বিদ্রোহী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিরত বস্ত্র দিয়েছেন, তাই তাদেরই মদদদাতা হিসাবে প্রক্ষম করে ইতিহাসের কল্পিত অংশটিই রন্ধন করেছে। এক জানা মিথ্যার জন্য দিয়ে সরকার মায়ের বাহ্য কুকুর দেখার শেষ করেছিল। কিছু অসামান্য পাকের অনশষে মেহেরচানের ভিত্তি হলেন সত্যি প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধীর ধন হয়ে শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। আর অসমান্য পাকের মাল্যসম্পন্ন হচ্ছে ইতিহাসের আত্মীকৃত।

জঙ্গিদের এবং সততাবাদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রস্তুত আমারে জামা’আতের কর্তব্য বস্ত্র:

১. বেলা সময়ের, সততাকাল, স্বাং চিল্ডেনস পার্ক, সততাকাল। তার সেপ্টেম্বর ১৯৮৯:

'আপামারা বন্ধু! বোমাবাজির রাশ্ত কি কুরআন-হাযিদাহ অনুভবের জায়গা আছে? বন্ধু! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্দেল করা কি জায়গা আছে? রসূল (ص) বলেন, 'মান হামলা আলাইনস সিলা-হ ফালাইনা মিলা' অর্থ যে বাকি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ করে অস্ত্র উদ্দেল করল, তা শুধু মুসলমানের দলভূক্ত ছিল না।' রসূল (ص) আরে বলেন, 'আল-কাতেনু ওয়ালার-মাকবুল কিলা-হামা ফিনার' অর্থ হত্যকারী এবং নিহত উভয় জাতেরমী। অতএব হাযিদাহ মোকদ্দম থেকে চিন্তন করে আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্দেল করতে পারে? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না।'

২. তাবলীগি ইজনুম ২০০২, স্বাং বন্ধুপ্রশিক্ষক, রাজশাহী, তার ফেব্রুয়ারী, ২০০২:

'আহলেহাদীচ আদোলেন্স বাংলাদেশ'-এর এই তাবলীগি ইজনুম একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে এ কারণে যে, নাগরিক আমাদের বাংলাদেশের ৪টি জঙ্গিদের সংগঠনের অন্তর্গত সংগঠন হিসাবে প্রতিফলিত রাষ্ট্রের একটি বহুল প্রচারিত ইতিহাসের নৈতিক পরিকাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটিকেই আমার বাংলাদেশের একটি বাংলা গণভক্তি অনুমান করে চর্চার করা হচ্ছে। এ সংখ্যা মাসিক 'আল-তাহরীন' ও আনুষ্ঠানিক সে প্রতিপালকের। এ দেশের আত্মাতিও কোটি আহলেহাদীচ জঙ্গিদের জঙ্গিদের বলে চিহ্নিত করার পিছনে কাজের যে কি তত্ত্ব রয়েছে তা আলীয়া পাকই ভাল জানব।

আপামারা যারা বলে আছেন, আমারা কি কখনো আমাদেরকে জঙ্গিদের প্রশংসা দিয়েছি? আমরা কি কখনো আমাদেরকে জঙ্গিদের হবার জন্য আলীয়া জানিয়েছিন? আমারা কি কখনো আমাদেরকে সততাকাল হবার প্রশংসা দিয়ে বাক্য লুট, গাছী তাঁচুর, ইত্যাদি
গিয়ে কাশীরে দাসাবাজি করার জন্য উদ্দু করেছিলাম? দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের উপরেই এই ব্রেইম দেওয়া হয়েছে!...

রাতের অত্যন্ত লুকিয়ে-চুরিয়ে বেঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকে মানুষের সাথে কিছু সত্যসবাদী জীবন সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই!...

মানুষের আহ্লাদির যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাজে বলে সে নিজে যদি না বর্জন করে, মানুষের আহ্লাদি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলক্ষ না করে, তাহলে শুধুমাত্র অন্য দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সহজ? কোনদিনই সম্ভব নয়। এর বাক্যটা প্রমাণ সারে হয়েছ' বছর ধরে দিলিতে মুসলমানরা সমস্ত ভারতের শাসন করেছিল, হতে অন্ত ছিল, বিনায়ক সেনাবাহিনী ছিল, টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না, যার প্রমাণ দিলীপ দেওয়ানে খাঁ, দেওয়ানে আম, আমার সহায়, কুয়টিহারমার, যার তুলনায় একটা বিচিত্র তীর্থ করার ক্ষমতা ভারত সরকারের হয় না। এতকিছু দেওয়া সত্যে মুসলিম মাইনরিট আজও পর্যন্ত খোদ দিলিতে।

১৯০ বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে, কিন্তু বাঙালীদের মুসলমান বা হিন্দু ভাই কি সৃষ্টিকর্ম হয়ে গেছেন না? ১৯০ বছর ধরে শাসন করেও আমাদের আহ্লাদির পরিবর্তন তারা করে তারা পায় না। বেশা গেল রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে, আর সমস্ত হামি দিয়ে মানুষের আহ্লাদির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীরা অন্ত হতে নিয়ে মানুষের সাথে আমদের না। তারা অত্যন্ত অনুভাব এসছিলেন। তাদের দাওয়াত ছিল আহ্লাদি পরিবর্তনের দাওয়াত।...অতএব বন্দুক আমার! 'আহ্লাদী আদেলাদ বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যুবক দের কাজ করে যাচ্ছে সেটা যুবদের মৌলিক তরিকার কাজটি করে যাচ্ছে। আহ্লাদির পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে।'

৩. 'বাংলাদেশ আহ্লাদী বুঝনো' করকম আয়োজিত বি-বার্ষিক কমিটি সম্মেলন ২০০২; স্থান ইন্ডিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল মিলানায়তন, ঢাকা; তার মে মে ২০০২।

'আমাদের যে আদেলাদ চায়, অন্যা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না।...আহ্লাদী আদেলাদ বাংলার যুবক দের জোর দেওয়ার সৃষ্টিতান্বে এগিয়ে যাচ্ছে এটা কি অন্যা পাশ করে? আর সেনাবাহিনী এ আদেলাদকে মুক্ত করে দেওয়ার শর্তে জিহাদ ও কিতাবের শোনার টুলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই আহ্লাদী যুবকের হয়েছে, আহ্লাদী এই তাকার মানুষগুলোকে টান দিয়ে নিয়ে যায়ায় যায়। আপনাদেরকে বুঝানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।...যারা আজ জিহাদ করছে কলকাতায় তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোঁক নেই আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পাশ কোথায়?...অন্যান্য মুতুমের খোম করার জন্য আপনার ঘরে লোক লাগানো হয়েছে। সারাদিন থাকবে। জিহাদ ও কিতাবের টুলি বলক না কেন উদ্ধার আপনি, আপনার সংগঠন খোম করা। ইসলামী পথ বাংলাদেশে তো আমার রয়েছে, তাদের মধ্যে তা এগুলো নেই! কারণ টাকাটি আপনি। অতএব সারাদিন হয়ে যান কোন ধোকায় পা দিবেন না।'

৪. আবুলফজল ইজতেমা ২০০৩; স্থান: নওদপুর, রাজশাহী; তাৎ-১৪মার্চ ২০০৩:

'আমি প্রতিপাল বলে দিতে চাই, আমার শোনার না ও জিহাদ জন্য অনেকের মনে ইতিথেরা সহজ হয়ে গেছে যে, এদের হতে মন হয় অন্ত আছে। হয়তো বেশ নিয়ে বলে আমার। আমি এখনে উপহার সড়ক ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বললি, 'আহ্লাদী আদেলাদ বাংলাদেশ' কোন করম সরকার বিরোধি জীবন তপ্তরতায় বিশ্বাস করে না।'
আহলেহাদীছ যুরসংগ স্মারকাঙ্ক্ষ

5. প্রভাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এমন জুম'আর খুব। তাহ ৫ নভেম্বর ২০০৪ ইঃ:
'বিদ'আতীরে কখনই আহলেহাদীছ এন্ডালুনকে বরদাত্ত করে নাই। যখনই এন্ডালুন এলিয়ে চেলে তাঁহে এটাকে ডুঙ্গাকাটা করার জন্য চারিদিক থেকে মুষ্ট হয়ে গেছে এককটা পত্র বোনা আর লেখনের বোনা। এখন আনার আহলেহাদীছদের মধ্যে তাদেরকে বিভাজন করার জন্য 'মুসলিমীনের' নাম করে আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চরমপথী এন্ডালুনে। সাহবান ধ্বংস করে। আনার ছেলেকে যদি কেউ বলে, তুমি আমার জিহাদ মুভমেন্ট হবে, অন্য প্রশিক্ষণ দাও, ঐত্য জন্মে দেখা যাচ্ছে। 'ইনি ওয়াজাদি রায়াতাল জানাই মন ওয়ারে ওহোদ' অর্থাৎ 'ওহোদ পাহাড়ের অপর পার্শ্ব থেকে আমি জানাতের সুপরিক পাঠী'। এই হৃদিত্ব তবিয়ে নিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে যত থেকে টেনে বের করে কোন নিভুত পত্রতী গিয়ে অথবা কোন মসজিদের মধ্যে ছুকে বোমা তৈরির টেকনিক খুঁজে পাচ্ছে। আহলেহাদীছের সত্তাদের মধ্যেই যারা আমাদের মুভমেন্ট করে, যারা যুগ্মত করে তাদেরকে ভাগের নিয়ে চলে যাচ্ছে। আনারার সাহবান ধ্বংস করে। যদি কোন মসজিদে এই ধরনের প্রত্যাশালুক কাজ করতে কেউ আসে, জিহাদের নাম থেকে ধাক্কা দিতে আসে, সারার মসজিদ থেকে তাদেরকে বের করে দিবেন। এরা আহলেহাদীছ নয়, এরা আহলেহাদীছের দুর্যোগ।

'আহলেহাদীছ এন্ডালুন বাংলাদেশে' কমিনকালেও কোন চরমপথী এন্ডালুনে বিশ্বাস করে না। এরা কখনই জলিয়ের বিশ্বাস নয়। এরা কখনই কোন সত্তাতে বিশ্বাস করে না। মানুষকে পবিত্রবর্দনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কমিসনেরাই থেকে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্পর্ক। তাই যদি হতে তাহলে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পরাজয়পান না। কারীরে বিষণ্ড ৫৬ বছর ধরে ভারতে মামলা মানে, কিন্তু কারীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১২০ বছর এই বাংলাদেশে ইসলামিকা শাসন করেছে, ইসলামিকা কি আমাদেরকে ইসলাম বা হুমকি বানাতে পেরেছে? মর্য বঁশুরা আমার! আহলেহাদীছ এন্ডালুনের স্পাই বিশ্বাস এই যে, রসূলের তাতীকায় শান্তি। আনার লেখনি আনার বক্তব্য আনার সংগঠন সবই হবে হার হবেই।'

6. প্রভাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এমন জুম'আর খুব। তাহ ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইঃ:
'বঁশুরা আমার! আহলেহাদীছ এন্ডালুন বাংলাদেশে' এই বাংলাদেশের বুকে পতির কর্মণ ও চরিত হাদিতের ভিত্তিতে সামাজ সংসার কামনা করে। আর সেটা করা জন্য নির্দিষ্টপ্রাপ্ত একদল কর্মী বাহিনী অবশ্যক। আল্লাহর রাসূল যেখানে মুরা ও মুরাতে নির্দিষ্টপ্রাপ্ত একদল কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের সকল ছিলেন আবুকবর, ওমর, ওয়হমান, আপু (রাঙ্গ)-এর মত বিশ্ববিদ্যাত মনোলিপ, যাদের তুলুবিত্তার গৃহীতার ইতিহাস আর কখনও সৃষ্টি হবে না। দূর্তা, ইতিহাস তাতীকায় মিশিয়ারাদী বলেছে। ... আজকেও যারা মিশিয়ার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারাকাছে স্থানের মারকাছ বাচাতে, আহলেহাদীছ এন্ডালুনের ইমরাতকে যারা নির্দিষ্টভাবে জীবিকাদের সমর্থন মনে করেছে, মিশিয়া নির্মাণে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।...
জিহাদ ও জঙ্গিবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কমিন্সকলেও জিহাদ করে না। তারা সত্রাস করে। সম্ভাব্যদের বিরুদ্ধে আমদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, কোমাবাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যান্য আতঙ্কে মানুষের উপর ফুটক করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধ নয়। ওরা ইসলামের শক্তি, রাজ্যের শক্তি, মনুষ্যবিশ্বাসের প্রয়োজন। এদের বিরুদ্ধেই আমদের সংগঠন। দুর্ভাগ্য আজ আমদেরকেও তাদের সাথে শামিল করে নেবার লক্ষ্য হয়েছে। আমি আহমেদ জানার আহলেহাদ্দীদ ভাইদেরকে, আহলেহাদ্দীদ তরুণ হেগেদেরকে, সাবধান হয়ে যাও, কেন চরমনীতি আপনালার দুর্বল না। আল্লাহর রাসূল (সহ) মারা যাবেন, নিজের দেহ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছ, নিজের দাত ভেঙেছ, তিনি রাসূল হায়য় রাজার গিয়েছেন, মানুষের দুর্বল দুয়ারে গিয়েছেন, মানুষ তাকে আহত করেছে, দারুনভাবে অপারেট করেছেন তিনি কখনো একটি বদন্দো’ আর পার্থক্য করেননি।’

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সাহায্য:

উপরাশক বলিয়া লেখিনী ও বর্তমানের পাশাপাশি সাংগঠিকভাবে বার বার যেলা সভাপতি কর্তার লিখিত নির্দেশনায় মাধ্যমে দেওয়ালী আমদান’ ও ‘যুবসংগঠন’ সকল সংগঠনের সাহায্য ও সম্প্রদায়ের চরমনীতি সংগঠন থেকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

যার দু’একটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

(1) ১৩-৮-২০০০ তারিখে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদ্দীছ যুবসংগঠন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বাক্সরিত পত্র, নং ৬৬/১-৩৮/২০০০:

“প্রতি,

সভাপতি/আহ্মাদ

বাংলাদেশ আহলেহাদ্দীছ যুবসংগঠন

..............................সাংগঠনিক যেলা।

জনাব,

তালেমম বাদ আশা করি সুখ থেকে সাধ্যত দীনী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর আমগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, ‘বাংলাদেশ আহলেহাদ্দীছ যুবসংগঠন’ জিহাড়ার নামে কখনো সত্বরী কার্যক্রমে বিশ্বাশী নয়। অথচ সম্প্রতি ‘কিতাব কী সাবেনালাটা’ নামে বাংলাদেশ এক উঃ ও সত্বরী ক্ষেত্রের পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেলা দেশের বিভিন্ন যেলার আমদের কর্মালীর মধ্যে ধুত পড়ার চেষ্টা চলছে। এমনকি তাদের প্রতি আমদের সমর্থন আছে বলেও তারা অর্থপূর্ণ চলচ্ছে। অথচ উক্ত ‘কিতাব কী সাবেনালাটা’ নামক সত্বরী ক্ষেত্রের সাথে আমদের কোন রকম সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নেই।

এক্ষেত্রে আপনার প্রতি আমদের নির্দেশ আপনার যেলায় সত্বরী কর্মী যদি উক্ত ক্ষেত্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে তবে তাকে অবশ্যই বুঝান ন। যদি তারা কিরা না আগে তবে সাথে সাথে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অবহিত করবেন। কেন্দ্রীয় সংগঠন তার ব্যাপারে মূল্যোধ্যায় গ্রহণ করবে। একই সাথে উক্ত ক্ষেত্রের অপত্তনগত থেকে আপনার যেলার সকল নেতা, কর্মী ও সরকারভাবে সাবধান রাখার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

আলাহ আমদের সহায়তা হউন। আমিন! ওয়াসসালাম-

মুহাম্মাদ জলালুদ্দীন

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ আহলেহাদ্দীছ যুবসংগঠন।”

www.ahlehadeethbd.org
(2) ১৫-১১-২০০১ তারিখে 'আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে প্রদান বিজ্ঞপ্তি:

"এতদারা 'আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে সংশ্লেষিত কর্মকাণ্ড জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যবহার কর্মকাণ্ড 'জিহাদ'-এর নামে দেশের তরঙ্গ ও যুক্তিদীর্ঘেরকে বিবিধগুলী করিয়া একটি বিষয়ে গোষ্ঠী অপত্তির চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া বিভিন্ন পর-পত্রিকায় খবরখবরে প্রকাশ পাইতেছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিচারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোনরূপ সমন্বন্ধ বা সংস্থার নাই। ঐবি দলের সহিত কোনরূপ সংগঠিত প্রমাণিত হিলে সংগঠনের যেকোন স্থলের যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময় সংগঠন হইতে 'বহিষ্কৃত' বলিয়া গণ্য হইবে।

তাত রাজশাহী
৯.১১.২০০১ ইঃ

অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ

অনুলিপি প্রকাশিত হইল:
'আদেলান' ও 'যুবসংঘের' সকল
খেলা সভাপতি

মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।"

মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর ফটোয়া:

'আহলেহাদীছ আদেলান বাংলাদেশ'-এর মূলস্থল মাসিক 'আত-তাহরীক' আগস্ট'২০০০ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ 'প্রশ্নালী' এ সমস্তে পরিচার জন্য প্রদান করা হয়েছে। যা নিমিত্তয়:

প্রশ্ন (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম জন্য যাহি, যাদের কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্রমে হবে না এবং একজন তারা গোপনে নিজের স্থানে ট্রিনিডাই দিচ্ছ বলে তারা যাহি। আমরা আহলেহাদীছ আদেলান করি। আমরা কি এদের যোগ দিতে পারি?

উত্তর : সম্পর্ক যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্রমে হবে না কর্তৃপক্ষ ঠিক নয়। কারণ ইসলাম ক্রমের মূল মাধ্যম হবে 'দাওয়ালাত'। তার দাওয়াত ভূমিকা নয় পালন করে এবং আমাদের বিদেশ (হাই) তারা আমাদের প্রথম ১৫ বৎসর তাঁকে করে। পরবর্তী মাত্রাকে তাঁকে সর্বনিম্ন যুদ্ধ করে। যা একমাত্র মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন ছিল। তবুও তারা বিস্তারিত মুক্তি কিংবা শাসিতচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দুর্গায়ণ প্রত্যাখ্যান করার কারণে। কেনার পার্থী মুসলমান বা জাহানারী যোগ্যতা মুসলিমকে বিরুদ্ধে তাঁকে কোন যুদ্ধ ছিল না। বর্তমান মূলশিকা কাল্পনায় দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করেন। (১) তিনি বলেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিত হয়েছি যে পর্যট না তারা সাক্ষা দেয় যে, আলাহ ব্যতীত কোন মানুষ
নেই এবং মুহাম্মদ (ছাঁ) আলাহুর রাসূল এবং ছালাত কার্যম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এইরূপ করবে, আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে।
কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেহ দো পাওয়ার উপরের্গী কোন অপরাধ করে, (তবে জান ও মালের পক্ষ হবে)। দুনিয়াতে তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহিক কার্যক্রমই গুরুত্ব হবে এবং তাদের (অন্যরা সম্পর্কে) বিচারের ভার (আহেরাতে) আহলু রওয়াই ন্যান রইল' (হুসাইন ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়)।
(২) ফাসেন্টে নেতাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঁ) বলেন, 'তোমাদের উপর অনেক শাসন হবে, যদি কোন কোন কাজ তোমরা তার মনে করে, তাই কোন কোন কাজ অনযায় মনে করবে। যে ব্যক্তি সেই অনযায় কাজকে অবৈধকর করবে (অর্থাৎ অনযায় বলে ঘোষণা দিয়ে ও প্রতিবদ্ধ করবে), তিনি দায়িত্ব মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তা অপসর করবে (কিন্তু মুখে প্রতিবদ্ধ করবে না), সে ব্যক্তি (মুনাফেকী থেকে) নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকের অনুযায় কাজ স্বাভাব থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছায়াবাহী জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি ঐ সকল নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না? রাসূল (ছাঁ) বলেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭০, 'ঈমান ও বিচার' অধ্যায়)।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টতরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে মৌলিক ও আত্মীয় কাজের পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ হবে না।

হবে যদিও কখনো দেশ কাফের রাজত্ব হবে আকৃষ্ট হয়, তখন মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের প্রতোক নাগরিকের উপর যুদ্ধ করা 'ফরমে আয়েন' হবে। বর্তমান অবস্থায় প্রশ্নে উল্লিখিত কাজের জীবন দৈর্ঘ্য সাথে 'আহলোবাইদিয় আদেলন বাঙালিদেশ'-এর কোন স্বর্গের নেতার বা কর্মীর যোগান করা বৈধ হবে না।

নেপথ্য যুথ: দেশের উন্নয়নের করেক্টি প্রয়োজন দৃষ্টির জীবনের অপেক্ষা করেক্টি ব্যবহারের প্রাকৃতিক একই ক্রমে মৌলিকভাবে বিষয়কে পরিকল্পিত ও সাজানো প্রমাণ করে। কোনো একই অভিযোগ ইতিপূর্বে প্রকাশকৃত কেউ আমরা জানা হত ও 'আহলোবাইদিয় আদেলনকে' সমৃদ্ধ করেনি। যেহেতু কেন তারা এক জোট হয়ে আমরা জানা আরও নাম রকমের কোন কাজ আমরা নিজের বিশ্লেষণ করতে পারি।

১. সংগঠন থেকে বহিঃস্থতের ঝড়ভাষা: আর্থিক দুরূহি ও শুধুমাত্র বিদ্যমান করমক্সের কারণে 'আদেলন'-এর সাহায্য সম্পাদকের পদ থেকে ২০০১ সালের ৩০ শে জুলাই আর বহিঃস্থত করা হয়েছিল এখানে তার ও তার সহযোগীদের হাত থাকার বিষয়টি বিচিত্র নয়। কোনো বহিঃস্থত হওয়ার প্র থেকে অদ্যাবধি সে আমের জামাত ও 'আহলোবাইদিয় আদেলন বাঙালিদেশ'-এর বিকৃতি নাক্সারকাত বীমাক গন্ত করে আসছে। একে এর এর এক মিথ্যা মায়লার সাজ্জে আমের জামাত ও কোনো কারণে হেন প্রচেষ্টা নেই যে সে করিন। এমনকি বয়লা শরু করে তার নিজ বাজারের চারিদিকে রাটের অভ্যাসে পেট্রোলের জাকিন্ত টাকিয়ে রক্ষার মধ্যে পুরো বাজারের নেটওয়ার্ক করে বাজারের বাইরে থেকে সমুদ্র রশিদে আরো ধরে দিয়ে এবং সামাজিক পরে সিটি নির্দিষ্ট করে অত্যন্ত চতুরতার সাথে সে আমের জামাত ও আদেলনের জননী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা।

www.ahlehadeethbd.org
আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারকগ্রন্থ

মামলা দায়ের করেছিল এই মর্মে, দুই গলিব পেট্রোল বোতাম মেরে তার বাড়িটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, সর্বোপরি তার আত্মায় পুঞ্জিয়ে নিষ্কাশন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এক মিথ্যা ঢোল শত মিথ্যায়ও কুলায় না। অর্থাৎ ২৫-৬-২০০৩ তারিখে বংশণ ১ম ব্রিটিশ মাঞ্জিদাত্র মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় খারাপ করে দেয়। মূলতঃ দুই গলদের মূল টাইপেট ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুটিকে ভ্যুসমর্থ করে দেওয়া। সংগঠন থেকে বহিকরণের পর আজ অর্থ তারা সংগঠনের মুখ দেখেছিল। তার পর্যায়ে তা এদের অজান্তেই নেই। মামলা-মোকদমার তেমন সুযোগ করতে পারেনি। সত্যতঃ শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে তারা আমীরে জামা'আত তাঁর জন্ম তাতে বানিয়ে স্বাধ্যায় হাতিয়ে করতে চেয়েছিল।

তাহাড়া আমীরে জামা'আতের ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব থেকে যে সকল মিথ্যা ও ভিন্নহীন রিপোর্ট দেশের বিদ্যমান হয়েছিল ধীরে তালিকা প্রমাণিত করেছিল, এই কথা নিকটম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাদাপেও রিপোর্ট করেছে। এ থেকে তাদের অন্তর্যাম প্রমাণিত হয়। এর দুর্নীতি আমাদের নিকট এমন তথ্য এসেছে যে, খাত ভুত কার্যক্ষেত্রের সংগঠনের বিদ্যমান সহযোগিতায় রিপোর্টের সরবরাহ করা হয়েছে। তাদের একাংশ সংগঠনের বিলুপ্ততায় প্রমাণিত হয়, আর্থিক দুরন্ত ও শুধুমাত্র বিদ্যমান কর্মকারকের কারণ যেদিন ইতিপূর্ব সংগঠন থেকে স্বপ্নকর করা হয়েছিল নিয়ে প্রতিরূপায়ন হয়ে তার কিছু সহযোগী নিয়ে এ যুদ্ধের আতীতের কাজে নেয়েছিল।

২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জন: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিষেবা কৃত্রিম ও হাঁসী হাসি ভিন্ন পরিচিত এক নির্বাচন দায়িত্ব সংগঠনের নাম। এই সংগঠন ধর্মীয় নামে প্রচারিত বিভিন্ন মার্কিন-মাত্রবাদ, জীবন ও তীর্থতার মেয়াদি বিদ্যমান ব্যাপারের সাথে সমাজ থেকে প্রচারিত পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় প্রকাশভাব, প্রত্নতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ প্রতিরূপ বিদ্যমান মতাদরগুলো বিকাশ করার উদ্দেশ্যে। এই সংগঠন পরিকল্পনায় বলে দিয়েছে যে, প্রচারিত গণভূমি দুটি স্পষ্ট প্রকাশিত অর্জন দুটি স্পষ্ট প্রকাশিত।

৩. চরমপঞ্চ জীবনের কোচের বিজ্ঞাপন: আমারে জামা'আত তার দীর্ঘ সংগঠনিক জীবনে কোনো চরম পঞ্চমী ছিল। স বিদ্যমান। সংগঠনের পর থেকেই তাঁর বিশ্বাসখন করা হয়। এমনকি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের কোনো কৃত্রিম এ জাতীয় কোনো চরমপঞ্চ সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে না পারে সেহেত পরপর একাধিক সার্বজনীন জাতীয় করেন বলা সত্যগতির উদ্দেশ্যে। তাই নয়, একাধিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বহিষ্কারের স্বীকার গৃহীত হয়। আমাদের প্রক্ষালে আত-তাহীকের এর নিয়ন্ত্র স্বায়ত্তের বাস্তবতায় বলে উপস্থাপন হয়। স্বত্বায় বোর্ডের পৃষ্ঠ থেকেও রাথ্যবিদ্যতা এ সমস্ত কর্মকারকে

www.ahlehadeethbd.org
নিষ্ঠে ফতোয়া দেওয়া হয়। সবেবপরি আমারে জামা‘আত রচিত ‘ইকামতে স্নান পথ ও
পদ্ধতি’ বইটি মূলতঃ রস্ত বিরোধী যেকনা ফারুকের বিক্রেতা একটি মূর্তি মান ঢালেন।
মৌটকথা দেশের স্থানীয়-সর্বভৌমত্বের পক্ষ ও যাবতীয় জীবাদ ও সমস্তাদের
বিক্রেতা তিনি যে সকল পরস্পর বন্ধ্যা উপহার দিয়েছেন এমন পরিকার বন্ধন দেশের
অন্য কোন সংগঠনের নেতৃত্ব রূপে বলে আমাদের জানা নেই। সংগত কারণগুলো
বালকেশ বিরোধী ও সমতু তাদের টাপস্ট পড়াও বিচার নয়। কারণ
ইতিপূর্ব তারা তাকে ‘কাফির’ ও ‘মুরতাম’ হিসাবে ফলেয়া দিয়েছিল। কাজেই
প্রতিষ্ঠানে প্রখ্যাত হয়ে নিজেদের আড়াল করার জন্য এবং তাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে
তারা আমারে জামা‘আতের নাম বলতে পারে।

৪। একশোরীর সংবাদপত্রের প্রচারাঞ্জন । দেশের রায়গণ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী হয়েছে
একশোরীর সংবাদপত্রও এখনের অপরী ভূমিকা পালন করেছিল। অন্তর্ভুক্ত মলে
দেশের ভাবতীয় বাস্তুত্ব এদেশকে একটি মৌলানা রং হিসাবে বিদেশের বাজারে
সত্য পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যাদের আমরণ প্রচেষ্টা অবহত, তারা একুশে
হাতিয়ার হিসাবে অন্যতম হয়েছিল। এরারা এক্সিন্ট্যাচ তাল বাণ্টনে পালন করে।
মুখ্যতরত্ব পালন বাণ্টনে প্রথম সৃষ্টি সচিব কবর প্রকাশ এরা যারা নেই উৎসাহ বোধ
করে থাকে। সাংবাদিক সংস্থার বিষয়টি এর নিকটে সৌন্দর্যে থেকে যায়। মুখ্যতর এরা
পোষ্ট দেশ ও জাতির মজা খোলাই করে হারে। আমারে জামা‘আতের ক্ষেত্রে এর
বাইরের ঘটনা। প্রাচীন সিকিউরিটি বিশেষ তার জানাল প্রাণ। আমারে
জামা‘আতের ১৭ ফেব্রুয়ারী‘০৫-এ প্রথম সংবাদপত্রের বন্ধ্য আর পরের দিনের
এর বর্তমানীর শিল্পের এর অর্থে ক্ষতি উদাহরণে। নেতৃবর্তী মনোবৃত্তি ব্যতীত
মন হয় এদের কলম চলে না। এরা সাংবাদিক সত্তার বিষয়টি সৌন্দর্যে অন্যতম হয়ে দিয়েছে।

উপসংহার: মুহতলাম আমারে জামা‘আত এখনের একজন খ্যাতনাম ইসলামী চিন্তাবিদ,
অনাটা দার্শনিক, সাংস্কৃতিক ও কল্পনাসীন। তার নির্দিষ্ট গবেষণার ফলাদ তার
রচনা সমন্ব্য। তার দর্শন, চিন্তা-চেতনা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইতিহাদি
পরিচালনার বিভিন্ন অংশে তার এবং এই প্রচারণ, অন্য-নিবন্ধ ও বক্তব্য। যার উল্লেখ্যোগ অংশ
সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়ে উদ্ভাস্পদ করার হলো। নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে তা
অনুমোদন করলেই আমারে জামা‘আত ও আহলেহাসী আদেলোন সম্পর্কে বাঘ ধারণ
জন্মাচে ইন্থাবাহার। ক্ষীর দূর্বল্গ, সরকারের তার চলনরেতি ও বক্তব্যের দিকে সামন্ততম
ক্ষেপে না করে, ওয়াইবাহাইন ভাবে তথ্যগত মোড়কের মূল্য করার জন্য বিচিত্র, ।
সাজানো ও পরিকল্পিত করে যুদ্ধক করার তার মহাশয়ক সেলহজনকভাবে ৫৪
ধারায় তাকে গ্রেফতার করে নতুন শতাব্দীর সৃষ্টির ন্যায়করণক কাজটি করলে।
প্রকৃত অপরাধীর আছল করে পরিকল্পনাভাবে নাটক মঞ্জস্ট করে এক ঐতিহাসিক
মিডেরার জন্য দিয়েছিল। ক্ষীর মহান আলাহ পাকের অপর অনুপ্রের আজ সমালোচক
নেতৃবর্তী কর্তার নাম পরিদর্শন। অপরাধী ও বালামদের শাস্তি আলাহক পক্ষ থেকেই নেমে এসছে।
নিয়ম নেতুন মীমাংসা করেছেন। ফাতিলা-হিল হয়েছে। মহান আলাহ
তাঁতালাহ চিন্তন জোটের তাই- 'সত্য সমাহার মীমাংসা অপরূপ, নিয়মস্থে মীমাংসা
অপরূপমূর্ধন' (বসন্ত ইসরাইল ৮১)। আলাহ তাঁতালাহ এই 'আদেলস'তে দুর্ত করলে-
আপনি!!

www.ahlehadeethbd.org
Organization is the establishing of effective behavioral relationships among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.

Organization is the establishing of effective behavioral relationships among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.

Organization is the establishing of effective behavioral relationships among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective.
(1) সংগঠনের নাম:
কোন কিছুর নামের মাঝে তার অতিস্ত প্রকাশ পায় এবং নামই তার সকল প্রকার কাজের পরিচয় বহন করে থাকে। অষ্ঠ ছোটের নাম নয় যারা যেমন সে দেখতে পায় না, তদ্রুপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল না রেখে যেকোন ধরনের একটি নাম দিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত তুটিকে থাকে না। তাই একটি সংগঠনের নাম দেওয়াই তার কাজের ধরন ও প্রকৃতি সহজেই অনুশীলন করা যায়। সেজন্য একটি সংগঠনের নামের মধ্যে উক্ত সংগঠনের পরিচিতি ফুটে ওঠে।

(2) নির্দিষ্ট লক্ষ্য:
যেকোন ধরনের সংগঠন হোক না কোন, তা পরিচালিত হতে পারে না যতক্ষণ না তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। একজন দ্রুতভাবে একটি নির্দিষ্ট গল্পের পৌঁছার জন্য গাড়ি চালানো শুরু করে। এখানে গল্প হল গাড়ি চালকের নির্দিষ্ট লক্ষ্য। সেজন্য একটি সংগঠনের লক্ষ্য কী হবে তা প্রথমেই নির্ধারণ করা হয়।

(3) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:
সংগঠনের নাম ও লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পর প্রয়োজন সংগঠনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।
যে লক্ষ্যে সংগঠন করা হবে তার ফলাফল কী হবে তা নির্ধারণ করার দরকার হয়।
অর্থাৎ যে লক্ষ্যে সংগঠন করা হবে তাতে তারিকাত লাভ-ফস্তক কী হবে, সেটা জানা একসময় প্রয়োজন। এখানে লাভ-ফস্ত বা ফলাফল হল উদ্দেশ্য। যা একটি সংগঠনের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

(4) মূলনীতি ও অন্যান্য নীতিমালা:
সাধারণত নীতি হল একটি আদর্শ। একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হলে কতকগুলো মূলনীতি নির্ধারণ করতে হয়। এসব মূলনীতি সংগঠনকে লক্ষ্যাঙ্কনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সংগঠনের ধরন ও প্রকৃতিতের মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়।
একটি সংগঠনের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে এমন কিছু নিয়ম-নীতি গড়ে ওঠে বা গৃহীত হয়, যা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহায়ক হয়। যেমন:

(ক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নীতি: একটি কার্যকর সংগঠনের জন্য লক্ষ্যীয় বিষয় হল পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ কোন নীতি বা আদর্শ গঠন না করা। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলনীতি পরিপূর্ণ কোন নীতি বা আদর্শ গঠন করলে সংগঠনের সফলতা অর্জন করা আমাদের সম্ভব হয় না।

(খ) দক্ষতার নীতি: অঙ্গ শ্রম ও ব্যবসায় সাংঘাতিক কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত লক্ষ্য অর্জনই হল দক্ষতা। দায়িত্বপূর্ণ ধরনের মধ্যে যেহেতু দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করা উচিত তার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা একটি কার্যকর সংগঠনের জন্য একসময় প্রয়োজন।
(২) কাজ বিভাজনের নীতি: সাঙ্গঠিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত ওরুটিপূর্ণ বিষয় হল, সংগঠনের প্রতি ও কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজগুলোকে সাঠিকভাবে চিহ্নিত ও বিভাজন করার নীতিমালা প্রায়শই করা। কার্যকর কর্ম বিভাজনের নীতি নির্ধারণ করায় সংগঠনের প্রতিক স্ত্রী ও দায়িত্ত্বী শিক্ষার জন্য সুযোগ পায়।

(৩) দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্টকরণের নীতি: প্রত্যেক সংগঠনের কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট থাকা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেকেই যেন জানেন পারে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা কত্তুর। এর ফলে সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমায় বিধানের নীতি: একটি শিক্ষার্থী সংগঠন গড়ে তুলতে হলে দায়িত্বশীলদের বোঝানোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সমায় বিধান করা প্রয়োজন। কেননা দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে বোঝানোর অনুযায়ী সমায় বিধান থাকলে সংগঠনের কার্যালয় সুনিশ্চিত সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কর্তব্যে বেশি অংশ দায়-দায়িত্ব কম হলে সাধারণভাবে সেই দায়িত্বশীল শৈলীর হওয়ার সুযোগ পায়। আর দায়িত্ব বেশি অংশ কর্তব্য কম তাহলে সেই দায়িত্বশীলদের পক্ষে সাঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। তাই সংগঠনের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উপর অর্থের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সমায় বিধানের নীতির প্রয়োজন হয়।

(৫) নেতৃত্বের নীতি: সংগঠনের কার্যকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দক্ষর যাতে প্রত্যেক স্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নেতৃত্ব দানের সুযোগ পান। দায়িত্বশীলদের মধ্যে কর্তব্য এমনভাবে বিনিময় করা উচিত যাতে তা অধিষ্ঠানের কর্তব্য-কর্ম পালনে উৎসাহিত করে ও উদ্দেশ্যমূলক কর্তৃত্ব কিছু হয় না সে বিষয়ে নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজন হয়।

(৬) শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার নীতি: শৃঙ্খলার নীতি বলতে সংগঠনের দায়িত্বে নিয়ন্ত্রিত কর্মী ও উপকরণের জন্য কাজ ও স্থান এমনভাবে নির্দিষ্ট করাকে বুঝায় যাতে প্রত্যেকে ব ব অবস্থায় থেকে সুপরিসর্ব দায়িত্ব পালন করতে পারে। এছাড়া সংগঠনে নির্মাননির্দিষ্ট বাজার রাখার জন্য সাঙ্গঠনিক কাঠামোতে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্বশীলদের উপর অর্থের দায়িত্বের জবাবদিহিতার নীতি নির্ধারণ করার ব্যবস্থা রাখা যায়।

(৭) যুগোপযোগী কর্মসূচী:
একটি সংগঠন কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন যুগোপযোগী কর্মসূচী নির্ধারণ করা। বাস্তবতার আলোকে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মূলনীতির দিকে সেখান রেখে সেখানে বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এর পর্যায়ে সংগঠনের উদ্দেশ্যসূচী অর্থনীতির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়।
সংগঠনের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী কর্মসূচী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া যাবার কথা। সংগঠন কাঠামোর অনেকটি ওরুটিপূর্ণ দিক হল কর্মসূচীর ধরণ অনুযায়ী সংগঠনের যাত্রী কার্যালয়ে বিভিন্ন তর বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা। এতে সংগঠনের সর্বষ্টরের কর্মীরা সংগঠনের কর্মসূচীর আলোকে নিজ নিজ কাজ সম্পাদনে দক্ষতার সাহায্য রক্ষা পারে।
ফলে সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

www.ahlehadeethbd.org
(৬) যোগ্য নেতৃত্ব :

নেতৃত্ব হল নেতারা বা দলের সেই সকল নৈতিক গুণাবলী যা অন্যদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়ে স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। এ কারণে নেতৃত্বকে সামাজিক শুনা হিসাবে অভিহিত করা হয়। যোগ্য নেতৃত্ব ফলে একটি সংগঠন অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। আমার অধিকাংশ নেতৃত্বের কারণে সংগঠন ধর্ম হয়। বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নেতার যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। সংগঠনের মধ্যে যিনি যতবেশী শুন সম্পন্ন তিনি ততবেশী যোগ্য হিসাবে কমিউনিকেশনের নিকটে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় বাতিতে পরিণত হন।

(৭) নিবেদিতপ্রণাম কর্মী বাহিনী :

যোগ্য নেতার হাতে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হলেও যদি নিবেদিতপ্রণাম একদল কর্মীবাহিনী না থাকে তাহলে সংগঠনের উদ্দেশ্য অন্য ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে বাধা। সেজন্য একদল কর্মীবাহিনী একটি সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি বললেও অসংখ্য হয় না। যদি একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ধারাবাহিক সাথে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হেলপার না থাকে তাহলে যেমন একজন ধারাবাহিক একটি গাড়ি নিরাপদে সুনামভূমি গতব্যে নিয়ে যেতে পারে না। তেমনিভাবে নিবেদিতপ্রণাম কর্মী বাহিনী ব্যতীত একজন নেতার মাধ্যমে কোন সংগঠনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

(৮) অনুসরণীয় আদর্শ :

আদর্শের সূচনা সংগঠন কোনতেমনই জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হয় না। সংগঠনের ভিত্তিকারণ এক একটি সংগঠনের নীতি ও আদর্শ এক এক ধরনের হয়। যে সংগঠন যতবেশী কলামার্ক ও উদ্দেশ্য আদর্শের প্রতীক হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি পায় সেই সংগঠন ততবেশী মানুষের অনুসরণীয় হয় এবং স্বার্থ লাভ করে।

(৯) বৈশিষ্ট্য :

প্রতিটি কাজ ও প্রক্রিয়ার কতকগুলো নিজের বৈশিষ্ট্য থাকে। যেহেতু সংগঠন একটি প্রত্যক্ষ তাই এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। সংগঠনের প্রকৃতি ও ধরন বিভিন্ন হওয়ায় এর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই একটি সংগঠনকে অপর একটি সংগঠন থেকে অতি সহজেই পৃথক করা যায়। একটি উদ্ভব সংগঠনের নিয়মের বৈশিষ্ট্যমূল্য থাকা প্রয়োজন 

(ক) উদ্দেশ্য কেন্দ্রিতকরণ : একটি উদ্ভব সংগঠনের প্রথম ও প্রথানুর বৈশিষ্ট্য হল এটি এমনভাবে বিনয় ও সংহত করা হয় যাতে সেগুলোর মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যেমন : একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে যেভাবে সংগঠিত করা হয়, একটি অর্থনৈতিক সংগঠনকে সেভাবে সংগঠিত করা যায় না। অনুপরভাবে একটি সংকারাবাদী ধর্মীয় সংগঠনকে একইভাবে সাজানো সম্ভব হয় না। সকল ক্ষেত্রই এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় প্রাথমিক।
সহজবোধতা: একটি উত্তম সংগঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি যাতে মানুষ সহজে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা। একটি সংগঠনের পরিচিতি বা চার্ট দেখে সবাই মনে এর প্রতোকটি বিষয়ে অতি সহজই স্পষ্ট ধরণে পেতে পারে একটি উত্তম সংগঠনে তা নিষ্ঠিত করা হয়।

আনুগত্য ও শৃঙ্খলা: একটি উত্তম সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনের সকল তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য যত বেশী হয় সে সংগঠন তত শক্তিশালী মনুষ্য ও প্রতিশ্রুতি হয়। অপরদিকে দারিদ্র্যশিল্পীদের আনুগত্যের কারণে এ প্রতোকের দারিদ্র্য নিষ্ঠিত থাকায় প্রতোকের স্বাভাবিক কৌশল মুখ্যক্রমে সম্পাদন করতে পারে এবং কোন কার্য সম্পাদনে কোনরূপ অবহেলা প্রদর্শন করেনা। তদুপরি কাজের জয়বিদিতা করায় ত্রান্তি ও সহজ হয়। ফলে সংগঠনে বিশ্বস্ততা দেখা দেওয়ার কোনই যুক্তি হয় না।

নম্নীরীতা: নম্নীরীতার স্বল্প একটি ভাল সংগঠনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। নম্নীরীতা বলতে পরিবর্তিত পরিবর্তিত সম্পর্কের ভাঙ্গন মিলিতে চলার সর্বক্ষণে বুঝায়। একটি সংগঠনে সব সময় একই ধরনের অপরন্তু বিরাজ করনা। অবস্থাভেদে যেকাঁক পরিবর্তিতে কর্মব্য-কর্ম অবিলে থেকে কার্য সম্পাদনে আত্মবিশ্বাস হওয়ায় সংগঠনের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

গঠনতত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতি:

যেকোন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল সেই সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি, কর্মসূচী, অন্যান্য নীতি ও আদর্শ দায়িত্ব-কর্তব্য তথ্যসূত্র বিষয়ের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বিশিষ্টত করে গঠনতত্ত্ব আকারে প্রস্তরের ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে গঠনতত্ত্বে উল্লিখিত কর্মসূচীকে বিশ্লেষিতভাবে বর্ণনামূলক মাধ্যমে কর্মপদ্ধতি আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। যার ফলে অন্য সময়ের মধ্যে সংগঠন সম্পর্কে অতি সহজই সুপ্রস্তর ধরণে লাগ করা সহজ হয়।

সংগঠনের স্বায়ত্ত:

নৈব পৃথিবীতে কোন কিছুই স্বায়ত্ত নয়। সেজন্য কোন সংগঠন যে চিরদিন স্বায়ত্ত লাভ করবে, তার নিয়ন্ত্রণ দান করা আদেশে সম্ভব। তবে যে সংগঠন অনুসরণীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে সার্বজনীন বীরী পায় এবং যার নেতা-কর্মচারী নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ সাহায্য সাধনে অবিচল ও আপেক্ষিক থাকে, সে সংগঠনের পরিশীলতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে যে সংগঠনের অনুসরণীয় নৈবত্বের প্রতি অনুগত থেকে গঠনতত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতিতে বর্ণিত কার্যকরি সুচারুক্রমে যতক্ষণ বান্ধবেন করতে পারবে সেই সংগঠনের পরিশীলতা ততবেশী অব্যাহত থাকবে ইনোয়াসারাহ।

***

www.ahlehadeethbd.org
সফল কর্ম
-মুহাফজর বিন মুহাসিন
কেদরী সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ।

ভূমিকা:
মুমিন জীবন সফলতার, বর্ধন্তার নয়। তাতিহাদিয়ের দাওয়াতি সংগঠনের কর্মীরা ঈমানী জীবন যাপন করে থাকেন। তাতুওয়ার হাস্য বক্ত্ব হিসাবে তারা আল্লাহর রেষমানী লাভ করে সদা তৎপর থাকেন। আল্লাহর মহাদেশ বঞ্চিত ক্ষুদ্রকুচ্ছ প্রতিকূল পরিবেশে যখন পরীক্ষার সমৃদ্ধ হন, তখন ধর্মের বাধানকে আরো শক্ত করেন। আর যখন তাকে ধীর বসম যাগত জানায়, তখন তিনি আল্লাহর সামনে অবনত মনকে হতর নিজঢুনো কৃতক্ষুব্ধ করে থাকেন। তাই কোন কর্মী সফলতার পথের দাঁড়িয়ে যেতেন অন্তিমিন কাজকে নিঃসরে আকার দেওয়া ছেদে বেশী ভয় পান। তিনি যেখানে মুহূর্তের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আদর্শকে কোথায় জলাপুলি দেন না। কারণ আদর্শ তোর অন্যান্য। অনেক কর্মী সফলতার লাভে বর্ষ হন কিংবা দীর্ঘ দিনের গভীর সফাক্তার মধ্যে তৎক্ষণ করে ফেলেন; দুঃখিত ও আঘাতাত্য উভয়গুলোই হীরান। এমন জীবন মনে করার না হয়। নিঃসরে সফল কর্মীর কর্মিপত্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

(১) নির্ভেজাল তাতিহাদীর আহ্বায়ক:
আল্লাহর প্রতি খাটি বিশ্বসন ও প্রকৃত তাতুওয়া সফল কর্মীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্ট। হালেছ তাতিহাদীদের জীবন মূল লাশের মত। যদি তাতিহাদীকে লালন করে এবং সেই দিকে মানুষকে আহ্বান করেন মূলতর তিনিই সফলকর বার্তা।

‘আব্দুল্লাহ ব্রুলি ছাড়া তাহকে যিশু জিন্দির স্পর্শ ও স্থির মাত্র তাহার প্রজ্ঞা দেবে।’

‘সমর্থনের উপরে কর্ম করে তাহকে চাই যেদিন তাহার প্রতি উপস্থাপন করিব না, তাহার প্রতি উপস্থাপন করি। যাহা এই অস্বীকার উপস্থাপন করিব না, তাহার উপস্থাপন করি। তাহার যথার্থ উপস্থাপন করি। যাহা এই অস্বীকার উপস্থাপন করি।’

ইবনু আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন মু‘আম (রা) কে ইয়ামানে পাঠান তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, নিয়ম তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাই। সুতরাং তুমি সর্বপ্রথম তাকে আহ্বান করবে তাতিহাদীর দিকে, যেন তারা আল্লাহর একটি মনে নেয়। যদি তারা তা মনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত হালক ফরম করেন। তারা যদি হালক আদায় করে তবে তাদেরকে জানাতে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরম করেন। যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গোষ্ঠীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মনে নেয় তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূলের ব্যাপারে সাধারণ থাকবে (সৌস বুর্খারি হ/৭৩৭২)।
খালেদ তাহবিদে বিয়াসী কোন কর্ম শিরোকর্মের সামনে মাথা নাম করতে না। তার মাথা বিরড় করে যায় কিন্তু তার নির্দেশ আল্লাহ হিন্দিতে নেওয়া যায় না। যখন লোকরক্ষক
বর্তমান নির্দেশন মূলক রাবণ (রাবণ) -এর মুখ থেকে তাহবিদের কথাই উচিত হচ্ছিল (ইবনু মজাজ হা/১৫০)। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ- ইসলামি
দাওয়াতের এই মূলভিত্তিকে ধারণ করে নির্দেশ তাহবিদের আহ্বায়ক সামনে অগ্রসর
হন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং
বাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারই হবে
সফলকাম। তোমরা তাদের মত হবে না, যাদের নিকট একজন প্রমাণ আসার পরও তারা
বিভক্ত হয়েছে ও মতা নৈকা সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (আলে ইম্রান
কুঁ:ম ১৮৫)। অন্যান্য বলেন,

তোমরাই উভয়, তোমাদের উচ্চ উদ্ধার হয়েছে মানবজাতির জন্য। তোমরা বাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (আলে ইম্রান ১১০)। নির্দেশ তাহবিদের
dাওয়াতের মাধ্যমেই মদিনায় যুক্তকালী সৃষ্টি হয়েছিল। মদিনা থেকে মকায় আত্ত
১২ জনের একটি যুক্তকালী সামনে রাসূল (সাহেব) যুক্তকালী শেষ করেছিলেন, তা নির্দেশে
হারিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

বিদায় বিন ধামেত (রাবণ) থেকে বর্ণিত বিদায়, রাসূল (সাহেব)-এর পার্শ্বে তার ছাত্রকেদার একটি
জামা'আত উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত
কর যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীর করবে না, তোমরা চুরি করবে না,
বাদিচার করবে না, সন্তান হতা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না যা তোমরা পরস্পরে
তোমাদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে দিয়ে থাক এবং তোমার সৎ কাজের ক্ষেত্রে অবদান
করবে না। তোমাদের মধ্যে যে এইসব পূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিদিন
রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোনটা করবে তাকে দুর্নিবায়ে শাস্তি দেওয়া হবে।
তখন এটা তার জন্য কাফকারা হয়ে যায়। তাহড়া যে এগুলোর সাথে জড়িত হবে

www.ahlehadeethbd.org
আল্লাহ তা গোপন রাখেন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন অথবা তাকে তিনি শাস্তি দিবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা তার কাছে এর উপর বায়া'আত করলাম (খ্যাতি হা/১৮, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্চ-৬১; মুসলিম হা/৫৫৫৮, 'দর্জবিধি' অধ্যায়, অনুচ্চ-১৯; মিস্কাফ হা/১৭৮)। বর্তমান উক্ত শর্ত পূরণের পর রাসূল (ﷺ) পরের বছর পেশ করেন আরে কয়েকটি শর্ত। আর এই শর্তগুলো সবই সামাজিক।

জাবের ইবনু আশুলাহ (রা) হতে বর্ধিত, আমরা বললাম, যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। আমরা আনার নিজের উপর বায়া'আত করব? তিনি বলেন, (১) তোমরা আমার নিজের বায়া'আত করা স্বস্তি ও অসন্তায় কথা ব্যবহার করবে ও আনুষ্ঠান্য করবে, (২) সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্ববিষয়ে আল্লাহর পদে বায় করবে (৩) সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে, (৪) আল্লাহর পক্ষে কথা বলবে যতেক তোমাদেরকে যেন নিম্নুকের নিন্দা পাকড়াও না করে এবং (৫) আমি যখন ইয়াছিব (মদিনায়) আসেন করব, তবে তোমাদের আমাকে সাহায্য করব। অতঃপর তোমরা আমাকে অনুরূপ নিরপরিক দিবে যেন নিরপরাজ্ঞা দাও তোমাদেরকে, তোমাদের কীর্তিকে এবং তোমাদের সত্ত্ব নিদর্শক। তাহলে তোমাদের জন্য জন্ম নেই রয়েছে (হজীহ ইবনু হিবান হা/৫০২; আমাদ হা/১৪৬৭; সিলশিলা হজীহ হা/৬০)। হজীহ হজীহ মুসলিমে নিম্নুর এনেছে-

ছুঁটুম বিন ওয়ালিল (রা) বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ)-এর নিজের বায়া'আত করেছিলাম এই মর্য যে, সচ্ছল-অসচ্ছল ও সত্য-অসত্য সর্ববিষয়ে আপনার কথা জন্ম ও মেনে চলব। আমাদের উপর কাঁদে প্রাধান্য দিলেও আমারা নিদর্শয় নিয়ে ঋড়র করব না। আমারা যেখানেই ধর্ষ কথা বলব, আল্লাহর জন্য নিম্নুকের নিন্দাকে পরাজিত করব না। (ছুঁটুম মুসলিম হা/৪৮৫৪; মিস্কাফ হা/৩৭৬)।

(২) তাকুওয়া ও তাওয়াকুলের বল বলিয়াঃ

তাকুওয়া মুমিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত। যেখানে কাজের বিভিন্ন যদি তাকুওয়া হয়, তাহলে তা একাধিক সফলতার তীরে পৌঁছাবে। যেখন কোন যাবতীয় কাজ আল্লাহর সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য আল্লাহকে দেখিয়ে করতে হয়। যাহার ইহুদী বলে। রাসূল (ﷺ) বলেন, যদি তুমি আল্লাহর ইবদত করা এমন করে, যেন আল্লাহ তোমাকে দেখেছেন। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে মন কর তোমাকে দেখেছি (হজীহ হা/৬৫; মিস্কাফ হা/২)। তাহলে

www.ahlehadeethbd.org
আল্লাহত্তীতি যে সব কাজেই থাকতে হবে তা পরিকাশর হবে গেল। অন্য হাদিসে এসেছে,
রাসূল (সাহ) জনক ছাড়াবাবুকে বলেন, 'আমি তোমাকে তাকওয়া অর্জনের জন্য অহ্নিত করছি। কারণ তাকওয়া সকল কিছুর মুক্তি
(আহমদ হ/১১৭১, সন্দ হীরা)। সফল কর্মী হিসাবে তাকওয়ার উপরে সকল কাজের ভিত্তি
হ্রান্ত করতে হবে। তাহলে আলাহ অবশ্যই সফলতা দান করবেন। আলাহ তাঁর আলা
বলেন,

 ওম ভল বাল বাল বাল বাল বাল

'যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে আলাহ তার পথ উন্মুক্ত করে দিবেন। আর তিনি
তাকে কোথায় থেকে কোথায় দান করেন সে কর্মমাও করতে পারবে না। আর যে আলাহের
উপর তাকওয়াকুল করবে আলাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন, আলাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ
করবেনই' (কাহন ২-৩)। আলাহ তা‘আলার চিত্তকথন ঘোষণা, 'নিষ্ঠা আলাহ তাদের
সাথেই আছেন যারা তাকওয়াশীল এবং সৎকর্মপরায়ণ' (হাজরা ২৬৮)। ইবাহীম, মুসা,
ঈসা, মুহাম্মদ (সাহ) প্রধান বিপদের মুহুর্তেতে তাকওয়া ও তাওয়াকুলের যে দৃষ্টিতে রেখে
পেছনে, তা প্রকৃত কর্মীকে সর্বদা উজ্জ্বিত রাখে।

(৩) সৎকর্ম অবিচল:
সৎ আমল মুহিম বাদাকে সর্বদা তাওহীদী চেতনায় জাহত রাখে। তাই তিনি আলাহের
সাথে মূলাকাতের তীব্র বাসনায় ফরম ইবাদত সমুহের পাশাপাশি নিয়মিত নফল
ইবাদতকে গুরুত্ব দেন। অপরকে কোন আলাহের কথা বলার আগে নিজে তা বাস্তবান
করেন। চলার পথে কখনো কোনো জটিল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আলাহের পথে হাঁকাকা করেন।
তবু তাকে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তিক হয়ে পড়ন। কারণ তার উদ্দেশ্য আলাহের
সক্ষুটি। আলাহ বলেন,

 ওম কিন ইলাহু লি রব বালি ইলাহু লি রব বালি ইলাহু লি রব বালি ইলাহু লি রব বালি ইলাহু লি রব বালি ইলাহু লি রব বালি

'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে বন সৎকর্ম করে ও তার
প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শর্করা না করে' (কাহর ৫৫০)। অন্য আলাহে আলাহে
বলেন,

 ওন মান ইলাহু মান ইলাহু মান ইলাহু মান ইলাহু মান ইলাহু মান ইলাহু মান ইলাহু

'তবে তারা নয় যারা তাওয়া করে, স্কিন আবেন ও সৎকর্ম করে; আলাহ তাদের পাপমুক্ত
পুনরের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আলাহ কামাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওয়া করে
ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণত্বে আলাহামূজী হয়' (কাহর ৭০-৭১)। সফল কর্মী সর্বনা রাজে
নফল ইবাদত ও দিনে বৈশিষ্ট নফল হিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার বাহিককে
আরো অভিনিঃস্বরূপ করেন।
<table>
<thead>
<tr>
<th>لمحة عن الكتاب</th>
<th>ملخص المحتوى</th>
<th>قصيدةية</th>
<th>مراجعات وملاحظات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يتناول الكتاب الرحلات الدينية إلى الأراضي المقدسة.</td>
<td>يتم تقديم موجز عن المحتوى مهم ومفيد.</td>
<td>يحتوي أيضًا على قصيدةية تناسب الموضوع.</td>
<td>يتم توفير ملاحظات وتعليقات مربحة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المراجعة الموجهة:
- الرحلات الدينية المقدسة.
- المحتوى الموجز.
- القصيدةية الممتعة.
- النصائح للمراجعات المفيدة.
নাওয়াস ইবনু সাম-আন (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (সাঃ)-কে পূজা এবং পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, পূজা হল উত্তম চরিত্র। আর পাপ হল যে কাজ তোমার মনে সমশৃণ করার এবং মানুষের নিকট প্রকাশ পাওয়াকে অপতন কর (মুলালিম বাদ ৬৩৫; মিনহাক বাদ ৫০৭৫; বাদশাহুদ মিনহাক হাজারা ৮৫২, ১৬৪৫ পৃ।, 'কোমলতা লাজুকতা ও সচরিত্রতা' অনুমোদন)।

'আরাফার অনুশীলন এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল কুদমন। আপনি যদি কর্কশভাবী, কঠোর হন হতেন তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে দুর সবে যেত। অতএব আপনি তাদেরকে কমা করুন এবং তাদের জন্য কমা প্রার্থনা করুন এবং কাজের ব্যাপের তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ প্রতি ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ নিত্যশীলদেরকে তালাবাসন' (আলে ইমরান ৫৫৯)।

'অ্যাবু দাবার (রাঃ) রাসূল (ص) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বিয়ামাতের দিন মুহাম্মদের পাত্রে সর্বপ্রথম তারী যে আমল তা রাখে তা হল উত্তম চরিত্র। আর নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতাভিত্তিক ব্যক্তির যুগ্মণ করেন (তিলরমাই হাজারা ২০০২; মিনহাক হাজারা ৫০৮১; বাদশাহুদ মিনহাক হাজারা ৮৫২, ১৬৪৫ পৃ।)।

www.ahlehadeethbd.org
১৪৩

"আবু ছুদায়রক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (সা)কে বলতে জানিয়েছেন, নিশ্চয় কোন বাদাম কথায় এমন বিষয় প্রকাশ পায়, যার দ্বারা সে জাহান্নামের এত পতনীর নিঃস্থত হয়, যত্তা দূরত্ব পূর্ণ ও পাপীদের মধ্যে (মাহরী হ/৬৪৭৭; মিশকাত হ/৪৮৬; বলানুবাদ মিশকাত হ/৬৩২, ৯/১৭ পৃ; আহমদ হ/৮৯০)।

"আবু মালেক আশ'আরি (রা) বলেন, রাসুল (সা) বলেছেন, ‘নিশ্চয় জানাতে একটি বিষয় ধারণ রয়েছে, যার বাহিরটা ভিতর থেকে এবং ভিতরটা বাহির থেকে দেখা যায় (এটাই মসূল)। আল্লাহ তা’আলা এই জানাতে তৈরি করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নরম ভাষায় কথা বলে, কৃত্রিম ব্যাক্তিকে খাদ্য দান করে, নিয়মিত নকশা নিয়মে পালন করে এবং রাজি হল আদায় করে যখন মানুষ মুমিন থাকে’ (বায়াহাকী, ‘আবু ইবন ইমাম হ/৬৩৮; মিশকাত হ/১২৩; সানদ হাসান, চীহীস ইহামা হ/২১২৩; বলানুবাদ মিশকাত হ/১১৬৪, ৩/১২ পৃ)।

(খ) মূলত ও নয় ব্যবহার:

নরম ও অংশ ব্যবহারে আদর্শের ব্যাপ্তি লাভ করে। নবী-রাসুলপ্রণ তাদের ব্যবহারের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নৃত্য ও অ্যান্টার্ম যুদ্ধ হয়ে বড় বড় গোপন উদ্যোগের সৃষ্টি সালতানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই একজন কর্মীর জন্য উভূ শুধু অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত অত্যন্ত অপ্রতীক্ষিত।

"আবু ইবন হ/৫৭৬; মিশকাত হ/৫০৯; বলানুবাদ মিশকাত হ/৫৮৫, ৪/১৭০ পৃ)।

"আবু হ/৫৭৬; মিশকাত হ/৫০৯; বলানুবাদ মিশকাত হ/৫৮৫, ৪/১৭০ পৃ)।

"আবু ছুদায়রক (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেছেন, ‘যাকে কোমলতা থেকে বক্তিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কাজ থেকে বক্তিত করা হয়’ (মুসলিম হ/৬৭৬; মিশকাত হ/৫০৯; বলানুবাদ মিশকাত হ/৫৮৫, ৪/১৭০ পৃ)।

"আবু ছুদায়রক (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেছেন, ‘যাকে কোমলতা থেকে বক্তিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কাজ থেকে বক্তিত করা হয়’ (মুসলিম হ/৬৭৬; মিশকাত হ/৫০৯; বলানুবাদ মিশকাত হ/৫৮৫, ৪/১৭০ পৃ)।"
আবু হুরায়রা (রাশ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাহ)। অমূক মহিলা সম্পর্কে জন্মত্রে আছে যে, সে বেশী বেশী হাতাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং ছাড়াকাছা করে। কিন্তু সে কথা দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল (সাহ) উত্তর করলেন, ঐ মহিলা জাহান্নাম। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাহ)। আরেক মহিলা সম্পর্কে জন্মত্রে আছে, যে কম কম ছিয়াম পালন করে, সামান্য দান করে এবং কম করে হাতাত আদায় করে। সে প্রতিবেশীর তুককার পরিমাণ দান করে। কিন্তু সে কথা দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (সাহ) উত্তর করলেন, ঐ মহিলা জানন্তী (আয়াহ হ/১৬৭৩; শিকারত হ/৪৯৩২; বঙ্গনুবাদ শিকারত হ/৪৭৭৫, হ/৪৭৭৫, সনদ হাসার হাসার)।

আবু হুরায়রা (রাশ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাহ) বলেন, ‘হে সারা’ বা দরা শর্ডি রমান হতে উঠত। সে কারণে আল্লাহ তাঁর আল্লাহ বলেন, যে তাঁকে ধরে রাখে আমিও তাঁকে ধরে রাখি। আর তাঁকে বিচিত্র করে অমিও তাঁকে বিচিত্র করে দেয়’ (রুকারি হ/৫৬৮৬; শিকারত হ/৪৯২০; বঙ্গনুবাদ শিকারত হ/৪৭৩৩, হ/৪৭৩৩)।

(প) হাসার চেহারা, মিসিল হাসি, শীতল চক্ষু:

এই বৈশিষ্ট্য একজন সফল কবির অমূল্য সম্পদ। এমন গুণে শুদিত ব্যক্তির পাশে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পরে এর প্রশান্ত লাভ করে। তাহাঁদের চক্ষু বিচিত্র আকর্ষণ।

চেহারার চারিন মানুষের দায়িত্ব বিগত করে। কিন্তু যে চেহারা তাঁর ধরার মত তা কি মানুষের মন শীতল করে? দুঃখজনক হল- সমাজের অনেক মানুষের চেহারায় এমন কুসংস্করিত ছাপ পড়ে থাকে, যার কারণে মানুষ তাঁর পাশে যেতে চায় না। কখনো কেউ কাছে আসলেও তাঁর অশান্তি ভাঙ্গা, রুক্ষ ব্যাঢ়ার, করুণ বাদাম, অশ্রুর বাক্লাদি তাঁকে দুঃখ সরিয়ে দেয়। আর কখনো তাঁর ধরে কাছে আসে না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মাঝে এই ব্যবহারের সমাবেশ বেশী ঘটে। একজন সফল দাইর মাঝে এ ধরনের স্বাভাব থাকা খুবই নিদর্শনীয়।

---

www.ahlehadeethbd.org
আয়াত (রাষ্ট) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ص) এর নিকট এসে তার সাথে
সাক্ষাৎ অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি ছাত্রীদেরকে বললেন, তোমরা অনুমতি
দাও। লোকটি ছিল তার গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির। যখন সে বসল তখন রাসূল
(ص) তার সাথে হাসলোক চেলাহারে সাক্ষাৎ করলেন এবং হাসি মুখে কথা বললেন।
অতঃপর লোকটি চলে গেল আয়াত (রাষ্ট) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ص)।
এই লোকটি সম্পর্কে প্রথমে খাপ উক্তি করলেন। অতচ্ছেত তার সঙ্গে আপনি হাসি মুখে
কথা বললেন কেন? তখন রাসূল (ص) বললেন, তুমি আমাকে কখন অশ্লীলভাবে পেয়েছ? কিয়ারাতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে মন্দ হবে, যার
অনিষ্ঠার কারণে মানুষ তাকে বর্জন করেছে (রুহানী হ / ৬০৩২; মিশকত হ / ৪৮২৮; বাঙালিদের
মিশকত হ / ৪৬১৮, ৪/৮৩ পৃ)।

(খ) ময়মী চরিত্র :
কেমল ও ময়মী চরিত্রে বদনাতার ছাপ ফুটে উঠে। মানুষ তার কাছে গিয়ে প্রাণীতি
পায়। নানা দুঃখ বেদনা তার মাঝে থাকলেও সব দূষ হয়ে যায়। বিরাট সাক্ষ্য ও
অনুপ্রত্যাশা বুদ্ধি নিয়ে ফিরে আসে। পক্ষান্তরে যাদের মাঝে এই গুণ নেই তারা হয় দূর্বল,
অস্থির ও বাচাল স্বভাবের।

(গ) নেতার হক পুর্পুর প্রদানকারী ও নিজের অধিকার আল্লাহর কাছে প্রাত্যাশি :
অকে সময় দায়িত্বশীল ব্যক্তি কমিয়ে উপর বৈষম্যমূলক অচরণ করে থাকেন। নানারকে
কষ্ট দেন। নেতার উক্তি আচরণে কমিয়া দুঃখ পেয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় একজন একনিষ্ঠ
কমিয়া বিরল গুণ ও হল তাকাও বা আল্লাহর্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। কারণ রাষ্ট্রপতির চেয়ে
তার জানানার মধ্যে যদি তাকাও বেশী থাকে, তাহলে আল্লাহর নিকট সেই জাদুঘরেই
সর্বাধিক সমানান্ত। বলল (রাষ্ট) তার প্রকৃত উদ্দীপনা। দ্বিতীয়তে তার প্রাপ্ত আল্লাহর
কাছে চাওয়া। আর নেতার অনুগত্য ও সহযোগিতার হক্ক তাকে প্রদান করা।

(হ) আল্লাহর (রাষ্ট) বললেন, রাসূল (ص) আমাদেরকে বললেন, 'আমার পরে তোমরা অতি
শীঘ্রই এমন দায়িত্বশীল ও আমীরদেরকে দেখতে পাবে, যাদেরকে তোমরা অপসার
করবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ص)। আমার তাহলে আমাদেরকে কে নিদেশ
দিছেন? তিনি বললেন, তোমরা তাদের হক্ক তাদেরকে দিয়ে দিবে আর তোমাদের হক্ক আল্লাহর কাছে চাইবে (হাজিহ রুকায়িহ হা/৭৫২; হাজিহ মুসলিম হা/৪৮৮)।

(৭) হক্কের পক্ষে সন্তানের সোচ্ছায়ঃ
চিন্তাশীল ও কর্মরত কর্মী নমনিয়তা ও শালিমতা বজায় রেখে সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে। চরম বিদায়ের মুখ্যতেও অস্থিরতা ও উই পথ অবলম্বন করে না। এদের আল্লাহর উপর তাওয়াকুল করে দুর্লভ অবস্থানে অটল থাকেন। তাকুয়ার চরম পরাক্ষতা প্রদর্শনের কারণে অবশেষে অভাববিন্যাস সায়লা তাকে স্বাগত জনায়। কিন্তু দুর্কিন্ত হল, এই নীতির ক্ষেত্রে অনেক কর্মীর দ্রুত পতন ঘটে। সত্য তায়ক করে মিথ্যা ও বাতিল পক্ষে অবলম্বন করেন। সত্য প্রকাশ না করে নিরপেক্ষ থাকার মিথ্যা ভাল করেন। অর্থ এই দুইটি ধর্মের পথ। নিরপেক্ষতার দ্বারা করার অর্থই হল শয়তানের পক্ষে অবলম্বন করা।

আবু হুরায়র রায়ন (রায়) বললেন, রাসূল (সাহ) বললেন, তিনি বিষয় মানুষের মুখ্যকে মুক্তি দেয় আর তিনি বিষয় মানুষকে ধ্রুব করে। মুক্তি দানকারী বিষয়গুলো হল- (ক) প্রকৃত্যে ও গোপনে সর্বায়নে আল্লাহর ভয় (খ) সূচিত ও বিশ্লেষিত উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা (গ) সচিব ও অসচিব উভয় অবস্থায় মধ্যপথে অবলম্বন করা। আর ধর্মকারী বিষয়গুলো হল- (ক) প্রকৃত্যে অনুষ্ঠান হওয়া (খ) লোক-লাবণ্যে পিছনে পুঁট (গ) অত্যন্ত অনুসরণ করা। আর এটি ঐতিহ্যের চেয়ে বড় জনাম' (বায়হারিক, ৬ আবুল ইমাম হা/৬৮৫, সন্দ হফিজ; হফিজ জামে হা/৫৩৫; মিশাকাত হা/৫১২; বুসনযাবাদ মিশাকাত হা/৫৮৪, ৯/১৮৫ পৃষ্ঠা)।

মনে রাখা আবশ্যক যে, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে মিথ্যা প্রতিপত্তি লাগে করে। মিথ্যার তোরণের মুখে সত্যশ্রীর বাতিকের টিকে থাকা অসত্য হয় যায়। এই অসত্য প্রকৃত কর্মী আল্লাহর নিকট ফায়ারিয়া কামনা করেন এবং ধর্ম ধারণ করেন (দাসর ২৬)। কেন্দ্রে মিত্র-বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে না। বিবাহকে তিনি অফিস প্রতিদিন পাবন করেন (দাসর ২২- ২১)। অপরের সাথে তার অবলম্বন থাকতে পারে। তবে তার হবে আল্লাহর জন্য। যদি অন্যায়ের কারণে বাল্বাসা ছিন্ন হয় তবে সেটাও হবে আল্লাহর জন্য। দূরু ইমাম তো এখনই।

নিশ্চয়ই আমার ফালাতের সাল্লাল্লাহু তায়ার মিশর শেনি ও সেন্ন মানুষ তোর আহবান ও অবৈধতা প্রকৃতি করে আমাকে আমি এমনকি আল্লাহর কাছে এখনই।

আবু উমামা (রায়) বললেন, রাসূল (সায়ু) বললেন, 'যে বাতিক আল্লাহর জন্য কাঁদাকে বাল্বাসা, আল্লাহর জন্য কারা সাথে শুল্ক পোষণ করল, আল্লাহর জন্য দান করল এবং আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিতর্ক থাকল সে অবশ্যই ইমামকে পরিপূর্ণ করল' (আবুসাউদ হা/৪৮৬১; মিশাকাত হা/৩০, সন্দ হফিজ)।

দুনি আবিশ্বসহ নীতি অবলম্বন করার করণে অনেক সময় যুলুম-নির্ভারনের খোজ নেমে আসে। এমতাবস্থায় যদি তিনি উত্তম আচরণের জীবন ধারণ করে থাকেন, তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষে একজন সাহায্যকারী নিষ্ঠুর করা হবে।

www.ahlehadeethbd.org
(৮) আলাহার নিকট প্রতিদান কামনাকারী, মানুষের সৌজন্যে প্রত্যাশী নন।
আমি প্রকাশ করা নেত্রহীন অবিকাশ ব্যক্তির স্বভাব তা এটা আমার দ্বারা হয়েছে, এগুলো সব আমিই করেছি, আমি ছাড়া এই কাজ সমর্পন হত না, আমি ছিলাম বলেই এগুলো করা সব হয়েছে ইতাদি। মূলতঃ পশ্চাদর্শনের প্রশংসা পাওয়ার জন্যই কথ্যোগ্য বার বার উচ্চারণ করে থাকেন। বিনিময়ে তিনি তার সৎ আলাহলগুলো সব নষ্ট করে দেন (কবর মহোৎ ২৪৭)। পক্ষে দুরদশী কারী সত্বর একটি বিষয় মাধ্যমে রাখেন যে, কোনো উপকার করলে সাধারণত সে কর্ত্তা করে থাকে। তাই তার কাছে কোন প্রতিদান বা প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও তখন না; বরং তার কর্ত্তার ব্যাপারে সত্যতাকে। আর আলাহার কাছে তার প্রতিদান চয়ে থাকেন।
“এইমাত্র তুমি আমার লোকগণ যারা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমি তোমাদের নিকট তলাকে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও চাই না” (দাহর ৯)। এটা সফল কর্ত্তার অন্যান্য ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য।
(৯) বদমেজজ ও রক্ষ ব্যাখ্যায়ুক্ত:
উক্ত গুণ মানুষের সত্যার্থ সহজন্তু। দীর্ঘকালের মধ্যে থাকার প্রশ্নই আমে না।
১. হারান্তে যারা ওষুধ দিলে আমি তোমাদেরকে দিলে পারিতে না (রাও দীর্ঘ)/ বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কথাটা ও রক্ষিত স্বভাবের বাক্য জন্যে প্রাপ্ত করবে না (আকবর দীর্ঘ হামলায় ৫২০; মিশকত হা/৫০৮; ব্যানাদ মিশকত হা/৮৫৬, ৬১৬ পৃষ্ঠা)।
২. হারান্তে তোমাদের দিলে তোমাদের দিলে প্রস্তাব না (আকবর দীর্ঘ) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, নজর ঈস্মানের অস্ত্র। আর ঈস্মানের বিনিময় হল জানারাত। পক্ষে নির্বাচিত দৃশ্যগুলোর অস্ত্র। আর দৃশ্যগুলোর স্থান জানারাত (তিরমিয়া হা/২০০৮; মিশকত হা/৫০৭; ব্যানাদ মিশকত হা/৮৫৬, ৬১৬ পৃষ্ঠা)।

www.ahlehadeethbd.org
(১০) নেতার লোক দেখানো ভালবাসা ও প্রশংসা করে প্রত্যাখ্যানকারী:

সুযোগে করা দায়িত্বীলের অনুসরণ করে ধারণ এবং তার অবস্থান পর্যন্ত করেন। ফলে সবাই তার কাছে নেতা প্রকৃতি চরিত্র প্রতিভাত হয়। একপাশে ও অসাজগর্ভিনী কাজ করা শুধু দানের লক্ষ্যে যোগ করিয়ে হাত করা এবং তার মুখ বদ্ধ রাখার জন্য দায়িত্বীলের ব্যক্তি জগতের সামনে ঐ কর্মীর প্রতি ভালবাসা দেখান ও প্রশংসা করে। সমস্ত কর্মী নেতা এই অনৈতিক চরিত্র অবশ্যই উপলব্ধি করেন। এই সৃষ্টি প্রত্যাহা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের জন্য চরম ক্ষতিকর।

(১১) বিমূর্তি চরিত্র থেকে মুক্ত:

নিত্যির পরিবর্তন ঘটানো পদ্ধতির সর্বশেষ দুর। এটা মনুষকে ও চংগলক্ষী চরিত্র।

এ ধরনের ব্যক্তির মাঝে ভাতুঙ্গার লেখাপাত্র থাকে না। তলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। অতি লোকের কারণ সত্য-মিথ্যা উভয়ের পক্ষ থাকে। যখন যার বস্তু আসে তখন তার পক্ষ থাকে। এই জন্য ব্যক্তিদের জন্য আলাই তারদের জাত্তাহারের সর্ববিষয়ী নিক্ষেপ করবেন (নিসা ১৪৫)। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের লোকের সংখ্যা কম নয়।

নেতাদের পাশে এই বেশী ঠাই পায়। কারণ দুটি লোকের মিল কথায় নেতৃস্তরীয় ব্যক্তি দ্রুত সিদ্ধ হন। ফলে তাদের হাতে যাত্রী ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবশ্যে এই তাহার লোকের আসল চেষ্টা একটিমেধ প্রকাশিত হয়। যখন তার ক্ষতি সামান্য দিতে অনেক কাঠামো গোপনে থাকে। দুঃখজনক হল, এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটলেও নেতৃস্তরীয় ব্যক্তির তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

(১২) প্রশংসার পূর্বায়ন নয়:

দায়িত্বশীল বা নেতার কাজের কেউ প্রশংসা করলে তিনি অত্যাধুন মৃত্যু হয় এবং অনন্যবোধ করেন। প্রশংসার পূর্বায়ন এ সমস্ত নেতা অনেক যেকোনো ভাল কাজ, কল্যাণকর উদেশ্য, মানুষের সাথে, তাকে মুখোমুখি হও বরদাশত করতে পারেন না; বরং এ ব্যক্তিকে যেখানে কোঠাসার, অসমান, জনসাধারণ তাচ্ছালা, তার কাজের সমালোচনা, কার্যক্রমের বাধা দান, তার অবস্থার বুদ্ধিমতী ইত্যাদি কাজে বাস্ত থাকেন। এই আচরণ বাহিকভাবে একাধিক করতে না পারলে চরম মনকে ভূমপ্রণ। কারণ তিনি শুধু লক্ষ্য করেন তার প্রশংসা করে করে। অন্য প্রশংসার প্রতাশা তো দুরের কথা, কারো সামনে প্রশংসারকা উচ্চারণ করাই নিন্দিত (মুবলিম হ/১৫৬৮; মিশরাত হ/৪৮২৬)। একজন সকল কর্মী অবশ্যই নেতা এ ধরনের আচরণে দুঃখ পান না।

(১৩) জী হুঁজুর শতাব্দিক:

জী হুঁজুর ব্যবহারের কর্ম সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের দেহের ক্ষতিবান। এদের ভাল-মন্দ বুঝার শক্তি একেবারেই কম। ফলে নেতা বা দায়িত্বীলের ভাল-মন্দ যোগদান করে 'জী' করে। স্বার্থ হালিশের জন্য কাছাকাছি অবহত্ত করেন এবং সবাই নেতার প্রশংসায় থাকেন পঞ্চমুখ। বিচরণ ও ভাতুঙ্গারীশ কর্মীকে উভূ ব্যবহার কথনোই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না; বরং তারা দায়িত্বীলের সুপরামর্শ বিলাস ধরে যান। সেই নেতার পক্ষে যাক, আর বিপক্ষে যাক। এটা ছিল হাজার বাজেরা করেমের নীতি।
(14) কুরআন প্রবন্ধ নন:
বক্ত্রাকারিক লোক সব সময় সমাজে থাকে। তারা কর্মের প্রতিযোগিতায় হেম মূল বাক্স সম্পর্কে মানুষের মাঝে কুরআন ছড়িয়ে দেয়। অতি ভালবাসার ও অতি নির্মল প্রকৃতির মানুষ কুরআন ছড়িয়ে প্রচার করে। কারণ তারা বক্ত্রাকারিক লোকের চরিত পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। কিন্তু তারা নেতৃত্বশালী ব্যক্তিদের পাশে থাকে। তাদের ফেরেশতা সুলতান ব্যবহার নেতৃত্ব গলে যান এবং তাদের কথাই কর্মসূচক গ্রহণ করে।
ফলে বক্ত্রাকারিকদের পাঁচালীতে কুরআন অনুষ্ঠান করেন, সিদ্ধান্ত নেন এবং অনুষ্ঠান করেন। শ্রুভানাতে তাদের কথাই প্রতিযোগিতায় কর্মসূচক গ্রহণ করে।

c (15) বিবেক সম্পদ ও বৃদ্ধিদ্রুত:
সফল কর্মী হেন বিবেক সম্পদ ও বৃদ্ধিদ্রুত। আরো ও তোলো কর্মী হবেন না।
বিবেকশূন্য আরো কর্মী কর্তব্যের পৌরুষে পারেন না, মাঝ পথে ছি পড়ে। যেমন নড়াই একটি গাছ পথ চলে, কিছু পথের পৌরুষে পারে না, মাঝ পথে বিক্রিয়া হয়।
মোটা বৃদ্ধির কারণে তারা সর্বনিম্নী ও সর্বন্যায় উভয় মহলে চলতে পারে। আর তখনই ধৃত ও হীন চরিত্রের লোকেরা নিজেদের থাকা উদ্ধার এবং অন্যের কথাই সাধনে তাদেরকে ব্যবহার করে থাকে।

c

www.ahlehadeethbd.org
সফল কমিয়ে যথার্থ দায়িত্বিক হন তখন তাকে এমনের প্রতি সুস্পষ্ট দৃষ্টি রাখতে হয়।

(১৬) নেতা বা দায়িত্বিকের সামনে নিজ কাজের পর্যায়ক্রমে যিনি তোলা করেন না:

সত্ত্বনা ও দায়িত্বিক কমিয়ে একজনে আলাদার সম্ভূতির জন্য কাজ করে থাকেন। সর্বদা তিনি তার কাজ আলাদার কাছে পেশ করেন এবং তার কাছেই প্রতিশোধ কামনা করেন। কিন্তু যদি কমিয়ে নিজের সম্পাদিত কাজকে কত তালাতারত নেতার সামনে বলতে পারেন, তার জন্য অস্ত্র হয়ে পড়েন। সুযোগ পেলে সর্ব মহলে নিজের কাজের ফিরিয়ে বহিষ্কার বন্ধন করে বেড়ান।

মানুষকে দেখানোর জন্য উদ্যোগী অনুষ্ঠান, বিভূতি আলাদারের ব্যবস্থা তো থাকিই। যদিও নির্দিষ্ট দেখা যায়, তার কাজগুলো তাদের চেয়ে চুপ সাধারণ, যারা প্রকৃত কাজের অধিক দিয়ে থাকেন। অবশ্য এই সময় কমিয়ের প্রতিক নেতার অর্থীবদ্ধ বহিষ্কার থাকৃ।

(১৭) অন্যায় মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দৃষ্টি দানকারী:

আলাদার যাকে তত্ত্বক মর্যাদা দিয়েছেন তাকে তত্ত্বক মর্যাদা প্রদান করা একজন সফল কমিয়ে অন্যতম বৈশিষ্ট্য (মুভিম, মিশর হ/১১১৭)। যদি অন্যের মর্যাদা রুক্ষ না বা মর্যাদা পরিমাপ করতে পারেন না, তিনি সারিদূর মেঘে গাছে মক। দেখানো সময় তিনি ভেঙে পড়েন, ধর্ম, নিপতিত হবেন এবং একাকিতে ভাবে করেন।

সবচেয়ে সমাধানের অধিকারী হলেন, কুলাই পরমহয় ওলামায়ে বেরাম ও তাদেরাইশিয়া বদলামার।

লিখিত বড় প্রতি মন করে মর্যাদাধারি এবং মর্যাদার কুর্সা রন্ধন করা কুটি বিশ্বকোষের ভাষায়। জানি আলাদার যে, প্রত্যেক বৃহদের মাননের মধ্যে ভাল-মনদুই ধরনের লোক আছে। তাই সফল কমিয়ে এই মর্যাদার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে।

(১৮) কৃত্রিম প্রাক্কার করেন, তারা কখনো ক্রৃত্রিম প্রাক্কার করতে চান না। কোন পরিপূর্ণ প্রকার প্রকাশ করলে কুর্টু সমানাই করেন এবং অভ্যর্থনায় সৃষ্টি।

তারা মাননের অবদান মান স্বত্ব তুলে যান। পুরবের একটি সাধারণ অবজ করে দুরে সরিয়ে দেন, হতে আবির্ভূত হয় নতুন অথবা সাদা গোলাপ।

নেতার সেই নবায় অভিধান লোক দেখানো নিত্য-নতুন ভঙ্গিমাকে নেতারা ভেঙে থাকে। তখন তারা প্রকৃত ও পুরুষত্ব সাধারণকে মাননীয় মন করেন না। অথবা, গৌর্যায়, লোকার, যে কিছুই জানি না, বেছে, অলস, ইতিহাস বলে ভাল হিচাল করেন। কিন্তু তাদের স্বাভাব যে আলাদার তখন দেখি তারা লক্ষ করেন না। তাই কৃত্রিম প্রাক্কার করা একজন সফল কমিয়ের বিশেষ প্রথা (তিরিক্ষি হ/১৯৫৪; মিশর হ/৩০২৪)।

(১৯) ইতিহাসের থেকে শিখা অন্তর্জালী:

মানুষ ইতিহাসের থেকে শিখা গ্রহণ করে না এটাই চিরন্তন ইতিহাস। তত্ত্বের আলাদারন নেতা একজন রিয়ালস্টু কমিয়ের প্রতি স্মরণস্পর্শ হয়ে পড়েন।

তাকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করেন। মুর্চের মধ্যে আলাদারই বিপুল মাথায় উঠে যায়। নেতার অন্তর্জালিতে পদ পাওয়ার কারণে বেপরোয়া হয়ে উঠে, হয়ে যায় চরম বেছেচারী।

সে তখন কোন মানুষকে

www.ahlehadeethbd.org
সফল কমিয়ে যখন দায়িত্বীল হন তখন তাকে এগুলোর প্রতি সৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখতে হয়।

(১৬) নেতা বা দায়িত্বীলের সামনে নিজ কাজের বর্ণনায় যিনি তোলাকে করেন না: সত্যেব ও দায়িত্বীল কমিয়ে একমাত্র আলাদু সম্পদ তাঁকে দায়িত্বীল হন ও তাকে এতাং প্রতি প্রতিযোগিতায় করার করন।

(১৭) অন্যর মর্যাদায় প্রতি তৃষ্ণা দৃষ্টি দানকারী:

(১৮) কৃষত্ত্ব প্রকাশকারী:

(১৯) ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জনকারী:
(20) প্রতিষেধ পরায়ণ কিংবা অপরের দোষ অনুসন্ধানকারী নন:
একজন সফল কর্মী নিজেকে সম্পাদন মনে করেন যে, আমি অত্যন্ত তৃপ্ত অভিযোগকারী নই, আমার শক্তির অভাব নেই তবে আমি কারো শক্তি নই। মুসলমান হয়ে অপর মুসলমানের কিছু প্রতিষেধ পরায়ণ হওয়া উচিত নয়। সম্পাদন অপরের গীতি করা, দোষ অবশেষ করা ও কুকর্মচিন্তা সৃষ্টি করা আত্মত্যাগী সত্য।

ইবনু ওমর (রায়) বলেন, রাসূল (সাদ) একদা উচ্চ করে আহারী জানিয়ে বলেন, ‘হারাম’ মুখে ইসলাম প্রাণ করা না কিংস হয়ে ইমাম প্রবেশ করেন। তোমরা কোন রাখ, তোমরা মুসলমান ব্যক্তির কথা দিয়া না, তাদের কথা দিয়া না এবং দোষ অবশেষ কর না।

(21) চাকচিকনায় বলির দাবীদারী নন:
সফল কর্মী অতিরিক্ত কথা বিশ্বাসী নন। অনেকে নিজেকে খুব রুদ্ধমান মনে করে চাকচিকনায় দাবার মাধ্যমে সংগঠিত কাজ থেকে দুরে থাকেন। নেতার কাছে কথা ফুলকুরি ছড়িয়ে তার অশীবদ লাগে না হন। তার মোলারেম কথা ও প্রশ্ন নেতাতে আনতে তাসতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন কল্যাণ নেই। এ সময় নিরাধিক্রম কর্মীরা তার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। এরপুর উদাহরণ সম্মতে ভুঁরি ভুরি।

উপসংহঃ
সফল কর্মী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে হবে তিনি যেন কবুল করেন।
দায়িত্বী জীবনের উপরেই মন মুর্ত্য হয়। সেই সাথে নিম্নের হাজিতি সাহসিক মনে রাখা আবশ্যক, ‘জীবনের শেষ আমালই সবচেয়ে’ (সুফারী হ/৬৫১৫: মিশকত হ/৬৩৩)

***

'আমি অনেকের মুখে বীচির কথা চর্চা হয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে বীচির বেশমাত্র দেখিয়ি। অনেকে অহকারের সামালোচনা করেছে হেনছি, কিন্তু অহকারের ডিপো হিসাবে তাকেই পেয়েছি। অনেকে আহিষ্ট্রুর বদলম করছে হেনছি, কিন্তু তাকেই দেখেছি তিনি আহিষ্ট্রের ফাউন্ডেন। অনেকের মুখে থাকুওয়ার বয়স হয়েছি, কিন্তু তাকেই পেয়েছি থাকুওয়ার সন্দেশ হয়েছি, কিন্তু তার মধ্যেই বদলকারের পশ্চিম হয়েছি। অনেকের মুখে কোনো যত্নের পাল্লা হয়েছি, কিন্তু তার মুখেই হয়েছি কথরের অবঝরাজি'-তাইখ

www.ahlehadeethbd.org
সমাজ সংস্কারে যুব সমাজের ভূমিকা

-অধ্যাপক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠ্যগুলোর সম্পাদক, আহলেহাদীহ আনোলন বাংলাদেশ
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ।

সমাজ সংস্কারে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজিক অরাজকতার মূলতাপন করে যে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয় তার পিছনে সিংহভাগ ভূমিকা থাকে যুব সমাজের। ইতিপূর্বে যেকানাই আদর্শ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল যুবকর্ম। তারাই সুষু জীবন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত গভীর ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের তৈরী মতবাদ কায়েমের জন্য যুবকর্ম যদি সর্বাধিক তাপ্ত গীতাকাল করে; জীবন পর্যায় বিলিয়ে দিতে প্রস্তু থাকে, তাহে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুবকর্ম পাওয়া যাবে না কেন? তারা কেন নির্ভার ইসলামের ঝোপকে উদ্বোধ্যে করার জন্য এমগে আসবে না? অত নিবেদি করেকেট বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করবে ইন্দুধা আল্লাহ।

তাওহীদ বিভিন্ন সমাজ গঠন:

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার, পৌরলিকতা ও কুসংস্কার সমাজ জরাজীর্ণ। এই সমাজের তাওহীদের আদর্শে নবরূপ রূপান্তর করতে হবে। সকল ক্ষেত্র ও সর্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহ। উক্ত দবী মনেপ্রাণ প্রাণ করে সমাজের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বভৌমত্বের মালিক। আল্লাহ তাঁর আল্লাহ বলন।

সরুল (ছাঁ)-এর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা:

আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে বিশ্বাসী বিবেকবাদ মানুষের নিকট হেদায়াত পৌছে দেয়ার মাধ্যমে রিসালাত বা নবুওয়াত বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 

লল্লো যুসুফুন ম্যানেটি কুরআফ ফেরেশতায় এবং মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করে 

তাঁকেন (হজ ৯৫)। আর এই নবী-রসূলদেরকে অনুসরণ-অনুরণ করতে হবে। অন্য

কোন মতাদর্শের অনুরণ করা যাবে না। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন,

লেভ কেন লেক ফেরেশতায় রসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য অতীত উত্তম আদর্শ

(আত্যাচ ২১।) মুহাম্মদ (ছাঁ) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি মানবতার জন্য

জন্য সম্পদ ক্লায়াকঙ্কালী। তিনি জগত্যাগীর জন্য রহমত গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাঁর আল্লাহ বলেন, একবাক্যে ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসের মধ্যে মানবতার ক্লায়াকঙ্কালো গিনিনত। তাই যুবসমাজের সাহায্য হল মানুষের এর নিয়মে সচেতন করা।

www.ahlehadeethbd.org
woman and wine were the three absorbing possessions of the Arabs. Arabia as Muhammad (sm) found it was steeped in ignorance, barbarism and fitishism of the worst type. 'Arab barra suroj, nari and yuque' were the three absorbing possessions of the Arabs. Manun found it was steeped in ignorance, barbarism and fitishism of the worst type. 'Arab barra suroj, nari and yuque' were the three absorbing possessions of the Arabs.
শ্রীনী ও বৈষম্যনী সমাজ গঠন:

ইসলাম জনমত, বংগত কিংবা ভাষাবন বা আংশিকককার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য বীরিক করে না। বরং সমাজে সবাই সমান ও একই মর্যাদার অধিকারী। এর বাস্তব দৃষ্টিত হলে তার অভাব। সেখানে যিনি প্রথম আগমন করেন তিনি প্রথম কাজের দাড়ানে। সমাজে সার্বিক কাজকর্মের জন্য সবসাধারণের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিকল্প নেই। আর প্রকৃত ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পারে শ্রীনীহীন ও বৈষম্যানী সমাজ গঠন করতে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই’’ (হজর্জ ১০)।

প্রকৃতপক্ষে ভারপ্রাপ্ত এমন একটি সম্পর্কে যেখানে মানুষ পরস্পর সহস্রীল, মমতবোধ, আত্মবাদপূর্ণ ও সম্বন্ধশান্তির পরিবেশের সৃষ্টি করে। যুবকদেরকে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্রুতি মূর্ত্তিকা পালন করতে হবে।

নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা দান:

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কন্যা সতর্ক জন্য হওয়া ছিল তখনকার সমাজের অভিধান বরপাদ। তাই কন্যা সতর্ক জন্য হওয়া মাত্র তাদেরকে জীবনের প্রথম প্রথিতি করা হত। তাদের এমন জন্য কার্যকলাপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘যখন জীবনের প্রথিতি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাকে কোন অপরাধ হওয়ার হাতে ভাষা করা হবে।’’ (কাফাতির ৮-৯)।

সৃষ্টির শুরুতে দেখা যায় আদম (আী) কে মাটি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার বাম পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে হওয়া (আি) কে সৃষ্টি করেছে। তাদের থেকে পথচেষ্টাতে অসংখ্য নারী পুরুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাবালাল বলেন, ‘‘যে আসনে দাঁড়ালেন, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।’’ (হজর্জ ১৩)। তারপর উভয়কেই সমানিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘ই নিয়ন্ত্রণের তোমরা পুরুষদের উপর নায় সাহস অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শেষভাগ রয়েছে’’ (বাকাবাই লো ২২৮)।

জাহ্নী যুগে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। কিন্তু ইসলাম নারীদের তার উপস্থাপন অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘হুম্ম ইব্রাহিম লেখেন রাকিম লেখেন, নারী-পুরুষের কিভাবে জীবন যাপন করার তারা মহান আল্লাহ তাবালাল শিক্ষা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘তোমরা তাদের সাথে সম্বন্ধে জীবন যাপন কর’’ (নবা বিন)। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমাজ মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। তাদের
উপার্জন ও পূর্বদের উপার্জনে নিজ নিজ অধিকার থাকবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, লোকেরা নিজেদের উপার্জন করবে তাঁর তোমাদের থাকবে, আর নারীরা যে উপার্জন করবে তা তাদের জন্য থাকবে” (নিসা ৩২)।

একজন আদর্শ মুসলমান নারীর সমাহার ও মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সঙ্গে সৃষ্টিতে অন্য কোন কিছুর তুলনা করা যায় না। নারীর এ মর্যাদা যেন অশুভ থাকে তার জন্য সবাইকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে যুবকদের এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মাদকমুক্ত দেশ গড়া:

কে সমস্ত দ্বারা সামগ্রী পান বা ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি হয় তা প্রাণ করাকে মাদকাসকি বলে। অন্যথায় বলা যায়, নেশা জাতীয় দ্বারা বা চিন্তিতবিদ্যাকারী তা প্রাণ করাই মাদকাসকি। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, ‘কে মস্তকের নাখল ও কুল হৃদয় হয়’ (হুসেইন মুসলিম হা/৫৩৩৯)। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন, ‘যে জিনিসের বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাসকির কারণ রয়েছে, তার অর্থ পরিমাণে হারাম’ (তরাইমী হা/১৮৫)।

মদ যুব সমাজে বিপদগমী করে। পথু বিপদগমী করে না, অধুনিকযুগে গাজা, হেরোইন, প্যারেটিউন, মরফিন, কোকা, হুইফি, জিন, রাম, ভক্ষ, সুরাসার, নারকাটিন, মেথাডাইন, আলফা, রেনেন, ক্যাফেইন, অফিম, কোভিন, ডায়াজিপাম, ফেসিডিস্ট ইট্যাদি শ্রেণীর মদক্রমে ফিকর্ড, পার্কার্স, ডামাডেল, তুর্ক, মজকা ইত্যাদির মরাত্মক ফকির করে ও নানাবিধ জটিল রোগের সৃষ্টি করে যার বেশিরভাগই নিরাময় অযোগ্য। পথু তার নয়, এসবই শয়তানী কাজ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘যিঃ বাদক দিখান তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্বাদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্বাদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্বাদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্বাদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্বাদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি এর সাল্঵াদ তোমার কোম্বার মুক্তি।

অশ্লীলতা ও অনাচারের উচ্ছেদ:

সমাজ থেকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অনাচা উচ্ছেদ করতে হবে। বিশেষ করে বাড়ীছায়, মদ-জ্যুম সূন-মুসা, প্রতারণা, ফেকেনা-ফসাদ, স্বচ্ছ, চুরি, ভাঙ্গনী, জিনিস ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কাজ পরিযায় করতে হবে। সামাজিক অপরাধ হিসেবে এগুলো খুবই জগত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলাবলেন,
হে মিনানগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

(মঃ রকমাহ ৯০) অন্যতম আল্লাহ বলেন, 'হীন ঠক্কাজারা ধর্ম হেক। যারা লোকদের থেকে অগ্নি করার সময় পূরিপরি অগ্নি করে। কিন্তু অন্যান্য ওম করে দেয়ার সময় কম দেয়া' (মুসাফজীন ১-৩)। ইসলামে এ সমস্ত অনুচার ও মানবতা বিবর্জিত কাজ অবৈধ। এগুলো থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবর্ত করতে হবে। সমস্ত মানুষকে এ ব্যবস্থার সচেতন করার দায়িত্ব যুবকদের। যদি এ সমস্তকে যুবকেরা উদাসীন থাকে তবে সমাজ ধর্ম হতে বাধা।

এছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্তি, অর্থনৈতিক সংক্রান্তি এবং নেতৃত্ব সংক্রান্তির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে হবে। আর এ ব্যবস্থায় যুবকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

উপসংহার:

পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল ভূমিকা ছিল যুবকদের। তাদের শৌর্যবীর্যের ফলে সমাজ মানব বিদ্রুপ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন আল্লাহর বিদ্বান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'আহলেহীদীল যুবসংঘের' কল্পনা অন্যদের তুলনায় কম সহস্র, কম মর্যাদা, কম রুক্মিনীতার অধিকারী নন। তারা কিছুটাই বুটেন, আমেরিকা, জামানি, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন প্রলোভিত দেশে বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠাতের দিকে কম বহুগুণ সম্পন্ন নন।

হে তোপসিদ্ধ যুবক বড়বার! সত্যের প্রত্যাখ্যান ও গণগণবিদ্যা আওয়াজে ঘোষণা করেন, ইসলামের সাথে অন্য কোন মতবাদ কিংবা তাকুলীদপন্থী আন্দোলনের কোন সম্পকে নেই।

ইসলাম ব্যাপ্ত অন্য কোন ধর্ম বা ইসমের কোন মূল্য নেই। আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন এই মর্যাদা পে, আপনার আদেশে এককিছু ইসলামের খোদাতে নিয়ন্ত্রিত করবেন; বোধনকে ইসলাম রক্ষায় ওঠাফল করবেন, সময় ও শ্রমকে সম্প্রতি ইসলাম প্রচার বায়া করবেন।

আল্লাহর দীর্ঘসময় সাহায্য করিয়ে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসৃষ্টি আল্লাহ স্থিরে ব্যক্তি সাহায্য করে থাকেন, যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করে থাকে।' অন্যান্য আল্লাহ পরম শক্তিমান, পরামর্শালী’ (হজ সো)। আল্লাহ আমাদের সবইকে সমাজ সংস্কারে যথাযথ ভূমিকা পালন করার এবং পবিত্র কুরআন ও হীরিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ার তাপকী দান করবেন! আমান!!

***
শাহ ইসমাইল শহীদ : ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ
আন্দোলনের অন্তর্গত সিপাহসালার

নুরুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুগসম্পন্ন পি-ইএইচ, ভি পরীক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শাহ ইসমাইল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সিপাহসালার। ৩০ হায়র হাদিনের হাফেজ এই বরেণ্য আলেম স্বচ্ছ ও মুজাহিদ ভারতীয় শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদ দেহলতীর (১৭০৩-১৭৬২) পৌর, শাহ আব্দুল গনীর (১৭৫৮-১৮১২) পুত্র, শাহ আব্দুল আরীম মুহাম্মদ দেহলতী (১৭৪৭-১৮২৪), শাহ আব্দুল কাদের (১৭৫৫-১৭৩৮) ও শাহ রফিউদ্দীনের (১৭৫০-১৮১৮) প্রান্তিক প্রিয় ভাষার ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ পরিবারের পৌরব এই কর্মীর ছিলেন শিরক-বিদ্যাধীর বিরুদ্ধে আপেক্ষিক ব্যক্তিত্ব। দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তার অবদান অনুষ্ঠাক।

জন্ম ও শেষবের

তৃতীয় খোলা ওমর ফারুক (রাজেন্দ্র) এর ৩৩তম অধিন পূর্ব শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল
বিন শাহ আব্দুল গনী বিন শাহ ওয়ালীউল্লাহ বিন আবু রহিম দেহলতী ১১৯৩ হিজরীর
১২ই রবিউর মাসে ১৭৭৯ সালের ২৯শে এপ্রিল মুহাম্মদ নগর মোলার ফুলাতে
তারা মাতৃভাষায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম ফাতিমা।

শাহ ইসমাইল দিনারের যে ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সে পরিবারের
সদস্যদের কর্তৃক প্রকাশ করা বিষয়ে স্পষ্ট বলে এই খবর ও সুলাট বাক্য। এই বক্তার
জীবনীকার অবুল হাসান নাসাত বলেন, 'যেসব ইলমী কথা, মাসালা-মাসালা, হালাল-
হারাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়বলী ধর্মগণ লোকেদেরকে বই-পত্র পড়ে জানতে হয়,
সেদেরা শাহ ইসমাইল পরিবারের আলাদা-আলাদা ও কিস্মা-কাহিনীর মাধ্যমেই
অবগত হয়ে যায়। শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিক্ষা খুবই পূর্বাপি ছিল, যা খুব কম
সৌভাগ্যবানের ক্রাপারী জোটে' (সীমাতে সাইহিদ আহমদ শহীদ, পৃ ৩৭৩)।

শিক্ষা-দীক্ষা:

মাত্র ৬ বছর বয়সে পিতা শাহ আব্দুল গনীর কাছে তার শিক্ষাজীবনের শুরু সূচনা হয়। ৮
বছর বয়সে তিনি কুরআন মুজাদ্দ হিফজ (মুখস্থ) সমাপ্ত করেন। জীবনীকার শেখ হাসান
দেহলতী বলেন, 'এই হিফজ তোমাদের মতো ছিল না; বরং তাকে পরা কুরআন
মুজাদ্দের অর্থ পড়ালো হয়েছিল' (হয়তো তথ্য এবং, পৃ ৩৭)। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি
নাম-ঘিরের প্রাথমিক গ্রহস্মূহ অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে শাহ ইসমাইলের
পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর চাচা শাহ আব্দুল কাদের-এর নির্দেশ তিনি
মিনের সন্তানের মতো লালপিত-প্রলিচ হন ও তার তত্ত্বাবধান পড়াশোনা অবলম্বন করে।
এরপর বড় চাচা শাহ আব্দুল আরীম-এর নির্দেশ মার্কুলাত ও মানকুলাত-এর পাঠ গ্রহণ
করেন। শাহ রফিউদ্দীনের নির্দেশ তিনি জানার্জন করেন।

www.ahlehadeethbd.org
বলাবলে তাই শাহ ইসমাইল উল্লেখ করলেন নাহাদ হাসান খান তুরানি বললেন, ‘তার মেধা ছিল অল্পনা তীক্ষ্ণ এবং তার প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির কারণে আবুল হাসান নাহাদ বললেন, ‘তিনি মদরাদাসা সমুদ্র মানের বা মোহাবী ছাত্রের মতো ছিলেন না, পাঠ্যপুস্তকের মর্ম বুঝাইয়া তাদের অর্থবিদ্যা ছিল। তিনি পরোক্ষাধিকৃত মেয়াদ অধিকারী ছিলেন এবং অনেক পাঠ্যপুস্তকের লেখক ও ব্যাখ্যাকারদের চেয়ে বেশি মেধা ও ইলিমী মেয়াদ রাখতেন।’ (পৃষ্ঠার সাইমিড আহমদ শহীদ, পৃ ২৭৪)। চাটা শাহ আবুল কাদেরের কাছে তিনি ‘আল-উফুকুল মুহিব’ নামক উচ্চ শ্রেণীর কিতাব পড়তেন। দু’র পাতা পড়ার পর তিনি শাহ আবুল কাদেরের কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং তিনি তা বলে দিতেন। অন্যত্র ঐবেই পড়তে থাকতেন। ঐ সময় প্রখ্যাত হানাফী আলম ফয়লে হক খাপুরাবাদী একদা দিল্লী এলাকা শাহ আবুল কাদেরের দায়ে বসেন। তিনি শাহ ইসমাইলকে উক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে বললে খাপুরাবাদী একটি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন। ইসমাইল তাকে সাহায্য প্রদান করেন। ফয়লে হক তার প্রত্যক্ষ প্রদান করেন। পাতাটি শাহ ইসমাইল তাকে যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে নির্দেশ করে দেন।

তিনি হাতের (হিকমত বা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ) মতো কিতাব বিনা মুতালা‘আয় ৮/১০ পৃষ্ঠা কম পড়তে না। পরে কথাগুলো ঐবে পাঠের পুনরাবৃত্তি করতেন না মৃত্তিকার, পৃ ২৭৪)। শেষে পড়াশোনার চেয়ে খেলাগুলো প্রতি তার মেধা ছিল বেশি। ছাত্রীবনে তিনি তীর্থের, ওলা চালানো, শিক্ষী এলা, চোদুরোড়, লালখেলা ও সাতার ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রণ ছিলেন। শাহ আবুল আরীয় একদিন তাকে বললেন, তুমি খেলাগুলোর বেশি সময় অধিভার করিন্তে, পড়ালেখা কাজ না। জবাবে শাহ ইসমাইল বললেন, আমাকে তাত্ত্বিক বিষয় থেকে কিছু জিজ্ঞেস করেন। শাহ হাজারে দু’একটি প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত সুদৃশ্যভাবে জবাব দিয়ে দেন (মামলা, পৃ ২৭৯: হাতের তাইরিক, পৃ ৪৩)। ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপনের পর বিভিন্ন মাসআলার সমাজস্বরূপ তার কাছে বড় বড় আলম-এলামা পর্যন্ত ছুটি গ্রহণ করেন। রান্ট ঘাটে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে তারা তাকে যেসব জটিল প্রশ্ন করতেন তিনি প্রত্যাপ্রশ্ন তাদের সাথে সেসব চথ্যকে জ্ঞানী ও দলিলসমষ্টি উত্তর প্রদান করতেন। ঐতিহ্য তারা বিভিন্নভাবে হয়ে পড়তেন। ফিকহ সংগ্রহ যেকোন প্রশ্নের উত্তরে তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল মূল প্রদান করেন। স্বর সৈয়দ আহমদের মতে শাহ ইসমাইলের যুক্তিক্ষুদ্র এয়রিস্টলকেও হার মানাতে এবং তার দার্শনিক যুক্তিযুক্ত শাহ হাজারের যুক্তিক্ষুদ্র কাছে মাকড়সার জেলের মতেই হিন্দুবিশ্ব হয়ে যেত।

দাযুদ বং তাবলিগের মধ্যে কাদের হাতে বাই-আর এগিয়ে পর তিনি যুদ্ধের পুনরুজ্জীবন ও শিরক-বিদ'আতের প্রতিরোধ মিশন সারা জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। এক্ষেত্রে বৃত্তি ছিল তার অন্তর্গত হাতিয়া। তিনি ছিলেন আলরবী বাগী। তার বন্ধনের মধ্যে যাত্রীর মোহনী শক্তি নিহত ছিল। তার হৃদয়ভাগ্য বন্ধন মুসলিমদের মনের দুর্বল যুদ্ধ ও আলোকচার হয়ে উঠে। বুবাবার ও শরীরার তিনি শিক্ষার শাহ জামে মোসজিদে ওয়ায়ি-নষ্ঠীহার করতেন। জমা'আর দিনে তার বন্ধন শোনার জন্য মানুষের এতো উপচার ভালুড় হত, যেন দুই ইতের ছালাতে হয়ে থাকে। তিনি খুব সহজ-সরলভাবে তার বন্ধন জনগণের সামনে প্রদর্শন করতেন। আলোম ও সাধারণ মানুষ সবাই তার বন্ধন

www.ahlehadeethbd.org
সমানভাবে দাগ কাটত। কুরআন মাজীদের কোনোটি আরো পড়ে তার তাফসীরের শুরু করলে প্রোটার অন্তরে আলুহত্তির মূল ঘটত। তাদের চোখ হয়ে উঠত অর্সজল। 
অবিরতধারায় গড়িয়ে পড়ত অশ্রুবন্য।
নিলীর শাহী জামে মসজিদে পবিত্র রামায়ণ মাসের শেষ জুম'আর ছালায় সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তখনে মুসলিমরা যা স্থানেই বসেছিলেন। সেদিন সেখানে বড় বড় আলেম ও বক্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম কাতারে শাহ ইসমাইল শহীদ বসে ছিলেন। সবাই তার বক্তব্য শোনার জন্য উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি সামনে উঠে গিয়ে -

"বসম ইলাহ হল যার কর্ম করিয়ে তোমাদের। (পরবর্তী কলামে আরও দেখুন) উধো আলাহুর নামে শুরু করছি। আলাহ বৃদ্ধি কোন (হসব) উপাসনা নেই। তিনি একক। 
তার কোন শর্ক নেই। তার জন্য সকল রাজ্য ও সকল প্রশাসন। তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান) পড়ে তার বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি তাওহীদ, শিরক, কবরুমজা, তামিয়া মিলিত এবং ধারাবহ জন্য নদর-নিয়াম দৃশ্য করা প্রত্যুষি বিষয়ের অবকাশ করে এক সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করলেন। জুম'আর ছালায় তার প্রথম ছালায় তার সময় পর্যন্ত প্রলিপিত বক্তব্য একাধিকে পিনপনে নির্বাকের সাথে তুলনা অনুষ্ঠিত হয়ে পড়ে। । সময় 
শাহ আলুহুর আরাফায় মুহাদ্দিস দেহলফীও সেখানে বসা ছিলেন। প্রথমারে মতো তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে বৈধতামর্মী বক্তব্য তুলে সেদিন সবাই শুভ্রিত হয়েছিলো। বিদ'আতীদের 
অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধি হয়েছিল (হয়ততে তাহিরিয়া, পঃ ৬৫-৬৫২; তারাজিম, পঃ ৯৫-৯৬)।

একবার মুহাদ্দিস মাসে নাশনের ক্ষেত্রে আলম জাতন্ত্র হল। বাদশাহ তীর্থীয় আকবর শাহ ও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। শাহ ইসমাইল একটি আরো পাঠ করে হুসাইন (হাদ)-এর ধর্মের কাহিনী এমন সুদর্শনের কথন করলেন যে, তার মহান চরিত 
সোহাতের সামনে একটি নিয়ুক্ত চিত্রের মতো ভেনে উঠল (হালহাদীহ আওর সিয়াসাত, পঃ 
৯৬)। শাহ আলুহুর আরাফায় মুহাদ্দিস দেহলফী তাইত বলতেন, 'আমার বক্তব্য টাইল 
ইসমাইল এবং লেখার শুধুমাত্র নিয়ে নিয়েছে।

খ্যাতিমান হামায়ি আলম ও বাঘী মুহাদ্দিস হাদুরাদীন বা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আরো সংযো 
উল্লেখপূর্বক বক্তব্য করতে করতে। কিন্তু এটাতে শাহ ইসমাইল শহীদের কুরআন মাজীদের 
সুন্দর তাফসীরের তাকে বিশ্বাসিত করে দিতে। একবার শাহ ইসমাইল কোন এক জালসায় 
সোহাতের কাহিনী এমন সুদর্শনের কথন করলেন।। সেই জালসায় মৌলবী ইসম 
বর্ধন বাহারী, মৌলবী আদুল্লাহ খান। মুহাদ্দিস হাদুরাদীন উপস্থিত ছিলেন। শাহ 
ছালায় তার বক্তব্য তুলে তারা একটী প্রভাব ও মুখ্য হয়েছিল যে, অন্য এক উপলক্ষ 
এ জালসায় তাফসীরকৃত কুরআন পাশের তাফসীর করার অনুরোধ জানান। শাহ ইসমাইল 
পূর্ববর্ত কুরআন পড়ে তাফসীর করেন। কিন্তু পূর্ববর্তের চেয়ে তার শুরু অনুরুধ 
করেন। তিনি অনুরুধ সুদর্শনের পাঠিত কুরআন এমন হাদুরাদীন তাফসীর করেন যে, 
প্রোটার প্রথম 
লেখার চেয়ে বেশি প্রভাব হল। তুষারী দক্ষার এই কুরআন ব্যতিক্রম অনুরুধ জানানো 
হলে পূর্ববর্ত দুর্বলবের চেয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন আরণ্কে তাফসীর করেন। ফলে তার চমৎকার 
বর্ণনামূলক নতুন রূপে ঔপন্যাসিক ছড়িয়ে থাকে।

তিনি একবার শাহী জামে মসজিদের পার্শ্ব বাজারে দাফিতির বক্তব্য করিয়ে গেলেন।

ইতিবাদের হেদায়াতুল্লাহ নামে এক বিভিন্নতা যে মহদী ও চুড়ি, পায়ে মল এবং মশার 
লাল কাপড় পরিধান করে শাহ ছালায় কিছুটা একে দাফিতির তার বক্তব্য তুলতে লাগে।

---

www.ahlehadeethbd.org
তিনি তাকে দেখে নারী সাজ গ্রহণের জন্য আলাহুর পাকড়াও এবং আমারদের শাস্ত্রের কথা এমন জেরালোভাবে বর্তমান করেন যে, হিজাবা তৎক্ষণ্ঠ ওখানে বসেই চুড়ি-চুরি-বিচুরি করে দেয়, গহনা খুলে ফেলে দুরে নিক্ষেপ করে এবং হাত-পায়ের মেহেরির রং দূর করার জন্য এমনভাবে দর্ষণ করে যে, শরীরের তথ্য রুক্ত দেতে যা হতে থাকে। বক্তব্য শেষে সে তাকে করে তার খাদ্য পরিণত হয় এবং আব্বাহ-এর মুছে ৭/৮ জন শিকে হত্যা করে শাহদাতের অমৃত সাফ পান করে।

একবার তিনি দিল্লীর মাদারাসা হীরীমিয়ার দরবার দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে সময় কিছু সুসজ্জিত যুবকের কিন্তু পদাতি কোথাও দেখে দেখলেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলেন যে, এরা পরিবর্তিত। তিনি বললেন, এরা আমাদের মুসলমান নেন। এদেরকে নিহত না করলে আলাহ আমাকে নিষেধ করবেন, ওদেরকে পাপাচার লিপ্ত দেখে তুমি কেন নিহত করছ, একাকী বলে তিনি পতাকা পরিতে যাওয়ার সংবাদ বাকে করেন। বুকরা তাকে সেখানে যেতে চরমভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি সবার নিষেধকে উপেক্ষা করে রাইসের খুলায় ফকিরের বদেশ দরজায় গিয়ে ফড়া নাড়েন। একজন পরিষ্ঠা এলে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? উত্তর তিনি বললেন, আমি ফকির। আমি তোমাদের গান শুনা ও আমাশা দেখাবে। সে তাকে ভিতরে নিয়ে যায়। তিনি জানতে পারলেন যে, পরিষ্ঠা সাধারণী বালকানায় আগত লোককের সাথে নব্য উদাহরণ করে ও তাদের মনেরঞ্জন রাখে আছে। তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। ছুয়িবেশ খালকে দিল্লীর এই মুক্তহীন সম্পত্তিকে সে চিনে ফেলে এবং সমাধায় চেয়ে বসতে দেয়। অন্য মহিলারা বিনায়ক বসে পড়ে। তিনি পক্ষের থেকে ছোট কুরআন শরীফ ভর করে পড়ে শুরু করেন।

এরপর দুর্নিভীর গোষ্ঠ-বিগ্রামের কর্মসূচী, কর্মের আয়া, কিয়ামতের ভাবভাব, ব্যবহারের কাঠামো সম্পর্কে এমন তেজোশ্রী বক্রতা প্রদান করেন যে, চতুর্দিকে কন্নার চলে পড়ে যায়। দেখতে তোদার কথা বলে সাতা দিয়ে বিবাহের ব্যক্তিত্ব বর্তনা করেন। তার বন্দরের ফলে ২৯ জন যুবক পরিজ্ঞাত ব্যাখ্যাতা পরিযোজন করে বিবাহ বদলে আবদ হয় এবং সবক্ষণ পরিষ্ঠারা পরিশ্রম করে জীবিকার নির্বাচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কথিত আছে যে, পরিবর্তিতে ইতিপাতকের সাধারণী কোহেরানে পার্থিক যোগ্য জন্য দানা প্রদান (হায়াত জাহিদা, পৃ. ১৫১-১৫৪; আরজিম, পৃ. ১৭৭-১৭৮)।

একবার বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ তাকে শাহী দরবারে তবে করেন। তিনি দরবারে গিয়ে বাদশাহ হাতে সোনার আঁচানি দেখে তাকে উপরিষদের স্থায় বলেন, রাজবালাহ (হাই) পুরুষদের জন্য সেখানে বয়বহর হারাম ঘোষণা করেন। তার কথা জন্য বাদশাহ আঁটি খুলে ফেলে মানুষের জন্য পেশ করেন। কিন্তু শাহ ইসমাইল উল্লাহ মূল্য মিসকিনদের মধ্যে বন্ধন করে দেয়ার জন্য বলেন। এতে তাহার বাড়ি-নির্মাণ বহুল লোক শিরক- বিদ্বেষ ও হারাম বর্তন করে হেদায়াতের আলাদা উদ্ধার হয়। জীবনীকার মিয়া হায়তাত দহাজাহির লিখিয়েছেন, 'এমন কোনোদিন অতিবাহিত হত না যেন তার বক্তৃতা হল ৫/১০ জন হিন্দু মুসলমান হত না ও জন্য জন্য বিদ্বেষ অতি তোলা করত না' (হায়তাত জাহিদা, পৃ. ১২৫।)

শাহ ইসমাইল শহীদ বক্তৃতা জগতে পদার্পণের কিছুদিন পরে সাইয়িদ আহমদ শহীদের ইসলামের বক্তৃতায় জিহাদের গৃহস্থা অবতারণা করা শুরু করেন। তার জিহাদী বক্তৃতা জন্য সবাই জিহাদী জোরে উদ্দীপ্ত হত এবং প্রত্যেকেই আলাহুর পথে শীতল হতে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

www.ahlehadeethbd.org
প্রতিক্রিয়া ও বড়ুমার্গ:
শাহ ইসমাইল শহীদের বক্তব্য বিদ’আতি, কবরূপজরী ও তাই ছুড়িদের অন্তর্জালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খাতিমান হানাফী আলেম ফলে হক দায়ারানাই তার সাথে এক বিতর্কে পরাজিত হয়ে তার বাগ্ন প্রতিভাত করে দেয়ার জন্য ৫০০০ মুসলমানের সহ নিয়ে রিসিডেন্টের (ভারতে নিযুক্ত বুটেনস রাগীর প্রতিপাদ্য) নিকট পেশ করেন। ফলে তার বক্তব্য প্রদানের উপর নিশ্চয়াত জারি করা হয়। দিব্যীর শীর্ষান্ত যাকাত শাহ আবুল আলীয় মহাদিত দেহলীতে বলেন, আগনি মৌলিক ইসমাইলকে এমন বক্তব্য প্রদান করে নিষেধ করেন যার কারণ পরবর্তীতে তাকে এমন লালসানার শিকার না হতে হয়।

খাতিমান হানাফী আলেম ফলে হক দায়ারানাই তার সাথে এক বিতর্কে পরাজিত হয়ে তার বাগ্ন প্রতিভাত করে দেয়ার জন্য ৫০০০ মুসলমানের সহ নিয়ে রিসিডেন্টের (ভারতে নিযুক্ত বুটেনস রাগীর প্রতিপাদ্য) নিকট পেশ করেন। ফলে তার বক্তব্য প্রদানের উপর নিশ্চয়াত জারি করা হয়। দিব্যীর শীর্ষান্ত যাকাত শাহ আবুল আলীয় মহাদিত দেহলীতে বলেন, আগনি মৌলিক ইসমাইলকে এমন বক্তব্য প্রদান করে নিষেধ করেন যার কারণ পরবর্তীতে তাকে এমন লালসানার শিকার না হতে হয়।

প্রাচীন শাহ ইসমাইলকে এমন বক্তব্য প্রদান করতে নিষেধ করেন যার কারণ পরবর্তীতে তাকে এমন লালসানার শিকার না হতে হয়।

বিদ’আতির তাকে নামায়ে কৃপকাত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় তাকে হতার পরিকল্পনা করে। এতদুর্দিব্যে অমূল্যতার থেকে ২ জন পাহলোয়ানকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। তাদের দুজনকে কাকে মাস পাক্ষীর মধ্যে লুকিয়ে রেখে শহীদের রক্ত চিনিয়ে দেওয়া হয়। যাতে হত্যা করার সময় ধরা পড়ে পালানোর রাস্তা বের করতে পারে। একিং কিছুদের শাহ ছাড়াই ফতেহপুরী মসজিদের আদিনাথ খালি পয়ে ইটার অনুশীলন করছিলেন।

প্রশিক্ষিত পাহলোয়াননয় সেখানে গিয়ে তার উপর ছুরি চালাতে দুর্নীতি হয়ে তাকে খরাতর হয়ে তাকে সম্পর্কে ৮০টি করণ উল্লেখ করে শাহ ইসমাইল রেসিডেন্টকে একটি পত্র লেখেন। তিনি ব্যাপারটি হুমকি পেয়ে অবশেষে তাকে বক্তব্য প্রদানের লিখিত অনুমতি প্রদান করেন।

আহলেহামীহ আদোলারন অবদানঃ
পাঞ্জাব মুসলমানদের উপর শিখদের লোমর্দক নির্যাতনের কবর শুনে ও দীর্ঘ দু’বছর যাত্রা পালনের প্রাদেশে খুরম বাংলা অভিজাত হাতের পর দীর্ঘ ফিরে এসে শাহ ইসমাইল গোষ্ঠীর চিত্র নিম্ন্রুপ হন। অবশেষে সমস্ত প্রতিক্রিয়া এর সূত্রপাত তার বিতর্ক করেন ও সেলামে মানসিক প্রশিক্ষিত হাত করতে থাকেন। ১৮১৬ সালে সাইয়িদ আহমদ ব্লোটী দিল্লী আগমন করলে চাচা শাহ আবুল আলীয় আহমদের ইসিয়ে তিনি ও মাওলানা আবুদুল্লাহ হাদি (মৃ ১২৪৩/১৮২৮ খ্রি) সাইয়িদ আহমদ ব্লোটীর হাতে জিহাদের বায়া’আত কর্পহন করেন। বায়া’আতের মোতাবেক ১৮১৮ সালে শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আবুদুল্লাহ হাদি প্রায় বিশ্বাসখন খাতিমান আলেম ও পুলো-ব্লোটস সাইয়িদ আহমদ ব্লোটী দিল্লী হতে সারা ভারতবর্ধে ব্যাপক তালিবী সফরে বের হন। তেজস্বী বাগান শাহ ইসমাইলের ওয়াহ-নাতীতে বিদ্রুপ-বিমোচিত হয়ে লেখার শিরোমণি বিদ’আত ও কুর্সকার हाते तोड़ा करे एवं दलन दल मैं साइयिद आहमद के निकट बाय’आत करते थे।

১৮১৬-২১ সাল পর্যন্ত সেট’ পাচ বছর তাদের ব্যাপক দাওয়াত ও তালিবী কর্মসূচী অব্যাহত থাকে।

www.ahlehadeethbd.org
কুরআন ও হাদিস্তিত্বক জীবনযাত্রা, সমাজসংগঠন, মুসলিমদের উপর অমুসলিম শাসকদের ব্যাপক প্রভাব ও পরাক্রম নির্যাতনের বিক্ষেপ জিহাদের পূর্বে বিশিষ্ট ছিল তার জীবনের মূল বিষয়বস্তু। শাহ ইসমাইল তাঁর সকল ব্যবস্থা একটি সুস্পষ্টভাবে করেছেন যে, মুসলিমদের সামনে এমন কোন পথ খোলা রয়েছে। 1. তাকে 'হক' ছেড়ে বাতিলকে আবার ধরতে হবে। 2. হকের উপর দুঃখ থাকার কারণ বাতিলপ্রতিদের হামলায় ধীর ধরণ করতে হবে। 3. অন্যান্য বাতিলকে সাহসের সঙ্গে মুক্তিদাতা হবে কুরআন ও হাদিস হুকুমের পথ প্রণয় করতে হবে। তিনি জাতিকে সম্প্রতি দেন যে, প্রথমত কোন বিচার রাখা নয় বরং এটি প্রক্রিয়ায় মরণের রাশি। 1. দ্বিতীয়টির পরিপ্রেক্ষিত বেশির বেশি এই হবে যে, তিনি তেলে মরতে হবে। কেবলমাত্র তৃতীয় পথটিই এবং অমুসলিম জন্য খোলা রয়েছে। তার সেটা হল সরাসরি সুমধূ মোকাবিলা বা জিহাদ। জিহাদ ব্যাপারের কারণেই অজ নাম মুসলিম সর্বনাশ মারে যাচ্ছে।

দশ হায়ার মাইল দূর থেকে নৌকা চালিয়ে বন্দির বেশে মুসলিম কর্মী হয়ে কাজ করে। আমি মুসলিম শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-বিদ্যুৎ, অভিজ্ঞতা ও অত্যন্ত সেরা হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন করা মারে যাচ্ছে। কেউ আপেশ করেছে, কেউ এটিকে কাপড়ের লিখন ধরে নিয়েছে, কেউ অপেশ করতে না পেরে দুঃখ দুঃখ মারে। তার মুসলিম কিছু লোক অন্তর্গত উদ্যোগ হয়ে এর বিচারের সিদ্ধ জিহাদের পরিকল্পনা করেছে। তিনি সহিয়াম আহমেদের উদ্যোগে জনমাল দিয়ে জিহাদের অনেক সাহসের জন্য সকল ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি উদ্যান উৎসাহ জানান।

দেশবাসী এই প্রচারণার ফলে একটিকে যেন মুসলিম জিহাদে উদ্যোগ হতে থাকেন, অন্যদিকে শাহ ইসমাইলের অপরাধী ব্যক্তিদের প্রভাব এবং কর্মকান্ডের প্রতি দাওয়ারের ফলে সবাই আহলেহাদী আদেলনের জেরদার হতে থাকে।

মাওলানা সুলতান নাথী (১৩০২-১৩৭২/১৮৪৪-১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ) বলেন, 'আহলেহাদীহের নামে দেখা যে আদেলন চলছে বাস্তবে তা নয় কেন বিষয় নয় বরং পুরনো পদচারণের অনুসরণ মান। মাওলানা ইসমাইল শাহী (রহ) যে আদেলন নিয়ে উদ্যোগ করেছিলেন, তা স্ফটিতে কোনো মুসলিম মার্কে ছিল না বরং ইমামের কবর, তিনি তাহীদ এবং ইহুদীদের বুদ্ধিমানী শিখার উপর ভিত্তিশীল ছিল। তাদের যে আশা থাকে হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্ঞান উঠেছিল। এমনকি এমন একটা সময় গিয়েছে যখন 'ওয়াহুহীবি ও বিদ্রোহী' প্রতিশোধ হিসাবে বলা হত। কৃত্তিজ্ঞদের মধ্যে কতটা হয়েছে, কৃত্তিজ্ঞদের শূল চড়ানো হয়েছে, কৃত্তিজ্ঞদের ধ্বংসাবশেষে দেওয়া হয়েছে, কৃত্তিজ্ঞদের কর্মদাতার অক্ষ উন্নতীতে দাম বন্ধ করে মারা হয়েছে, তার ইয়াতু কোথায়?'

www.ahlehadeethbd.org
চিহ্নিত হয়ে হয়ে দেহার্তে বলেন, ‘মাওলানা শহীদের আর্তনারক কাম্যনা ছিল যে, মুসলমান যাতের মায়াহারী গোড়ারী থুলে নিরুদ্ধভাবে পূর্ব উদ্বোধন করান ও হাবিবের হুকুম অনুযায়ী জীবনগত করত। ... মুসলমান নিজেকে হানাকী, সাহেফি, মালকী, হাশিমা না বলে বর্তমানের দিকে সম্ভব নিজেকে ‘হুমায়ুন’ বলবে। প্রিয় শহীদের অন্যতম কৃতির্থী এই যে, তিনি লক্ষ লক্ষ মুমিনের মুখ দিয়ে একধা গাবের সাথে বলাতে পেরেছিলেন যে, ‘আমারা হুমায়ুন’।

বক্তব্য অর্থনয়ন উপমূর্ত শাহ ওলাইউল্লাহ মুহাম্মদ দেহার্তে আলম বিজ-হাজের (হাজেরের প্রতি আমার) যে ধারার সুচনা করেছিলেন, সে ধারাকে উচ্চারে পুস্তিয়ে দেন তদীয় পুত্র হাস ইসমাইল শহীদ। মাওলানা ওবাদুর্লাহ সিক্কি বলেন, ‘তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ ইমাম আবুল আবীরের চারে হুজাতুলাহ’ গড়েন, তখনই সমানির্দ দাদার তৃকারী উপর আমল শুরু করে দেন। তারা ‘হুজাতুলাহ’র উপর আহলেদীহিয়ার একটি কাহ জামা‘আত গড়ে’ তুলেছিলেন। এর হালাতে রাফিউল ইয়াদীয়ের করত ও জোরে আহলেীহ।

নানা বাধা-বিষয়ি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শাহ ওলাইউল্লাহ শিক্ষকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি বর্তমানের ছিলেন। সাইয়িদ আহমদ শহীদের হাজের জিন্দার বাহী বাহী পরদেশ এবং তার আহলেীহিয়া চিন্তাধারায় সাধারণ বাহতার ঘটনা। ইংরেজ লেখক জেমস উকজেলি (James O’ Keanley) বলেন, ‘শাহ ইসমাইল শহীদ (রহস্যের অনুসারীগত মিশ্রণের কাজ ‘হুমায়ুন’ বলতেন’। তিনি বলেন যে, ‘মুজাহিদর জামা‘আত দুই পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ নিয়ে ছিল। একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আবুল হাতে ও মাওলানা মোস্তাফা আলী জন্মনী, যারা আহলেীহিয়ার তৃকারী অনুশীলন করতেন। অন্য গ্রুপটির নেতা ছিলেন মোস্তাফা ইসমাইল। যিনি চার ইমামের তৃকারী হতে মুক্ত ছিলেন। এবং সরাসরি হাসিমা দলির উৎস গণ্য করতেন। যদিও সাইয়িদ আহমদ আলমের দিকে তাদের হাসিমা হতে মোস্তাফা ইসমাইলের উপর নেতৃত্ব করতেন, যিনি নিজেকে মুহাম্মদ বলতেন। এভাবে দাওয়াত ও জিন্দারের মাধ্যমে আহলেীহিয়া আদোলনদের প্রতার প্রকাশে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অতুলনীয়।

শাহাদত:

১২৪১ হিজরীর ৭৪ জমাদুলিউজ হানি মোতাবেক ১১৮৯ খ্রিস্টীয় ১১৭৫ জানুয়ারি সোমবার সাইয়িদ আহমদের জন্মস্থান আম্বাদার রায়েরের তাকিয়া। গ্রাম হতে জিন্দার কাফলা আলাহার নামে সীমাত এলাকার দিকে বন্ধ না দিয়ে বন্ধ না দিয়ে হুমায়ূন হয়। পৌষ ৫ বছর বিন মাসী ব্যাপী (১৫১৭-১৫২২) হিজরত ও জিন্দারের মধ্যে সাইয়িদ আহমদ ও শাহ ইসমাইল তাদের নিজের দৃষ্টিকোণে কর্মজীবিতিতে নিয়ে আলাহার গতে জান ও মালের কুরআনী পেশ করেন। পরমাণু উল্লেখযোগ্য ২২টি মুক্ত অল্পের পর তারা বালাককে হত্যাত মুক্ত হয়। ১৪৬২ হিজরীর ২০ বিপক্ষে মোতাবেক ১৯৩১ সালের ৬ মে অদ্যাব্য বেলা সাড়া-টার সময় শাহ ইসমাইল বালাককে মিত্রের শাহাদত বর্ণন করেন ও সেখানেই সমাপ্তি হয়।

নেতার প্রতি অনুভূতি:

নেতার প্রতি তার গোয়ালের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অক্ষুন্ন অনুভূতিতে ছিল। তিনি সাইয়িদ আহমদ শহীদের সাধারণের অস্পষ্ট মনে রাখে মনে রাখে মনে রাখে। এবং তার প্রশ্নের জবাব দিতেন। কিন্তু সাইয়িদ আহমদ সাইয়িদ আহমদ শহীদের সাধারণের অস্পষ্ট মনে রাখে মনে রাখে মনে রাখে।
ছাড় দিতেন না; বরং তাঁর সামনে নিত্যক্রান্তে তাঁর মতামত পেশ করতেন। আমির
সাইরিদাহ আহমাদ তাঁকে কোন অভিযানের প্রস্তুত গ্রহণের নির্দেশ দিলে অস্বুতা সত্ত্বেও
tিনি অত্য নিয়ে সিংহের মতো মরদানে থায়িপি পড়তেন।
চরিত-মায়ুর্ষ:  
শাহ ইসমাইল শহীদ সালাফে হালেহীনের উত্তম নমুনা ছিলেন। পানাহার, চলাঠেরা,
পৌরানিক পরিত্যাগ সর্বক্ষণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সাবল ও সাধারণ। আবুররত
ও বিলাসিতা কখনো তাঁর কেশাঘাত স্পর্শ করতে পারেনি। আমির সাইরিদ আহমাদ শহীদ
তাঁকে আরোহণের জন্য একটি ঘোষা দিয়েছিলেন, কিন্তু কখনো তাঁর উপর সমাধান
হননি। সাথীদের মধ্যে কাউকে তিনি ঘোষা চড়িয়ে নিজে পায়ে সেটে চলতেন। তাঁর
বিবাহ ছিল, তিনি আত্মাহর পথে যত্তা কষ্ট স্বীকার করত, ততো বেশি হওয়ারের
বাষ্পায়ন হনন।
তাকায়া-পাথেশাপারিতা ছিল তাঁর চরিতের ভূষণ। দাওয়াত-তারালীগু ও জিহাদের বান্দ
তাঁর মধ্যেও তিনি গৌরী জন্ম তাহিরজুদ্দ ছুলের নিম্ন থাকতেন। নিজের দোষ-ক্রটী
তে দূর্লভতা স্বীকার করতেন তিনি বিদ্যমান কুলশোধ করতেন না।
লেখনি:
দাওয়াত, সমাজ সংস্কার ও জিহাদের কন্ঠকালির ও বাধাসমুল কাজ সর্বদা বান্দ থাকায়
কল্লু জিহাদের তিনি তাঁতা সময় বান্দ করতে পারেনি। তারপর যা ফিশ লিপিবদ্ধ
করেছেন তা ছিল অত্যন্ত সংরক্ষণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আবুল হাসান নাদতী বলেন, ‘যদ্য তিনি
দরস-তারালীগু ও গ্রুপ রচনার সুবিধা পেতেন তাহলে সমকালীন আলস্কে চেয়ে
অভ্যোজন হতে এবং অনেক বিষয়ে তাঁকে ইমাম বা মুহাম্মদের মর্যাদা প্রদান করা
হত’ (সীয়েতে সাইরিদ আহমাদ শহীদ, পৃ ৩৯৪)। তাঁর রচিত গ্রহের হল- ১. তাকুতিয়াতুল ইমান-
উর্দু ২. সালাফে নুর, তাহিরী কবরি- উর্দু ও ফার্সী ৩. এক রোহী- উর্দু। তাকুতিয়াতুল
ইমান শুরু সম্পর্কে ফয়ল হক খায়ারানিল লিখিত সমালোচনায় জবাব দিয়ে তিনি
একদিনে এই পুকুন রুমা করে একমাত্র মার্কার করেছেন। ৪. আবুররত- আরবী ৫.
ছিরাতে মুহাম্মদ (প্রথ-মাধ্যম)- ফার্সী ৬. ইয়াহুল হাকিমচ হারীহ বিনা মিয়াল মায়িত
আয়াত যাহী- ফার্সী ৭. উলুল ফিকহ- আরবী ৮. মাহারার ইমামত- আরবী ৯.
তানুজুল আইনাহী কী ইতেতি রান্দ’ ইয়াদাইন- আরবী ১০. মানুভব-এর উপর
একটি পুস্তিকা।
এছাড়া তিনি বহ গ্রহের উপর অত্যন্ত মুল্যবান টাকা-রাধীল লিপিবদ্ধ করতেন।
দুঃখজনক যে, সিপাহী বিপ্লবের সময় তাঁর সবই নষ্ট হয়ে গেছ।
মনীষীদের মূল্যায়ন:
১. শাহ আবুল আরীয় মুহাম্মদ দেহলিভ এক প্রত্য মানলাঙ্গ আবুল হাই ও শাহ
ইসমাইলকে 'তাজুল মুকাসারিয়েন' (মুকাসারিয়ের মুকুট), 'ফার্সুল মুহাম্মদিয়েন'
(মুহাম্মদের পর্য) ও 'আভাসমাদে ওলামায় মুহাম্মদিয়েন' (মুহাম্মদের সন্দর্ভ)
বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁদের দু'জনের কেউই তাফসীর, হাম্মিয়,
ফিকহ, উলুল ফিকহ, মন্ত্রিক প্রতিষ্ঠ্ব জানে তাঁর চাইতে কম নন। উত্তরাধিকার তিনি
আলেমের রক্ষণী বলে গণ্য করতেন (সীয়েতে সাইরিদ আহমাদ শহীদ, পৃ ৩৫৫)।
২. আবুল হাই দুশ্চীতিতে বলেন
ওং কন্ন কালোরিল লিয়াম বিহ লিয়াস রিয়াল মিকার
বিশ নেমা হিসেবে কি মং স্থোল।
তিনি সাইরিদ আহমাদ শহীদের জন্য মনীষী

www.ahlehadeethbd.org
মতো ছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতেন এবং নিজেই বড় বড় যুদ্ধে ছুপিয়ে পড়তেন। অশেষে তিনি বালাকোটে শহীন হন (নুসহ্তুল খাওয়াদির)।

৩. আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) বলেন, India has hitherto produced only one Moulavi and that is Moulavi Mohammad Ismail. ‘ভারতবর্ধ এযাবৎ মাত্র একজন মৌলীকোত্তর জন্ম দিয়েছে, তিনি হলেন মৌলীকী মুহাম্মাদ ইসমাইল’ (আল্লামাহীদি আদেনান, পৃ ২৫৮ ও ২৫৯)। তিনি আরো বলেন, ‘তাঁর পরে তাঁর মুত্তামুত্তামাদ একজন মৌলীকোত্তর যদি জন্মগ্রহণ করে, তাহলে আজ্ঞে ভারতবর্ধের মুসলমানরা এমন লাভালাকর জীবন যাপন করত না’ (তারাচ আল্লামাহীদি, পৃ ২৯১)।

৪. আবুল হাসান নাদাতী বলেন, ‘তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কোথা ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে কোথা ও সে দেশের পরিবেশে বংশনীয় হয়। তিনি ইসলামের সেইসব দুর্দান্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, দুঃসাহসী ও অসাধারণ ব্যক্তিদের অন্য তুর্কি-শাস্ত্র বসরদের যার দুই একজন কেদাহির জন্মগ্রহণ করে থাকে’।

৫. নওয়াব ছিড়কী হাসান খান ভুপালী বলেন, ‘যে বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করা হত দেখে যেত, তিনিই তাঁর ইমাম এবং কোন বিষয় নিয়ে বিবর্তন করলে দেখা যেত যে, তিনি তাঁর হামে। সারাজীবন তিনি অতিরিক্ত করে গেছেন আল্লাহর কামার্ম মুর্দা দক্ষতা সম্পূর্ন করতে, রাসূলুল্লাহ (যা)-এর সুনাম পুরুষজাতেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এবং মানুষের হেদায়াতে’।

৬. ফর্দল হক খাজারবাদী বলেন, ‘ইসমাইলকে আমি মৌলীকোত্তর বলে জনাত না, তিনি ছিলেন উমাতে মুহাম্মাদীর হাতিম। এমন কোন বিষয় নেই, যার খুটিনাটি সর্বক্ষণ তাঁর মধ্যে থাকত না’।

৭. ইমাম খান নওয়াবরাহী বলেন, ‘যদি আজ হোদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁকেও ইসমাইলের পতাকাতে দেখা যেত’।

Upholders:

নির্দেশে বলা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে আল্লামাহীদি আদেনানের প্রাণপূর্ণ ছিলেন শাহ ইসমাইল শহীদ। তার দায়িত্বের ফলে মানুষের মধ্য থেকে তাঁর পৌরাণিক বোধ বিস্তৃত হয় এবং পরিত্রাক্ষণ ও ছুটি হাহাদিদ থেকে মানুষ জীবন সমস্যার সমাধান তালাশে উদ্ভূত হয়। অনগত ভিত্তিতের আল্লামাহীদি সুখ্যসারধীনদের জন্য তাঁর তাজি জীবন অন্তরঙ্গহীন হয়ে থাকলে এবং অহি-র সমাজ কার্যের নিয়ত প্রেরণা যোগার বলে আমাদের দৃষ্টি বিখ্যাত। আল্লাহ তাঁকে জানান্তুল ফেরদুস দান করেছেন! আমীন!!

প্রমাণপাদ্য:

১. মিরাজা হায়রাত দেহলী, হায়রাত তাইরিবা।
২. গোলাম রসূল মেহের, সারগুরতে মুজাহিদীন।
৩. সায়েদ আহমদ খান, তাফতকারো ওলামায়ে দিহাদী।
৪. আবুল হাসান নাওয়ারী, সাহারের সাইয়াদ আহমদ শহীদ।
৫. ইমাম খান নওয়াবরাহী, তাফতেম ওলামায়ে হাহাদিদ হিন্দ।
৬. মানোলা মুহাম্মাদ ইবর্নাহীম মীর শিয়ালকোটী, তারিখে আল্লামাহীদি।
৭. মানোলা নানীর আহমদ রহমানী, আল্লামাহীদি আব্বর সিয়াসাত।
৮. মানোলা মুহাম্মাদ মিয়া, ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযাদ।
৯. উ. আদুর রহমান ফিরিয়াইন্দী, ঝুপুন মুখবিলে।
১০. উ. মুহাম্মাদ আদুদুল্লাহ আল-গালিব, আল্লামাহীদি আদেনান উৎপাত ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ শিয়ার প্রক্ষিপ্তসহ (পিএইচ. ডি সিসিস)।
গণতন্ত্র বনাম ইসলাম

- আহমাদ আহমদ আলুলাহ ছাকিব

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলে তেহরী বুদ্ধিভূষণ

পু-এইচ, ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মানবজাতি আলুলাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই সমগ্র সৃষ্টিকে আলুলাহ নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তুষ্টিতের সব কিছুতেই আলুলাহ তার অতিক্রমে দৃঢ়তাটি রেখেছেন। আমারা যদি বেসবাস করি তাকে করলে তারই হুকুম, তারই দেয়া আলুলাহ-বাতাসে, তারই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় চলে। মানুষ যেন তাকেই প্রথম হিসাবে মান করে এবং তারই দেখা নিয়ম-নীতি, জীবন বিধানকে অনুসরণ করে। সুতরাং এ পৃথিবীতে মানুষের অধিকৃত কেবলমাত্র আলুলাহ ইবাদতের জন্যই। তাই মানব জীবনের কোন একটি অংশের আলুলাহ অনুগতাসমীয় বাইরে নয়। দেয়া হলো বর্তমানে ইসলামের আগমন ঘটেছে। মানবজাতির জন্য আলুলাহ মনোনীত ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যদি কেউ আলুলাহ দেয়া বিধানকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া পথের অনুসরণ করে, তবে অবশ্যই তার পথগুলি হবে এবং পরকল্পনা জীবনের ক্ষতিকরতার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলাম ও কৃত্তি দুটি পথই সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কোন পথ নেই। আলুলাহ বলেন, তোমাকে যদি আলুলাহ কিছু অংশ মানব, তার কিছু অংশকে অর্থায়িক করো। যে এমনটি করবে সে নিচিঠভাবেই দুনিয়ার জীবনে লাভ হবে ও পরকল্পে আহালামে নিকট হবে (সারাহার 85)

কালের পরিক্রমায় আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীর প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হইয়াছি। যখন শিখ ও প্রযুক্তির চরম উত্তোলন, মানুষের দর্শন ও জানের বিজ্ঞানের গতিরূপ মানবজাতিকে বেধে ফেলেছে। এই যাত্রী স্থায়ী সাধনার কারণে মানুষ তার স্থটিকর্তা আলুলাহকে ভুলতে বলেছে। অশিক্ষা ও অভ্যন্তরীণ যেমন আদি মানুষে আলুলাহের পুরো বিদ্বেষ থাকে।

আপরদিকে ধর্মের বিকল্প হিসাবে আবিষ্কৃত হয় নানা দার্শনিক মতবাদ। তার মধ্যে বর্তমানে বিশ্ববাণী আলুলাহি মতবাদটি হল 'গণতন্ত্র'। পৃথিবী সামাজিক যা সত্তার সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক মনে করে নিয়েছে। এ মতবাদটি বাধ্যকৃতভাবে রাজনৈতিক পার্থিক পরিধান করেছেন এটি একটি ধর্মীয় কৃত্তি মতবাদ। যার সৃষ্টি বাতাসে প্রকাশিত হয় একজন সচেতন মুসলিম পর্যায় নিজেকে কৃত্তিতে বাতাসে নাম লিখিয়েছে। নিখিল সীমাবদ্ধ লোকের আত্মরক্ষকরকে বাক্য হচ্ছে। এজন্য মুসলিম বিশ্বে দীর্ঘদিনে ব্যাপার হলো আলুলাহি প্রশ্নটি বর্তমানে আবারও উত্থাপিত হচ্ছে, গণতন্ত্র কি ইসলাম সমাধি? ইসলামের আদর্শ কি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি আলুলাহ নিজেকে এই প্রশ্নটিই আমরা যুথের দেখতে চাই যে, ইসলাম কি গণতন্ত্রের ধর্ম কি গণতন্ত্র কি ইসলামকে সমর্থন করে?

গণতন্ত্র শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Democracy। শ্রীক শ্রেমুল Demos ও Kratia থেকে শব্দটির উৎপত্তি। যার সাধারণ অর্থ দ্বারা 'জনগণের শাসন'। অতীতে ও মধ্যযুগে একনায়কাত্ত্বিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে এই অর্থের গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে আধুনিক যুগে এটি কেবল সরকার ব্যবস্থার নির্দেশনা হয়, যদিও একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝায়। যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি একটি শাসনব্যবস্থা।
Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed.

Democracy is a government of the people, by the people and for the people.
গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ:

গণতন্ত্রের মূল পাঁচটি মূলনীতি বা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে:

1. জনগণের সার্বজনিকতা: অর্থাৎ জনগণই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, তারা কিছু শাসিত হবে না। জনগণের বাইরে তিনি যে কোন শক্তির হস্তক্ষেপ হবে অপগতভাবে এবং অনিয়মিত চাহী। জনগণের বাইরে অন্য কোন অস্তিত্বের প্রতি মন করা যাবে না।

2. সার্বজনীন ভোটধারক: সমাজের প্রাঙ্গ বয়স্ক সকল নাগরিকের সমান ভোটধারক থাকতে হবে। সচেতন-অসচেতন, বাদী-বিবাদী, অপরাধী-নিন্দপরাধি সকলের ভোটের মূলা সমান।

3. অর্থনৈতিক ধর্মীতা: অবাধ পুঁজি ক্ষয় এবং বিনিয়োগের সুবিধা থাকতে হবে।

4. সংখ্যাভিজ্ঞের রায় খুরান্ত: যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সংখ্যাভিজ্ঞের রায়ের ভিত্তিতে।

5. মতপ্রকাশের ধর্মীতা: বাক্যায়নীতি ও অবাধ মতপ্রকাশের ধর্মীতা থাকতে হবে।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সমালোচনা:

গণতন্ত্রের ধর্মীতার দিকটি নিয়ে পশ্চিম দার্শনিকরা প্রশ্নের পক্ষ হলেও তারা এর সমাজবিত্তি ও অর্থনৈতিক দিকটির বিরুদ্ধে খুঁজে বিদ্যমানের রয়েছে। তাদের মতে, গণতন্ত্র আসলে ধনী ও অতিভাবনে সার্বব্যবস্থার তত্ত্ব। কারণ যে এই গণতন্ত্র আসলে সাধারণ জনগণের হাতে নিয়ে, মূলস্থিত ধনীদের একচেটিয়া সাধারণকর তত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে এটি বহুসংখ্যক দুর্দশা ও দোকানমূলক বর্তমান দুনিয়ায় গণতন্ত্র দেশগুলিতে রাজনীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র বিতর্ক এবং রাজনীতির ময়দানে ধনীদের একচেটিয়া আধিপত্য তা প্রমাণ করেছে।

www.ahlehadeethbd.org
Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.

Democracy is a five minute discussion with the average voter.

In the strict sense of the term, there has never been a true democracy, and there never will be. It is contrary to the natural order that the greater number should govern and the smaller number be governed.

Envy is the Basis of Democracy’ – ‘হিংসাই গণতন্ত্রের ভিত্তি’

Edmund Burke (1729 - 1797) 

Man is by his constitution a religious animal. A perfect democracy is therefore the most shameless thing in the world.

There is no greater farce than to talk of democracy. To begin with, it is a lie; it has never existed in any great country.

Western democracy, although it seems to carry within it the seeds of life, is too linked in our history with the seeds of death.
and Democracy) and because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

9. The democracy is fundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

10. Most danger is the tyranny of the majority' and because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

11. The democracy is fundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

12. Most danger is the tyranny of the majority' and because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

13. The democracy is fundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

14. The democracy is fundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)

15. The democracy is fundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism. (Islam without fear, R.W. Baker, USA, 2005)
আসুন দেখা যাক যায় গণতন্ত্র ইসলাম সম্পর্কে কি বলে। গণতন্ত্র কি ইসলামের মূলনীতিগুলো সমর্থন করে?

এটা সত্য যে, গণতন্ত্র একজন মুসলমানকে ব্যক্তি জীবনে ছাড়া, ছিয়াম ইত্যাদি আদায় কখনই বাধা প্রদান করে না। তবে ব্যক্তি জীবনের বাইরে যে বিশাল বহিরাঙ্গন তথা সামাজিক, আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে ইসলামের বিধি-বিধান পালনের কোন সুযোগ নেই?

এক নজরের গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য নিম্নে উল্লিখিত হল—

1. গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জনগণের সার্বজনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও পৃথিবীয়। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হল তাওহাই, রিসালাত ও আখেরাত।

2. গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অর্থাৎ এ ব্যবস্থা কর্তব্য মানুষের নির্দিষ্ট শাসন। ইসলামে আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মানুষ কেবল আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী।

3. গণতন্ত্র ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামে রাষ্ট্র, ধর্ম সবই একই সূত্রে গাথা। রাজনীতি ও ধর্ম কোন পৃথক বস্তু না।

4. আইন রচনায় পালামেটের সংখ্যাপরিমাণ সদস্যের অভিমতই চূড়ান্ত। সেখানে আল্লাহ, রাসূল ও শাশ্তি নৈতিক আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ও অপার্থিব। কিন্তু ইসলামে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স.া.ম)-এর ছুঁছাল হাদিসগুলি হল সকল আইনের মূলভিত্তি। শরীআই বিবর্ধিত কোন আইন প্রণয়ন করা না মানে করার কোনই সুযোগ নেই।

5. গণতন্ত্রের ভোটআধিকার একটি প্রদর্শনী মাত্র। জনগণের ক্ষমতা ভোট দেয়া পর্যন্তই। ফলে একটি শাসনশক্তির গুরুত্বপূর্ণ পালামেট সদস্যের হাতেই বৃদ্ধির পথ থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ভোটআধিকার বা আমার নির্বাচনে ভূমিকা রাখাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত মনে করা হয়। সুরার শাসক ও শাসিত উভয়ই আল্লাহর এই আমানতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার প্রধান কর্তব্য মনে করে।

6. গণতন্ত্রে মানুষের কাছে জওয়াবদিহিতা করা হয়। আর ইসলামে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহিতাই প্রধান্য পায়।

7. গণতন্ত্রের আল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ব্যক্তির মেয়াদ-খুশি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রের কোন দায়বদ্ধতা এ কেষ্টে নেই। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের কাছে দায়বদ্ধ যা চিরকাল ও সার্বজনীন।

8. গণতন্ত্র ব্যক্তির উপর কোন সিদ্ধাংশ চাপিয়ে দিতে পারে না। তাই আমার স্বাধীনতায় জন্যে সে পরামর্শিক সম্পত্তি ভিত্তিতে যে কোন অন্যায়-অপকর্ম করতে পারবে এবং সার্বজনীনত্ব মেনে করতে পারবে। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তির জন্য এক্ষণে কোন সাধারণতা নেই, আল্লাহর বিধানকে অমানা করে নিজের ইচ্ছামত পথ বেঁধে নেবে। বরং আল্লাহর আইন লঙ্ঘনের দায়ে ইসলামী রাষ্ট্র তার শাস্তিবিধান করবে।

উক্ত পার্থক্য থেকে এটাই সুপ্তিটি হয় যে, তাক্কেকার্তে ইসলাম যেমন গণতন্ত্রসমত্ত নয়, তদনুসারে গণতন্ত্রও ইসলাম সমত নয়। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জীবনব্যবস্থা। যার একটি
আল্লাহর সাত্বিকতার প্রত্যাশী, অন্যটি মানবীয় সাত্বিকতার প্রত্যাশী। একটি তাওহীদবাদী, অন্যটি শরীবাদী।

ইসলামী গণতন্ত্র প্রসঙ্গ:

আধুনিক যুগে মূলধারে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেখাতে ইসলাম নিজ দেশে ফরাসি আইন প্রতিকূলের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দুর্ঘট উদ্দেশ্য করে দেন। মিসরের একদল রুশ জীবিকাও তৈরি হয়ে গেল ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রচার ও প্রসারে। যাদের মধ্যে আহমাদ লুস্তেফী সাইয়েদ, ইসমাইল মায়ার, তুর্ক হুসাইন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রচার-প্রসারণের ফলে মুসলিম দেশসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিশেষত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর এই মতবাদের প্রবল ঘনিষ্ণতা হিসাবে গণতন্ত্রের পক্ষে এক দেশে প্রবেশ করতে লাগল।

মুসলিম নামধারী সেক্টরের বৃদ্ধিজীবিকা গণতন্ত্র নামক এই লোকনীয় টুপ খুব সহজকে গিলে ফেলেন।

তবে তখন পর্যন্ত ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ নামক কোন পরিভাষার আবির্ভাব হয়নি। কেননা তখন আল্লাহদ্বারা গণতাত্ত্বিক মতবাদের সাথে ইসলামকে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গ ছিল না; বরং ইসলামকে রাষ্ট্রীয় অন্তর্ভুক্ত করার এক সময় নির্দেশ দেয় যেসব সেক্টরের লক্ষ্য। সত্যিকারে সত্যিকারে ইসলাম ও গণতন্ত্রের এই মিলিত পরিপালন আবির্ভাব হয়।

তারপর আল্লাহ ইকবাল, মাওলানা মওদুদী তাদের স্বীকারে রকম করে বর্তমানে ডি. ইউসুফ আল কারাজীর মত নেতৃত্বের মুসলিম পাশ্চাত্য ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ নামক পরিভাষায় পক্ষে জোর ওকালতি করেছেন। অন্যই ঘটতে তারা গণতন্ত্রের ঘোষ বিরোধী ছিলেন।

বিশেষতঃ মাওলানা মওদুদী। তিনি ১৯৪৭ সালের ১ই মে পূর্ব পাঞ্জাবে এক সময়ে দেয়া বিষয়ে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মন্ত্রক দ্বিতীয় দশকের বিষয়টি আত্ম চমকাতে প্রবর্তিত করে।

১৯৪৭ সালের ১ই মে পূর্ব পাঞ্জাবে এক সময়ে দেয়া বিষয়ে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মন্ত্রক দ্বিতীয় দশকের বিষয়টি আত্ম চমকাতে প্রবর্তিত করে।

মাওলানা মওদুদী। তিনি ১৯৪৭ সালের ১ই মে পূর্ব পাঞ্জাবে এক সময়ে দেয়া বিষয়ে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মন্ত্রক দ্বিতীয় দশকের বিষয়টি আত্ম চমকাতে প্রবর্তিত করে।
The error does not lie in the democratic forms and processes but in their lack of ethical and spiritual concerns and their orientations and value system. The pluralistic and religious freedom is the key to democracy. Many Muslims are actively engaged in defining Islamic democracy. They believe that the global processes of religious resurgence and democratization can be, and in the case of the Muslim world, are complementary.

Many Muslims are actively engaged in defining Islamic democracy. They believe that the global processes of religious resurgence and democratization can be, and in the case of the Muslim world, are complementary. The error does not lie in the democratic forms and processes but in their lack of ethical and spiritual concerns and their orientations and value system. The pluralistic and religious freedom is the key to democracy. Many Muslims are actively engaged in defining Islamic democracy. They believe that the global processes of religious resurgence and democratization can be, and in the case of the Muslim world, are complementary.

Many Muslims are actively engaged in defining Islamic democracy. They believe that the global processes of religious resurgence and democratization can be, and in the case of the Muslim world, are complementary. The error does not lie in the democratic forms and processes but in their lack of ethical and spiritual concerns and their orientations and value system. The pluralistic and religious freedom is the key to democracy. Many Muslims are actively engaged in defining Islamic democracy. They believe that the global processes of religious resurgence and democratization can be, and in the case of the Muslim world, are complementary.
অবলম্বন করেছেন প্রাতিস্বাধীনতা শরীর পদ্ধতি। এছাড়াও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর পদ্ধতি বেষ্টিক হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট যে, এই পদ্ধতির নির্ধারিত কোন নীতিমালা নেই এবং তা একজন অমুসলিমকে পর্যন্ত শাসক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। পূর্ববর্তী কোন ফলক শিখেন এ ধরনের কথা বলেননি (মাজালারাতুল আহানাত, ২৪ সংখ্যা, পৃ. ২৪)’

(২) আবু সিরাজ উমার বিন মাহমুদ বলেন, ‘যে সব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখাতে চায় তাদের প্রভূত বিশ্বাসকে (যারা মুহাম্মদ প্রকাশ করে কিন্তু অন্যের কুফরী গোপন রাখে) মত, যারা আলাহর জীবনে মানুষের প্রতি সামর্থ্য পূর্ব করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। যদিও ইসলামে গণতন্ত্রের মত শাসক নির্বাচিত জনগণের ভূমিকাকে প্রাথমিক দেওয়া হয়েছে, তবে পার্থক্য হলো— ইসলাম জনগণের বিধানগত ক্ষেত্রে পালন এবং আলাহর জীবনে সামগ্রিক পূর্ব যাবতীয়তা দেয়ানি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়।

অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণের তাদের উপর প্রয়োজন বিধি-বিধান প্রশ্নের পূর্ব যাবতীয়তা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিনষ্টকরী।’ (আল-জিহাদ ওয়াল ইজহারপুথ পৃ. ১০৩-১০৪)।

(৩) মুহাম্মদ কুরআন বলেন, ‘লিখিত গণতন্ত্র কি মানুষের জীবন পরিচালনায় এক আলাহকে মার্বুদ হিসেবে সম্পূর্ণতা করা হয়, নাকি বছর ইলাহের আনুগত্য করা হয়? প্রত্যেকেই বলতে বাধা হবে তাদের একক প্রভূ হিসাবে আলাহর আনুগত্য করা হয় না।

...আলাহর দানিলিরায়ের বিধান হলো দু’টি— একটি হলো আলাহর বিধান আলাহর জাহিদিয়ার বিধান (সূরা মায়ান-৫০)। গণতন্ত্র আলাহর বিধান নয়, নয়তাং তা আলাহর মার্বুদকে জাহিদিয়ার বিধান। আমরা অনেক মানুষকে জানি যারা গণতন্ত্রকে জাহিদিয়ার বিধান ভাবে বিক্ষিপ্ত করেন, তারা প্রতিবাদ করেন, শুধু ধর্মনিরপেক্ষবাদীদেরই নন বর্ণ অনেক ইসলামপুরুষীদের।’ (ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ইসলাম, পৃ. ৬৪-৬৫)।

(৪) আলাহম শানকীর্তী গণতন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, ‘নিষ্ঠল যারা অনুসরণ করে আলাহ ও তার রাসূলের নীতিবিরুদ্ধ মানববিশ্বাস বিধিবিধানকে, যা শরীয়ত তার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছে, সে নিষ্ঠলে কাফের ও মূর্শিকী’ (আলওয়াল বায়ান, পৃ. ৭/১০৫-১০৭, ৬/৬৬)।

(৫) শায়ার আদানান আলহী আন-নাহাতী বলেন, গণতন্ত্র সমাজের মুখ্য বাস্তব, অভ্যন্তরীণ, চৌতন্ত্র ইন্ডিয়ার সংগঠন থেকে ইসলামের চিত্তের সমূলে বিদ্যুতিত করার জন্য একটি মোক্ষ হাতিয়ার। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ মূলনীতিগুলো রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে, গণতন্ত্রকে ব্যবস্থাপনার সংস্করণের সুরে এবং জনগণের নীতি সুরক্ষার নামে সমাজে আরোপ করা হচ্ছে। আর সেসব মূলনীতিকে বিধিবদ্ধ আইন ও নির্মাণকৃত ব্যবস্থাপনার ছাচে ফেলে সুরক্ষিত করা হচ্ছে।’...আর সময়ের ব্যাখ্যায় এই নীতিগুলো মানুষের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ চৌ-চুতন্ত্রের উপর ঘটিয়ে চলেছে। ফলে যত্নের এই পূর্বাঞ্চলে অনেক মুসলমানের মাতোয়ারা হয়ে উঠছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার ‘আইন থেকে সর্টেক পৃথকীকরণ’ নীতি পরিদর্শনভাবে কুফরী (আশ-ওরা লা আদ-সিম্যুরুকাদিয়াহ, পৃ. ৪৯-৫২)।
(৬) আবু মুহাম্মদ আহেম আল-মাকদাসী বলেন, ‘এটি মোটেও ইজতিহাদী বিষয় নায় যেমনটি কিছু মিথ্যে লোক বলতে চায়, বর্ণ এটি স্পষ্টতই শিক্ষা ও কুফর।' (আদ- দিমুরিয়াতু জীনুন, পৃ. ২)।

(৭) জনাব আবুল পলী গণতন্ত্রের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'গণতন্ত্র মানবতার একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা, যা 'ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথকীকরণ' ও মানবের অধিনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য সম্পর্ক নির্ভরশীল মত বিষয়ে মেনে মেনে অবধি যাহিনীতা দেয়ার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। কোন আমাদের জীবনবিধানের প্রভাবমুক্ত এই শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মানব মস্তকগুপ্ত। মহাবিশ্ব, জীবনবিধার ও মানবতার প্রতি গণতন্ত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি সোপারণ করে, তা ইসলাম বা অন্য যে কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন’ (ইসলামপ্রশ্নে ও গণতন্ত্রের মূল্যাচরণ ভূমিকা ২/১৭)।

(৮) হাসানুল বান্না বলেন, ‘গণতন্ত্রের প্রতি আমার ইসলামী মুলাভের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার শাখা।১। আমরা আজ ব্যাপকভাবে ব্যক্তি যাহিনীতার নামে উৎসাহিত এই বিজ্ঞানীয় আদেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ এই গণতন্ত্র, এই যাহিনীতা কখনোই অভিজ হয়নি, বর্ণ তা পরিবর্তন হচ্ছে, মানবতার বিনষ্টতর ও অন্যায় যাহিনীতা হরণের হাতগাম।’

(৯) সাইয়দ কুতুব বলেন, 'হামাকুল উপর মানুষের উপর মানুষের প্রতি নীতি (ফি ফিলালিয়াল কুরআন ৩/১৬৬, সুরা আরাফ ১০)।

(১০) মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন- ‘গণতন্ত্রের ছয়বেশে বৈশাখি দীপ্তের মতো তাওনুর্তা চালাচ্ছে। অর্থাৎ তাকেই মনে করা যে যাহিনীতার নীলপরি। গণতন্ত্রের একমাত্র কাজ হলো ধরনের স্বাধীনতা জন্য গেরাকে বেদ্ভূত করা সেকুলার গণতন্ত্রের হিবিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বভাবে কথনোই উত্তেজনা হতে পারে না।’ তিনি আলাদা বলেন, 'গণতন্ত্র রাজনৈতিক বিভক্তির জন্য একটি নতুন সতর্ক এই সমৃদ্ধল্যাবাদের প্রতিজ্ঞাতি। এটি মানুষের মধ্যে গণনা করে কিন্তু তার মেধাকে যাচাই করে না। দুই হাজার গাঢ় মেধা একটি মানুষের মেধা তীর্থত করতে পারে না।'

(১১) মাওলানা মোহাম্মদ বলেন, ‘...যাহিনীতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা উহাদেরকে আল্লাহ তাআলার ভয়তীতি ও নৈতিক চরিত্রের দুঃখ নীতিমালায় আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে লাগমেরী ও দায়িত্বীন ও প্রতিষ্ঠিত গোলামের পরিসংখ্য করে দিয়েছে। অতঃপর জাতীয়তাবাদ এরা উহাকে কঠোর রূপে জাতীয় আত্মবাচ্চন এক গৌরবমী এবং জাতীয় গৌরব অহমদার নেশায় মাতল করে তুলেছে। আর এখন গণতন্ত্র এর উহার সাথে
(১৮) আদুর আমিনা বিলাল ফিলিপেস বলেন, ‘পান্তপ্রক্রিয়া মূলতঃ কেকের উপরস্থতি ক্রিয়ার মত। এর মূল অংশ তথা কেকটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতার রূপে। ....আদুর আমিনা বিলাল ফিলিপেস বলেন, ‘পান্তপ্রক্রিয়া মূলতঃ কেকের উপরস্থতি ক্রিয়ার মত। এর মূল অংশ তথা কেকটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতার রূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হয়ে কেক সিস্টেম যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা সরসরি ইসলাম বিরুদ্ধী। এখানে মধ্যবর্তী কিছুর অতিথি নেই। একজন মুসলিমের জীবনে
ধর্মনিরপেক্ষ কোন ক্ষেত্র নেই। কেননা ইবাদতের অর্থই হলো যা কিছুই করা হবে তাই শুধুমাত্র আল্লাহকে সম্ভব করার জন্যই। সুতরাং গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে সুসম্পূর্ণ পার্থক্যের মে সূচক তা হলো- গণতন্ত্র (Human System) সুনিদিষ্ট বা বিদিষ্ট কোন ব্যবস্থা সীকৃত নয়; হেক তা কোন ধর্মীয় বিবাহ বা সাধারণ নীতি; বরং আইন সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং একটি ব্যক্তির মধ্যে কোন আপেক্ষিক নীতি অবলম্বনের অবকাশ নেই।

তিনি আরো বলেন, ‘ইসলাম মাত্রের’ ইসলামপ্রচারা ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ কথাটি উল্লেখ করছেন। মূলতঃ এটা অসত্য। কেননা গণতন্ত্রের অর্থই হলো জনগণের শাসন। অথবা জনগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বমুক্ত চলবে। কোনটা কোনটা মন্দ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের। আর ইসলামে মূল ক্ষমতাত্তর হলো আল্লাহ এবং তার প্রত্যন্ধিক হিসাবে মানুষের নিকট পথপ্রদর্শক হলেন রাসূল (সা)। অন্যদিকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া প্রাথমিক হলেও ইসলামের নীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর এটি নির্ভরশীল নয়, (স্থল Mankind in crisis, VCD)।

(১৫) আদাবের মহীয় শ্রীম নবাব বলেন, ‘যে আইন ও বিধান মানবিয়ের সাবর্থোপাধ্যের ভিত্তিতে রচিত, তার সাথে কিছু আল্লাহর সাবর্থোপাধ্যের প্রতিষ্ঠা আইন ও বিধানের সাথে তুলনা করা যায়? আল্লাহর বিধানের প্রদত্ত যে আইন মানুষের এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব ক্ষমতা দেয় যে এটা নিষিদ্ধ, এটা নিষিদ্ধ নয়-এ আইনে মানুষের অপার অস্বীকার মত বিধানদাতা হিসাবে সীকৃত দেই হয়। আর অন্য কোথাও আল্লাহর সমন্বয়ে অব করা নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে। এই নীতিকে যে অন্ত দিয়ে বিবাহ করে সেও নিঃসন্দেহে কাফের।

সুতরাং সেনাক্ষেত্রে ইসলাম গণতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে অবজ্ঞা করতে। আর যদি যা হয় গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের বিপরীত সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা এটা কেবল একনায়কদের বিপরীতে সাধারণ জনগণের ফরমান করতে অনুভব করেন তবে আমি বলি, এরূপ গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ করার প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলামের জন্য ধর্মীয় থেকে আল্লাহর বিধানের অধিক নায়কপ্রায় ও সুরুঁখল শাসনব্যবস্থা প্রত্যাহার হয়েছে, যার অবস্থান অজস্র গণতন্ত্রের গণতন্ত্রার বর্তুল উপরে। রাসূল (সা) -এর পূর্বাঞ্চল জীবনী এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য মডেল। তিনি প্রতিটি কাজে অতিষ্ঠ হাসাহাসির মতামত নিয়ে করেছেন। বলতে প্রেতকৃত বিষয়কে প্রত্যেকটি মানুষের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

কারণ প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মানুষ জানান নয়। এটা যে সাধারণ জন দিয়েই জুড়া যায়। এতেই এই নায়কপ্রায় শাসনকে কেবল ‘গণতন্ত্র’ নামে আখ্যা দিতে হবে কেন, কেন বলতে হবে যে ইসলাম গণতন্ত্র? এটা কি এমন ব্যাপার নয় যেখান নীতি সাধারণ বিবাহের সাথে প্রতিষ্ঠাতৃদের তুলনা করা? অথবা এটা কি বলা যায় যে, পরিপক্ক তো বৈবাহিক সম্পর্কেরই মতো?
টিনি আরো বলেন, আমি কষ্ট অনুভব করি যখন কোন মুসলমান বলেন যে, ইসলামের গণতন্ত্র রয়েছে। ব্যাপকতা এমন দাঙ্গায় যে, ইসলামের কুফার রয়েছে। অপরেনভাবে আমারা এগোঁ করে চলছি এ জন্য যে, বুদ্ধিমান রাজনৈতিক, দার্শনিক দিক দিয়ে আমারা অজাতসারে পাপাত্তের আধিপত্য সীমাকর করে নিয়েছি। অনেকে বলছি, ইসলাম যেহেতু সকল যুগের জন্য প্রয়োজন অতএব, একবিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতার যুগের সাথে ইসলামকে এমনভাবে করে নিতে হবে। এটা ভুল চিন্তা। কারণ আল্লাহ মানুষকে পাঠাইয়েছেন সকল সময় সকল স্থানে যথাসাধ্য তাঁর ইবাদতের জন্য।

টিনি অন্য বলেন, ‘প্রচলিত গণতন্ত্র আজ বার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এটা কিছু মানুষকে বোকা বানানোর নীতি। আমার বিশ্বাস এ নীতি আর অতি অন্ধকারই পৃথিবীতে চিন্তকে থাকবে। বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে পাপাত্তে যা চলছে তা বলা যায় ‘আলুরনা’। কারণ এর দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করানো হচ্ছে তারই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। অথচ সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোন পরিলক্ষিত হয়, এতে বিজ্ঞানী ও ক্ষমতাধর্মীদের কাছেই রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা কৃত্রিম হয়ে থাকে। কোন অবস্থাতেই তাদের স্বাধীনতা আয়াহ করে কোন কাজ করা হয় না’ (ঃ Democracy & Islam. Public Lecture in ‘Peace Tv’)

গণতন্ত্র বিন্দু তাগৃহী শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের পথ কি?

মুসলিম জাতিকে কুফারী ও শিরিকী শাসনব্যবস্থার জাতাকল থেকে উদ্ভারের একটিই মাত্র পথ রয়েছে, যে পথ সর্বসুযুগে আধিপত্যে করাক অনুসরণ করেছিল। সে পথ হল সমাজ বিপ্লবের পথ। পরিব কুরআন ও হাদিসের বিষয় শিক্ষায় শিক্ষিত, জানুয়াতকামী, খালেক মুতাকী। একটি আদর্শবাদী সমাজসমষ্টি যখন একক্ষমভাবে দেশ ও জাতিকে ইসলামের পথে পরিচালনার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাতে সমর্থ হবে, তখনই আল্লাহর ধর্মের এক সময় তা অপূর্ব পরিসরে শিক্ষিত পরিণত হয় একটি গণ-অধ্যায় সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয় যাবে। এজন্য নিদর্শ সময়-সীমায় বেধে দেয়া যাবে না। বরং যত্নন্তর লক্ষ্য অর্জন না হবে তত্তদিন নির্দোষ প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। কেননা ইসলামী সমাজ কামারের জন্য কোন ‘রাজনৈতিক পরিবর্তন’ই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন একটি ‘সামাজিক পরিবর্তন’। পোষা জাতিকে অনেকার পতাকাতলে সমর্থ করার হবে আমাদের চরম লক্ষ্য। আমরা কেবল প্রচেষ্টা চালাতে পারি, বাকি ফলাফল আল্লাহর হাতে। এক্ষণে দেশের ইসলামী দলগুলো কুফারী গণতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে যদি ইসলামী শাসনব্যবস্থা কামারের জন্য সরকারের কাছে জোটালেবাদের দাবী তুলতে পারে এবং সে লক্ষ্য সরাসরিয়ে জনগণকে এর আবশ্যকতা ও কল্যাণের সম্পর্কে অনুভব করাতে পারে, তবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমারা অনেকরূপে অর্থ হতে পারতাম। কিন্তু ক্ষমতার লোগ ও পার্থিব প্রতিপত্তির লিঙ্গ আমাদেরকে অস্ত্র করে ফেলেছে। মনে রাখতে হবে যে, অজ্ঞাতকের যুগে ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠাতে সর্বচেয়ে বড়ো বাধা মুসলমানরা নিজেই। আরো বড়ো বাধা হলেন যখন আলেম সমাজ। ওমর (রা) যিয়াদ বিন হাদিসেরকে একদিন বলেন, তুমি কি জান ইসলামকে কিনা ধার্ষক করে? চর্চাকারী যিয়াদ বলেন, না। তিনি বললেন,
ইসলামকে ধর্ম করে আলেম সমাজের পদধারন, মুনাফিক ব্যক্তির কুলকারের ব্যাপারে বিতর্ক করা এবং পথের তালের শাসন (দারেমী, মিশকাত হা/২৬৯)।

উদাহরণ আহবান:

পরিচয়ে মুসলিম মিলনের প্রতি আমাদের আহবান, সত্ত্বার অন্যমেয় যদি ইসলামী শাসনপ্রদান আমাদের কাম্য হয় তাহলে আসুন আমরা প্রত্যক্ষ ইসলামের কাছে সার্থিকভাবে আত্মসমর্পণ করি। আত্মসমর্পণের এই পথ মেটেও সজ্জায় নয়। কেননা প্রতিনিধিত্ব আমাদেরকে পথপ্রাপ্তি করার জন্য শয্তানী প্ররোচনা নুতন নতুন কৌশলে প্রলুপ্ত করেছে। আর সেটা এত অভিক্ষুদ্র যা পরিমাপ করার সাধ্য খুব কম লেগের আছে। কাজেই ধর্ষণ ও বিলম্বার দূরত্ব তথ্য চলে অতি সার্থিক আমাদেরকে সম্পূর্ণ অগস্ত্র হতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি আল্লাহ প্রদত্ত মহাসত্তা আমাদের নিকট বর্তমান।

যে সত্য বাতিলের সমন্তে বাতিলের মধ্যে চূর্ণ-বিচ্ছুর করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন, নাল নালের উপর দৃঢ় নিমিত্ত করিতে দিত, তবে তা মিথ্যায় চূর্ণ-বিচ্ছুর করে দেয় এবং নিমিত্ত তা বিস্মৃত হয়। (আরফিয়া ১৮।)

হে মানবতার সূর্যসার্থীগণ! সারা দুনিয়া আজ ইসলামের সত্যিকার পুনরুত্থানের অপেক্ষায় অধীর নয়নে চেয়ে আছ। হেদায়াতের আলোক প্রসারণী মানবতা বুদ্ধি সম্পর্কে গুরুত্ব করে। আসুন আমরা প্রত্যক্ষ আমাদের যাবতীয় সামর্থ্য বায় করে মানবতাকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। শয্তানের সূচী অশ্রু ভালো ত শীতল মন্দির যমীনের পরিণত করিতে আমাদের সার্থিক প্রচেষ্টা যাবতীয় মিথ্যার আধার কালোমে সত্যসূত্রের তীব্র ঝলকানিতে তিরহুত হোক। অন্যায়ের তখন তাউস নায়দের বজ্জ হুংকারে ভূপ্লিত হোক। এই হোক আমাদের সকলের আত্মিক সংক্রপ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমীন!
আহলেহাদীছ যুবসংঘের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

-অধ্যাপক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
যুববিষয়ক সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ভূমিকা:

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ কোন মতবাদের নাম নয়; বরং এটি একটি পথের নাম। যে পথ আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র পথ, পরিত্যাগ করুন ও ছুটিহ সুন্নাহর পথ। এ পথের সর্বশেষ ঠিকানা হল জনলাত। পথভূমি মানুষকে এই পথে আহবান করার জন্য মূল্যবোধের বিকল্প নেই। তাই ১৯৮৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সংগঠন পথ চলতে চলতে ৩০টি বছর অতিক্রম করেছে। তাই অতীত স্মৃতি, বর্তমান অবস্থা ও আগমী দিনগুলোর পদক্ষেপ কোনও উচিত তা বিশ্লেষণযোগ্য। তাতে সংগঠনের যারা অন্তর্গত, তারা যুগপৎ যোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে এই তুলনী কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সে জন্য উভ শিরোনাম।

অতীত স্মৃতি:

আহলেহাদীছগণ যুগ যুগের সমাজে কুরআন-সুন্নাহ প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। অতীত সত্তার একমাত্র উৎস পরিবর্ত কুরআন ও ছুটিহ হাদীছের মর্যাদা ও সাধারণ রক্ষা তারই সর্বকাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই ঐতিহাসিক সমান্তরাল তার পূর্ব শুরু হতে শুরু করেছিল এবং আহলেহাদীছ সমস্ত ধর্ম তৈরি হয়েছিল যে, রাফুউল ইয়াদায়েন করা, রুকুর উপর হাত বাঁধ ও সরকার আমিন বলাই তাদের কাজ। অন্যা ইসলামের নামে বিদ’আতী রাজনীতি, কেউ মায়ার পৃষ্ঠা, কেউ যিহূদি ও ফৌজিত নিয়ে বাত ছিল। একক্ষীরের মারুত পাদস্থতার সূঠ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিধায়িত মিশ্র মতবাদের মধ্যে হাবুদুরু খাবিল। ঠিক ঐ মুহুর্তেই পূর্বের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদকুর আল-গালিব ছাত্র ও যুবকদের জন্য গড়ে তুলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের পথ নিষ্ঠুর ছিল না; বরং পথ ছিল ব্যর্থ ও কষ্টকারী। শিক্ষা, বিদ’আত ও নব্য সাহিত্যের বিকাশে দুর্ভাগ্য আন্দোলন গড়ে তোলার কারণ যুবসংঘের সামনে এসেছে হারাও বাধা। গালি-গালাজ, হিংসা-বিদ্রুপ, যুরুম-অত্যাচার, লোমহর্ষ নির্ধারিত হলেন নানারূপী অন্যায়ের বৃহত বাইয়ে গেছে। যুবসংঘের অফিস ভেঙে দেয়া হয়েছে, সম্পদ লুটন করা, বাতীতে আওতায় লাগিয়ে দেয়া প্রচুর নির্ধারণ চলছে। অবশেষে জেল-যুগলের শিকার হতে হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্দৃষ্ট হতে হয়েছে অনেক কমাঙ্কে। দীর্ঘ দিন পড়াশুনা করার পরও অনেককে সনদ পার্শ্বে দেয়া হয়নি। কিন্তু কমাঙ্কের আঘাতের প্রতিক্ষেতে তীব্র বাসনায় সবকিছুকে

www.ahlehadeethbd.org
হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ তারাদেরকে দুনিয়া ও আখরেতে মঙ্গল দান করুন-আমীন!

জাহালি মতবাদের ক্রীড়নক্রা যেমন তরতজা আহলেহাদ্দী নওজোয়াদেরকে আস করেছে, তেমনি শী'আ মতবাদপন্থীরা ইসলামের নামে বিদা'আতি রাজনীতির আখত হেনেছে আহলেহাদ্দী আলেম সমাজের উপর। ফলে তারা নিজেদের বৈষিষ্ট্য ভুলে যায়।

এমন প্রক্ষাল উপরিষদ উভয় হাকে নিতির বিরুদ্ধে যুুবসংহের আগমন ঘটে। ফলে গুরু হয় গভীর মৃত্যু। আহলেহাদ্দী হওয়া সম্ভবে আহলেহাদ্দী তরুণ-ছাত্রদেরকে কোণাধারা করার পরিবয় শরু হয়। সবচেয়ে নাকারজনক বাধা আসে ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে। সেদিন 'বাংলাদেশ আহলেহাদ্দী যুবসংহ'-এর সাথে জমিয়তে আহলেহাদ্দী 'সমক্ষীনতা' ঘোষণা করে।

বর্তমান অবস্থা:

বাংলাদেশ আহলেহাদ্দী যুবসংহের সংগ্রাম আন্দোলনের কারণে অসংখ্য মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সংখ্যে পেরেছে। তাওহিদ ও শিরুক, সুলাত ও বিদা'আত, ইসলাম ও জাহালিয়াতের মধ্যে যে সাংবর্ধ রূপ তা নিরপেক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আহলেহাদ্দী যুবসংহ সমাজের কাছে সীমিত পেরেছে। যুবসংহ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বনা আপেস্টিন তা জানি ও সচেতন মহল উপলক্ষ করতে পেরেছে। যুবন- নিয়ন্ত্রনের খেলা চাপিয়ে দিয়ে যুবসংহকে তার নিতি থেকে একটুল পরিমাণ সরানো যায়নি।

ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ:

আহলেহাদ্দী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে রাসূল (সাহা) এর যুগ থেকে। এই আন্দোলনর ক্রিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইসলাম। ছাত্রাবাদে কেরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব জ্ঞাত বিভিন্ন মাধ্যম দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলে আসছে। মেহেয়ু হবু ও বাড়িরনী হাজির, তাই শিরুক-বিদা'আত সংহ যুগে নয় জাহালিয়াতের বিরুদ্ধে আহলেহাদ্দী বীর সন্নিকির আপেস্টিন সংগ্রাম করে গেছেন। সর্ব্বধন্তে আহলেহাদ্দী নওজোয়ানদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হল সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে আল্লাহর সক্রি অর্জন করা। আল্লাহ সত্য ও ন্যায়ের এই কাফেলাকে করুণ করুন-আমীন!

***

www.ahlehadeethbd.org

8. According to the FBI, Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. The civilian population or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. Abstinence from violence is a nonviolent objective.

সন্তানবাদের উত্তর:

সন্তানবাদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে ইহুদীরা বিভিন্ন উৎসবে, জনবহুল স্থান কিংবা রাজার প্রকাশে দিবালোকে রোমান দখলদারদের হত্যা করত। ওপর হতার মাঝে হুমকি ও প্রস ছড়িয়ে দিত। ১০৯০ সাল থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ক্রুসেডের সময়ে ওপর হতার একই কেটেশল অবলম্বন করেছিল। ফ্রান্সে ১৭৮৯-১৭৯১ সালে 'ফরাসি বিপ্লব' চলাকালীন সময়ে আধুনিক সন্তানবাদের উত্তর হয় বলা যায়।

এর পূর্ব পর্যন্ত সন্তানী কার্যকলাপ কেবল ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার নিরিখে পরিচালিত হত। অন্তিদেশ শতকের বিপ্লবী চিন্তা-চেতনায়, জাতীয়তাবাদ, মার্কিন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসারের পাশাপাশি সন্তানীর চেহারা ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের শেষ দিকে ও ১৮৭৮-৮১ সালে রাশিয়ায় গণসংঘটনের দ্বারা আধুনিক সন্তানবাদ প্রধানত রাজত্ব বিরোধী রূপ পরিগমন করে (দৈনিক ইন্ডিকল, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৫)।

১৯১৪ সালে এক বসনীয় সার্ব তরুণ সন্তানী অস্ট্রিয়ান শাসন অবসানের লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ান আর্থিক ক্রীড়া ফার্মানদের হত্যা করে। এ ঘটনাই প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু প্রধান কারণ বলে মন করা হয়। এই তরুণের জীব হার স্প্রেটের সাথে অস্ট্রিয়ার গোয়েন্দা সন্তানী ও সামরিক বাহিনীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তৃতীয় শতকের সময়ে বিভিন্ন দেশ সন্তানবাদকে পৃথিবীর দেশ বিপ্লবী সার্বী সম্ভাবনাগুলো পুনরায় সন্তানবাদী ধারায় প্রত্যাশিত করে।

১৯৬০ এর দশকের শেষ দিক থেকে '৭০ এর দশক পর্যন্ত অবরুদ্ধ বা নির্বাসিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাদের দুর্ভৌতি ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন লাভের জন্য সন্তানীর পথে চলে যেতে সমর্থ। ১৯৬৮ সালের ২২ জুলাই 'পুলিশ ফ্রন্ট ফর লিবারেশন প্যালেস্টাইন' (পিএফএলপি)-এর তিনজন সন্তান মুজাহিদ একটি ইসরাইলী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের বাণিজ্যিক বিমান হিজাবই করে আন্তর্জাতিক একটি সঙ্কট সৃষ্টি মাঝে মাঝে জনতাদের দৃষ্টিতে আকর্ষণ সম্ভব হয়। '৭০-এর দশকে আরে এটি প্রবণতা লক্ষণীয় যে, এ সময়ে উভয় ও দুই আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক চরম স্তরে সন্তানী গ্রুপ গঠন করে এবং মিউজেনামে মার্কা দখলদারদিতের থেকে অবশ্য নিয়ে তারা আধুনিক ধনবাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধের চলাচলের নামে সন্তানী অপত্তনপর চলায়। আমেরিকার নাতিনী সন্তানীর 'মেইন হোফ পাগ' এবং ইতালির 'রেড ব্রিজেট' নামের সংঘঠন এবং '৭০-এর দশকে দিকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে 'লেফট উইগ' ভাইয়েলস'-এর জন্য 'নিও নাজি' ও নিয়ো ফাসিস্টদের 'রাইট উইং' সন্তানবাদী আন্দোলন মাধ্যমে যুগে সমাপ্ত (জামাল উদিনী বার্য, সন্তানবাদের ইতিহাস : আত্মায়ত হামলা ও একটি মনোনিবেশিক যুদ্ধের প্রেক্ষাগৃহ, দৈনিক ইন্ডিকল, ১৪ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা ১৫)।
সন্তানের কারণ:
পৃথিবীতে কেন কাজ যেমন এমনি এমনি সংঘটিত হয় না, তেমনি সন্তান অথবা সৃষ্টি হয় না। বং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অস্থায়ী কারণে সন্তান বিপরীত লাগতে পারে। মনীষীগণ সন্তান সৃষ্টির কৃতিত্ব কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে সন্তানের কৃতিত্ব উল্লেখ্যোগ্য কারণ উপস্থাপন করা হল।

1. চরমপথা বা বাড়াবাড়ি: সন্তানের অন্যতম কারণ হল চরমপথা বা বাড়াবাড়ি। এটা হচ্ছে সীমালঙ্ঘন। এই চরমপথা সর্বফুলেই ক্ষতিকর। যদিও তা ধর্মের লেবারের অন্ত রালে হয়। ধর্মীয় পরিচালনা ভূষিত হয় এ বাড়াবাড়ি করা হলেও ইসলাম এতেক কঠোরভাবে সত্যক করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.া) বলেছেন, 'তোমরা ধর্মের মধ্যে চরমপথা ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক' (যুসনাদে আহমাদ, ১ম খনি, পৃঃ ২১৫; ইবনু বিয়ারাহ, ৪র্থ খনি, পৃঃ ২৮৬; সিরিস্তা হাসাদা, হাফিজ নং ১২৫; মুহাম্মদকে হাকিম, ১ম খনি, পৃঃ ৪৫৬)। তিনি আরো বলেন, 'সীমালঙ্ঘনকারী ধার্মিক হয়েছে' (মুসলিম, 'ইলম' অধ্যায়; আবুদাউল, খনি ৪৬০)। তিনি আরো বলেন, এ ভাবে হিজ্বির মুক্তি নেই অথবা মুক্তি নেই আরো একনিষ্ঠ ধার্মিক হয়। আল্লাহর দ্বারা বাড়াবাড়ি ও শেখরিয়া এবং কাতরতা ও নমনিয়তার মধ্যে মূলো হয়। তোমরা মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতির মধ্যে নিষ্ঠুরী হয়। মূলত চরমপথা শরীআ গুলোকে দৃঢ়ভাবে ধার্মিক নয়, তাদের কর্মকাণ্ড রাসূলের সুন্দর ও আদর্শ প্রতিপাদ্য। রাসূলুল্লাহ (স.া) তাদের সম্পর্কে বলেন, 'না আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলকুলুক নয়' (ফিশকাহ, হাফিজ নং ১৫৫, 'ঈমান' অধ্যায়, ১ম খনি, পৃঃ ৫২)।

2. ক্ষতিকর ও বিচিত্রতা: যারা ক্রিপূর্ণ ও ক্ষতিকর চিন্তা-দাবীনায় লিঙ্গ হয়, তারা মনের 
বিক্রিক্রিয়কভাবে প্রচারের বিষয় নিয়ে এ কাজ করে না। কিন্তু যদি তারা বিচিত্রতার কারণে বিপরীত চিন্তা করে। কিংবা যে বিচিত্রতা সংঘর্ষিত হয় প্রত্যুতির অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর ঘর।

3. সামাজিক: সন্তান সৃষ্টির সামাজিক প্রভাব ও বিশেষভাবে লক্ষ্যী। সামাজিক 
রীতিনীতি জটিলতা, সামাজিক অহিয়াত, মূল্যবোধের অবধারণ, সুযোগ:সুবিধার অসম 
বদ্ধত ও প্রবন্ধন মানুষকে সৃষ্টির হিসাবে গড়ে তোলে। বিশেষ করে মানুষ যখন 
সামাজিকভাবে নিজের প্রাপ্তি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা প্রার্থনালী মহলের অন্যায় 
অত্যাচারের শিকার হয় তখন মানুষ সৃষ্টি অধিকার আদায়ে এবং অত্যাচারের প্রতিবাদের 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের পথ বেছে নেয়।

www.ahlehadeethbd.org
8. রাজনৈতিক : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মাপ্রস্তুতি করে নাশকারুক কার্যক্ষম বৃদ্ধি পায়। কোন কোন দুরূহতার প্রয়োজন রাজনৈতিক দীর্ঘ গতিতে বিতর্ক করে যাতে কিংবা রাজনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেশীশিক্ষার বলে আদায়ের লক্ষ্য বিপুল অর্থের বিনিময়ে সত্ত্বাতী লাঠিতাল বাহিনী গড়ে তোলা এবং নিজের বিভিন্ন হিন্দু স্বাধীন চিন্তাধর করার লক্ষ্য এসব বাহিনীকে রণ্যন্ত্রিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ও আশ্রয়-প্রস্তাব দিয়ে আরাম করে। এর মধ্যে একক সময় জাতির গল্পের হয়ে দেশ ও জাতির জন্য মহৎপ্রস্তুতি ও অক্ষুণ্ন বয়ে আনে।

5. অর্থনৈতিক : সত্ত্বার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অসমানতা। তাছাড়া সম্পদের অসম বলন, মুদ্রার জীবন, বেকারতার, দাবিদ্রু প্রতী ফলে সমাজে বিচিত্র ধরনের অপার বা অপকর্ম সংগঠিত হয়। চুরি, ডাকাতি, মিঠাই, অপহরণ, সত্ত্বাই অন্ধকার অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয়। এবং অপরাধ কেন্দ্র অভাবী সাধারণ মনুষ্য করে না; বংশ অনেক শিক্ষাগত ও রাজনীতির কারণে রাজনীতিতে পরিণত হয়। প্রশিক্ষণ নান্য পার্থিত্যের দিকে বিশিষ্ট হয়ে ক্রমেই নিঃশর হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সংগঠিত হয় নানা রকম সত্ত্বার কর্মকান্ড।

6. প্রশাসনিক দূর্বলতা : পলিষের দুরূহতা, দক্ষতা ও মোক্ষের অভাব, সীমিত ক্ষমতা ও অসাধারণ প্রভূতি কারণে আইন-শিক্ষার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ফলে সত্ত্বাস ও সত্ত্বার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া দেশ বিদ্যমান গোপনেরা সম্পূর্ণ যথাযথভাবে কাজ করে দেশের অভাবের কারণে কোথায় কী ঘটছে তা সম্পর্কে কর্তব্যপক্ষে অবহিত না করলে কিংবা তারা নিশ্চিত থাকলে আথর উদ্ধারবিত্ত অস্তিত্ব হওয়ার পর যে শাসনপ্রদ ব্যবস্থা না নিলে সত্ত্বাস, দুরূহতা, অপারাধ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। সত্ত্বাস ও দুরূহতার শিক্ষা বিষয়ক করে এমন এক পর্যায়ে দেখা যায় যে, তখন তাদের দাম করা ও নির্মূল করা কৌশল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার প্রশাসনের দূর্বলতা ও অবহেলা সুযোগেই সত্ত্বাসিতা তাদের আসন গড়ে বসে। এইখন প্রশাসনের বল তুলে সেল্ফ-এর দূর করে সব সবাইকে সচেতন ও সজ্জা রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

7. আন্তঃজাতিক : কোন দেশের দোষ দোষান্যর জন্য বর্তমানে সবচেয়ে প্রাইম উপযোগ হয়ে ছে সে দেশের উপর সত্ত্বাস অভিযোগের কালীম্য লেপন করা। এক্ষেত্রে সকল হতে পারলে আন্তঃজাতিক সম্প্রচারবাদী শক্তি একটির হয় সে দেশকে নিয়ে নিজেদের ইহুমত ঠেলে পারে এবং নে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সহ বিভিন্ন সম্পদ সহ ইস্তিমাত্র গত গর্ভে ছাড়ে পরে। তাই এই সৃষ্টি অক্ষরক ববাহার করে পার্থিবতি দেশকে বা পৃথিবীর যে কোন দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করার লক্ষ্যে আন্তঃজাতিক সম্প্রচারবাদী চর্চা দেশের নাগরিকদেরকে অর্থ, অপ সববাহ করে এবং বৃদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সত্ত্বাস কর্মকান্ড ঘটিতে উদ্যোগ করে। আর যখন সে দেশে সত্ত্বাস ও জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় তখন তাদের দোহাই দিয়ে সে দেশে স্বায়ী আসন গড়ে বসে। এক পর্যায়ে দেশটি কর্তৃত্বলগত করে তাদের সমাজতন্ত্রে থাকা বিষয়ক করে এবং লুটে নেয় সে দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সহ বিভিন্ন সম্পদ।

www.ahlehadeethbd.org
৮. ইসলাম ও মুসলমানদের বিবেচনা বিষয়ের বিবরণ: ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিবরন ইসলাম-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ চর্চায় বিবর্ধার জিপ ছড়িয়ে দেয়। যা সমালোচক উক্ত করে। ২০০৬ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার টিটি চ্যানেল ও দুই শাস্ত্রিক রেডিও এর সাথে ইসলামের বিরোধিতা করে। এরা অব্যাহতভাবে করালন ও হামিদের অপব্যাখ্যা করে। ৯/১১র পর দাসেন আর্চেটার নামে এই সময়ে হলিউডের অনেক টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় এবং মুসলমানদের চিত্রিত করা হয়েছে নিকৃত মানুষ ও সতর্ক হিসাবে। এ রিপোর্টে দেখা যায়, এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত প্রায় ১ হাজার ৭’শে দীনিক ও ৮শে সাংবাদিক পত্রিকার অধিকাংশই সুপরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিবেচনা সৃষ্টি বিষয় ছড়িয়ে।

মুলতান জাদুড়ুর বুটের দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। (দীনিক ইনকলাব, ৯ অক্টোবর ২০০৮, পং ৭)। যিনি দিন পূর্বে ডেনিস পল্টন গাল্লোর ছায়াছবিদের নিয়ে বাঙ্গার হয়েছিল। মুসলমানদের উক্তি দেই হোক এই অপচাটর লক্ষ্য। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতাযুক্ত যুদ্ধের লক্ষ্য হয়েছে, ইসলামকে যেয়ান্তরিত করা ও মুসলমানদের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা।

সন্তান দর্শন কর্মী: সন্তান বর্তমানে বিশেষ এক প্রধানতম সময়। একে দামন, প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে প্রয়োজন খুঁজোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। কেবল আইন প্রণয়ন করে সন্তান নির্মাণ করা সম্ভব নয়; বরং প্রয়োজন আহিনের যথাযথ প্রযোগ ও বাস্তবায়ন। আবার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুরো সন্তান শক্তি দিয়েই সন্তান নির্মাণ হয়েছে এ ধারণা করা যায়।

একে পরিবর্তে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সন্তানের করণ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো দীর্ঘত্ব করে সন্তান সৃষ্টির সকল প্রকার পথ রুদ্ধ করার মাধ্যমে সন্তান দর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সন্তান নির্মাণে আমার এখানে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাই। সেগুলো হচ্ছে নিম্নলিখিত-

\textbf{(১)} ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন: ইসলামী শিক্ষার যথাযথ প্রকাশ এবং উপস্থাপনা এবং নাজিমতি, প্রতিকর্ম, অন্ননিতি, সাহায্যনিতি প্রতিবেদিতা বিষয়ে যুক্ত ইসলামী শিক্ষার সমস্যা ও সংযুক্তকরণ মানুষের মধ্যে তার বিতর্ক ও প্রসার এবং তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাগতে হবে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা অন্তর্ব্যাপিক্য এজন্য যে, এটা ইনসাফ ও নায়কাধিকারী অতিথি ও অন্যক্রান্ত অষ্টাদশ ও দাসনের একমাত্র মাধ্যম। দেশের আলম-ওলামা, ইসলামী চিত্তবন্ধ, সহচতন মুসলিম নাগরিকদেরকে বিশেষত এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে এবং দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(২) সন্তানের মাধ্যমে বুঝ অনুযায়ী শারীর ইসলামকে সুদৃঢ় করা: আমরা যখন যে করব যে উন্মুক্ত হচ্ছে সকল প্রকার চরমশায় সম্পূর্ণরূপে দাসনের মাধ্যম, তখন আমাদের স সম্পূর্ন জানতে হবে, সুসংগত জানতে হবে। আমাদেরকে অজ্ঞাত তথ্য থেকে বিরাগিত এসে জীবনের আলো খুলনাম রাখতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
আমাদেরকে মধ্যপাশ্চাত পদ্ধতি অনুসরণ করে বের করতে হবে এবং তার প্রকৃত অবস্থা 
জানতে হবে। প্রকৃত মধ্যপাশ্চাত হচ্ছে যার শক্তি ও ক্ষমতা আছে এবং যা অব্যাহত ও গতিশীল। আর এ মধ্যপাশ্চাত কিভাবে ও সূলনের সাথে আশ্রয়স্বরূপ সংযুক্ত এবং যা হবে 
সালাফের ছাত্রীরা বুঝে নাই। হেলান্না ছিলেন কৃতার্থ নাযিলের সমাজবিদ্যা।
ফলে তারা আলাহর বালীর মর্যম ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর উদ্ধৃত স্পষ্টকরণে অন্যদের 
তুলনায় অধিক অবরু ছিলেন (১৩২৩)। মহান আলাহ বলেন, 'নিশ্চিত এটি আমার 
সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ 
তেমামদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তিনি তেমামদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন,
যাতে তোমরা সংহত হও’ (আল-আম ১৫৩)। এক্ষণে এখানে দুইটি পথ খোলা আছে। একটি 
আলাহ তাঁর আলাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত ছিন্নত মুখাকামিত তথা সরল-সৃষ্ট পথ 
এবং অপরটি গোমারিয়া বা রহস্য ও বিশালিত পথ। মহান আলাহ বলেন, ‘যে কেউ 
রাসূলের বিশ্লেষণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানের 
অনুরু পথের বিপক্ষে চলে, আমি তাকে ঐদিকে ফিরবে যে দিকে সে অবলম্বন করেছে 
এবং তাকে জাহানামে নিষেধ করব। আর তা নিকুঠি গত্যশ্বাসন’ (সুন্ন ১১৬)।

(৩) সমাজের স্বথপথ সরার সামনে প্রকাশ করা : প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সরার 
কাছে সমাজের স্বথপথ সৃষ্টিপূর্ণতা তুলে ধরতে হবে। যাতে এই মুখ্যত সমাজ 
থেকে সবুজভাবে দুর্দৃষ্টি হয়। সাথে সাথে সমাজের অর্থবোধক, সমার্থক ও নির্দেশনামূলক 
শাসন ব্যবস্থা করা থেকেও বিবেচনা থাকতে হবে। ইসলামী সমাজকে যাত্রিত 
কর্তৃত্বতা থেকে মুক্ত রাখতে আমাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বলা 
বাহুল্য যে, আমরা সম্মতাবাদীদের মুখে দায়িত্ব পালন না করে একেরে অবহেলা করলে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট আমরা হব নিস্ক্রিয়তা ও বিকৃতি।

১. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধানের স্থায় চাই। বাল্যকাল থেকেই 
সম্মানের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা। সমাজ, পরিবার 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে তাকুওয়া বা আল্লাহইতীতি সৃষ্টিকরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান 
করতে হবে। যাতে তাদের মনে সৎক্রম করার এবং অসংক্রম বর্জনের প্রতি অন্তর স্বীকার 
হয়। সাথে সাথে তাদের অন্তর্যায় যাতে সকল প্রকার অপরাধ, অপকর্ম ও সমাজের প্রতি 
ভূমি সৃষ্টি হয় তার সম্মুখ শিক্ষাও প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের মৌলিক 
ফর্স সমৃদ্ধ যেমন হালাত, হিয়াম, যাকাত ও হজ্জ পালনের তাকিদের সাথে সাথে 
সংকটের আদেশ ও অসন্ত কাজের নিষেধের আদর্শ পরিপূর্ণতা বাঁচান করতে হবে।
রাষ্ট্রের সকল পদ ও দায়িত্ব তাকুওয়া সম্প্রল মূল্যের, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরের অধিষ্ঠিত 
করতে হবে।

২. ইসলামী শরী'আত ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সকল প্রকার 
অপরাধীদের দ্রুত ও সঠিক বিচার নিষেধ করতে হবে। বিনা বিচারে যাতে কেউ বছরের পর বছর 
কারাগারের অধিক প্রাক্তনে দুঃখ দুঃখ না মেরে তার কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে। আবার 
আইনের ফাঁক-ফাঁকর দিয়ে সম্প্রতিষ্ঠা যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে 
হবে।

www.ahlehadeethbd.org
৩. সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিক চিহ্নিত চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণের হয়ে সাহায্যের প্রতি লুণ্ঠন সৃষ্টি, মানুষের প্রতি মমতাবোধ, দেশ ও জাতির প্রতি কর্মবোধ এবং দাতিত্বশীলতা জাগ্রত করা তথা সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য অশুচিতা ও কুরআনপূর্ণ মারাদর ছাড়ি প্রদর্শন ও পরিকল্পনা, বই-পুস্তক ইত্যাদি বক্তের মাধ্যমে জাতিকে অপসংস্কৃতির আহ্বাসন থেকে মুক্ত করতে হবে।

৪. সমাজের অবরোধিত জনগণী তথা অনাধ-ইয়াতীম, বিধবা-তালকন্যা, শহরের নিঃস্ব শোকাই ও অসহায় জনগণী, দূর্বল কলিতি ও দুঃখ মানুষের সাহিত্য নির্মাণের বিধান এবং তাদের অগ্নিহোত্যাকলিত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নিদর্শিত দায়িত্ব-কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন, নারীরক্ষণ, যুবক্ষতা ও শিখনক্ষতা মূলক কল্যাণের গৃহীত, ভিক্ষু ও ভিক্ষুখল মানুষের পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কল্যাণের বাস্ত বায়ন করতে হবে।

৫. সক্রান্তী কর্মকাজে জড়িতদের অধিকাংশই অন্য শিক্ষিত কিছু বার্তাবিহীন নামধারী আলেম ঐসব যান শিক্ষিত লোকদের সামনে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বিপুলকাল করেছে। ঐসব নামধারী আলেমদের মুখে জিহাদের ফালতিত ও জানাতের অন্তত নয়ামতের কথা তো শাহীদ বরণের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জ্ঞান লাভে আমার তারা উজ্জ্বলিত হয়েছে, ইসলামের জন্য জীবন দিতেও অনুমোধিত হয়েছে। তাদের মাধ্যম-মজ্জ, চিন্তামন্দ, আশ্বাস-বিশ্বাসের পাথরে খোদাই করে দেয়া হয়েছে, এভাবে ইসলাম উপময় জীবন দিলে পরকালে বিনা হিসাবে জ্ঞান লাভ করা যাবে।

সুতরাং জেল-মুলম, জীবনী, ক্রসফাইর ও মূর্ত্যাদে দিয়ে তাদের এ বিশ্বাসের পাথর ক্ষয় করা যাবে না, তালা যাবে না তাদের অস্থায়ী থেকে; বরং তারা ঐসব হস্তিমুক্ত করবার করে। কৃত্রিম প্রকৃতি সক্রান্তী তৎপরতা রোধ করতে চাইলে তাদের ঐ বিশ্বাসের মূলে আয়ত্ত হানে হবে, তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙে দিয়ে তাদের বিশ্বাসের বেদান্ত থেকে মুক্ত হয়ে সত্তর আলোয় করে তাদের ভাঙ্গা হবে। ঐসব তাদের হস্তিমুক্ত আলমালের চারা তাদের বৃথানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং চতুর্থ মাধ্যমে ঐসব ওলামায় করার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। একে আমরা পুরস্কারে জন্য আলিয়া ও কোম্পো মাদারাসা এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে জিহাদ ও সত্তর সংস্কার সঠিক ধারণা তুলল ধরতে হবে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদেরকে কেউ শুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করতে হবে না পারে।

৬. সত্তর ও জ্যীবায় প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জ্ঞাতী ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

সক্রান্তী তৎপরতায় জড়িততা ঐপরিশেষের নাগরিক। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে ঐপরিশেষের সাধারণ মানুষ সত্তরীদেরকে আইন-শুংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। এই সমগ্র উল্লেখ, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বাহিনীর দৌড়াতা ও অপত্তিক্রমে তাদের সাধারণ মানুষ আইন-শুংখলা রক্ষায় নিযুক্তি সত্তরকে বৃদ্ধি করাতে সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশে বিদায়ক নূতন তিন লাখ মসজিদে প্রতি মাসে ৪ থেকে ৫ বার জুমআর ছালাত হয়। ঐসব মসজিদের ইমামদেরকে কুরআন-হাদীসের আলোকে সত্তরাবিরোধী খুঁড়া দিয়ে জনগণকে সজ্জা ও সচেতন করে।
7. বোমা তুরিয়ের যেসব সর্পিলমাদি বাহির থেকে আসে, সেগুলো দেখে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমাবদ্ধ নজরদারি জোরদার করতে হবে। বোমা তুরিয়ের সর্পিলম, অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী ও সর্পিল তৎপরতার পরিচালনায় অর্থ যোগাযোগদাতাদের খুজে বের করতে হবে এবং তাদেরকে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা দিবার করতে হবে। সাথে সাথে নেপথ্যে পরামর্শক, পরিচালক গতিকারদেরকেও পরিদর্শ আড়াল থেকে বের করে এনে তাদের দৃষ্টিনিবেদন শাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা ক্ষতি সারাতে আক্রান্ত হলে ওষুধ প্রয়োগ না করলে ক্ষত একবার না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্প্রসারণ:

ইসলাম শাখা-মেয়াদী, সম্প্রতি-সংস্কার, উদারতা-পরমানতন্ত্র, জাতীয়-সৌহার্দ্য, সাহাবাত্ত-সহনশীলতার ধর্ম। ইসলাম শর্তের অর্থ পরিপূর্ণ আনুমতিমর্যাদ। অর্থাৎ, মানুষ সংখ্যা আলাহ তা'আলার আদেশ-নিয়মের উপর নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করা। আলাহ তা'আলার পরিত্যাগ সুন্দর ও বাণিজ্য নাম সমূহের অন্যান্য হচ্ছে 'সালাম' তথা শাহী। তারই আলাহ যেননির্দেশ ইসলামে কোন প্রকার অন্তর্ভুক্ত-অস্বাভাবিক, অসংখ্যতা-অসাধারণ, অন্যান্য-অনাধিকার, অন্তর্ভুক্ত-অভিজাত ইতিসমাধি থাকতে পারে না। কিন্তু অতীব দুর্বলজন হলেও সত্য যে, ইসলামবিধীরা আজ শাসনরূপ ও সুষ্ঠু ইসলাম এবং অঞ্চল এবং বিস্তৃত সম্প্রসারণের একাকার করে ফেলছে। ইসলামের মহদু ও মাহদু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত না অর্থ সীমিত ইসলামবিধী মহল দায়ি করে যে, ইসলাম সাহায্য ও জীবান্ধনকে সমর্পন করে। এর চেয়ে বড় অস্ত্র ও অপবাদ আর কী হতে পারে?

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম কখনো হত্যা কিংবা সম্প্রসারণকে উদ্বেগের দেয় না বা উৎসাহিত করে না; বরং ইসলামে এর নিষিদ্ধ-হ্রাস।

কুরআনে মাজালে দ্বারা হসনের বক্তব্যের ঘটনা হবে, 'নববন্ধ' বা পৃথিবীতে ফাসাদ করার হেতু সকল কুরআন উপাকে হত্যা করলে সে পার দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে মনুষ্ক মানুষেরই জীবন রক্ষা করল' (সুনাহেদ ৭৩)।

এটি তাই নয়, ইসলাম মুসলিম উদ্দেশ্যে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আলাহদের বিশুদ্ধ হতে এবং আইনের শাসন ও বিরুদ্ধকে থাকার সম্পর্কে অভিজাত করে।

কুরআনের কারীতে বলা হয়েছে, 'তারা তাদের বিরুদ্ধে সংস্ত্রম করতে থাকি, যতক্ষণ না ফিনা-আইসাদ দূরীভূত হয় এবং আলাহদিন জীবন সামঞ্জস্যবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়' (ফারুক ৩৯)।

তিনি আরো বলেন,'তারা আলাহর সাথে দূর অর্থীকারে আবাস হওয়ায় পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অজ্ঞাত রাখতে আলাহ আদেশ করেছে, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশাস্ত সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লালন্ত ও নিকটী আবাসস্থল' (ওয়া দ১৮)। সর্পিলীদের নির্বাসন ও নির্বিক্রম করতে দুনিয়া ও অধিকারে তাদের শাখাটি কথা উল্লেখ করে মুহামদ

www.ahlehadeethbd.org
মহানবী মুহাম্মদ (笹) এর বর্ণনা ও ঘটনাবলী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সত্ত্বা বিবেচনায় মনোভাব ও কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্টতরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। নূরুল্লাহ পুরোই যুক্ত মুহাম্মদ (笹) 'হিলফ ফুয়ুল' গঠন করেন। সত্ত্বা নির্মূল করার লক্ষ্য এবং দূর্বল ও অসহায়দের রক্ষা করার জন্য হাশিম ও মুহাম্মদের বংশধর এবং যোধবাহি ও তামা পরিবারের সমস্যা সমতলে গঠিত 'হিলফ ফুয়ুল'-এর নীতিমালার প্রথম শর্ত ছিল- আল্লাহর শরুপ! মক্কা নগরীতে কারা উপর অভ্যাস হলে আমা সবাই মিলে অভ্যাসের একতর্কভাবে সাহায্য করে, সু ব্যাক্তি উচ্চ শ্রেফের বা নিচু শ্রেফের, স্বাধীন হয় বা বিদেশী।

মানবজাতির প্রথম লম্বিক সংমিশ্রণ হিসাবে অভিন্নিত ৪৫ থাকা সমলিত ত্তিতাসিক মৌলিক সাংস্কৃতিক ও সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠার এক অন্য দলীল। এতে সম্প্রদায়ের উল্লেখিত হয়েছে, 'যারা বিনে বিদিত হয়, পাপাতে করবে, পাপাতে করবে, বীরো, নূরুল্লাহ বা ফসাদ ঝিল আল্লাহর ইমামরা তাদের সমঝতে রূপে দাঁড়াবে, যদিও সে আপন পিতা বা পুত্র হয়।' হিজরের পরের প্রথম অভ্যাসের মহানবী (笹) বলেন, 'হে লোকেরা! হলুদি সালাম ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দাও। অন্ততঃ খাদ্য দাও। আর গোসাডের রাতে মানুষ যখন সত্ত্বা তথ্য থাকে, তখন হারাত আদুর কর। এর দ্বারাই চরিষ্টার আলাম জন্মাতে প্রেরণ করে সক্ষম হবে' (তিনিমেয় হা/১৮৫৫; হামিদ হছীব, হছীব আহ্-তাহিরী ওয়াত তাহিরী, হা/২৬৭)।

পৃথিবীতে বিশ্বাস স্ত্রীকারীদের শান্তি ও পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তার আদালত বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিকাশ যুক্ত এবং দূর্বল ধ্রুপাতক কাজ করে বেড়ায় তাদের শান্তি এই বয়স তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুধুতে চড়ানো হবে অথবা বিপীলত দিক থেকে তাদের হত্যা ও পা ফেলে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নিবন্ধিত করা হবে। দুর্গন্য এই তাদের লাখন। পরিকল্পনা তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি' (ময়মনাহ ৩৩)। অতএব তিনি আদা বলেন, 'হে ইহুদী তারা কেন মুহাম্মদ হত্যা করতে তার শান্তি জানানাম। সেখানেই সে স্বাধীনতার অবহেলা করবে। আল্লাহ তার প্রতি রূপ হবে, তার উপর অভিন্নতার কারা এবং তার জন্য মহাশান্তি প্রকাশ করে রাখবেন।' (নিসা ৯৩)। তিনি আদা বলেন, 'আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্কেত কারণ ব্যাপার তারা তাকে হত্যা করে না এবং বাংলাদেশ করে না। যারা এরপ কাজ করে তারা শান্তি স্বীকার করবে। বিশ্বামতের দিন তাদের শান্তি বিবৃতি করা হবে এবং সেখানে তারা অপমানজনক অবস্থায় স্বাধীনতার অবহেলা করবে' (মুয়াফা ৬৬-৬৬)।

ইসলাম মানুষকে জান-মাল, ইহুদী-আচে, ধীরে ও রুদ্ধমত এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নির্দিষ্ট পারাশি দিয়েছে এবং এসব মৌলিক অভিকারক বিনিমো করা হয়েছে (তাত্ত্ব, পৃ. ১২, ১৬৩)। রাসূলুল্লাহ (笹) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সমান হারাম' (মুসলিম, হা/২৫৬৪, 'কিতাবুল বিরে ওয়াছ ফিলাহ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬)।
বাংলাদেশ সন্তানী কর্মকারের কিছু চিন্তা

বাংলাদেশে বোমা হামলা ঘটে হয় ১৯৯১-১৯৯৬ সাল। এসময় বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা হলেও হতাহতের ঘটনা ছিল কম। কিন্তু ১৯৯৬-২০০১ সালে বোমা হামলায় হতাহতের অনেক ঘটনা ঘটে (এক্সেস এম হাইফ্যাক ইসলাম, বোমা হামলা ও আমদের রাজনীতি, আমাদের দেশ, ১৩ মার্চ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৭)। এসময় বোমা হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটার একটি কারণ এই হতে পারে যে, ১৯৯৮ সালে 'জামা'-আতুল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) আত্মপ্রকাশ করে (দৈনিক যুগাট, ১১ মার্চ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯) এবং তাদের প্রশিক্ষিত ক্যাড্র দিয়ে বোমা হামলায় চালাতে থাকে। এরা ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী কুষ্টিয়া জেলার নৌকাপুর উপজেলার বড়কান্দি গ্রামে অনুষ্ঠিত সন্তানবিস্ফোরণ জনসাধারণ হামলা চালায়।

তাদের ব্রাহ্মী ফাইবারের জায়গায় অন্যান্য শীর্ষনেট মুক্তিযুদ্ধের বিনিয়োগ সংগঠিত করে আরিফ সহ ৫ জন নিহত এবং আহত হয় আরো ২০ জন লোক (মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী: হাওদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩৩)। এরা ১৯ দিন পর ৬ মার্চ ১৯ রাত ১টা ১০ মিনিটে যুদ্ধের অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্যে সংস্থার অন্তর্গত এক শিক্ষাদাতা বোমা হামলা চালায় (দৈনিক যুগাট ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৮)। এপ্রিল ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিলের মোতাকন হলে একটি ফিয়ারের ১/৪ বোমা হামলায় প্রায় সকলের জন্যে বোমা হামলা হয়। এবার তাদের ব্রাহ্মী ফাইবারের বিনিয়োগ সংগঠিত করে জায়গায় আরো জনসাধারণের হামলা চালায়। এদের সন্তাননী লীগের মহিলা হামলা সম্প্রদায় আইডি রহমা সহ বহু লোক হতাহত হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে সংঘটিত ৩০টি বোমা হামলা তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ায় (দৈনিক নয়াদিগে, ১৮ মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা ৫)।

এবং জীবনের বিচ্ছেদে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা সুযোগ পেয়ে যায়। এর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৫ জেলার ৬৩ জেলায় প্রায় ৫ শতাধিক স্থানে এককালে বোমা হামলা চালায়। সন্তাননীর এ সিরিজ বোমা হামলা চালিয়েই ক্ষমতা হায়নি। এরপর তারা ৩ড় এপ্রিল'০৫ বিভিন্ন আদালতে এবং ১৪ নভেম্বর '০৫ কালকালে এবং ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে অভিযুক্ত বোমা হামলা চালিয়ে বিচারক সহ বহু নিবিধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এসব বোমা হামলা ৩৩ জন লোক নিহত এবং আহত হয় দুই শতাধিক (দৈনিক ইন্দিকলাব, ৩০ মার্চ ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭)। এই বছরের ৮ ডিসেম্বর নেতাদের ৩০ মিনিটের ব্যবধানে দুটি বোমা হামলা হয়। এতে ১০ জন লোক নিহত হয় (ফোরকান আলী, সন্তাননী: কমতাল ড্রাইরের হামার, দৈনিক ইন্দিকলাব, ২৫ জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৪)।

আহলেহাদিদীদেরকে অভিযুক্ত করা:

জন্মে নেতারা কোন আহলেহাদিদী ঘরের সম্ভাবন হওয়ায় এ গোটা কমিউনিটির প্রতি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন করণ করা চোট করেন নাকে। এটা অনুষ্ঠিত ও আয়োজিত।

কেননা কিছু এমনি-মন্ত্রীদের দৃঢ়তার কারণে দেশের সকল এমনি-মন্ত্রী তথা রাজনীতিবিদদের যেমন দুর্নিতিবাজ বলা যায় না, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
চেষ্টারতির কারণে যেহেতু অন্ধকার শিক্ষকদের সবাইকে এই দোষ দোষী সাবান করা যায় না, হাতাকী মাহাবর অনুসারী মুক্তী হানান, কাওহার গঠনের নাশকামুলক কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা হাতাকী মাহাবরের অনুসারীদের স্বাত্ত্বিক বলা যেমন সম্ভাব্য নয়, তাহলে আবদুর রহমান, বাংলাতে আহলাদীছী ঘরের স্নাতক হওয়ার কারণে তাদের অপরাধের দায় সম্পূর্ণ আহলাদীছী জনগণের উপর চাপানো বিজ্ঞাপিত কাজ নয়। আহলাদীছেরা এদেশের নাগরিক। তারা এদেশ উদ্ধার নয় কিংবা রাহিতের মত উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। বরং এদেশ তাদের জনসংখ্যা। মাতৃভূমি, এদেশের প্রতিটি ধরনিগারের সাথে তাদের হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা-সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে অসামান্য অবদান। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারাও অন্যান্য নাগরিকদের মত যুদ্ধ করেছে। হাতাকী শরীয়তব্রহ্ম, নেছার অলি বিভূতিমণী, মাদালা আকরম খার, মাওলানা আবদুল্লাহীস কাফানী আল-কুরায়িশীর মত বহু মনীষী এদের স্বাধীনতা অজন্ম, শিশু-সংগৃহ, শাহিতা-সংখ্যাত, তাহীব-মাদাদুন ক্ষেত্রে সম্মুখকরণের অবদান রেখে গেছে। অতএব কারা দক্ষিণতে অপরাধ ও অপরাধের দায় নাগরিকদের মতে যুক্ত। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে তা জন্য তুলে ধরতে চাই।

(১) একটি জাতীয় দীপকর্ণের সহকারী সম্প্রদায় একটি রিপোর্ট বলেন, 'আহলাদীছী অনেদোলন বাংলাদেশ' দিয়ে দেখা দেখা দ্বারা তাদের নেড়া কোটি অনুসারী আছে। সে হিসাবে মোট আহলাদীছী অনুসারীদের মাত্র ০.৩৩% জেসমিহ’র কল্লী বা সম্পর্ক। অর্থাৎ ৩২.২৭% আহলাদীছী জেমিহ’র এই জীবিকাবদ্ধ সমর্পণ করে না। কারণে জেমিহ’র উচ্চারণে যথাযথ চলাচলের আহলাদীছী অনুসারীদের কোনোবিন্দু সম্প্রদায়ের একটি পরিসংখ্যান অসামান্য এখানে তুলে ধরতে চাই।

(২) এরুটি জাতীয় পত্রিকা একটি রিপোর্ট বলে, সাধারণভাবে জন্মন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, জেমিহ নেতাকর্মীদের অধিকাংশ আহলাদীছী মানসঞ্চার অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এদের ৯৬.৬৩ শতাংশ দৃষ্টান্তে গ্রেপ্তার ভিন্ন প্রেক্ষিতে অনুসারী অধিকৃত (অর্থাৎ হাতাকী মাহাবরের অনুসারী)। জরিপ অনুসারীদের মধ্যে মাত্র ৩৬.৩৬ শতাংশ আহলাদীছী জীবনের সদস্য (দীপক নিয়মিত দিন, ২৫ অগস্ত, ২০০৬, পৃ. ১)।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় যে, জীবনের মধ্যে আহলাদীছী অনুসারী লোকের সংখ্যা যত অন্য মাহাবরের লোক সংখ্যাত যার দ্বিগুণের চেয়েও অনেক বেশি। সুতরাং জীবনের সম্পূর্ণ আহলাদীছী ঘরে জন্ম নেওয়া নগত সংখ্যা লোকের কারণে পূর্ব আহলাদীছী জামাইআতকে জীবনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা একজনের অপরাধের কারণে অনেকে দোষারোপ করা বা অপরাধী সাবধান করা ইসলামী শরীয়তেই বৈধ নয়। মহান দাস্তাহ বলেন, 'কেউ অপরাধের পাপের যোগ্য বহন করবে না' (আন‘আম ১৬৪; বানী ইসরাইল ১৫; ফতীর ১৮; নজম ৩৮)। অতএব ব্যাপ্তির দূর সম্প্রতির উপর চাপানো উচিত নয়।

www.ahlehadeethbd.org
'আদোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সংস্থাবিদীয় বৃত্তিকা:

'আহলেহাদীছ আদোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের সামাজিক-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অত্র অভিযুক্ত ধর্মীয়, দেশ ও জাতির কল্যাণকেন্দ্র সদা দোষকারী এবং জাতির সার্বভৌমত্ব তলপ্রদ দেশপ্রেমিক ইসলামী সংগঠন। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে কিছুতে ও সুন্দরতের যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মীয় আমের সংসারে মানুষের সার্বভৌমত্ব সাধন।

মূলত পবিত্র কোরআন ও ছাত্রিয় হাদিসসহ জীবন চলার পথে এককালিন দিশায় হিসেবে প্রচার করে তার আদেশ-নিষেধকে সার্বনিহিত উদ্বেগ দিয়ে তদনুযায়ী আমল করাই হচ্ছে এ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এ অন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যে সংগঠন ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে সুদীর্ঘ কালামত্র নিয়মানুসারে সংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে, সে সংগঠন কখনো ইসলাম বিবাদী, দেশের সাধীনতামূলক অভিযুক্ত এবং জাতির দুর্ভাগ্য জঙ্গিবাদ ও সত্রাসবাদী কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রতি কোন সমস্ত সমর্থন দেয় না, তাদের সাথে কোন সংঘর্ষতাও রাখে না। দেশের আইন-শুন্ধলাবিদীয় এবং দেশ ও জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকিরিপূর্ণ কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত কোন ব্যক্তি, সংঘর্ষীয় ও সংঘর্ষের সাথে 'আহলেহাদীছ আদোলন' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এর কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্ক, সংঘক্ষীত্ব ও সমর্থন অত্যধিক ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বরং জঙ্গিবাদ, সত্রাসবাদ সহ যাবজ্জীবন নাশকারী মূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উভয় সংগঠন সদা দোষকারী। এ সংগঠনের বক্তব্য-বিবৃতি, লেখনি ও সংঘর্ষকারী কর্মক্রম সবই দেশের সাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে এবং জঙ্গিবাদ ও সত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।

উপসংহার:

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, এই দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি, মাতভূমি। এর প্রতি ইচ্ছামূল্য সাধনের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণের পত্নীর ভালবাসা। তাই একে রক্ষার জন্য সবাইকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ দেশের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন যুদ্ধে তাঙ্কে রুখে দিতে হবে। যুদ্ধবিশিষ্ট, সাংস্কৃতিক তথা হোক না কেন সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে প্রক্ষত দোষী বাজতে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে। সত্রাস দমনের মাধ্যমে দেশ ভাবাতে সবাইকে সকল দলাদলি ভূলে এগিয়ে আসতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ এদেশ আমাদের, একে রক্ষার দায়িত্বও আমাদের সকলের। আত্ম-আনন্দ আমরা সবাই মিলে সত্রাস দমন করি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফিকু দান করুন।-আমীন!

***

www.ahlehadeethbd.org
আহলেহাদীছ যুক্তিসংঘ : এক আপসহিন সংঘামী কাফেলার নাম

-অধ্যাপক মুহাম্মদ জালালুদ্দীন

সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা, আহলেহাদীছ আনুদেশন বাংলাদেশ
সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুক্তিসংঘ।

নির্ভরজাল তাওহীদের আরাঘবাহী এদেশের এক যুক্তিসংঘঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুক্তিসংঘ'। সুদীর্ঘ ৩৩ বছর পর ৮ ও ৯ ডিসেম্বরের বিভাগীয় শহর রাজশাহী মহানগরীর উপরকে নওদায়া প্রতিষ্ঠাতা অনুষ্ঠিত হল প্রবীণ ও নবীনের সমষ্টি ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় কাফিল সদস্য সম্মেলন-২০১১। তাকুলুকে আর ঈমানী চেন্নায় উদ্দুর সংঘামী কর্মীদের জন্য বূঝিয়া এই সম্মেলন। ফালিলা-হিল হাম্দ। এই সুদীর্ঘ, মনোরম ও সম্পূর্ণ বাণিজ্যমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদকে জানাই হয়ে নিংড়োনা তালবাসা, শহেরায় ও আত্রিক অভিনিদ্ধ। মুঘলবাবী কেন্দ্রীয় কাফিল সদস্য সম্মেলনের সমাবেশ সভাপতি, প্রধান অধিবিদ্ধে তিন বছর হয় মায়া হয় ডিন করা নির্ধারিত বর্ণনামত মজলিম জননেতা আহলেহাদীছ আনুদেশন বাংলাদেশের আমীর ও আহলেহাদীছ যুক্তিসংঘের প্রতিষ্ঠীত সভাপতি মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের উপস্থিতি সম্মেলনের কর্মকাণ্ড রয়ে শোভা বর্ধন করেছে। উক্ত সম্মেলনকে নিয়ে আর্কাগ্রুহ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আদেশ উত্তীর্ণ। তাই এই সংঘামী কাফেলা সম্পর্কে আমার কথার মুক্ত ধনিভূত কর্মকাণ্ড কথা বাক্য করেন চাই।

হয়ের অত্মনীয়হীনী:
'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুক্তিসংঘ'-এর রয়েছে এক ঐতিহাসিক পটভুমি, রয়েছে এর প্রতিষ্ঠালীন সময়ের এক যুগান্তকারী ধ্রুপদী। বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক ও যুবকের বাড়ি ছাড়া কোন কিছু বাদবোন করা সত্ত্বা নয়, সত্ত্ব নয় ভিন্ন লক্ষ পৌঁছান। একটি মূর্ত্তি কওমে বেদের করে তোলে দেখতে নয় আদর্শ-পূর্বর্তিত। অন্যথা জাতির উন্নতি সত্ত্ব নয়। অথচ পুরুষীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ সাহিত্য বাংলাদেশে আহলেহাদীছ ছাড় ও যুবকের জন্য নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠি ছিল না। সেটা না অন্তর্ভুক্ত চেন্নায় আদর্শিক বাণিজ্য। সত্ত্ব কর্মকাণ্ড মানবতার অধ্যায় লক্ষানুসারে পিছনে ছিল ছিল। তারা সুবিধায় যায় বাণিজ্যের মিলিয়েছ। অন্যদিকে আত্মাবানী ইসলামের মুহূর্ত করা ইসলামী আনুদেশনের নামে শিক্ষিত মিশ্রিত আনুদেশন মালিন্ত পড়ে। ফলস্ফুলতি আলেহাদীছের আদর্শ কিন্তু কেনাগুলো এ বাবার সত্ত্ব যে তাওহীদের যুবকের উদ্দেশ্য ও তাকুলের উদেশ্যে আলেহাদীছ আনুদেশনের প্রতিষ্ঠায় পরিচালনার জন্য তাকুলের বিভিন্নদিকের তত্ত্বাবধানের মধ্যবর্তী হয় আজকের মুহাম্মদ আমীরের জামা জামা আল-গালিব ১৯৭১ সালের ৫ই খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাফেলায় মাঝালী হাত আজকের মুহাম্মদ আমীরের জামা জামা আল-গালিব ১৯৭১ সালে তাওহীদের কেরায় যুবনেরা ফিরে আসে অন্তর্ভুক্ত আনুদেশনের মম্মলী। 'সকল ধারন বাঙালি করে, অহির বিভাগ কামনে কর' এই প্রোগানের তলে।

নির্ভরজাল তাওহীদের উত্তরসূরী:
নির্ভরজাল তাওহীদ ও সুবাসের পথ কুমারমধুষ্টি নয়। এ পথ হচ্ছে কটককাজী এবং বন্দুর পথ। ১ লক্ষ ২৪ হায়ার নবী ও রাসূল এ পথে মানুষকে ধাঁধায় দিয়েছেন। ফলস্ফুলতি পৃথিবীর সেরা মানুষ নবী ও রাসূলদের উপর নেমে আসে যুবক ও নির্ভরজাল। এ পথে
Every one is crying for peace. But no one is trying for justice. If Muhammad (sm) lived now a days and taken the dictatorship of the world he would have been solving the problems of modern world. He was the master mind not only of his own age but all age. If Muhammad (sm) lived now a days and taken the dictatorship of the world he would have been solving the problems of modern world. He was the master mind not only of his own age but all age.

** আমির মুসলিম প্রেসেন্ট জয় ভারত শ বলেন— If Muhammad (sm) lived now a days and taken the dictatorship of the world he would have been solving the problems of modern world. ** উইলিয়েম মুর বলেন— He was the master mind not only of his own age but all age.

** আমির মুসলিম প্রেসেন্ট জয় ভারত শ বলেন— If Muhammad (sm) lived now a days and taken the dictatorship of the world he would have been solving the problems of modern world. ** উইলিয়েম মুর বলেন— He was the master mind not only of his own age but all age.
বাংলাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংগঠ
একটি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

-মোঃ আকবর হোসেন
সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংগঠ প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল হেরা কলেজ, যশোর।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে শিক্ষক, পাপাচার, দুর্বিদ্র, কুস্ন্যকর, অর্জনক্ষুদ্র, ঘৃণা আচার-অন্যায় ও নিন্দেনী কার্যকলাপে আরব সমাজসহ সরা বিশ্ব কর্মচারি ও অভিষেক হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁ-আলায়া আল হেরা নামক পাহাড়ে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর অতিরিক্ত করেন সর্বশেষ আসামানী কিতাব ‘আল-কুরআন’।

কুরআন অনুসারীগণ ফলে পাহাড়টির নাম হয় জাবালে নুর। আল্লাহ তাঁ-আলা অদ্বিতিয়তা পৃথিবীকে আলোকিত করতে অতিরিক্ত করেন পবিত্র কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়ত–
‘পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা নামে যিনি সৃষ্টি করেন লোকসেবাকে জমাত রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।’ (সুরা আলাক 1-5)।

নবী মুহাম্মদ (সা) ২৩ বছরের স্পর্শলক্ষ্য বাধায় বিশ্বব্যাপী জোয়ার বা সন্তান দুর্ঘৃত করে মানবজাতিকে উপহার দিলেন এক আলোকিত বিশ্ব। নবী (সা) যে পবিত্র অহি-র মাধ্যমে সদাস্বাস্ত উপহার দিয়েছিলেন সেই পবিত্র অহি আমাদের মাঝে আজও বিদ্যমান আছে এবং বিত্তসম্পন্ন তথ্য থাকবে। প্রশ্ন হল কুরআন ও হামিদের বেদান্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য জাহিলিয়াত ইসলামপূর্ব আরিয়াম জাহিলিয়াতকেও যেন হয় মানুষ হারাতে। তাহলে মৌলিক সমস্যা কেন তারা? এ সমস্যা চিহ্নিত করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি আমার তা ছল আমাদের অধ্যক্ষ শিক্ষীবাবুকে। আল্লাহ পাঠ অহি নামকের জোয়ারেই বলছিলেন ‘পাঠ তোমার প্রথম নামে’।

অথচ পরিভাষার বিষয় যে, বর্তমান শিক্ষাব্যাপার আমাদেরকে আমাদের প্রভূত সঠিক পরিস্থিতিতে চিনাতে বার্থ হচ্ছে, এমনকি যে নবীর উপর পবিত্র কুরআন অতিরিক্ত হচ্ছে সেই নবীকেও চিনাতে বার্থ হচ্ছে। ফলে পবিত্র অহি-র বিদানের সাথে যোগ-বিয়োগ করে ইসলামের নামে মনগড়া বিধান তৈরী করা হচ্ছে, চলু করা হচ্ছে শরী'আতের নামে অসৎ শিক্ষক, বিদ'আত ও বিভ্রান্তকর মতবাদ। এভাবে মানুষ হারাতে ইসলামের আসল রূপ। ইসলামের এই কর্মসূচির বাংলাদেশকে শিক্ষক, বিদ'আত, কুসন্স্কার ও দুর্বিদ্র থেকে মূল-করা এবং ইসলামের প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদিদী যুবসংগ' নামক এই অবৈতনিক শিক্ষাপ্রাঙ্গণ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায়?
সাধারণত প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা চার দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরকে বুঝি, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে জানাচ্ছি করা হয়। ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠানকে Institution বলে। একটি প্রতিষ্ঠান যে কোন উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তবে শুধুমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে আমরা Educational institution বলতে পারি।

www.ahlehadeethbd.org


The qualities that society should teach:

According to the teacher, the qualifications of a student should be:


The qualities of students should be:

(K) Teacher: Objects of education. (K) Student: Where is the smart, but not an English among the opinions, morals, and intellect.

We must at present do our best from a class who may be interpreters between us and millions whom we govern. A class of person Indians in blood and color, but English in taste in opinions in morals and in intellect.

If you teach your children three "R"s (Reading, Writing, and Arithmetic) and leave the forth "R" (Religion), you will get a fifth "R" (Rascal).
দেন (পড়া, লেখা, অংক) এবং চতুর্থ "R" টি তার করেন (ধর্ম) তা হলে আপনি পাবেন পক্ষে "R" (বদমাশ)। এখানে আরও একটি খোঁজালে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বর্তমানে যে শিক্ষানিদী চালু রয়েছে সেখানে ৮ম শ্রেণীর পর হাত/হাতীর ধর্মের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক নেই এবং ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যতবারুক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেটাও কুরআন ও ছুঁইহ সুন্নাহের সাথে অল্পসংখ্যক মাযাবহী শিক্ষা।

ফলে নির্দেশনার ইসলামের আলো থেকে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাসরুহ খোদ মদারাস পড়া যাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন, হাদীস, আরবি, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর ভিত্তি প্রাপ্ত হবে/হাতীরা অহিয়াতিক জানার্জনে বার্ধ হবে।

একটি দেশের উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। সেই শিক্ষার আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লক্ষ্যভীকৃত শিক্ষা জাতিতে কিছু দিবস পাবে না। সবার দেরিতে নির্দিষ্টমূলক করার জন্য নামামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আলোচনা নিয়ে উল্লেখিত শিক্ষার্তর নিয়ে। কিছু হতাশাজনক হলেও সত্যি, মোট জনসংখ্যার বড় একটি অংশ শিক্ষালোক থেকৈ বিন্যাস হয়ে পড়েছে এবং প্রশিক্ষণ না। যাইহো শিক্ষালোক একটি অংশ ব্যাপকভাবে শিক্ষার্তরের অর্জন নিয়ে এবং বাকি অর্জন না। পরামর্শক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে। যুবকদের একটি অংশ জাতিগত কর্মে অশ্রুপ্রশ্রুণ করছে বর, কিছু নৈতিকভাবে, লক্ষ্যভীত জীবনের ফাদে পড়ে বড় অধ্যাত্মিক ও অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, যা মুক্তিবালিক করার সবার হিমসমিক খাছে। মুক্তিবালিক একটি অংশ অর্জনের মধ্যে রূপোকার নিয়ে মৃত্যুর করছে। তাহলে পরিষ্কার করে বলতে পার চলান। শিক্ষার সাথে যুক্ত ও মুক্ত উভয়র জন্য না আছে ইহুদি না আছে পরাকল।

এমত স্বাভাবিক জাতীয় লেখার শর্ত ও পরাকলে মূলনিরপেক্ষ রূপকথা 'বাংলাদেশ আহলেদীর যুবসংঘ' একটি ব্যাপক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সকল স্তরের মানুষকে প্রকৃতিকৃত শিক্ষায় শিখিত জনমূল করার জন্য এক বিশ্লেষণ শিক্ষাদান হিসাবে কাজ করে এবং জীবনের পাঠান অহাদত রেখেছে। আত্মাবোধ। শর্ত এই নির্দেশনার মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করে তাঁর আয়ত্তমূল। যিনি তাদেরকে প্রতিকৃত করে এবং শিক্ষা দেন কিছু ও হিমসমিক কুরআন ও ছুঁইহ সুন্নাহ। অর্থ ইতির থেকে তারা ছিল ধোয়া পথহুকুম লিপিয়। (জুম'রা ২)।

আহলেদীর আমাদের একটি আদর্শ ও ব্যাপক শিক্ষাধারন:

আহলেদীর আমাদের একটি আদর্শ নির্দেশনার ইসলামী আদর্শের নাম নয় বরং এটি একটি আদর্শ মানুষ গড়ার শিক্ষাধারনও বটে। এই শিক্ষাধারনের নীতিমালা অনুযায়ী সকল জনশ্রুতিকে তিনটি অংশ বিভক্ত করা হয়েছে। (ক) ৬-১৬ বছর পর্যন্ত শিক-বিদ্যালয়ের জন্য আহলেদীর সোনামণি ক্লাস (খ) ১৬-৩৩ বছর পর্যন্ত যুবদের জন্য আহলেদীর যুবসংঘ ক্লাস (গ) ৩২ বছর থেকে আমৃত্যু মুক্তিবালিকের জন্য আহলেদীর আদর্শ ক্লাস। উল্লেখ কে থেকে পর্যন্ত সকল ক্লাসের জনশ্রুতিকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করে প্রকৃত মুসলিম, সুনামগর্ভ, যোগাও দক্ষ নেতা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এ প্রদত্তে দায়ী করানো হয়েছে। সমগ্রোল হল- (১) প্রাথমিক সদস্য (২) কমিয়াজার্ধি পরিষদ সদস্য (৩) কমিয়াজ্যাতিক সদস্য/কমিয়াজ্যাতিক পরিষদ সদস্য।
প্রচণ্ডে অতিবৃদ্ধির বিশয় হল শিক্ষক ও ছাত্র। এ প্রতিষ্ঠানেরও রয়েছে শিক্ষক ও ছাত্রের নায় আমির ও মামুর। এ পদ্ধতির মাধ্যমে এই শিক্ষাসংস্থা গোটা জাতিকে আলাদার গোলামে পরিণত করতে চায়। আলাদার ঘোষণা- আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইচ্ছায় করার জন্যই (রায়ীরায় ৫)।

মূলকথা হল একজন মানুষ প্রথমে আলাদার গোলাম অতঃপর সে ডাকার, ইক্ষুনিয়ার, পেশাজীবি ইত্যাদি হতে পারে তাতে শীর্ষাচারের কোন প্রকার বাধা নেই। ভারীমান শিক্ষায়নটি এভাবে এদেশের মাতিতে অবশেষিকভাবে জাতিগণের লক্ষ্যে বিদ্যাহীনভাবে কাজ করে চলছে। এ প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস হল আলাদা প্রেরিত পরিমাপে অতি তথা পরিমাপ কুরাও ও হৃদয় সুমারাত। বর্তমানে তথ্যপ্রচুর প্রসারক ফলে বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মক্রমের কাজ বাংলাদেশ পেরিয়ে গোটা বিশ্ব প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ প্রতিষ্ঠানের অবদান:

প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে পাঁচ দফা মূলনীতি ও চার দফা কর্মসূচী। মূলনীতি ও কর্মসূচি নামক যথাযথ বান্ধববান্ধবের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ উপকৃত হচ্ছে। সেই তার কিছু নমুনা পেশ করা হল—

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণে বান্ধব পদক্ষেপ:

বাংলাদেশ ব্যক্তরতা আদেলান চলছে। ব্যাপ হচ্ছে হারায় হারায় কোটা টাকা। দীর্ঘ এ প্রতিষ্ঠানটি সরাকে কোন অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াই রাজ্যের প্রতিপালন, মসজিদাতিক মন্ত্র, মসজিদের পাথারের স্থাপন, সাবিত্রী বৈষ্ঠক, তালীমি বৈষ্ঠক, পরিবারী তালীমি বৈষ্ঠক, মাসিক তাবলিগী ইন্তোরা ইত্যাদির মাধ্যমে সারা দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে চলছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে শিখে থেকে মুক্তি পায় যে কোন বয়সের পথভূমি মানুষ পাঁচে আলাদারকের দিশা।

২. উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন:

আদেলার দেশসহ উন্নত বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি সংকট দেখা দিয়েছে, যে জিনিসের তা হল চারিত্রিক সংকট। ইন্টেলিজেন্টে একটি কথা আছে-

When Money is lost nothing is lost,
When health is lost, something is lost,
When character is lost, everything is lost.

তাই আলেহাদীহারে যুবসংখ্য জাতিকে উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য সর্বমাত্র গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নৈতিক চরিত্র ধারণ করে এমন কোন কার্যক্রম থেকে আলেহাদীহারে যুবসংখ্যের জনপ্রিয়তা অনেক দূরে অবস্থান করে। আমারা মনে করি বর্তমান বিশেষ মুসলমানদের শক্তির আমাদের চেয়ে অনেক শক্তির অধিকারী হলেই মৌলিক দুইটি শক্তি তারা অর্জন করতে পারেন। এক চারিত্রিক শক্তি, দুই ঐক্যের শক্তি। চারিত্রিক শক্তিহ হল সাহাতার প্রধানতম হাতিয়ার। যারা এ অঞ্চল যত বেশি প্রয়োজন করতে পারবে, তারা তত সফল হবে। কারণ এটুকু হল শিক্ষার আসল উদেশ্য। Albert Schezer যথাযথ বলেন- Three kinds of
progress are significant, progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important. আর সে তাদেরকে জানিয়ে দেয় আল্লাহর এই দৃষ্টি যোগ্য হয়ে আল্লাহর বাণী— 'নন্দ কান লক্ষ্মী সতর্কতা যা যোগ্য হয় অর্থাৎ 'যা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক সর্বনিক করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (Hazrat) মধ্যে সর্বত্র অমরত্ব আদর্শ রয়েছে (আহ্মেদ ২১)।

৩. বদ্ধ নির্বাচনে দিক-নির্দেশনা:
বদ্ধ নির্বাচনে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অসৎসঙ্গের কারণে ছেলে/মেয়ে, ছাত্র/ছাত্রী যা নতুন না হয় তাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি দিয়ে সংগঠনটি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আর তরুণ-যুবকদের সামনে উপস্থাপন করতে আল্লাহর বাণী— 'নন্দ কান লক্ষ্মী সতর্কতা যা যোগ্য হয় 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (তাওরা ১১৯)।

বদ্ধ নির্বাচনে রাসূলুল্লাহ (Hazrat)-এর নিম্নজ্যাম হাদীসটি খুবই তাত্ত্বিকীয় পূর্ণ। তিনি বলেন, সংস্কা ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টি হচ্ছে সংকট বিক্রিতা ও কামারের হাপের ফুক দানকারীর মতো। সংকট বিক্রিতা হয়ে তোমাকে একনিষ্ঠে কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকেই কিছু করে করতে অথবা তার মাঝারি তুমি পাবে। আর কামারের হাপের ফুক দানকারী হয় তোমার কাপড় জুলিয়ে পুঁঁড়িয়ে দেবে নতুন তার দুর্গন্ধ তো তুমি পাবেই (মুঘলাক আলাইহ, মিশকত হা/৫০১০)।

৪. আখ্যাতের জ্ঞাননিদিষ্টতার অনুভূতি জ্ঞাত করা:
আখ্যারে জ্ঞাননিদিষ্টতার অনুভূতির অভাবে মনুষ্য বায়ে অপরাধের জন্য দিয়ে থাকে। আল্লাহর আখ্যার যুবসংগ সকল মনুষ্যকে জানায় চায়, পৃথিবীর জীবনই মানবজীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পর মানুষকে আখ্যারের অন্তর্গত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। আখ্যারের সফলতাই প্রকট সফলত। আখ্যারের প্রকৃত সফলতার জন্য আল্লাহ প্রসন্ন পথকেই অনুরণ করতে হবে। পৃথিবীতে যারা আমার এসেছি তাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে এবং পৃথিবীর জীবনে যে দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল তার জন্য জ্ঞাননিদিষ্ট করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (Hazrat)-এর যোগ্য, ‘সাবান! তোমার প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকই জীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর ঈমাম বা নেতা যিনি জনগণের প্রতি দায়িত্ববান, তিনি তার প্রাণদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। যে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের উপর দায়িত্বশীল, সে তার পরিবারের সেবকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সর্বী দায়িত্বশীল তার স্বামীর সম্পদ, সত্ত্বা-সংস্কৃতি ও সংসারের সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস ব্যক্তি তার মনিবরের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল এবং সে এই মালের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই সতর্ক হও! তোমাদের প্রত্যেকেই তোমার দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (মুঘলাক আলাইহ, মিশকত হা/৩৬৫)।

www.ahlehadeethbd.org
5. দেশের সেনা:

৫৫ হাজার বর্গমাইলের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশকে স্বাধীন করতে বহু মানুষের জীবন উৎসর্গিত হয়েছে। তারপরই না অজিত হবে স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সকল স্তরের মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইহামাদীন যুদ্ধক্ষেত্রের হাত থেকে দেশের প্রতি ইঞ্জিয়ালিস্টিকে সুরক্ষা দান করা ইসমাইলী দায়িত্ব বলে মন করে এবং জাতিকে সেই নৈতিকতাই শিখতে দেয়। দুর্ঘটনা হলেও সত্য যে, দেশের কর্মধার, পরিচালক ও রক্ষক হিসাবে যারা আজ দায়িত্ব পালন করছে, তারা আজ দেশের ভক্তকে পরিণত হয়েছে। কথায় ফুলকুরিতে তারা সুরুজি। কিন্তু যে মানুষ তাদের উদ্দেশ্যে তারা বক্তব্য দেন, সেই জায়গাটুকু স্বাধীন করতে কত রক্ত ঝরেছে তা যদি তারা চিনতে করতেন, তাহলে তারা কখনও পারতেন না দেশের সম্পদ যথেষ্টে লুটপাট করতে। পারতেন না দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করতে। পারতেন না হয়তাল করে গাজী বাংলার করতে, পারতেন না শিখ, কল-করাখানায় আওত দিতে, পারতেন না জীবন মানুষকে পুড়িয়ে হতা করতে। আইহামাদীন যুদ্ধক্ষেত্রের চম্পাম এই সামাজিক ও রাজনৈতিক অপমানকর পরিস্থিতির আও পরিবর্তন কামনা করে। কামনা করে এক দূর্দিনমুখ বাংলাদেশের, যে বাংলাদেশ ন্যায় ও মুখানসন সারাধিনের বুকে মাথা উঁচু করে দিভাগ।

শিক্ষানন্দ ছাড় রাজনীতি:

dেশের শিক্ষানীতি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সফলতারে অতিক্রম করে উচ্চ শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে হয়। সেই সর্বোচ্চ বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাষকণ তাদের সম্পদকে পাঠাতে সংকোচবোধ মন করছে। তার কারণ কী? এর কারণ, শিক্ষান সমুহ ইঞ্জিয়াল শাখার প্রবর্তক অঞ্চল নিরন্তর, টেক্স্টবোর নির্ভর, কমন নিরন্তর, ভর্তি বাণিজ্য, সিট দখল, হল দখল, মাদক ও নারীনির্বাচনের মেধাসূচ্য হতে রাজনীতিতে করাল গ্রাসে নিকষ্ট্য হয়েছে। ফলে এক কালের পরিবর্তে শিক্ষাবিদ আজ রক্তের সাগরে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে লাশের কনিতে। পরিণত হয়েছে সেশন জটের তালাবদ্ধতায়। ইতুলকী, নিরীহ মেধাবী শিক্ষার্থীরা পড়েছে মেধাহীন ছাত্র সংসদ ও সারাধিনের ছাত্ররাজনীতির করাবে। পিতা-মাতার প্রত্যাশা ছিল উচ্চশিক্ষিত সমাজের পরিপূর্ণ পিতা-মাতা হওয়ার। কিন্তু সেনানায় পিতমাতা হচ্ছে সমাজচর চির দুঃখী। এমন পরিস্থিতিতে কোন সুসংবিধিক অভিভাষক উচ্চ শিক্ষার জন্য যা মেধাবী সম্পদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষাকে পাঠাতে কেন্দ্রী বা সংকোচবোধ করবে না? কেনই বা বিদেশের মাধ্যমে পাঠাতে হাফ ছেড়ে বাচতে চাইবে না? এ অবস্থার পরিবর্তনে আইহামাদীন যুদ্ধক্ষেত্রের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সংগঠনের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা পেশ করেছে। তাদের সম্পত্তি যোদ্ধা 'দল ও প্রার্থী বহিঃক্রমের মেধাজাতিক আদর্শ ছাত্র সংসদ প্রতিনিধি চাই'। এ নীতি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসবেই ইনশাআল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org
প্রত্যাশা:

শরির, বিদ্যালয় ও কুসংখ্যামূলক সমাজ বিনির্মাণের জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের নাম একটি প্রতিষ্ঠা এক অযুক্ত সমাজবাদ নাম। যাঁরা তিনি আরাধনা আলোক মজার নিয়ে দীর্ঘদিন হয়ে উঠবে। অষ্টকারের একাধিককায়া চালালো এবং আলোকের বন্যায় ভাবায় স্তপ আকারে গড়ে বসা মিথ্যার বহিঃস্ফটি। করণামূলক আবলাহুর করণাধারায় সিকু হয়ে রহমতের সূর্যতাস বায়ে দেব সরবর। প্রতিষ্ঠা করবে সৌনালী যুগের সেই যবের ইসলামী সমাজ। সত্য সূর্যের আলোক বিভায় বিমূর্খ হয়ে উঠবে বিষ জাহান। আবলাহুর ঘোষণা—

হে মুহাম্মদ (হার) বলুন! সত্য এদের মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে, মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ার বস্তু বলেই ইস্রাইল ৮১। রাসূল (হার)-এর ঘোষণা, চিরদিন আমার উমরের মধ্যে একটি দল হেদের উপরে বিভায় থাকবে। পরিতাপগুলোরা তাদের কোন কষ্ট করতে পারবে না। এমতাবস্থায় খুঁজা এসে যাবে। অথচ তারা ঐ ভাবে টীকা থাকবে (মুরশিদ, হা/৫৫৯)।

হে আবলাহু! আহলেহাদীছ যুবসংঘকে হুকুমপূর্ণ দল হিসাবে করব করে নিন। আমান।

অত্যন্তকারণের প্রতি আবলাহু:

হতাশার দৃষ্টিসহ আর্ধারে আহলেহাদীছ যুবসংঘ এক আশার আলোকবর্তিকা। আহলেহাদীছ যুবসংঘের শুধু একটি সংগঠন নয় বরং এটি একটি আদর্শিক সমাজ গঠনের এক দূরভিতে জিতান্ত কাফেলার নাম। এ কাফেলার সদস্যদের প্রাথমিক কাজ হয় ফজরের ছাদে শামিল হওয়ার মাধ্যমে। কুরআন তেলাওয়াত, কুরআন ও হাদীছ অধ্যায় এবং ইসলামী সাহিত্য পাঠ তাদের প্রাথমিক কর্মসূচীর অংশ। রাসূল (হার) এর জীবনদীর্ঘ তাদের জীবন চার পাথে। আহলেহাদীছ যুবসংঘ দেশে গ্রহিত প্রভাব ব্যবস্থার বিপরীতে একটি অস্তিত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ভূমিকা পালন করছে। একজন ছাত্র ও যুবক প্রকৃত মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি যাতে বাল পেশাজীবিতে হতে পারে সে চেষ্টা ও পরামর্শ এ সংগঠন প্রদান করে থাকে। তাই আপনার সন্তানকে একজন সৎ মানুষ হিসাবে, একজন সত্যের কোষটি ঈমানীদের মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের হাতে তুলে দিন।

***

www.ahlehadeethbd.org
চরিত গঠনে বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘ

-ইমামুদীন বিন আব্দুল বাহীর
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘ

চরিত মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই চরিত্রটি অর্থ দিয়ে খুব করা যায় না। জীবনের বুঝতে বলে তিনি তিন ডাকতে তুললে হয়। চরিত্রের মানুষ পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তাবে চরিত্রের সিদ্ধি বেঁধে সমাজ জীবনের শীর্ষে আংশিক করা যার পক্ষে নেই কষ্ট সাধ। কিন্তু এর পদ্ধতিতে খুবই সহজ। একজন ব্যক্তিকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে আত্মীয়-বন্ধন, পাদ-প্রতিবেশী, শিক্ষক-গুরুজন, বন্ধু-বন্ধবীদের কাছে চরিত্রের ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে হয়। তাদের মাঝে ভালত্ববোধ, অতিথি পরামর্শ, বিশ্বাস, সহানুভূতি প্রক্তি গুলির সমাবেশ ঘটাতে হয়। কিন্তু কোন এক পর্যায়ে যদি মিথ্যা, চুরি, ডাকতি প্রতৃতি নোনা কর্ম জড়িয়ে পড়বে তাকে মুহুর্তেই মনেরই চরিত্রের বলে আখ্যায়িত করা হয়।

পৃথিবীর মানুষ চরিত্রের এরকম হতে পারে শাস্তির ফলস্বরূপ তার প্রতি গতিতে প্রভাবিত হতে থাকবে। অাচ্ছ এ বিষয়ে মনুষ্য খুবই অস্বপন। আকারে মুসলিম জাগরণের কবি ড। ইকবাল বলেন, ‘মানুষ সুরক্ষার আলোকে নিজস্ব করাতে পারে, মাত্র মনুষ্য হয়ে বিচার করতে পারে। তাদের রাজ্য, অাচ্ছ এস পৃথিবীতে মানুষের মত চলতে পারে না’ (মাওলানা আবুল হাসান আলী নদী, আনুবাদ: মুহম্মদ ইমামুল আলীন, একটি আর্থ সমাজের সন্ধান, পৃঃ ২৮৮)। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘদিনে ইসলাম তার আদর্শের আলোকে মানুষের সকল গুল্মবিল্লী ও সুকুমার বৃত্তিকে জগত করে উচ্ছ মানবের সমাজ প্রতিষ্ঠার ময়বুত ক্ষেত্র প্রক্ষত করেছে। নির্ভজাল তাঁহীদের বাণিজ্যের একের ম্যুসলমান বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘ সেই ইসলামের কাজজী আদর্শ বান্ধব বাণীর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রেখেছে। তার ছাত্র ও যুব সমাজকে ধরতে মুভাঙ্কীরের স্মৃতি পথে পরিচালিত করতে হচ্ছে মুয়োধ্বক কর্ম শুরু করেছে। এর মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে সন্তাত্তিকান, দৈনিকপ্রতিক, কৃষি-সমাজ আদর্শে উন্নীত একটি নিবেদিতেরী কর্মী বাংলাদেশের উত্তরা তিনিতে চায়। তাই চরিত্র গঠনে বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে চাই।

লক্ষ্য ও উদেশ্য:

প্রত্যেক সংগঠনের কর্ম একটি সুনিদিত লক্ষ্য উদেশ্য থাকে। সে লক্ষ্য ও উদেশ্যকে সামনে রেখে বাকী কার্য সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ আহলেহাদিদীয় যুবসংঘের লক্ষ্য ও উদেশ্য হল, 'নির্ভজাল তাঁহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বজনকে বিশ্বাস ও সুন্দরী শৈষ্টী শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর সমতুল্য অর্জন করা। আকার্য ও আমলের সংস্থাধীন মাধ্যমে সমাজের সার্বজনিক সাহায্যে আল্লাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।'

একজন ব্যক্তি যখন বিপ্লব প্রকাশ ও চর্চা স্থল জীবনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করবে তখন সে অবশ্যই চরিত্রের হয়ে উঠবে। এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে আল্লাহর সমতুল্য নিয়ে। আর আল্লাহর সমতুল্য পেতে হলে তাকে চরিত্রের হয়ে উঠে হয়। যুবসংঘের কর্মীদের মাঝে সব নৌকুরি গুল্মবিল্লী থাকতে হয়, তবে যদি এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদেশ্য বান্ধব বাণীর শাস্ত্রে নিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বুঝা যায় যুবসংঘ এ লক্ষ্য ও উদেশ্য দ্বারা আল্লাহতীর্থী সন্তাত্তিক মানুষ তৈরির কাজে ব্যাপৃত।

www.ahlehadeethbd.org
চার দফা কর্মসূচী:
বাংলাদেশ আহলে হাদিদী যুবসংঘে যে চার দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে আদর্শ ও চরিত্রাবান মানুষ গড়ার জীবন লুকাইয়ে আছে।
(ক) তাবলিকা বা প্রচার:
এই দফার উদ্দেশ্য—তরুণ জ্ঞান ও যুব সমাজের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে যাবতীয় শিক্ষা, বিদ্যায়ত ও তাবুলিকা ফিকরবদ হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পরিত্যাগ করান ও ছায়া সুন্নাহ অনুষ্ঠানের জীবন ও পরিবার গঠনে উদ্ধৃত করা। তাদেরকে সৃষ্ট ইসলামী জানাজন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে উহার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্ব অনুভূতি জাগিতে করা (কর্মপ্রতি, পৃষ্ঠা ১)।
এ দফার কর্মী হিসেবে সেবাবান কাজের কথা বলা হয়েছে, তাতে উল্লেখযোগ্য হিসাবে 'প্রতিভিতি বদাশ এই মহারা মসজিদ যুবসংঘ কৃপানা ও হাদিদী জনাজনের কথা বলা হয়েছে। একজন তরুণ ও যুবক প্রত্যাগ করান ও হাদিদী চরিত্রাবান সর্বমাত্রের জীবন, গড়ার অনুশীলনে পাবে নিজেদের। আর তাদেরকে বালি কাজ (কেনে আমল) তার যত কমই হোক নিয়মিত করিয়ে আলাদাহর নিয়ে অধিক পাদপদন (মুফতিরা আলাইহ, মিয়শাত হা/১২৪২)।
ধীরের তাবলিকা বের হতে হলে একজন যুবককে চরিত্রাবান হতেই হবে। নমুনা তার দ্বারা এ কাজ ফোকাস হবে না। ধীরের দাওয়াত দিতে যার হয়ে যেবাব বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন তার মধ্যে একটি হল 'আজেকের যুব সমাজ ও আহলে হাদিদী আদেলান, অভিজ্ঞতাকে কর্মী এবং যুবরত্ন গঠনে আদেলানের ভূমিকা'। [কর্ম প্রতি, পৃষ্ঠা ৫] উক্ত চরিত্র গঠনে যুবসংঘ কলাটা তত্ত্ব তা উপরাংক বিষয়েই প্রতিফলিত হয়েছে।
যুবসংঘের সাধ্য সভীরা দাওয়াতী কর্মক্ষেত্র গঠনান্তর করতে পিয়ে যে সচেষ্ট বিষয়ের উপর খোলার রাখবেন তা হল:

১- ব্যবহারে অমারি করেন: রসালু (হাতি) বলেন, 'আলাহ কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালবাসেন। তার কঠোরতা এবং অন্য কিছুর জন্য যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্য দান করেন' (মুফতি, মিয়শাত হা/৫০৬৮)। অমারিক ব্যবহারের গুরুত্ব এ হাদিদী পরিকর্তারভাবে ফুটে উঠেছে। যা যুবসংঘের দাওয়ার মাঝে থাকার বিষয়ে সংগঠন বিশেষ ভাবে তাকিং দিয়েছে।

২- কথা কম বলবেন: অথবা সংগঠনের একজন দাস কথা কম বলবেন। যা প্রয়োজনীয় তাই বলে কান্ত হবেন। কথার অতিরিক্ত থেকে সত্তর্ক থাকবেন। নবী করিম (হাতি) বলেন, লজ্জা ও কথা বলা ঈশ্বরের দুইটি শাখা। আর আশালীন ও অসার কথা বলা মুনাফতের দুইটি শাখা (তিচরিমী, মিয়শাত হা/৪৭৬)।

৩- সর্বদা হাসি মুখে ধরবেন: আলাহার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তির অনতুম ভদ্র হলো হাসিবদনে আলাপচরিতা। একদা এক ব্যক্তি নবী (হাতি) এর সাথে দাক্ষতের অনুমতি চাইলে তাকে তা দেয়া হয়। নবী (হাতি) বলেন, লোকটি বীর গোপনের সম্বেদনে মদ্য ব্যাক্তি যখন লোকটি এসে বসল, তখন নবী করিম (হাতি) হাসি খুশি চেহারায় তার সাথে সংঘট করলেন এবং মুদু হাসে কথাবার্তা করলেন। পরে নবী করিম (হাতি) কে আলেহশা (রা) এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলবেন, তুমি কখনো আমাকে অশ্রুপিত পেয়েছ? আলাহার নিকট সেই ধূম্বত ব্যক্তি যার অনিষ্ঠের ভয়ে লোকেরা তাকে ভ্যাগ করেছে (মুফতিরা আলাইহ, মিয়শাত, হা/৪৮২৯)।
4- অহেতুক তর্ক পরিহার করে চলবেন: সংগঠনের একজন দাইকে দেয়া বিশেষ নিষিদ্ধ হলো বুথ তর্ক অভিলেহে চলা। যে তর্ককর্ম ইহুদিজাতি ও পরকালের কোন কলাজন নীতি নতুন তর্কে না জড়িয়ে পরিহার করা বিকৃতিমানের পরিচয়। আর তা সচিবদিত ব্যক্তিদের ভালো উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর আলাদা ও বিভিন্ন দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তাল কথা বলে অথবা চ্যাঁ করে থাকে’ (বুথরাঈ, মুসলিম, মিশকাত, হা/৬৬৭)।

5- স্বার্থী আলাপে বাস্ত থাকা: একজন সচিবদিত ব্যক্তি অহেতুক পাত্র তে নিজেকে বিদ্রোহে নিজেকে বিহিত রাখেন। সাথে সাথে তাল কথা-বার্তা ও স্বার্থী আলাপচলনে নিজেকে মশূল রাখেন। মহানরী (হা) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তাল কথা বলে নতুনা নির্দেশ থাকে’ (বুথরাঈ হা/৬৬৭)।

6- সরবরাহ নিজের ক্রিয়ের কথা নির্ধারণ করবেন: সচিবদিত ও আলাপকর্মী মানুষের বিশেষভাবে হল তারা যৌথ অর্থে বিশ্বাস করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আলেহাদের (রাজ) বলেন, রাসূল (হা) বলেছেন, ‘কেউ যখন গোনাত্স যৌথ করে এবং ক্ষমা চায়, যখন আল্লাহ তাঁর ক্ষমা করে দেন’ (মুহাম্মদ আলাইহ যৌথক হা/২৩৩)।

7- বড়দের প্রতি সমান্য ও ছোটদের প্রতি যেন বজায় রাখবেন: একজন সচিবদিত ব্যক্তির বিশেষী হল সে বয়বস্থাদের সমান করে সাথে সাথে ছোটদের বজায় করে। রাসূল (হা) বলেন, ‘যে ছোটদের বজায় করে না এবং বড়দের সমান করে না, সে আমার উদ্দেশ্যের আত্মীত্ব নয়’ (তিজিমিয়ী, সন ছুটি হা/১৯১)।

একটি সংগঠনের কাজের ধরন বাতিলিয়ে দিবে কর্মপ্রদত্তি। আর প্রকৃত সংঘটক তিনি তিনি যৌথ গৌরন্তত্ত্ব ও কর্মপ্রদত্তি আলোকে কাজ করে থাকে। সংগঠনের নিত্যিন বিপরীতে এলোপাপাতাতি অনেক করলেও তাকে আমরা একুশটি সংঘটক বলতে পারি না। আহংসেদিনিরি যুবস্থে যুবক ও তরকাদের চরিত্রবশেষ মানুষ তৈরী করে চেরেছে।

তাদেরকে যৌথের দাওয়াত সর্বী ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন ব্যক্তি যদি উপরে ব্যতি গৌরবীর প্রতিফলন নিজের মধ্যে ঘটিতে পারেন তাহলে তিনি সাজের জন্য আদেরের অনুপম দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। তিনি উদ্দিত চরিত্রের অধিকারী বলে বিন্দুত্ত হবেন। আর সচিবদিতের করারই বেশিরভাগ মানুষ জানাতে যাবে।

খ) তান্ত্রিক বা সংঘটন:

যে সকল যুবক নিজেদেরকে খীট ইসলামী চরিত্রে গড়ে তুলতে চায় এবং সমাজের রূপে পূর্ণঃ ইসলামী বিশ্বাস করাকে আদেরের আদোলানে অংশ নিতে প্রক্ষ্ণ, তাদেরকে সংঘটনের অধীনে সংবদ্ধ করা (গৌরন্তত্ত্ব, পুস্তক ৭)। যারা সচিবদিত হল সুপ্রস্তাবে জীবন গড়তে চায়, তাদেরকে যুবসংহ অনুপম জীবনের প্রাত্যাক্ষে একতাবদ্ধ করে। ভাল মানুষদের সাহায্যে সুন্দর জীবন গড়তে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মহানরী (হা) জামা’আতে ছাউল আদায়ের গূঢ়ত্বের কথা বলতে গিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন, তাতে একতাবদ্ধ জীবন মানুষের গূঢ়ত্বকে ফুটাতে উঠেছে। রাসূলহাদের (হা) বলেছেন, কেন তিনি ব্যক্তি তারা, (জনকন্ত্র) গ্রামে থাকুকে অথবা জনবিভক্ত অঞ্চলে থাকুকে, তাদের মধ্যে ছাউলের জামা’আতে কাজের হয় না, নিষিদ্য তাদের উপর শাসনের প্রভাব বিষম করে। সৃষ্টাং অবশ্যই তাঁর জমা’আত কাজের করবে। কবরা নেকড়ে বাধ সেই হাঁমলাভেতাকেই ঘাত, যে দল হেডে একা থাকে (আহমাদ, নাসইল, আলুদ্দান, মিশকাত হা/১০৬, সন হানাই)। তাহলে
রুখা যাচ্ছে একাকী, বিচিত্রভাবে জীবন যাপন করলে শয়তান সহজেই পথ ভুল করার সূচনাগ্রস্থ হয়।

এই সংগঠনের কর্মীদের দর্শনে চাঁচটি। যথা (১) সমৃদ্ধ (২) প্রথমীক সদস্য (৩) কর্মী
যখন (৪) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য। এ সকল ব্যক্তিদের যে বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য তার
প্রবর্তনীয় দুই একটি হল (ক) যে সকল তরুণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত ছালাত আদায় করেন
(খ) কুরআন ও সুন্নাহের সিদ্ধান্তের বিশ্বাস মনে নেয়ার বীরত্বের দেখা দেন (গ) যিনি যাত্রী
হামাল ও কাবীরা গ্রহণ করে বিশ্ব থাকার ইচ্ছাদি। উপরের এ বৈশিষ্ট্যগুলোতে মানুষের চরিত
গড়ার সূচনা রয়েছে। যেমন মানুষ নিয়ন্ত্রিত ছালাত আদায় করলে যাত্রীত্ব অন্যায়
করে বিশ্ব থাকবে। আল্লাহ বলেন, ‘নিষ্ঠায় ছালাত যাত্রীত্ব অন্যায় ও অপরিকল্পিত
কাজ থেকে বিশ্ব রাখার (আল্লাহু আকবর ৪৫)। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের ক্ষেত্রে যেমনটি বলা
হয়েছে, তারা হবে ছামারাও কেরামের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ। আল্লাহর ভাবে তারা
যেমন থাকবেন সত্যতা, তোমাদের সত্য অন্য ও জনাবের অতুলনীয় পুরুষের লাভের
আশায় থাকবেন সহ কর্মচার। তাদের জীবন হবে রুপরেখ বাধা শুক্লনির্দিষ্ট। তাত্ত্বিকদের
জ্ঞান ও ইসলামের শক্তি তারা থাকবেন শক্তিক্ষ। তাদের অনুশীলন চরিত্র মাধ্যম, যাপান,
তন্ত্রিকর্মণ ও কঠোর আদর্শের প্রথম নিষ্ঠা অনন্য হয় প্রয়োজন করবে (কর্মচার, পৃষ্ঠ ১২১)

(গ) তারিখায় বা প্রশংসা : 
সংগঠনের অধীনে সমবায় যুবকদের নিভেজাল তাওযদী ও সুনামের আলোকে যুবকদের
মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাত্রীত্ব কার্যকলাপে মুহাম্মদের ইসলামকে বিজের করার মত
যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরী করার কার্যকরী ব্যবস্থা গঠন করা (গঠনকার, পৃষ্ঠ ৮)। যুবসংগঠনের
সদস্য ও দায়িত্বকারীদের প্রশংসায়ের সূচনা রয়েছে। কেন বিষয়ে কাউন্সিল প্রশংসা দেয়া
মানে তাকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। যেমন পরিচয় কুরআনে বিস্তৃত হয়েছে, ‘হে আমাদের
বর! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি
তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করে শনাবন, তাদেরকে সমবায় ও হিমক্ষ শিক্ষা
দান করেন এবং তাদের বাতিল জীবনে পরিবর্তন করবেন। নিষ্ঠায় আপনি ধর শক্তিক্ষ।
(খ) তাজলীফতে সিস্তান ও সমাজ সংস্কার : 
আল্লাহ প্রেরিত সর্বষ্ণ অহির বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে নায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের
প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার চালাতে এবং এ মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ
ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘যদি মুমিনদের
দুমুখ ভুল করে, তবু তাদের মধ্যে তোমারা মীমাংসা করে দিন’ (হজরাত ৯)। অনুরূপভাবে মহানবী
(খাঁ) বলেন, আবু সাইদ খুদ্রী (রাফ) রাসূল (খাঁ) হতে বর্ণনা
করেন, তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যে কেউ কেউ মন কাজ হতে দেখে, যে যে স্থানে
পরিবর্তন বা প্রতিবেদ করে। যদি যে এ কম্পটা না রাখে মুহুরের মার্গ প্রতিবেদ
করে। যদি যে এ কম্পটা টাকাও না রাখে তবে যে অমরপ্রেরণ দাবা দূঢ় করে। আর এই হল
ঈমানের দুর্বলতম স্তর (মুসলিম, মিশরিরা হু/৫৬৬)। আযাত ও হাদ্দীফে মূলত সমাজ
সংস্কারের দিকেই উংসাহ প্রদান করেছে।
যুবসংহ এর সমাজে সংস্কার বলতে তিনটি সংস্কার থাকে (র) শিক্ষা সংস্কার, (খ) নৈতিক সংস্কার ও (গ) অর্থনৈতিক সংস্কারকে আধিকারিক দিয়ে থাকে। আদর্শ ও নৈতিকতা বিবর্তিত বন্দনারী শিক্ষা ব্যবস্থার মূলাঙ্গণে করে ইহ- ও পরকালী কল্যানকর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপন করা, অমূল্যমন্দির প্রত্যাখ্যাত নীতিহীন ও বিশেষত নতুনকর পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সৌন্দর্য যুগের সফল নৈতিক ফিরিয়ে আনা ও বন্দনারী সীমী নৈতিকতার মূলে কুমিল্লায় করে অর্থনৈতিক শেষকৃষি ইসলামী অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুবসংহ সমাজে সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যা যুবক ও তরুণ ভাইদের চরিত্র গঠনে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করবে।

পদচূড়াত:

যুবসংহের বিভূতি পর্যায়ের দায়িত্বশীল, সদস্য, কর্মী বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের কেউ যদি চরিত্রিক স্থান, নৈতিক অধিকন্তু, জন্মোৎসবের বাইরে কর্মীরা বা শরীআত গহিত অর্থনৈতিক কোন কর্ম জড়িয়ে পড়েন, তাহলে সংগঠন তার অপরাধের পরিধি অনুযায়ী সামাজিক বরখাস্ত, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। এমনকি প্রয়োজন বেধে তার অপরাধ প্রমাণ সাপ্তাহিক তাকে সংগঠন থেকে বাচিকার করতে পারেন। (ঠাঁচনত্রু, পৃষ্ঠা ১৩)। তাই বলা যায় একজন কর্মী বীর চরিত্রে নিষ্ঠুরতা আনার জন্য সদা সচেতন থাকবে। কেননা চরিত্রিক অবকাশ যতটা সংগঠন তাকে দূরে ঠেলে দিবে। তাই সংগঠন বিশ্বাসগুলো ব্যক্তিদের নোংরা পথে পা না রাখার জন্য পদচূড়াতির ব্যবস্থা রেখেছে। এর ঘাটাও অমূল্য হয় চরিত্র গঠনে যুবসংহের ভূমিকা করুন।

ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংক্ষেপ:

ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংক্ষেপ করলে সংগঠনের কর্মীর গুণতমান বৃদ্ধি হয়ে যাবার পথে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংক্ষেপের ব্যবস্থা করছে। রিপোর্টে যেসব বিষয়ের হিসাব সংক্ষেপ করতে হয় তা হল (১) পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন (২) হাদিস অধ্যয়ন (৩) পঞ্চাঙ্গ (৪) ইসলামী সাহিত্য পাঠ ও পটিকা পাঠ (৫) জামাআতে ছালাট (কত ওয়াকাত), নফল এবাদত (৬) কর্মী মায়েগোয়ান (কত জন) (৭) বিরুদ্ধ মোয়ায়ান (কত জন) (৮) বেঝেগুক অনুনাসন (৯) বাছ-পুকুর বিলিন (সংখ্যা) (১০) সাংগঠনিক কাজ (কত সময়) (১১) আধিক কুরআনী (পরিমাণ) (১২) আতিসমালোচনা। ব্যক্তিগত রিপোর্ট বং, বাংলাদেশ আইনে হীন ৫৬, জুন, ১৯৯৫ইং পৃষ্ঠা ১০।

উপরের বিষয়গুলোর দিকে খোঁজ করলে বুঝা যায়, একজন ব্যক্তি উচ্চ নিয়মে মনে দৈনন্দিন কাজ করলে সে ভাল হতে পারে। একজন যুবক নিম্নমুখ কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন, আমা’আতে হালাট আদায় করলে তার খারাপ কিছু আশা করা যায় না।

তাহাত যখন প্রত্যেক বীর ভাল কাজের জন্য প্রতিক্রিয়া ও খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনা করে আতিসমালোচনা করবে, তখন যাবাবুকভাবেই সে উপন্যে চরিত্রের অধিকারী হবে ইসলামী আলাইহ।

নিজের হিসাবের জন্য নিজেকে প্রকৃতি নেয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আপনি কর্মের রক্ষণ পাও। আজ নিজের হিসাবের জন্য তুমি যথেষ্ট’। (বনী ইসরাইল ১৪) আল্লাহ তা’আলাত অন্যান্য বলেন, ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা’আলাকে ভর কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্ছিৎ অগামী কাৰ্যের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা’আলাকে চির করতে থাকে। (হাফেজ ১৮)।

ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার উদ্দেশ্য হল আতিসমালোচনা গড়ে তোলা। নিজের উন্মুক্তি ও অবতার সম্পর্কে দেখে আগামী দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

www.ahlehadeethbd.org
উদ্ভ চরিত্রের ফলাফল:

সচরিত্রের ফলাফল সৃষ্টি প্রশস্ত করে। একজন চরিত্রের বাল্লিত্রের নিকটে আমার আগমান প্রাক্কূল থাকে। পক্ষাধিক সচরিত্রের লোক থেকে সকলে শিক্ষিত থাকে। তার কাজ থেকে বীরাজ জন্য তারা নিঃসঙ্গ হয়। দেহের শক্তি ও ধর্মের মধ্যে জীবনের নান্দের কারণেও বৃদ্ধি করে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ বলেন, ‘যালে মন্দ সমান হতে পারে না। মনে প্রতিষ্ঠা কর উদ্ভ তালের ধারায়; ফলে তোমার সাথে যারা শরুত রয়েছে, সেও অসংখ্য পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠা হবে’ (হামিদ সাজনা ৩৪)। অর্থ আয়ত প্রমাণ করে, উদ্ভ ব্যবহার ধারা মনের মোকাবেলা করলে শক্রতা বৃদ্ধি পরিবর্তন হবে।

রাসূল (২৪) ও সচরিত্রের ফলাফল উল্লেখ করে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সর্বসাধারণ উদ্ভ যে চরিত্রের দিক দিয়ে উদ্ভ’ (রুখার হা/৩৫২; মিশরাত হা/৫০০)।

একদা রাসূল (২৪)-কে ছাদের জিবেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (২৪) মানব জাতিকে যা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সর্বকল্যাণ জিনিস কোনোটি? তিনি বললেন, উদ্ভ চরিত্র’ (বায়াহী, সনদ চীহ, মিশরাত হা/৫০০)। মহানবী (২৪) আরো বলেন, ‘বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বসাধারনের তার যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উদ্ভ চরিত্র। আর আল্লাহ তা’আলার অংশীদার তার দুর্ভিগ্রন্থে পূর্ণ করেন’ (তিমিবি হা/২০০, সনদ চীহ)।

উক্ত আল্লাহর কাছে তিনি গভীরভাবে মনোযোগ দিলেই উদ্ভ চরিত্রের ফলাফল আমাদের নিকট দিয়েলার কেন্দ্রে পরিষ্কার হয় যাবে।

শেষ কথা:

আল্লাহ যাকে সচরিত্র প্রদান করেছেন সে সৌভাগ্যবান। চরিত্রের বাল্লিত্রের ধারায় শেষ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। পক্ষাধিক সচরিত্রের বাল্লিত্রের নিকট থেকে অকল্যাণ বৈ কিছুই পাওয়া যায় না। তাই মহানবী (২৪) তমসাঙ্গু চাহনী যুদ্ধে মৃত্যু হারানো মামলাগুলোর হস্তের গৌরবে সচরিত্রের কিরণ জালিয়া একেক জন ব্যক্তি হীরার টুকরায় পরিণত করেছিলেন।

গুড় অক্সাজুর দূর করেছিলেন ইসলামী আদর্শের কেন্দ্র উন্নয়ন। সহায় বুকু পথ পাল্লি দিয়ে অপরিরোধী গতিতে অশর্সর হয়েছিল লক্ষ্য প্রস্তুতি।

কলজী আর গুড়ে তুলেছিলেন নিবেদিতা প্রকার একাধীক মুসলিম সেনা বাহিনী।

বিশ্ববালেজের চখে দিলেন। জাতিকে উপহার দিলেন অক্সাজুরী এক মোডল সমাজ। আর এগুলো তিনি করেছিলেন আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করেছি।

বিভিন্ন উন্নতি ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সাধিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রতিয়েত মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্টিন লুথার কিং যথাযথ বলছেন, The prosperity of a country does not consist in its fabulous wealth or magnificent buildings, but in its men of education, culture and character. অর্থাৎ বিশ্বুল সমাজ ও মানোনার প্রাপ্তির মাধ্যমে কোন দেশের উন্নতি নিঃসৃত থাকে না; বরং তা নিঃসৃত করে শিক্ষা-দীক্ষায় ও উন্নতি চরিত্রের অধিবাসীদের উপর’ (হেয়ার বদরোলাকা, মূল্যমুক্ত: তার শিক্ষা ও অবদান, পৃঃ ১০৪)।

তাই শিক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে আপাসহীন কাঠ, নিঃজস্বাল তাওয়াইদের অতীত প্রতিকূল, বালিতের হর্বকম্পন, বাংলাদেশ আহলদীহীয় যুবসংহ উদম চরিত্রের অধিকারী নিবেদিতা প্রকার, দেশগুলির একাধীক সূরোপরিক গড়ে তুলতে চায়। যুবসংহরের গঠন মূল্য, কর্মশক্তি, ব্যক্তিগত রিপোর্ট, সিলেস প্রভৃতি সেটি প্রমাণ করে। আর এ লক্ষ্য যুবসংহর অবস্থান অপূর্ব দায়িত্ব শরীরের দিকে, নিঃচূড় পাল্লির প্রকাশ অন্ধকার পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মহান আল্লাহ এ প্রচেষ্টাকে করুন করুন-আমান!!

www.ahle hadeeth bd.org
ইসলাম ও পার্থিবত মতবাদ

-মুকারজম বিন মুহিসিন
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তানী আরব।

মুসলিম জীবনের ভিত্তি হল ইসলাম। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হেদায়তের সর্বোচ্চ আলোকচিত্রিকা হল ইসলাম। আলাহ তাবলা বলেন, নিশ্চয় আলাহুর নিকট মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম (আলে ইম্রান ৯) । সুতরাং এটা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের সাথে অবশেষ তুলনীয় নয়। বর্তমান বিশেষত ধর্মগুলোতে মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য কোন হেদায়ত নেই। ধর্মের নামে মানবচিত্র সকল বিধানই প্রত্যাখ্যাত। তাবলীদ, মায়াই ফেরার কিংবা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, পুরুষবাদ যে ইম্র হেক সবই পরিবর্ত্তী। এ এগুলো সবই পার্থিবত মতবাদ। তাছাড়া মানুষের ধারণা ধর্মীয় জীবন ও বৈরাকী জীবন ভিন্ন। একটির সাথে আর একটির কোন সম্পর্ক নেই। এটাও পার্থিবত মতবাদের শিখানো বুলি। নিম্ন: ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলাপপত্ত করব ইনশাআলাহ।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ:

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঐ মতাদর্শকে বলা হয়, যা কোন ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজীতে যাকে Secularism বলে। Secular অর্থাৎ বৈষ্মিক, পার্থিব, সাংসারিক; ism অর্থাৎ বাদ, বা মতবাদ। তাই বৈষ্মিক মতবাদকেই Secularism বলে। যার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে Secular -এর সংজ্ঞা যা হয়েছে, Any movement in society directed away from other worldliness to life on earth.... 'এটি এমন একটি সামাজিক আদর্শকের নাম, যা মানুষকে আদর্শের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করায়' (The New Encyclopaedia Britianica. 15th Edn. 2002. Vol- P. 594)। অক্ষরফোয় পড়া মানুষের জন্য বলা হয়েছে, The belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এমন একটি বিশ্বাস যে, ধর্মকে সামাজিক, শিক্ষাগত প্রভৃতি কোন বিষয়ে যুক্ত করা উচিত নয়' (A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford Uneversity press, 2002), P. 1155)।

বর্তমান সময়ে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করাই এ মতবাদের মূল লক্ষ্য। তাই ধর্মীয়তার উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই হল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কথা। উদার পার্থিবত্বকে সমাজে ধর্মের ব্যক্তি জীবনে সহা করা হয়। সেজন্য সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হল ধর্মীয়। পক্ষান্তরে, ধর্মীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহে এ মতবাদটি ধর্মীয়তার। উত্তর ক্ষেত্রে এটি ইসলাম-এর সাথে সাংঘর্ষিক। ধর্ম ও মূল বিধ-বিধান মানুষকে সর্বদা সৎথে থাকতে উদ্ধৃত করে। সে জন্য 'ধর্ম তাকেই বলে, যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে'।

www.ahlehadeethbd.org
বিত্তিহাস:
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি মূলতঃ মানুষের এই জনুন্তত কুলবৃণতাকে উক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় ও ইসলামী শতকে ইউরোপের ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূলোচ্চ সংঘর্ষের পর থেকে বস্তবাদী বিভিন্ন বেশি লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। পরে আঠারো শতকের দিকে ইংল্যাণ্ডের হবস, লক্ষ্যসূত্রের ভূতিত্ব, বুঝ, মন্ত্য বিশ্ব চিন্তাবিদগণ ধর্মের বিশ্লেষার চেষ্টা নারি সিদ্ধান্ত করেন। তার কিছু পরে ভারতান্তর আদালের অভিজ্ঞতাকেই অবিশ্বাস করে বলে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত The Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎস' বইটিতে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) যুক্তি দিয়ে জ্ঞান করতে চান যে, এ বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষকে সবই এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। এর কোন বিচার সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল পাপাধ্যায়ের অংশাংশ ধর্মাঙ্কনকের ধর্মের নাম সীমাহীন বাড়াবাড়ি। তারা ধর্মের নাম সামাজিক সকল অপরাধ, লাম্পটাকে নিজেদের জন্য সিদ্ধ করে নিয়েছিল। ফলে সাধারণ জনগণ খৃষ্টান অন্যান্য ধর্মের উপরে কিছু হয়ে ওঠে। তাই ধর্মকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যা বৈষম্য জীবনের সকল অন্য থেকে বাদ দিয়ে ব্যাপ্ত জীবনের ক্ষুদ্র সম্মতের আবদ্ধ রাখার মাধ্যমে একটি অপার রহিয়া করা হয়। আর এটাই হল আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলত ১৮৩২ সালে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি জোরালো রূপ নেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যুক্তিসমূহ:
এ মতবাদের অনুসারীগণ তাদের স্বপক্ষে কুরআন-হাদিসকেও ব্যবহার করে। যেমন-
আদালের বাণী,

"আমি কুরআন নিষ্ক্রিয় করেছি এবং অবশ্য আমিই তার সংক্ষেপ করেছি বলে তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার কাফিরন: ৬।"

রাজনৈতিক ইব্রাহিম রাজ (রাজ) হতে বর্ধিত রাজনীতি (ছাড়) বলেছেন, তাই আমি আমি বলেছি, তোমাদের দীন করেছি। যখন আমি তোমাদের দীন বিশ্বাস হক্ক করব, তখন তোমার সেটা হচ্ছে করব। কিন্তু যখন আমি তোমাদের দীন বিশ্বাস করব, তখন তোমার সেটা হচ্ছে# অন্য উপদেশ দেব, তখন নিষ্ক্রিয় আমি একজন মানুষ মাত্র।" (মুসলিম, মিশর প্রথম এর ১২।৭ 'কিভাব ও সুসংবাদে আর্কড ধরা' অনুমান)।

জবাব: উল্লিখিত আর্কড, হীরজিরা অথবা উপদেশ মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কোন দলিল নেই; বরং এগুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কবর দেয়া হয়েছে।
অনিবার্য আবশ্যকতা আছে যে জানো না, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে শান্তি থাকে। জানেন না, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে শান্তি থাকে।

আপনি কি দেখেছেন এই ব্যক্তিকে, যে যখন প্রথিতকে ইলাহ গণ্য করেছে? আপনি কি ঐ লোকটির কোন দায়িত্ব নেবেন? আপনি কি মনে করেন ওদের অধিকাংশ লোক শুনে ও বুঝে? ওরা তো পতন মত। বরং তার চেয়েও অধিক পথভাগ্য (ফরাক ৪৩-৪৪)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আল্লাহর পাশাপাশি স্বীয় জ্ঞান ও প্রকৃতিকে ইলাহ-এর আসনে বসিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ:

মূলতঃ দুটি কারণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইসলামের সাথে সংঘর্ষিত। ১. তাওহীদ ইবাদতের বিরোধী এবং ২. আল্লাহর নাবিলকৃত বিধানের বিরোধী। তিনি প্রকার তাওহীদের মধ্যে দুই প্রকারের মার্ফত মানে নেয়। কিন্তু তাওহীদের স্ত্রীলিঙ্গ বা তাওহীদে ইবাদতকে মনে নিতে চায় না। আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতাব, শায়াবা কুফকারে কুরআনের সবই তাওহীদের রূপীত্বকে মনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে এক আল্লাহকে ছেড়ে তাদের তৈরীকৃত মা'বুদদের পূজা করত। নিম্নোক্ত উদাহরণে এ মতবাদকে কন্তে দেয়া হয়েছে।

আদী ইবনু হাদেম হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) এর নিকটে আসলাম। তখন আমি গলায় বর্ষের একটি কৃষ পূলেছিল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, আদী! তোমার গলা থেকে মুখোরা খুলে ফেল। আমি সেটা খুলে ফেলে তার নিকটবীর্য হলাম। তখন তিনি সূরা তোবার ৩১ নাম আয়াতটি পড়লেন। আমি বললাম, যা নিয়ামে আমরা তাদের ইবাদত করি না। জানার তিনি বললেন, 'তারা আল্লাহর হালালকৃত বিষ্য়গুলকে হারাম করে আর তোমাদের সেগুলোকে হারাম গণ্য কর। তারা আল্লাহর হারামকৃত বিষ্য়গুলো হারাল করে অতঃপর তোমাদের হারাম গণ্য কর। এমনটি নয়।
Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and God. Therefore, 'religion' must be removed from politics. This is the principle of the Ahle Hadith. The following are the details:

1. Islam is a religion, not a political party. Muslims must not be allowed to use religion as a means of political power.
2. In the context of politics, religious leaders must not be allowed to interfere in political matters.
3. Muslims must not be allowed to use religion as a means of political power.
4. Islam is a religion, not a political party. Muslims must not be allowed to use religion as a means of political power.
5. Muslims must not be allowed to use religion as a means of political power.

In summary, Islam is a religion, not a political party. Muslims must not be allowed to use religion as a means of political power.
তবে প্রাচীনকালে জাতীয়তাবাদ যে অর্থে ব্যবহৃত হত, আজকে আধুনিক যুগে আধুনিক পদ্ধতিতে সেই একই মনবাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সুরা হজরাতের ১৩ন আয়াতে জাতীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হয়েছে বেলাল (রাশ) মস্তান বিজয়ের দিন রাসূল (সা)~~ এর নির্দেশে কাবর ছাদের উপর যখন ‘আলুস আকাংক্ষা’ বলে আযান দেন, তখন আবু সুফিয়ান তার গায়ে বলেছিলেন যে, আবু সুফিয়ান তার গায়ে বলেছিলেন যে, আমার প্রমুখ ব্যক্তি বেলাল (রাশ)~~ এর জন্য করেন যিনি বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। যেহেন- এই কালো কাক আযান দিচ্ছে! আমার সৌভাগ্য যে, এমন দৃশু দেখার পূর্বেই আমার বাবা মারা গেছেন ইত্যাদি।

অর্থাৎ মানুষে মানুষে এমন কোন ভাবে সেই যেখানে ধনী-প্রশিক্ষিত এক সাথে কাজ
করতে পারে না। সকল ভাবে উপেক্ষা করে উল্লেখ ও অনুভূতির জন্য হতে হাত
রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই হতে হবে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা কি এটা পরীক্ষার বিষয়কর করে? তারা কি কখনো পাশবিন উন্মুক্তির
বর্ণবর্ণ আরোহনের উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক-ধরন-মত নির্ভর হিসেবে হতে হবে একই পথে চলতে?
পরে দুর্গন্ধ, কিন্তু দীর্ঘমেয়া অবধি কখনো সমৃদ্ধ হবে বলে মনে হয় না।

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

বিশ্ব মানবতাকে ইমামের বন্ধনে আবদ্ধ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরামর্শের মাঝে
সহযোগী করে ইসলাম। আর ভাব, বংশ এবং নৌক ক্ষেত্রে নামক তত্ত্ববোধ দ্বারা
সকল মানবিক সম্পর্ক ছিন্নভঙ্গ করে মানব জাতিকে পরস্পরের শক্তি পরিণত করাই
প্রচলিত জাতীয়তাবাদের কাজ। অথবা আদম মানবের পরম্পরের মাঝে যোগাযোগ ও
কল্যাণের মাঝে স্থাপন করার উদার অবকাশ সৃষ্টি হাই ইসলামী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব জাতীয়তাবাদ:

বর্তমান বিশ্বে ২৫৯টি ধর্মের মানুষ রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাগত পার্থক্য।
তাহলে কিভাবে এক জাতিতে অর্থাত হয়ে যাব? ইসলাম তার সামাধান দিয়েছে এভাবে-
(১) সকল মানবকে এক আদমের সৃষ্টির হিসাবে চিন্তা করতে হবে (২) মাতির চতুর্দশ আদম
মানবের সৃষ্টির হিসাবে যাতাবাদ প্রকৃতিকে ধরে থাকতে হবে এবং মানুষ হিসাবে
সকলের সমানান্তরে বিশ্বাস রাখতে হবে (৩) মানুষের পৃথিকর্তা হিসাবে আদামের
শৈল্পিক করতে হবে (৪) নিজ অধিকারের আদাম হিসাবে ভাবতে হবে (৫) নির্দেশের
আইন হিসাবে আদামের প্রধান পরিবর্তন অহি-র ধরনে সকল মানবের জন্য সমাধান
শৈল্পিক হিসাবে আদামের প্রধান পরিবর্তন অহি-র ধরনে সকল মানবের জন্য সমাধান
বিশ্বে আদামের প্রধান পরিবর্তন অহি-র ধরনে সকল মানবের জন্য সমাধান

নিম্নে দুটি হাস্য উদ্ধৃত করা হল-

(1) আধুনিক ইসলাম চিন্তায় এই যে, তা হচ্ছে যে তার মাকর প্রকৃতির মাত্রণ
(2) নিম্নের ইসলাম চিন্তায় এই যে, তা হচ্ছে যে তার মাকর প্রকৃতির মাত্রণ

(www.ahlehadeethbd.org)
আল্লাহ ইবনু ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ص) মক্কা বিজয়ের দিন জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে জাহ্নী যুগের পর্বসমূহ এবং পিতৃবংশের বড়ই ও আতিকারের অহংকার দূরীতি করেছেন। একে মানুষ কেবল দুই শ্রেণীর নেতাকের ও বদকার। মানুষ আদের সত্তার আল্লাহ আদাম (آدم)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সংরক্ষিত সমাজগুলি যথাযথ, যিনি তোমাদের মধ্যে সংরক্ষিত আল্লাহরূপ (হজুরত ১৩; তিরিক্ষিত হ/৬৩৭০; সিলিবিয়া হরিয়াহ হ/২৭০০)। রাসূল (ص) বিদায় হজের সময় মিনা প্রায়ত্ন জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে গিয়ে বলেন,

‘হে জনগণ! ইশিয়ার হও! তোমাদের প্রতি মাত্র একজন। তোমাদের পিতা একজন।
সাধারণ হও! আল্লাহর জন্য আমার উপরের কোন প্রাপ্য নেই। আমার জন্য
আল্লাহর উপরে কোন প্রাপ্য নেই। কালের উপরে লালন ও লালনের উপরে কালের
কোন প্রাপ্য নেই, তাকুওয়া লাতিত (আহাম হ/২৪০৪)।

রাসূল (ص) অন্তত বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন সম্পদ দেখে না।
তিনি দেখতেন তোমাদের অন্তর ও আমাদের মূম্ব (মূম্ব হা/৬৭০৭-৮; মিসরীয় হ/৫৩১৪)।
আলী (রা) বলেন, আকৃতির দিকে দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের পিতা আদাম
ও মাতা হাওয়া। একটি প্রাণ আরো প্রাণের ন্যায় এবং আরো প্রাণের পরস্পর
সামাজিক। তাদের মধ্যে কেবল হাও-হাও ও অন্য প্রতিষ্ঠি সৃষ্টি করাতে মাত্র। যদি
মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে পর্ব করার মত কিছু থাকে, তবে তা হল মাটি ও পানি।

অতএব আসুন! উপরিউক্ত আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখি। প্রচলিত জাতীয়তাদের সংবীর্ণ
গতি পেরিয়ে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বজাতীয় গতির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ
কর। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করন। আমামা! (রফেসর ড. মুহাম্মদ আলুমানুক আল-গাবিব প্রতিষ্ঠা 'জাতীয়তাবাদ' গবন্ড দ্বারা, মাসিক আত-তাহরিক ৩য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা,
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০০০ 'দরস কুরআন')।
ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা

-বয়লুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামগী
এম, এ শেষ বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:
আলোর তা-'আলা মানুষকে জানান সপ্তন্তু ও বিবেকবান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের
এই জান ও বিবেকের পরিচয়ক করার জন্য সম্পূর্ণ ইবলীসিকেও পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে
মহান আলোর দয়াদানের কুমিল্লার তথ্য মানুষকে রক্ষার জন্য নবীর সুস্পষ্ট প্রমাণ
করেছেন। অন্যান্য মানুষের বেদান্ততের জন্য আল্লাহর তাবর্তা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নামে
তথ্যকল্পিত বিভিন্ন মতবাদ অবিচার করে নিজের খেলায়-যুদ্ধটিতে ভেসে যায়। অর্থ
মানবতার ঐ মতবাদের মাধ্যমে প্রকৃতি সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। মানুষের
মানুষে হিংসা-বিদ্ধে, অত্যাচার-রাজারাজি, খন-খারাপী সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। নৈতিক
অবক্ষয় চরমে উঠেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মতাদরশা বাচ্চ বন্ধের শান্তি প্রতিষ্ঠার আত্মবিশ্বাস
(ছান্ন)-এর যুগান্তকারী আদর্শের পাতাকাঠ। বিশ্ব
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতিভত হয় যে, যুগে যুগে বিশ্ব ব্যবস্থায় শান্তির নিয়ন্ত্রণ করার
নতুন মানবসামূহ মেন্টার ও গৌরবলীলা সপ্তন্তু বায়ার অবিচার ঘট্টেছে। তাদের সমুহ
পরিচলনার রাষ্ট্রীয় ও সুস্পষ্টভাবে পরিচালিত হয়েছে। তাই যে কোন শ্রীমান সামাজ
কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় যোগ মেন্টারের ভূমিকা অপরিসমী। নিম্নে আমরা
‘ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা’ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাল
ইনসাইডাল।

নেতৃত্বের অর্থ ও প্রকৃতি:
নেতৃত্ব একটি গোষ্ঠীর অভাবনালুক আত্মবিশ্বাসিক সম্পর্কের মাধ্যমে উত্তোল একটি শিক্ষিকা
সম্পর্কের নাম। নেতা ও অনুরূপকারী হলো এই সম্পর্কের দুইটি দিক। যে নির্দেশ দান
করে এবং অপর পরিপ্রেক্ষিত করে তাকে নেতা বলে এবং যার তার নির্দেশ অনুসারী
কর্মকর্তা পরিচালনা করে ধারে তাকে মহিমা বা অনুসারী বলে। মূলতঃ নেতা ও কর্মীর
মধ্যকার এই সম্পর্কই হল নেতৃত্ব। আদর নেতৃত্ব বলতে সাধারনতঃ নেতার গৌরবলীলকে
বুঝানো হয়। নেতৃত্ব একটি নৈতিক ও চারিভা এর সংস্থাপিত হয়ে গিয়ে লা পিয়ের এবং লাসভার্নার (La pieire and
Fransworth) বলেন, Leadership is behaviour that affects the behaviour of
other people more than their behaviour affects that of the leader.
‘নতুন বায়ার আচরণের অভাবকে ব্যতীত না প্রভাবিত করে, নেতৃত্ব হলো সেই আচরণ
যা অন্য বায়ার আচরণকে অধিকতর প্রভাবিত করে’ (মোঃ বুঝকর রহমান ও এ. এ. এ. এ
ষাত আলী খান, সমাজ মনাবিদ্যায়, পৃ. ২২২)।

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী কিমবল ইঞ্জ (Kimbal young) বলেন, Leadership is one
form of dominance, in which the followers more or less willingly to
accept direction and control by another’. ‘নেতৃত্ব হলো ব্যাতির সেই গৌরবলীলকে
যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মরী প্রভাবিত করে এবং অন্যের উপর অধিপত্তা বিভার
নেতৃত্বের গুরুত্ব:
সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন এবং স্থিতিশীলি ও গভীরতা সমাজ বিনির্মাণে নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য অনুশীলন। অলিখ প্রদত্ত মানুষের যাবতীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হলো নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা বা গুণাবলী অলিখ তা।আলা নীতির সংখ্যাকে লোকদের মধ্যে দিয়ে থাকেন। তার অনর্থা নেতার নেতৃত্বে অনুগামী থাকেন।
নেতৃত্বের সনাতন ভাবদরায় বলা হয়েছে, Leaders are born, not made ‘নেতৃত্ব জন্মগত, সৃজনশীল নয়।’ নেতার অসাধারণ গুণাবলী ও সমৃদ্ধির পরিচালনা শক্তি তার জন্মগত। নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী নিয়েই সে জন্মগত করেন। তবে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, নেতৃত্ব কখনই জন্মগত ব্যাপার নয়, বর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা মাধ্যমে অর্জিত বিষয় ক্ষমতা। নেতৃত্ব হল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞত, শিক্ষা ও সৃজনশীল নিদর্শনের ফলস্বরূপ। প্রাতঃক মানব শিক্ষিত সমাজ মধ্যে নিয়ে জন্মগত করে থাকে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ভৌগলিক নেতৃত্ব বিকাশ সৃজনশীল ভৌগলিক পালন করে (সমাজ মনোরীজন ২২৫ পৃ)। পৃথিবীতে নবী বৈশিষ্ট্য অলিখ কোন ধরনের নেতাদের সরাসরি নিরোধ করেন না। মানুষের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করতে হয়। একত্র নেতৃত্বের চেয়ে নেতাদের যোগ্যতা নয়, সেহুত্র অন্যদেরকেই নেতৃত্ব বাচাই করে তাকে তা অপর্ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে তার পিছনে একটি জামা’আত কায়েম হবে। এই জামা’আত তার নেতার পিছনে অনুগতশীল ও এক্সপ্রেস থাকবে। যে জামা’আত তার নেতার বৃত্ত যত বেশী শক্তিশালী ও অনুগত, সে জামা’আত তত বেশী শক্তিশালী ও সুসংহত। ইসলামী জামা’আতের মূল হল তিনটি: আমার, মায়ুর ও ইহুদি অর্থাৎ আদেশদাতা, আদেশ মান্যকারী ও অনুগতশীলতা। এই তিনটি ভৌত কোন একটি না থাকলে জামা’আত ধরাস্থ হয় এবং জামা’আতী শক্তি ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয় (ফেরোডের র মুহাম্মদ আসাদলুলাহ আল-গালিব, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ ২৪)।

নেতৃত্বের পদখানে সমাজের পদখানে আবিষ্কার হয়ে পড়ে। নেতৃত্ব নির্বাচনের গুরুত্ব ইসলামের সবচেয়ে বেশী। এই কারণে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ (হরস)-এর ইতিবাচকের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলিফা নির্বাচন। অব্যবহৃত ও ওমর (রাল)-এর মুখ্য সময় তার খেলাফত গুরুত্ব দিয়েছিলন পরবর্তী খলিফা মনোনিত দারের বিষয়টিকে। অতএব নেতৃত্ব নির্বাচন এমন কোন খেলাফত বিষয় নয় যে, যার তার হাতে এই জনগণমণ্ডলী দায়িত্ব নাট করা যায়।

নেতৃত্ব নির্বাচন করা ফরয় না সুলানার?
ইসলামের দৃষ্ঠিতে নেতৃত্ব নির্বাচন ‘ফরয়।’ তবে ‘ফরয়ে আয়েন’ নয়, বরং ‘ফরয়ে কেকায়ায়।’ উসমানের দায়িত্বশীল কিছু শুধু বাস্তি যখন পূর্বন নেতার পারে সৎ ও মোক্ষ কাউকে নেতা হিসাবে প্রাপ্ত করে দেন, যখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেয়া বহিঃপ্রকাশের হয়। এই ‘ফরয়ে আয়েন’ নয় যে, উদ্যোগের প্রাপ্ত বৈদ্য নাজি-পূর্ব সবাইকে এ ব্যাপারে মতামত ব্যাপ করতেই হবে (ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২৫ পৃ)।

www.ahlehadeethbd.org
নিবাচক করা হবেন?

নেতৃত্ব নিবাচনের মত জনোর্তপূর্ণ বিষয় ও ফরম হক আদায়ের মত কটিন যিদিমারী ইসলাম গৌরীনির্দেশ, সং-অনু, যোগ্য-অযোগ নির্বিচিত সকলের উপর নির্বাচন করিতে হবে।

বরং নেতৃত্ব নিবাচনের প্রধান যিদিমারী হলেন পূর্বপত্ত নেতা। যেখানে উমরের ক্ক্রান্তি চিহ্ন । করে আবু বকর (রা), ওমর (রা)।-কে খন্দিত মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং আবু বকর (রা), এর ব্যাপারে রাসূলুজ্জাহ (ছা) পরাক্ষিত ইমিত দিয়েছিলেন ও পরবর্তীতে ওমর (রা), এর বায়আতের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন হয় (ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২৫ পৃ)। অতঃপর যদি পূর্বপত্ত নেতা কোন একক ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন না করে যান, তবে তিনি সকলের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের সমস্যায় একটি প্যানেল তৈরি দিবেন। যারা অনুধিক তিনি তিনি অথবা যতদৃঢ় সম্ভাব্য তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবেন ও জনসমূহে যোগাযোগ দিবেন। যেটি ওমর (রা) করে গিয়েছিলেন। অবাহ যদি সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তির পূর্বতন পেল সুখক সহযোগিতা সত্ত্ব ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করেন, তাহলে সেটিও গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন আলী (রা), এর পুত্র হাসান (রা), কে খন্দিত হিসাবে নির্বাচন। অতঃপর উপরোক্ত কোন পক্ষের যদি নেতৃত্ব নির্বাচন না হয়ে থাকে তবে সে অবস্থায় সেই সময়ের মজবলে মূল্যে সদস্যগণ একে পরামর্শপ্রক্রিয়া একজন সৎ ও যোগ্য আদর্শ বা খন্দিত হিসাবে নির্বাচন করবেন।

নিবাচকের যোগ্যতা ও শুদ্ধিক: 

ইসলামী শরীা নির্বাচকদের জন্য কর্মশালা যোগ্যতা ও শুদ্ধিক নির্বাচন করতে হয়েছে।

কোন দূরন্তবাধী, আয়ুর্ব্য ও অনুরবী বাঙার মাধ্যমে সামাজ সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন আশা করা যায় না। সতরাঙ নির্বাচক, সৎ ও তাকুওয়াশীল নির্বাচকমণ্ডলী আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি বিবিধ পদ্ধতি আবুল হাসান আল মায়াহী (মঃ ৫৫০ খ) নিবাচকের জন্য প্রধান ভিত্তি গুলো করনা করেছে— (১) নায়ন্নিতা (নীতিনািা) : যেখানে কোনোক অনুষ্ঠান ও সংগঠন হ্রাস পাতে না (২) জান (নীতি) : অর্থাৎ সংহাস নেতা সম্পর্কে সমক জান থাকায় এই মর্যাত যে, তার মধ্যে নেতৃত্বের শাস্ত্রীয় প্রভাবেব মওজুদ রয়েছে (৩) দূরন্তবাধা ও রায় দানের কমাতা (নীতি ও প্রথম যে, কে নেতৃত্বের জন্য সর্বদর্শন অগ্রস্ত ও অধিক সাধ্য সমূহে। নেতৃত্বের জন্য উপরোক্ত ভিত্তি গুলোর সাথে তিনি আরও চারটি ঘোষ যোগ করেছে— (১) কোন চাপে বিতর বিতর মাধ্যমে দৈহিক অনুভূতি পূর্ন মাত্রায় বহাল থাকা (২) দেহের অন্যান্ত অঞ্চলগত টিক থাকা (৩) বিতর ও সাহিত্য, যাতে বিতর পক্ষের সাথে জিব্বাদ ও মোকাবিলায় তিনি যোগ দিয়েছেন হল (৪) কানান হওয়া। যদিও এটি সর্বব্যাপী প্রশ্ন নয় (আল-মায়াহী, আল-আহরামিস সুলতান-নিখায়, পৃ ৬; ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ ২৬-২৭)।

আনুগত্যের শুদ্ধিক: 

শেকড় ছাড়া যেমন গাছ বিচে না, ফাউন্ডেশন ছাড়া যেমন বিপিন দিয়ামান হয় না অনুরপ ইতা'আত বা অনুরপ ছাড়া ইমারত বা নেতৃত্ব ক্ষম্ব করা যায় না। নেতৃত্বের সাথে ইতা'আত বা অনুরপাশীলতা ওতপ্তপ্রত্যাভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি ক্ষণ্যান্তীত। ইসলামী শরীা ইমারত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অসৃষ্টীয়ের যথার্থ অনুগত্যকে অপরিহার্য গণ্য করেছে।
(1) আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে আমিরের আনুগত্য কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেন বিষয়ে বিবাদ হয়, তাহলে বিবাদিত বিষয়টি আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।' (নির্দেশ: ৫৯)

(2) রাসূলুল্লাহ (ص) বলেন, 'যখন কেউ তার আমিরের নিকট থেকে অপসারনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন সে মনে দীর্ঘকাল ধরে। কেননা যে ব্যক্তি জামাতে থেকে এক বিষয় পরিমাণ পৃথক হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াদের অবহেলা মৃত্যুর কারণ' (রুখাই হা/১০৫৭ পৃ: মিশর: হা/১০৬৮)

(3) রাসূলুল্লাহ (ص) অনুসারে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, তে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবধায় করল, তে আল্লাহর অবধায় করল। আর যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করল, তোমরা আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমিরের অবধায় করল, তোমরা অবধায় করল। আমির হলেন চাল শ্রদ্ধাপূর্ণ। যারা পিছু থেকে লড়াই করা হয় ও যার মধ্যে নিজেকে বিচার করে। যদি আমির আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেন ও নায়ক বিচার করেন, তাহলে তার গোনাহ তার উপরই বর্তমান' (রুখাই হা/১০৫৭ পৃ: মিশর: হা/১০৬৮)

(4) রাসূলুল্লাহ (ص) বলেন, উবাদিন হামিদ (রাই) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ص)-এর নিকট এই মর্ম বায়’আত করেছিলাম যে, আমরা আমিরের অনেক অবকাশ এবং মেয়ে চলেন, কেন্দ্র হোক হয়েছে তোমার হয়ে, অনেক হোক অপসার হোক অথবা আমদের উপর কাজে প্রাণন্ম দেওয়ার যোগ্য। বায়’আত করেছিলাম এই মর্ম যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনও ঝড় করার না। যেখানে তার সব সাত কথা বলব এবং আল্লাহর বহিঃমেয়ে চলার বায়ের কোন নিন্দিত নিন্দিতদেরকে পেয়ারে করা না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমিরের মধ্যে প্রকাশে কুফরী না দেখা পর্যন্ত এই অনুগত্য চলবে যে বিভে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকটে জুম্পি প্রমাণ রয়েছে (হংহীর রুখাই হা/১১৯১ ও ১২০০, ২/১০৬৮ পৃ)

(5) আবু উমামা (রাই) বলেন, বিদায় হজরের শেষ ভাষণ আমি রাসূলুল্লাহ (ص)-কে বলতে বলেছি যে, 'তোমাদের প্রতি আল্লাহকে ভয় কর, পাচ ওয়াকে হারায় আদায় কর, রামায়ানের ছিয়ার পালন কর, যাকাত আদায় কর, আমিরের অনুগত্য কর, তোমাদের প্রতি জানাতে প্রবেশ কর' (হংহীর তিরিস্তাই হা/৬৬)

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, আমিরের অনুগত্য থেকে জীবনকে কখনো পৃথক করা যাবে না। যদিও আমির কোন অপসারী কাজ করে থাকে। তবুও সকল ক্ষেত্রে পুষ্পন্নাপূর্ণ কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে তা মানা করা যাবে না (রুখাই হা/২৫৫৫, ১৪৫ মিশর: হা/৩৬৫৪-৬১)। এ ক্ষেত্রে পরিক্রমা করাত ও হংহীর হামিদ আমৃতায়ি যদি একজন নাক-কান কাত কৃষ্ণকায় হাবশী গোলামও নেতৃত্ব প্রদান করে তাহলে তার অনুগত্য করা মামূরের জন্য আবশ্যকতার (হংহীর হংহীর হা/৭৪২: মিশর: হা/৩৬২৩-৬২, ২/১০৮৩) যদি অনুগত্য না করা হয়, তা হলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াদের হালাতে হবে। আর যদি পরিপূর্ণ অনুগত্য করা হয় তা হলে তাদের জন্য আল্লাহ তাঁরা জন্মে প্রস্তুত করে রেখেছেন। মুহারামা মুমিন জীবনে আমিরের অনুগত্য করা রক্ষারি। যা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুষ্ঠান।
উক্ত 'ইমারত' শব্দে ইমারত হ'তে পারে বা রাষ্ট্রীয় ইমারত হ'তে পারে। কিংবা দুটিই একত্রে হ'তে পারে। সকল পাঠারের আমীরের প্রতি বায়ি আত্ম ও অনুভূতি করা যায় কেননা এ দুটিতে কোনো সমত্ব রাষ্ট্রীয় আমীরের জন্য নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ (ص) মাত্র জীবনে শরীফ আমীর ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি 'হ'দ' জারি করার নির্দেশ আদেশ করেন। অতঃপর মাদাবী জীবনে রাষ্ট্রীয় আমীর হয়। তখন তাঁর উপরে 'হ'দ' জারি করার ও 'জিহাদ' ঘোষণা করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু উভয় অধিকার তাঁর বায়ি আত্ম ও অনুভূতি উমতের উপরে ফায়স ছিল। অতঃপর সর্বভুক্তে একজন শরীফ আমীরের অধীনে এককালভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক নামা 'আতি বিদেশী যাপন করা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

ইসলামী রাষ্ট্র থাকে বা না থাকে, সেটা কোন শর্ত নয় (ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২৯ পৃষ্ঠ)।

নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি সমূহ:

পৃথিবীর সুনামগুলি থেকে অন্যায় বিভিন্ন সমাজের নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মোট চারটি মাধ্যম পরিচালিত হয়। যুগের বিবর্ধন ও বিভিন্ন সমাজের চাপিদা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন-অর্থিত্ব বা নামকরণ ভিত্তিক, পরামর্শ ভিত্তিক, রাজনৈতিক ও গোত্রাত্ন।

প্রথমের পদ্ধতি পৃথিয় নেতা বোয়ালা সম্প্রদায় ও তাকুওয়াশিল মূর্ত্তি বানানীদের মধ্যে থেকে যীয় পাদশাহের প্রতিষ্ঠা নেতা নাম ঘোষণা করেন, যা জানানবারকে সকলই মেনে নিবেন। যেমন-আবু বকর (রা) কর্তৃক ওরম (রা) -কে খলিফা হিসাবে মনোনিত। অতঃপর সকলে তাঁকে মেনে নেন। অবশেষে, আবু বকর (রা) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ص) এর সম্পত্তি ইসলামীভাবের ওরম (রা) কর্তৃক খলিফা হিসেবে বায়ি আত্ম ও সকলের তা মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয় পদ্ধতি পৃথিয় নেতা তার মজলিশ শুরুর সদস্যগণের সাথে পরামর্শকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেন তথ্যায় একটি প্যানেল তৈরি দেন। যারা সমাজের বিভিন্ন পার্থক্যের লক্ষের মতামত গ্রহণ করেন এবং সে আলোকে উক্ত প্যানেল প্রতিষ্ঠাতরত নেতা নির্বাচন করেন। যেমন-ডাক্টিয়ীয় খলিফা মনোনীত যাপনের ব্যাপারে ওরম (রা) হয় সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেল তৈরি করে দিয়েছেন। উক্ত প্যানেল পরামর্শকে ও মতামত গ্রহণ করে উম্মান (রা) -কে নেতা হিসাবে নির্বাচন করেন।

তৃতীয় পদ্ধতি রাজা যীয় সমনাদের মধ্যে থেকে যাকে বোয়া ও তাকুওয়াশিল মনে করেন, তাকে পরবর্তী রাজা বা নেতা হিসাবে ঘোষণা দেন, যা অন্যায় সকলই মেনে নেন।

চতুর্থ পদ্ধতি পৃথিয় নেতার কোন কর্তৃক থাকে না। বং গ্রাজুয়ার বা ১৮ বছর বয়সী প্রজাসাধারণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ যেন যীয়ের একটি দল থাকে কেননা একজন নেতার নির্বাচন হয়ে থাকেন। তবে বহললীয় গণতন্ত্র সরাসরি নেতা নির্বাচিত হন না। বং দলের মনোনিত বিভিন্ন পার্থক্যের নেতৃত্ব নির্বাচিত হন এবং তারাই দলের নতুন নেতা নির্বাচিত হতে পারেন। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই গণতান্ত্রিক নিয়মেই নেতৃত্ব নির্বাচন চলছে (ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২৩-২৪ পৃষ্ঠ)।

পর্যালোচনা:

উপরোক্ত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দুটিতে হলে ইসলামের সম্পর্ক স্বভাবিক। আর তৃতীয়টি যদি বাদশাহ কোন ধীরভূক্ত ব্যক্তিকে পরবর্তী নেতা হিসাবে মনোনীত দেন, তাহলে ইসলাম তাকে সমর্থন দেয়। যেমন উদাহরণ খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল

www.ahlehadeethbd.org
মালিক (১৯৬-১৯৮৪/৭১৫-৭১৭ স্থ) গীর ভাষিরো হুমর বিন আব্দুল আলিয় (রা)-কে পক্ষে মুসলমান করিয়েছেন। দাউদ ও সুলায়মান (আী) পিতার পরে পুত্র উভয়ে পরিবারী বাদশাহ ছিলেন (বাবানোহাম ২/২৫২, ময়মন ৮/০৩০)। অতঃপর চতুর্থ পদ্ধতির সাথে ইসলামের দুর্বল কোন সংস্করণ নেই। কারণ-দল ও প্রাঙ্গণ ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা, অন্য-নিকট, সং-অন্ত প্রভূতি সকল মানুষের তত্ত্বের মূল এক ও অভিন্ন, নির্ধারি ও নিশ্চিত প্রাঙ্গণের সুনির্দিষ্ট কোন গোপনী না থাকা, জনগণের নিম্ন লোক চাকরি হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু দেশ বা রাজ্যের শাসন কর্তব্য কার্য থাকা, দেশের সকল প্রাঙ্গণ নাগরিকের নেতা হয়েছে সে সূচনা থাকা, ৪/৫ বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকা, নেতৃত্ব পাওয়ার লেখা কেন অপরাধ নেই যা সেখানে অপরিহার্য।

সর্বোপরি জনসংই সার্বভৌম কম্পানী উৎস ও অধিকাংশের বাইরে চুলাঙ্গা” এলাহী সার্বভৌমের বর্ণে মূর্তিমান এই দুই শিক্ষিকা মতবাদ আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রকৃতি ও আদর্শ।

মজলিশে শুরুর গোষ্ঠী:

শাব্দার আরী। এর আভিধানিক অর্থ কোন বিষয়ক পরামর্শ করা, অনুসন্ধান করা, পরস্পর পরামর্শ করা, উপেক্ষা, পরামর্শ পরিষদ প্রভূতি (মিউজিয়াম ওয়ালিসিত ১/৫৯৯ পৃ) ইসলামী খেলফত ও নেতৃত্ব নির্বাচনে মজলিশে শুরুর এক একটি পূর্ববর্তী অনুশীলন। জনায় প্রাঙ্গণ সৃষ্টি। অভ্যন্তরের এক একটি সুনির্দিষ্ট সূচনা নোট করা বাংলা শাসন কর্তব্য নিপীড়ন করা যেতে পারে। রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ, লোকপাল, দীপ ও আমানতারিকা হল মজলিশে শুরুর সূচনা পূর্ববর্তী অনুশীলন, পরামর্শ পরিষদের মজলিশ শুরুর গোষ্ঠী। জনসংই ইম্যর হোক বা রাজ্য’র ইমরান’ হোক শুরুর সূচনা পরামর্শ করিতে পারে। ‘আমের’ তার সাংগঠিক বা রাজ্যের বিষয়ে সর্বদা মজলিশে শুরুর রাজপঞ্জিকা নিবন্ধন করে। এটি মৃন্ময় আল্লাহর দৃষ্টিকোণ এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ক ইসলামের শিক্ষায়ার মূল্যায়ন। পরামর্শ ভিত্তিক কার্যালয় পার্কের আল্লাহ তায়আলা পরিচিত কোন মাত্র দুই স্থানে বর্ণনা করেন।

(২) আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর রসমতেই আপনি তাদের জন্য পূর্ববর্তী হয়েছেন। যদি আল্লাহ রোগ ও কাঠে পড়তে হতেন, তখন তোমাদের আল্লাহর কর্মকাণ্ড থেকে থাকিয়ে যাবেন। কাজেই আপনি তাদের কর্ম করে দিন ও তাদের জন্য কর্ম প্রার্থনা করে এবং আপনি তাদের কর্মকাণ্ড থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং এটা তাদের সাহায্যে পরিণত হয়েছিল।' (ইবনু কাদিরু ১/৯৪ পৃ 'সুরা আলালমাতুর ১৫৯-এর বাণ্য' এর স্থান)।

(৫) মৃদুমের শুঙ্গী বর্ণনা করিতে গিয়ে আল্লাহ তায়আলা বলেন, 'যারা তাদের পালনকার্য আদেশ মান করে, ছায়া কামান করে, পরামর্শের প্রতিশ্রুতি কর কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রোগ দান করিয়েছি, তাতে থাকিয়ে যাবেন' (বুর ৫২/৪১৮)। এ আল্লাহর বাণ্যে ইমরান ফকরুলিন আল-রাশ্দী (রহ) বলেন, 'যখন কেন ঘটনা ঘটত তখন তুমি (হয়েছিলাম) সকলে একত্রিত হতে এবং পরামর্শ করতেন। এজন্য আল্লাহ তায়আলা এ আল্লাহ তায়আলা প্ররস্থনায় করতেন। এর অর্থ দ্বারায় এই যে, তাদের কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব মতের চেষ্টায় কাজ করতেন না। বরং সবাই একত্রিত হে হওয়া পালন কেনে নির্দেশ প্রার্থনা করতেন না (ফকরুলের গায়ের ২৭/৫৫২ পৃ 'সুরা আলা-মুর-এর ৮৩ নং আল্লাহর বাণ্য' এর স্থান)।

www.ahlehadeethbd.org
(৩) কুলেদের যুদ্ধের (১২৩৭ হিজ) সময় ওমর ফারুক (রাশ) নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে 
মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আলী (রাশ)-কে রাজধানীর ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত 
করে নিজেই কুলেদের দিকে রওনা হন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর তার 
অনুপস্থিতিতে মোকালের শুরুর পরিকল্পনা সব বাদ হবে। আলেখান্য সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজকীয় 
পরিস্থিতিতে খালিফার পক্ষে রাজধানী তাগ করা আদৌ যুক্তিসংখ্য হবে না। সুতরাং 
মোকালা হতে তিনি মাইল দূরে 'সিরাজ' নামক স্থানে পৌঁছে তাকে মোকালের শুরুর সিদ্ধান্ত 
জানানো হয়। অতঃপৰ তিনি মোকালের শুরুর সিদ্ধান্তকে আদৌ দিবে সা'দ ইবনে 
আবী ওয়াকাব (রাশ)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে কোন ওয়-আপতি ছাড়াই সেখান থেকে 
সেবা রাজধানীতে ফিরে আসেন। এ বাপারে তিনি তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে কেন মূলায় 
দিলেন না। ইসলামী লিপ্ত পরিচালনাও কেন মোকালের ক্ষেত্রে মোকালের শুরুর ক্ষমতা 
এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কত ব্যক্তিকে উপরের ঘটনাটি তার উল্লেখ দৃঢ় হয়। 
এই জন্য খালিফা ওমর (রাশ) বলেছেন, 'যে রাজকীয় মুসলমানদের পরমাণুর ব্যবস্থা নেই তার 
বিলাত (রাশ্ট্র) নয়' (মুসলমানের ইবনু আলী শায়াবাব হ/৩০১৯)।

(৪) ওমর ফারুক (রাশ) ২৩ হিজরী সনে জীবনের শেষ হয় পালন করার সময় মিনায় 
অবস্থানকালে লোকদের কিছু মোকাল তার কাছে আসে এই মূলে যে, ওমর (রাশ)-এর মৃত্যু 
হলে আমরা আমার হাতে খালিফা হিসাবে বায়'আত করবে। কেননা আবুবকর (রাশ) 
সাময়ক কৈফেকজন লোকের বায়'আতের মাধ্যমে খালিফা নিযুক্তিচুক্তি হয়েছিল। একথা জন 
তিনি রাগে অপলব্ধি হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, ইনশাআল্লাহ সংখ্যা আমি 
অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাড়াবো আর তাদেরকে এসব লোক সম্ভাবে সতর্ক করে দিতে, 
যারা তাদের বিভাগী আত্মাসাং করতে চায়। কিন্তু আবুবকর ইবনু আলীর (রাশ) 
তাকে বাঁধা দিয়ে বলেছেন, 'এমনটি করবেন না। রাখ মোকালের পিয়ে বলবেন'। অতঃপর 
তিনি তার পরমাণু হন মোকালের ফিরে এসে যুদ্ধ'আত খুঁজবো দাড়িয়ে তিনি যথেষ্ট 
বিবাহিত যোগার নারী-পৃথিবীর রজনীর বিষয়ে বলেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পরে 
খালিফা নির্বাচন সম্পর্কে ইতিপূর্ব শোনা করতে পুনর্কীর্তি করে, বলেন, 'যে ব্যক্তি 
মুসলমানদের সাথে পরমাণু বাচিতেকে কাউকে খালিফা হিসেবে বায়'আত করলে, 
তার বায়'আত সিদ্ধ হবে না। তার যার হাতে যার'আতকারী উভয়ে নিজেদেরকে কতলের 
শিকার দিয়ে নিল।' (হুজুল রাশিদের হ/৬১৬, ২/১০০৯-১০ পৃষ্ঠা।) ইবনু হাজার বলেন, এর 
মাধ্যমে ইতিহাস রয়েছে, খালিফা নিযুক্তের ব্যাপারে তড়িৎকৃত না জান না। কেননা 
আবুবকর (রাশ)-এর মত সর্বশাসনী সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া সর্বমুক্ত সম্ভব নয়। 
(ফাতেমা বাবি শাহর হুজুল রাশিদের ২৩/১৫৫ পৃষ্ঠা।)

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, নেতৃত্ব নির্বাচনের মত জাতীয় বিষয়গুলোতে রাজকীয় 
অভাবের ব্যাপার ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ ও সর্বস্থানের জনমত যাচাইতে প্রতি অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ যে, আমীর বা নেতা নির্বাচনের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
মোকালের শুরুর সদস্যগণ নিয়েছেন এবং 'আম জনসংখ্যার নিকট থেকে সম্মান যাচাই 
করবেন। যেমন উহমান (রাশ)-এর বলেছেন যে তবে সর্ববিশ্বাস 'আমীর' বা 
নেতা নির্বাচনের তুলনায় সিদ্ধাতের মালিক হ'লেন শুরুর সদস্যগণ। ওমর ফারুক (রাশ)-এর 
নিজের আমলেই তার প্রকৃত প্রমাণ।

www.ahlehadeethbd.org
নেতৃত্ব নির্বাচনে শূরা পদতি:

মিসওয়ার ইবনু মাকবারাহ (রাজ) বলেন, ওমর (রাৰ)-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করেন। ওহমান, আলী, আব্দুল রহমান ইবনু 'আওফ', যুবায়ের, তুল্লাহ ও শাদ বিন আবী ওয়াহ্মান (রাজ)। এই ছয় জনকে দিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করে দেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাজ)-কে তাদের পরমাণু দাতিত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন এবং কেলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা তার মৃত্যুর পর সন্দেহ হয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন। আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ' (রাজ) তাদেরকে বলেন, আমি তো এমন লোক নই যে, এ ব্যাপারে (নেতা হওয়ার) অশার করি। কিছু আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তবে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি।

তারা একত্র হয়ে আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ' (রাজ)-এর উপর দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর এ বিষয়ে লোকরা আব্দুর রহমানের উপর বুকে পড়ল। এমনকি আমি একজনকে সেই দলের অনুসরণ করতে কিন্তু তাদের পিছনে ভেদে দেখলাম না। লোকরা আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ' (রাজ)-এর প্রতিই বুকে পড়ল এবং কয়েক রােতি তার সেপ পরামর্শ করতে দালক। অবশেষে সেই রাত আসলি, যে রাতের শেষে আমরা ওহমান (রাৰ)-এর হাতে বায়াআত করেছিলাম। মিসওয়ার বলেন, রাতের একাংশ অতিরিক্ত হওয়ার পর আব্দুর রহমান (রাৰ) আমার কাছে আসলেন এবং দদনায় হটরক করেন। ফলে আমি দেখে গেলাম। তিনি বলেন, তামাকে যুগত দেখিলি। আললাহু কুসম। আমি এ তিনি রাতের মাঝে বেশী যুগত পারেনি। যাও যুবায়ের ও শাদ কে তাকে আন। আমি তাদেরকে তার কাছে দেখে আনলাম। তিনি তাদের দুজনের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের আমাকে আবার দেখে বললেন, আলীকে আমার কাছে দেখতে আন। আমি তাকে দেখে আনলাম।

তিনি তার সাথে অর্থনৈতিক পর্যালোচনা পরামর্শ করলেন। অতঃপর আলী (রাৰ) তার কাছে দেখে উঠে গেলাম। তবে তিনি আশায় ছিলেন। আর আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ' (রাৰ) অলী (রাৰ) থেকে কিছু (বিবৃতিতার) আসন্তা করেন। তাদের তিনি বললেন, ওহমানকে আমার কাছে দেখে আন। তিনি তার সাথে আনবার হয়তা হামি ২০০, ২/১০৫৬-৭০ পৃষ্ঠা।

অন্য রায়ে এসেছি যে, আলী ও ওহমান (রাৰ)-এর সাথে পরামর্শ করে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ' (রাৰ) বের হলেন লোকদের মতামত যাচাইযুক্ত হয়। নির্ধারিত তিনি তিন রাতের মধ্যে তিনি দীর্ঘক্ষেত্র পরিশীলন করে ব্যাপকভাবে জনমত যাচাই করেন। মুক্তিমুসলিম, দলঘট লোকজন বা একাকী এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও পর্দার অন্তর্গত মানুষদের কাছে থেকেও মতামত শিখন করেন। কিছু কেবলমাত্র আমার ও মিনুনাদ (রাৰ) ব্যতীত সকলের কিছু থেকেও তিনি ওহমান (রাৰ)-এর পক্ষে সমর্থন পান। এভাবে তিনি
বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা কিভাবে সরবরাহ করা হবে?

অসৎ ও অনুষ্ঠান নেতৃত্ব বর্তমান সমাজকে অন্তর্ভুক্তির অপরাজ্যের পরিষেবা করতে হবে। ফলে সমাজের রূপক রক্ষা অন্যায় ও কৃত্রিম আত্মনাশ নিজের দাও দাও করে জীবন বঞ্চনার উপর নির্ভর করে। হেমন্ত-হস্তাক্ষর, অপেক্ষণ, ধর্ষণ, ঠাকুরদের দোকানের সুন্দরী সাধারণ সমাজ জীবন বিষয়ে হেমন্তের উপর নির্ভর করে। উক্ত চিত্র সামনে রেখে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধর্ম, সাধারণ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক আত্ম-তাত্ত্বিক'-এর ১৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা এপ্রিল ২০১২ সালের সম্পাদকীয় বিভাগে প্রচারিত 'মানবীয় সিদ্ধাংশ সমীক্ষী' নামক সম্পাদকীয়ে যে প্রামাণ্য বদনালগ্ন দেওয়া হয়েছে আমাদের সেবাল জানার সময়ে প্রয়োজন হবে চাই।

(১) দল ও প্রাধান্যবিহীনভাবে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে। সর্ববিধক সহজ, ক্রৃত, নিরপদ ও বিশ্বস্ত মিলিত মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালিত হবে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ জন্য নিজ দাও দাও উক্ত নির্বাচন পরিচালনা করবে। দেহত কোন প্রাঙ্গণ থাকবে না, সেহেতু কোন কোন না ও অন্য পথ তালাখের সুমায়া থাকবে না। নির্বাচনের জন্য বা বৃত্ত থাকবে না, কারা তাকে ভুল দিয়েছে বা দেখাই। এর ফলে তাঁর মানসিকতা থাকে সবার প্রতি উদার ও নিরসন। ফলে দলটি চাপ ও আবেগমুক্ত মনে তিনি পূর্ণ আলোচনার সাথে নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন ইচ্ছে করলে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫/৬ জন ইসলামী নেতার নাম তাদের পূর্ণ পরিচয়র প্রস্তাব আকারে পেশ করতে পারবেন। প্রতারিতদের বাইরে অন্যান্য ভুল দেয়া সুমায়া থাকবে। এভাবে রাষ্ট্রের একজন আমির বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। অতঃপর রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি জন্য বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে বর্তমানের বিচার ও শাসন বিভাগের ন্যায় আইনসভাও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবে। এম.পি নির্বাচনের প্রচলিত প্রথা থাকবে না। সরকারী ও বিশ্বস্তদল বলে কিছু থাকবে না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেটের মেধা,
(2) নীতিতে নির্বচনে অধিকারের সমর্থন নিষ্ঠিত করার জন্য নির্বচন কমিশন একটি নীতিপ্রণয়ন করে। যেমন, নোটাকে প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে ৫৫ শতাংশের সমর্থন পেতে হবে। প্রথমবারে যদি কেউ উক্ত সমর্থন না পান, তবে দু'সংখ্যের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হবে। কমিশন মনে করে এ সময় নিকটতম নিজস্ব নাম প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ভোটের পার্টিকের ও পর্যাপ্ত সংখ্যক ভোটের দুর্ঘট প্রকাশ করা যাবে না এবং কারা যদি কেউ কোন কানাস্বরূপ করতে পারে না। এখানে সেই নোটার জন্য মাইনাস পযাতে হিসাবে গণ্য হবে। যার বিখ্যাতনাম নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করেন। ২য় ও ৩য় জনকে নেতা ইচ্ছা করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিতে পারেন কিছু তারা নেতার মনেীত পার্লামেন্টের সদস্য হবে প্রতি।

(3) ইসলামের বিধান অনুরূপী আমিরকে (১) আলহাফির যোগা পুরুষ (২) সুস্থ মস্তিক্ষ ও দুর্ণাম্য (৩) নিলেভ সৎ ও নয়নধিক (৪) ইসলামী শরী'আতে অতিরিক্ত এবং সাললে কালের অনুরূপী (৫) নিরহকিক, সাহসী ও আমানতদার এবং (৬) হালাত-ছিয়াম ও যাকাতে অভিহিত হবে।

(4) ইসলামী নীতিতে নির্বাচন ব্যবস্থায় অন্যতম অংশগ্রহণ করে এমন সদস্য যারা শরী'আতে অভিহিত হবে। নোটাতে পরামর্শের জন্য পরিদৃষ্ট বাণী দানে যারা এরা নির্বাচনের জন্য শরী'আতে অভিহিত হবে। কেনার জন্য জনিম চুপ। সেকার ২৫ বছর বয়সের উপরে সামাজিকভাবে সৎ ও জানি ব্যক্তিগণই কেবল ভোটার হবেন। এতে সমাজের বখ্তা-সম্প্রদায়, চোর-দাকাত, সুখোয়-মুখোয়, লুটেরা-স্বতারা, মদহোর-মদক বয়সী, চোরাকোরাকোর প্রাতঃক্রোধ, আদকাবারাপক, ঝোখকালী, কাঁদেরাজ-কেওরাজ, ধর্ম-খুদী, অপহরণবাকী, ত্বমাসবা প্রভৃতি চিহ্ন সামাজিকদিগকে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা হবে। এতি কারণে মানুষ আপনা তাঙ্কেই অনুকূল সংশোধন হবে যাবে।

এদের দাপট কমে যাবে। নিলজ পরিবার ও সামাজের কাছে এরা লজিশন এবং বিক্ষিপ্ত হবে।

(5) ভোটারদের ভোটের ব্যবস্থায় সম্পর্কে ভোটারভাবে অবহিত করতে হবে। আলাহাল বলেন, 'তোমরা আমানতসম্মত যথার্থের সমর্থন কর' (নিয়া ৫৮)। তাঁকে বলেন, যে বাণিজ্য উদ্ভাবন সুফরিশিক করবে, সে তার অংশ পাবে। আর যে বাণিজ্য মান সুফরিশিক করবে, সে তার অংশ পাবে' (নিয়া ৫৫)। ভোট হলা সুফরিশিক। এভাবে তার সুফরিশে নির্বাচনে শরী'আমী নেতৃত্বকালে যদি নেতৃত্ব কাজ করবেন, ভোটার তারা একটি অংশ পাবে। প্রশাসনের পাপ করলে তাদের তার অংশ পাবে।

নোটাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে শরী'আমীর তাড়িত হবে। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আলাহাল যাতে জনগণের নতুনতত্ত্বে বসন, অতিমার যদি সে জনগণের তৃতী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মুখ্যরূপে করে, আলাহাল তার উপরে জানাতেকে হারাম করে দেন' (মুলতাহ হা/১৪২)। ওসম (রা) বলেন, যদি ফোরাট নদীর কূলে রাষ্ট্রীয় অবহেলায় একটি বক্তরী মারা যায়, আল মান করি ওমরকে সেজন্য কিছুমাত্রে দিন জিজ্ঞাসা করা হবে' (হিনাইহার আউলিয়া ১/৫৩)।
(6) নির্বাচিত নেতা সাবেক রাষ্ট্রনেতা, প্রধান বিচারপতি এবং যোগ্য আলমদের সমবয়ে পাঁচজনের একটি উপদীষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। অতঃপর তাদের ও অন্যান্য বিষয়বস্তুকের ব্যক্তিদের পরামর্শ মতে সীমিত সংখ্যক সং ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে একটি মজলিসে শুরু কর পার্লামেন্ট নিযোগ দিবেন এবং তাদের মধ্য থেকে অবশ কিছু বাইরে থেকে নিয়ে একটি ছোট মসজিদ গঠন করবেন। এসবে রাষ্ট্রের মূল বিভাগ হবে প্রেসিডেন্ট।
অনেরাও হবে তার পরামর্শদাতা ও সহযোগী।

ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপাত হবে 'আমার'। যিনি একই সাথে জনগণের প্রতিনিধি ও আলাহুর প্রতিনিধি হবেন। তিনি সর্বদা আলাহ এবং মজলিসে শুরু ও জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। যা Check & Balance-এর সর্বন্তম নমুনা হিসেবে কাজ করবে।
আমার আলাহুর পরিচলনের বাইরে কোন বিষয়ক জামির করতে পারবেন না এবং অহির বিষয় জানতে করতে কোনরূপ দূরত্ব প্রশমন করবেন না। অর্থনৈতিক প্রশাসনে কোনরূপ নির্বাচন হবে না। বর্তমানে ডিসি ও ইউএনএও-এর আইন ইউনিয়ন প্রশস্তক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।
সাথে একাধিক অতিরিক্ত প্রশস্তক নিযোগ দেয়া যেতে পারে। যারা নিয়মিত প্রাগে-গঞ্জে সফর করবেন। জনগণের গতা শুরু করবে ও তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবেন।

দেশের বিচার ও প্রশস্তক বিভাগ যাদীন ও নির্পেক্ষ থাকবে এবং ইসলামী নীতির অনুযায়ী কাজ করবে। একইভাবে মজলিসে শুরু বা পার্লামেন্ট ইসলামী নীতি অদ্বৈত যাদীনভাবে আমারকে আইনগত পরামর্শ দিবে। আমারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়রে করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং তা ইমারতের অনুপযোগী প্রমাণিত করলে আদালতের রায় এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনকে আমার যেকেন সময় অপসারিত হবে।
কিন্তু সাহাবিক অবস্থায় ইমারতের যোগ্য থাকা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহুল থাকবেন।

এসবে নেতৃক নির্বাচনের ফল দাড়াইবে এই যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সং ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশস্তকের সর্বভ দেখতে পাবে। রাজনৈতিক দলপতি ও সর্বাধিকারী জাতি মুক্তিপাতে। একক ও স্বাধীন নেতৃত্বের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। সামাজিক শাস্তি ও অর্থনৈতিক অপহরণ নিষ্ঠে হবে ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার:

ইসলামী মানবতার চরিত্রের মুক্তি আর্দ্র। সুতরাং ইসলামী আদর্শাবোধ সমস্তে নেতৃত্ব ছাড়া মানবতার মুক্তির কোন বিকল্প নেই। তাই বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির অভয়ারণী অন্তে, স্বতন্ত্র সমাজ বিনিময়ে, শাশ্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় নব জাহিলিয়াতের খুড়গুলোকে মুসলিম সাম্ভাজে থেকে উৎসাহ করার জন্য সমাজের সর্বভ বাঁটা তাহীদীনী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ব্রতাত্ত্ব থাকতে হবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বারা উন্মুক্ত নেই। উপরনি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূর্ব বিশ্বব্যাপী মুহাম্মাদ (সহা)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাধ্যাও পূর্ণতারে অনুসরন করতে হবে।

তাহলে মুসলিম জাতি তাদের হারাণের ঐতিহ্য পূর্ণতার ফিরে পাবে। মুসলমানরা শাসিতের পরিবর্তে শাসকের দৃষ্টিকায় অবতীর্ণ হবে। শাশ্তি, বিশ্বাস ও নিরাপত্তা হবে জীবন পরিচালনার মূল চালকাশী।

যার ওয়ানা আলাহ মুনীন বাদানদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আলাহ আমাদের সহায় ও আমার।

***

www.ahlehadeethbd.org
ইসলামে শিক্ষা অধিকার

-গোলাম কিবরিয়া

মদিনা বিদ্যালয়ে, সউদী আরব।

বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষা অপমাণিত, নালিকায়, ধৃঢ়ত, অবহেলিত। খাদ্য, বাসহান, বন্দুক, শিক্ষা ও চিকিৎসা-ঠাকুর এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার থেকে তারা বর্জিত। অথচ আজকের শিক্ষার আগামীদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের মায়েই লুকিয়ে রয়েছে আগামী দিনের আদর্শ মেন্টু সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বজগৎ। ইসলাম গর্ভগাত নিষিদ্ধ করে জীবনের সূচনালগ্নে যেই শিখনের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। অতঃপর শিক্ষা অধিকারের পর থেকে পিতামাতার সাথে যুক্ত করে তাকে সকল প্রক্তি থেকে বাচানো ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাও মন অনাহারে মরত না হয়, সে জন্য মায়ের মুক্তি দুঃখে তার অধিকার দিঁচিত করা হয়েছে। ইসলাম পিতা মাতার উপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছে যে, তারা তাদের সন্তানের শেষকালে থেকেই তাদের শারীরিক ও মানসিক গুণের প্রতি যুরু নিবেন। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব হল, শিক্ষা এই সহজ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তাদের সৎথে পরিচালনা করা এবং তাদের অচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা নিজেদের জন্য এবং জাতির জন্য সমাজসেবার ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। নিম্নে ইসলামে শিক্ষা অধিকারসমূহ আলোচনা করা হল হ।

(1) উত্তম মাতা নির্বাচন:

ইসলাম ধুমে যে জনের পর থেকেই শিখনের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়; বরং ভবিষ্যৎ সম্ভব গুরুত্বের প্রতি পিতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের জন্য একজন জীবন মাতা নির্বাচন করা, যার মাধ্যমে গড়ে উঠবে এমন একটি আদর্শবাদ বাংলাধুর, যার মাধ্যমে বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন হবে। মাতার আমল-আখলাকু দ্বারা সন্তানের চরিত্র প্রভাবিত হয়। এজন্য ইসলাম রাজকীয় পূর্বকালে বিবাহের সময় সীমা, পরেশ্যার, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সতী-সাধী রূপীকৃতি বিবাহের জন্য নির্বাচন করতে নির্দেশ দিতেছে। এ প্রক্ষে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুশলমানদের ইমাম না আল পরাপর তোমার বিবাহ করতে না। মুশলমান নাল তোমাদের মুখ করলে মুমিন কৃত্তিদায়ী তার অর্থপ্রপ উত্তম' (কোরান ২২১)। অত্যন্ত ইমামদার একজন দারিদ্রীকে ইমামদারী ধারায় নারীর তুলনায় উত্তর বলা হয়েছে।

সুতরাং বিন্যাসের সময় কেবল মাত্র রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়, বরং ইমামদার, মাধ্যম, আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার একত্র পরিহার। যাতে অনুগাম সম্ভব নিজের তুলনায় আদর্শবাদী মাতার সহজে লাগ করে। আদর্শবাদ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ প্রক্ষে রাসূল হ(হ) বলেন, আল্লাহ হুমায়রা (রাও) হতে বর্ণিত, রাসূল হ(হ) বলেছেন, 'মেয়েদেরকে চারটি শুরু বিবেচনা করে বিয়ে করা হয়'- (১) তার সম্পদ, (২) তার বক্তশ মর্যাদা, (৩) তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার সীমনারী। কিন্তু তোমরা রূপনারী সময়ের প্রাধান্য দাও (রুখাশী, মুসলিম মিশকা হ/৩০৮২)। অত হ্রদে রাসূল হ(হ) শুধুমাত্র রূপনারীর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন।

অপর এক হ্রদে রাসূল হ(হ) বলেছেন, আল্লাহ ইবনু আমর (রাও) বলেন, রাসূল হ(হ) বলেছেন, 'পৃথিবীর সবস্র্বক্ষুক ভোগ ও ব্যবহারের সমায়ত্র। আর সন্তানের উত্তম ও উৎক্ষু সমায়ত্র হচ্ছে রূপনারী সর্বাধিক তালু' (মুসলিম, মিশকা হ/৩০৮৩, 'নিকাহ' অধ্যায়)।
নেপোলিয়ান বলেন, “Give me an educated mother and I will give you an educated nation” —Napoleon

(2) সূনদের নাম চয়ন:

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা সুনির্দিষ্ট নাম রয়েছে। এ নামের ধরা বাদিকি ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি ও বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের ব্যক্তি জীবনে নামের প্রভাবও যথেষ্ট কাজ করে থাকে। তাই নাম রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সত্তরতা অবলম্বন একাধিক অপরিহার্য। সন্তানের সূনদের নাম রাখতে হবে পিতা-মাতার নিকট এটি সন্তানের অধিকার। আর এ অধিকার সন্তানকে ইসলাম দিয়েছে। এজন্য রাসুল (ص) পিতা-মাতারকে তাদের সন্তানের জন্য সূনদের নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল (ص) বলেন, “কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে।” সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য নাম নির্দেশ করবেন (আবুদাউদ, মিশকাত হ/4৭৬৮, আলবানী হানিফিটকে বহুক বলেছেন, তবে হাদিসের মর্য সঠিক)।

ঈবনু ওমর (রাই) বলেন, রাসুল (ص) বলেছেন, ‘তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবাপেক্ষা প্রিয় নাম হচ্ছে এমনতা ও আমুর রহমান’ (মুসলিম হ/4৭৫২)।

যে সমস্ত নাম আল্লাহর দাসত্ববদ্ধ অর্থ প্রকাশ পায় সেসব নাম রাখা ভাল। আর এইগুলি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। নবীদের নাম রাখা ভাল। রাসুল (ص) কারা অপসারনীয় নাম থাকলে সাথে সাথে তা পরিবর্তন করে দিতেন অতঃপর সূনদ নাম রাখতেন। আমুর ঈবনু ওমর (রাই) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাই) এর কন্যাকে আস্তিয়া নামে ডাকা হত। রাসুল (ص) তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখলেন (মুসলিম, মিশকাত হ/4৭৫৮)।

(3) আলীকা:

ইসলামে শিক্ষা অন্যতম অধিকার হল, সন্তানের জন্য সূনদ দিনে আলীকা করা। যা পিতা-মাতার জন্য একটি মর্যাদা করত্যাগ। আমাদের দেখে আলীকার প্রতি শ্রদ্ধা দেওয়া হয় না। অতএব সূনদের দিনে আলীকা যা রাসুল (ص) এর বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের সূনদ দিনে আলীকা করার ছীব হাদীস পাওয়া যায় না (ইহবানা 8/৩৫ পৃ: ১১৪৬ সং হাফিজের আলোচনা)। বড়ো পুত্র, ছাত্র সহ আলীকা করে হবে। যাতে ও যা পুত্র দিয়ে আলীকা করা একটি প্রকার স্বাস্থ্য রয়েছে। (ইহবানা, মিশকাতে হ/৪৭৫২)। অন্য জন্য চোখ করার জন্য একটি প্রকার পুত্র দিয়ে হবে যা একটি পুত্রের পাদ একটি পুত্রের পাদের পর দিয়ে হবে। আলীকার পুত্রের সম্ভাবনা রাসুল (ص) বলেন, শিক্ষার জন্যে সহ আলীকা সম্পৃক্ত। সুনরাং তার পক্ষ থেকে তোর নাম এই হিসেবে কর এবং তার শরীর হতে কমা দূর করা। যাতে মাঝারি চুল কেটে ফেলে। (আলবানী, মিশকাতে হ/৪১৪৯, ‘আলীকা অনুরোধ’)।

হাসান বাহরী সামুদ্র ঈবনু জুসুদ (রাই) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুল (ص) বলেছেন, ‘শিক্ষা আলীকার সাথে আরো গুরুত্ব থাকে।’ জন্যের সূনদ দিনে তার পক্ষ থেকে পুত্র যেবে করা হবে (আবুদাউদ, মিশকাতে হ/৪১৫৩)।

www.ahlehadeethbd.org
(৪) খাত্তানা:
Islamের অবশ্য পালনীয় এক যুবকী আদর্শ হচ্ছে খাত্তানা করা। নবীশ্বে খাত্তানা করতেন।
কোন অমুল্লিন যদি ইসলাম প্রচার করে তার জন্য খাত্তানা করা উচিত। খাত্তানার কোন
নির্ধরিত সময় নেই। পুরুষদের বর্ধিত চরমের ভেতরে ময়লারা জমা ব্যাক্তিত্বের সৃষ্টি হতে
পারে। এজন্য খাত্তানা করার প্রধান করণ হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান খাত্তানা করাকে
বিজ্ঞানসমত, যুক্তিসমত ও বিবেকসমত জীবন বিধান।
Islam খাত্তানা প্রথা প্রচলন করে তা প্রভাব
করেছে। এ মর্যাদা রাসূল (স্বা) বলেন, '(মুসলমানদের জন্য) পাঁচটি পালনীয় বৈশিষ্ট্য বা
ব্যবহার হয়েছে, ১. খাত্তানা করা, ২. নাতীর নিচের লোম পরিকার করা, ৩. গোফ হোট করা,
৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়ে ফেলা।' (আলোকী, মুসলিম মিশন ১৭৯৩, ইরাও
হা/৭৩)। আর হানিফ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, খাত্তানা করা মানুষের ভাবনাগত কাজ, যা
সর্বকালে সৃষ্টিতর পরিচয়ক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে আসছে।

(৫) পরিচয়:
জন্মনূত্র থেকেই যথাযথ পরিচয় লাভ শিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। শিশুর যত্ন
নেওয়া, পালন-পালন করা এবং তার সমন্ত ব্যাপারে দেখানা করা যথাযথ পরিচয়ের অন্ত
উল্লেখ। তাকে খাওয়ানা, পেশাকরণা, পরিকার-পরিবহন রাখা এবং যুগ পাড়ানো সব
কিছুই এই পরিচয়ের আওতাতুল্য। শিশুর যেমন অধিকার আছে সেবা ও পরিচয়া পাওয়ার,
তেমনই মায়ের অধিকার আছে তার সন্তানকে সেবা ও পরিচয় করার সুযোগ পাওয়ার।
কাজেই পরিচয় ও সেবা দুই শিশুরই অধিকার নয়, শিশুর মায়েরও অধিকার।
Islam শিশুর নিরাপত্তা বিধানে পিতা-মাতার প্রথি আরোপ করেছে এক বিশেষ দায়িত্ব।
শিশুর তার শেখার প্রকৃত বিদ্য কোনোটি তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব
হচ্ছে সৌভাগ্যে শিশুকে রোগের আক্রমণ থেকে বাচানোর প্রয়াস নেওয়া। তাদের সার্বিক
কষ্টেরক্ষণ নিষিদ্ধ করা, যথায় শিশু সকল প্রকার রোগ-পীড়া হতে বাচতে
পারে। শিশুর প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসার বিষয়ে কারো দ্বিমত করার সুযোগ নেই।
কিংবদন্তি এটা হচ্ছে, আল্লাহ তা’আলার একটি নিদর্শন এবং গোটা মানব জাতির উপর তার
অন্যতম প্রহ্লাদ করণো বিষয়ে।

(৬) শিশুর প্রতি সমস্ত বিধান:
Islam শিশুদেরকে চেহারা জড়ুঝানো সম্পদ বলে রিভিনো করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,
‘সন্তান-সন্ত্রুতি শেষকদের জন্য পার্থিক জীবনে সৌন্দর্য নিলাম’ (রাষ্ফ ৪৮)। শিশুদের মধ্যে
আরোপণ সমস্ত বিধান হচ্ছে, এমন একটি বিষয় যাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত
করেছে। অথচ আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে চেল সন্তানকে মেয়ে সন্ত
ানের উপর প্রাথমিক দেয়া। মেয়েদের প্রতি অধিচর করা এবং তাদেরকে সম্পত্তির
অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। জাহাঙ্গীর যেমন মেয়ে সন্তান হলে তাদেরকে জীবিত
পৃথি কেলা হত, ঠিক আমাদের সমাজেও মেয়ে সন্তান জন্মান্তরের কারণে মানুষের চেহারা
মালিন হয়ে যায়। এটি অত্যন্ত পার্থিত্য। অথচ রাসূল (স্বা) বলেছেন, মেয়ে সন্তান
লালন-পালনের মাধ্যমে জন্মান্ত পাওয়া যায়, জাহাঙ্গীর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যাতে তিনি
চেল সন্তানের ক্ষেত্রে বলেননি। আয়েশা (রাসা) বলেন, একদা এক মহিলা তার দুটি কন্যা

www.ahlehadeethbd.org
(৭) উত্তম উপদেশ প্রদান:

পিতা-মাতার দায়িত্ব হল সত্তাকে উত্তম উপদেশ প্রদান করা। যে উপদেশ সমূহ পালনের মাধ্যমে সে ইহকলে শান্তি এবং পরিকল্পনা মুক্তি লাভ করতে পারবে। মহাম আল্লাহ বলেন, 

'হে ঈমামদারগণ তোমরা নিজেদের ও বীর্য পরিবারকে সেই আত্মন হতে বিচারও, যার ইসলাম হবে মানুষ ও পাঠক। (তাহরিম)। এখনে আল্লাহ তা’আলা পরিবারকে জাহানাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের মালিকের হাতে সমর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিকাত উল্লিখিত লুকমান (আরহে)এর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতি উত্তম উপদেশ সমূহ পিতা-মাতার নিকট বিশেষভাবে অনুসরণ। নিম্নে উপদেশ সমূহ উপস্থাপন করা হল: (ক) লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেন, 'হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শ্রেষ্ঠ কর না। সত্য কথা এই যে, শিরক অতীব মূল্যমুল্য' (লুকমান ১৩)। রাসূল (হুর) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি, তারমধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা।' (রূহানি, মিশকাত হা/৫৪৪)।

(খ) পিতা-মাতার দায়িত্ব হল সত্তাকে উত্তম উপদেশ প্রদান করা। যে উপদেশ সমূহ পালনের মাধ্যমে সে ইহকলে শান্তি এবং পরিকল্পনা মুক্তি লাভ করতে পারবে। মহাম আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমামদারগণ তোমরা নিজেদের ও বীর্য পরিবারকে সেই আত্মন হতে বিচারও, যার ইসলাম হবে মানুষ ও পাঠক। (তাহরিম)। এখনে আল্লাহ তা’আলা পরিবারকে জাহানাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের মালিকের হাতে সমর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে কৃত্তিকাত উল্লিখিত লুকমান (আরহে)এর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতি উত্তম উপদেশ সমূহ পিতা-মাতার নিকট বিশেষভাবে অনুসরণ। নিম্নে উপদেশ সমূহ উপস্থাপন করা হল: (ক) লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেন, 'হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শ্রেষ্ঠ কর না। সত্য কথা এই যে, শিরক অতীব মূল্যমুল্যমুল্য' (লুকমান ১৩)। রাসূল (হুর) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি, তারমধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা।' (রূহানি, মিশকাত হা/৫৪৪)।

(গ) 'হে পুত্র! ইমাম কাজ কর' (লুকমান-১৬)। আল্লাহ অন্যতম বলেন, 'আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দিন এবং নিজেদের এর উপর অবিচল তাকেন' (হুরান ১০২)। রাসূল (হুর) বলেন, আমার ইবুন শাইব তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, রাসূল (হুর) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের ছালাটি আদায়ের জন্য আদেশ কর, যখন তাদের বয়স ৭ বছর হয়। ১০ বছর বয়সে ছালাটি আদায় না করলে প্রহার কর এবং তাদের শপথ পূর্ক কর' (আবদাদউদ, মিশকাত হা/৫৭২ ছালাটি আদায়)।

(ঘ) 'হে বৎস! তোলা কাজের আদেশ করবে ও মদ্য কাজ হতে নিষেধ করবে' (লুকমান ১৭)।

(১) 'হে পুত্র! এ জাতে দূরহ-কই হানকা যা কিছু আসে তা সব বরদাশ্ত কর। কেনানা কাজ সমপলু করা একইসাথে কৃত্রিম ও অপরিহার্য। (লুকমান ১৭)।

(২) 'হে বৎস! মানুষের সাথে অংশকার কর না। অহংকারবর্ধন যুগ্র করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে যেতে থাক না। (লুকমান ১৮)।

(৪) 'হে পুত্র! উপদেশ ও অহংকারে সং হতে যমীনের উপর চালাক্ষর কর না। কারণ আল্লাহ কোন উত্তম, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। (লুকমান ১৮)।

(৫) 'হে পুত্র! মধ্যম পসন্দ অবলম্বন করে মাকামাঙ্গ ধরনের ছালাটি অবলম্বন কর' (লুকমান ১৮)।

(৬) লুকমান বলেন, 'হে পুত্র! তোমার কর্মধানি নিয়ো কর, সংহতি ও নমস্কার কর। কেনান সবচেয়ে যুগ্র হচ্ছে গাধার কর্মশ আওয়াজ' (লুকমান ১৯)। লুকমানের এ নয়টি উপদেশ যা
(8) উত্তম শিক্ষার শিক্ষা:

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হৃদয় হচ্ছে স্বামী তাদের সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা দাতৃত্ব করার উদ্দেশ্যে পিতা-মাতার শিক্ষার শিক্ষা দানের রুপে এর অপরিহার্য। এ গুলো হচ্ছে মৌলিক মানবীয় শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, যার ভিত্তিতে শিক্ষাবিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষার্থীর নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে পদার্থ হতে পারে। দৃশ্যের উপর পিতা-মাতার একান্ত দর্শন করতে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আরু হুরায়ারা (রাসুল) বলেন, রাসূল (হাফিজ) বলেছেন, এতেক সত্ত্বা ইসলামী স্বাধির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপূর্ব তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, শিয়াল্লাহ অথবা অভিনুভুত করা গড়ে তোলে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশর হাইফোন)। মু'আলী (রাসুল) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (হাফিজ) ওয়ায়াহিয়াত করেন।

াল্লাহ তা’আলা স্বাধীন স্বাধীন পরিবারের কাছে আবির্ভূত করা হয় (২৪:৫৫)। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (হাফিজ) বলেন, ‘পরিবারকে সংশোধন করার জন্য থাকুক এমন স্থান রাখ, যেন পরিবার তা দেখে মান। কারণ এই তাদের জন্য শিক্ষার’ (সিলসিলা হাইফোন ৫৪৪)।

রাসূল (হাফিজ) ’একথা হলাতের পূর্বে দুঃখিত যাবায় অপসারণ করতে এবং এদের পর কথা বলা খারাপ মনে করতেন।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (হাফিজ) ’একথা হলাতের পূর্বে দুঃখিত যাবায় অপসারণ করতে এবং এদের পর কথা বলা খারাপ মনে করতেন।’ (২৪:৫৫), (৫৪৫)।

একটি হলাতের পর হেলে-মেয়েরা কেখানে থাকলে এবং কী করে এটা দেখায় দায়িত্ব পিতা-মাতার। এলাকায় হাজি হলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, রাসূল (হাফিজ) শুধু শিক্ষার শিক্ষা দেননি বরং তিনি উত্তম শিক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন।

তাই পিতা-মাতার একান্ত দর্শন হল তাদের সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষার শিক্ষা দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের হেলে-মেয়েরা উত্তম আদর্শের অধিকারী হতে পারে এবং পরিবারে জাতীয় লত্তিএ এবং জাহানাম থেকে মুক্তি পেতে পারে।

উপসংহার:

রাসূল (সাঃ) তার অবহ্ষণ থেকে শত্ব ব্যক্তির মাঝে মেয়ে বিশেষে শিক্ষার প্রতি যত্ন হচ্ছেন আজকের মুগ্ধ মুসলমান পরিবারের সে আদর্শ প্রতিপালিত হচ্ছে কি? মেটেই নয়।

তাই যদি হত তাহলে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সাদা জাতীয় শিশু শিক্ষা শিক্ষা অধিকার করিত, এর প্রফেশান্ড পর্যাবলিক বা সেমিনার-সিপোজিয়ামের প্রচেষ্টা হত না।

জাতিসংঘ যে শিশু অধিকার লজ্জার পরিসংখ্যান তুলে ধরে তার মধ্যে মুসলিম দেশগুলোর হার তুলনামূলকভাবে বেশি। অর্থ মহানবী (হাফিজ)-এর এই মালামাল যদি মুসলিম অনুসরণ করত, তাহলে ইহুদী-শিয়াল্লাহ রাষ্ট্রগুলোই মুসলিম দেশকে দেখে অপ্রতিক্রিয় হবার কথা হত। কিন্তু কিন্তু এটা হচ্ছে তার বিপরিত। তাই আজ সকল মুসলমানের উচ্চ, ইসলাম যে শিশু অধিকার প্রচেষ্টা করছে তা অনুসরণের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধ তুলে ধরে। অল্লাহ তাব্বালা আমাদের সকলকে শিশু অধিকার বাণিজ্য করার কর্তব্য দান করেন। আমান।
সমাজ সংস্কারে যুবসংগ্রহের অসামান্য অবদান
-হাসিবুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ্রহ বি, এ (অন্তর্গত) ৪র্থ বর্ষ, ইতিহাসী বিভাগ, জাতীয় বিভাগের প্রাণপুরুষ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রতিষ্ঠা করেন হকুর অতীব গ্রহণ। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ্রহ প্রথম প্রকাশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য অধিক আত্মপ্রকাশ এবং প্রথমম সাহস বাধাদি পারেন।

মুসলিম সমাজ যখন বিভূতি সংক্রমক রোগ আক্রান্ত হয়ে গণনিদ্রী চীত্তৰ দিকে এবং তা নির্মানের জন্য বৃহত্ত ইসলামী পতিতা তায় উপলব্ধ প্রাণের দিকে। তখন উক্ত মিথ্যা শুরু প্রকৃতে আল্লাহ বরির, জিবরিল আনিম এবং মুহাম্মদ (হা) কর্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়া নিয়ে আগমন ঘটে বাংলাদেশ আহলেহাদী� যুবসংগ্রহ’ নামক ডাকারে। এই ডাকারের চিক্রিয়ায় আরোগ্য ভাব করা অশ্লীল। কারণ এই প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বাসুল (হা) কর্তৃক পরিকল্পিত। আর তা হল পরিপূর্ণ হারান ও হানি হানি। সেই দুর্দান্ত চীত্তৰ এই প্রভাব গুরুত্ব করে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগ্রহ’

মুসলিম সমাজে যে দুটি রোগ কর্তৃক লেগে বসেছে এবং সমাজের উপেক্ষার নায় কুরে কুরে খাছে তা হল শিক্ষা এবং বিদ্রুপ। শিক্ষা মুসলিম সমাজের হিসাবের বিশেষ জোড়া যোগে আক্রমণ হয়। মুসলমানের সিঙ্গারায় কর্করো শিক্ষা প্রস্তাব করে আক্রমণ। কারণ শিক্ষা একটি মহাপাপ। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন বুকমান তার পুরুষ উপেক্ষা দিতে হে বলন, হে আমার বৎস। তুমি আল্লাহর সাথে শিক্ষা কর না, নিশ্চয় শিক্ষা একটি বড় অপরাধ’ (লুকান ১৩)। শিক্ষা এনে একটি পাপ, যা নিজে মনে ধর্মপ্রাণী হয়, তেমনি অন্য আলমকে ধর্মে আর দেয়। শিক্ষকর কেন আমল আল্লাহর নিকট পূজীত হয় না। আল্লাহ বলেন, ‘যদি তারা শিক্ষা করে, তাহলে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে’ (আন'আম ৮৮)। স্বাধীন বাসুল (হা)-কে ধর্মে দিয়ে আল্লাহ বলেন, ‘যদি আপনি শিক্ষা করেন, তাহলে আপনার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি অবশেষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন’ (মুহাম্মদ ৬৫)। শিক্ষার পাপ আল্লাহ কর্তৃক করান না। তাহলে মনে আল্লাহ তার সাথে শিক্ষা করাকে ক্ষমা
করেন না। এছাড়া আর কোন পাপ তুমি যাকে ইচ্ছা করা করে দেন’ (নিসা ৮৮ ও ১১৬)। শিকারের চূড়ান্ত পরিসমাজ জাহানাম (মায়েদাহ ৯২)।

dুর্দিষ্টকর হলেও তাহে যে, একশ্রেণীর মানুষ ইবাদতের নামে করাপুজায় নিম্পুজ্জ প্রকারভাবে তারা জাহানামের অগ্রগতির দৃষ্টা দেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা মৃত পীরের কাছে গিয়ে মানত করেছে, সেখানে সিজদা করেছে। করাপুজার মাধ্যমে আল্লাহর সত্ত্বা তালাশ করেছে। অথচ করন শারিয়ত মূল্য ব্যক্তি করা কথা তাতে পায় না, কারণ উপকরণ বা কৃত্তিতে করতে পারে না। আল্লাহ তাঁর আল্লাহ সম্বল রসূল (হ¬)কে উদেশ্য করে বলেন, ‘আপনি অবশেষই কোন মূল্য ব্যক্তিকে শান্তে পারবেন না’ (নামল ৫৮)। মুহাম্মদ (হ¬) যদি মূর্খ বা করদাতাকে তাতে না পায় তাহলে আর কে আঁছে তার কথা মূল্য ব্যক্তিকে শান্তে পারবে ? তুল তাই নয়, মিথ্যা ছোয়ানীর প্রতাশায় ধর্ম শ্রেণীর লোকের শিকারের আত্মৰিখায় তাদের অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিলে। তারা পঞ্চকের কাছে যাওয়া, তাবাহ বলনানো, সূত্র পড়া, যাদু ইত্যাদি শিকারে লিপৎ। তুল আমলের ক্ষেত্রে নয়, আল্লাহদার ক্ষেত্রেও তারা ভাবিতে নিম্প্রিয়ত। আহলেহাদীছ যুবসমাজ থেকে শিকারের শিক্ষার্থী মূলসংগতের জন্য আগ্রহের সংসার অবাহত রেখেছে। এ জন্য বিভিন্ন সম্মেলন, সমবেশ, সমাজ-সিদ্ধান্তের পরিচালনা করে আছে। অবশ্য এখন নানা ঘট-প্রতিঘটনা সহ করতে হয়েছে। সহ করতে হয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্ভুতন।

সরলমনা খোয়াবাপাল মানুষ কেন্দ্রের বোকায় পড়ে আরেকটি আমলবিধিবংশী কাজ নিম্প্রিয়ত। ইসলামের পরিভাষায় যাকে ‘বির‘আত’ বলা হয়। যেমন মীলাদ, শবেরতাত, প্রচলিত মুনাজাত ইত্যাদি। রসূল (সংবি) এর পক্ষ থেকে অনুমোদন নয় এমন কাজ বাবুক নিয়ে যতই সুন্দর হোক তা থেকে কোন ছোয়ারাব অর্জিত হবে না; বরং উহা অনায়ার সং আমলকেও নষ্ট করে দেয়। কিন্তু বিদ‘আত এমন একটি মধ্যমে সুখাদু আমল, যার স্বাদ একেবারে আসাদন করলে সেখান থেকে রসনাকে বিরত রাখার অন্যতম কাজ। করণ যারা চুরি-ডাকাতি, হত্যা-রাহাজনি, খোনা-ব্যাংচিয়ার, সন্নাট-ষাটারাজি, লুতন-অপহরণ ইত্যাদি অপরিহার্য লিপত তারাও জানে যে, এগুলো অন্যায়। ফলে বিবেকের দশে একপর্যায়ে তারা করে দুর্কৃতিযুক্ত নর্মদা থেকে এবং হয়ে পরিণত করান ও ছইহ হামিদের ফুলবাগানে প্রবেশ করার সুযোগ থাকে। কিন্তু যারা বিদ‘আত করে, তারা ইবাদত মনে করেই আমল করে। ফলে তারা করার সুযোগ পায় না। তাতে নিজেদের ঘাম বর্জনী খুটিনী কলূর বর্জনের খুটিনীতে প্রবর্তিত হয়। বরং তার চেয়েও শোকনী।

cরণ এতে তুল ঐ আল্লাহই নষ্ট হয় না বরং অন্যায় আমলকেও আল্লাহর নিকট করুন হওয়া থেকে বাধা দেয়। সেজন্যই আহলেহাদীছ যুবসমাজ বিদ'আতের বিস্তার সমাজে কাজ করে যাচে।

যে সমস্ত প্রথা মূলমন্ত্র সমাজকে মারাত্মকভাবে ধ্রুস করছে সুখ এবং যুত্তী তার অন্যতম।

অথচ তা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ ববসাকে বলাল এবং সুন্দক হারাম

করেছেন’ (ফাতাহরা ২৭৫)। তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা চক্রবৃথ্য হারে সুখে খেয়া না,
তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমারা সফলকাম হবে” (আলে ইসমাইল ১৩০)। সুদ খাওয়ার কারণে শরীরে হারাম প্রবেশ করে। রাসূল (হ.য়) বলেছেন, ‘ঐ দেহ কখনোই আল্লাহকে প্রবেশ করবে না, যা হারাম খাদ্য ধ্বরা গঠিত’ (বায়ারটু, ও'আবুল ঈমান, মিশকাত হ/২৫৮৭)। সমাজ থেকে সুদ ও যুব নামের আঘাতগুলোকে সমুলে উৎখাত করার জন্য যুবসংহ প্রতিষ্ঠালগুলো থেকেই অর্জন পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

দেশে ছাত্র বা যুব সংগঠনের ছাড়াই ভিত্তি অহির বিধান মানা পরকালমূখী একনিষ্ঠ যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসং’ ছাড়া অন্য কোন সংগঠন পরিলক্ষিত হয় না। একমাত্র এই যুবকের মানুষের আবীরা ও আমলকে সংশোধন করে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। ইমানাল্লাহ কিয়মত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তাই ছাত্র ও যুবসংহের উচিত উক্ত কাফেলায় অংশগ্রহণ করে একটি শান্তিপূর্ণ, দুনিয়াতের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সর্বব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো। যেমন এ সংগঠনের প্রত্যাক্ষ। ‘আমারা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকে না প্রপিতল্য নামে কোন বিজ্ঞাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোন রূপ মায়া সংকীর্ণতাবাদ।

***

‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হবেন ছাড়াই কোন বাহার জীবনের প্রতিষ্ঠান। আল্লাহর ভয়ে যতর যেমন থাকবেন সাদা সঙ্গী, তোমরা তার সঙ্গে অর্জন ও বেহেশতের অভ্যন্তরীণ পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মকর্ম। তাদের জীবন হবে রুটিত বিধায় স্বাভাবিকতাত। তাদের জীবন হবে রুটিত বিধায় স্বাভাবিকতাত। তাদের অনুমষ্ঠ চরিত্র-মাধুর্য, ত্যাগ-জিতির্ক্ষা ও কৃত্রিম আদর্শনিক্ষেপ অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করবে’ (কর্মপদ্ধতি)

শাহীদের কারণ দ্যায়মান ওয়াবায়ে (র.হ.) -এর আপেক্ষিক বীরকারকি

‘আমি পৌরোষ্করণ করি না, ফখর আমাকে একজন সুমিষ্ট হিসাবে ধ্যান করা হয়। আল্লাহর রাশে আমাকে বিবেচনা করা হয়, তা কবেন মহত্তা আল্লাহর জন্য। তিনি ঈশ্বর করে আমার দেহ তে বিস্ত্রব করে ঘাটি আপন বিনিময়ে বরণ দান করবেন’!! -চূড়াই কুরআনী হ/৩২৮৯।
সত্যের পথ কর্তাবীর্ণ
-মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য, বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংঘ

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নানা
বাধা-বিপত্তি পরিমাণ নির্ভর তাওধীরে বঞ্চিত এই যুবসংঘের সুনিশ্চিতটি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলস্বীকার নিয়ে ধীর ও ৩ বছর অতিক্রম করছে। প্রতিষ্ঠাতালীন সময় থেকে
অন্যায় উদ্দেশ্য কর্মীর মানে উন্নত কর্মীদের নিয়ে গত ৮ ও ৯
ডিসেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নত কর্মীদের নিয়ে গত ৮ ও ৯
ডিসেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' সম্মেলনে। সেই উপস্থিত
'স্বার্থপ্রাপ্তি' প্রকাশিত হতে যায়ে জেনে ফেলে আসা দিনগুলো থেকে দুটি কথা লেখার
ইচ্ছাভাব। সম্প্রতি ১৯৮৯ সালের দিকে আমার নিজ প্রাণ কর্মসূচি, জয়পুরহাটে একই
দিনে পাশাপাশি দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটি 'বাংলাদেশ আহলে হাদিস
যুবসংঘ' এর। অন্যটি 'জমিদার আহলে হাদিস' জয়পুরহাটে লেখার উদ্যোগে।
সম্মেলনে উভয় সংগঠনের পীরের সুবুড়ি উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি ১ম সমিতিতে পড়তাম। কিছু
না বুঝতে এলাকার আলোচনায় যে কথাটি বেরিয়ে আসেছিল তা হল, যুবসংঘের
ব্যবস্থাদের আলোচনা এবং সাংঘটিক মন্ত্রণা অন্যের শক্তিশালী। এরপর সংগঠনের বিভিন্ন
বাই পড়তে পড়তে যুবসংঘের প্রতি আমার ভাববাদা জন্মে এবং সংগঠনমূলক হয়ে যাই।
২০০০ সালের দিকে আমার এস.এস.সি পরিক্ষার ঠিক একমাস পূর্বে আমাকে কমর্স
শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই মাগে পত্রিকাতে আমার সাংঘটিক যাত্রা শুরু হয়।
কর্মী হওয়ার পর ২০০১ সালে আমাকে যুবা কর্মসংঘের সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
এবং ২০০৩ সালে লেখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেদিন বুঝতে পারিনি
যে তাওধী কথাটা যে দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কর্মসংঘে যোগ দেবে। ২০০৫ সালের
২২ ফেব্রুয়ারী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ক্ষেত্রের করা হয়
এবং মিডিয়া মামলা চাপানো হয়। কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রচারণা
করে সাধারণত সহযোগী করা যাচ্ছে। এরপর জয়পুরহাটে যুবা আলোকানন ও
যুবসংঘের ৫ জন নেতাকে মিডিয়া অতিক্রমে গ্রেফতার করা হল। প্রতিবাদ দেওয়ার জন্য
সাংবাদিকদের দরে যাত্রা চাপানো হয়। কিন্তু সে মুহুর্তে কোন রিপোর্টরদের আমাদের প্রতিবাদ নেইনি,
বরং সাই উপস্থিত একজনের হৃদয় দিল ছিল। এমনতাবস্থায় নয়াদিঘি পত্রিকায় যুবা
রিপোর্টারদের মাধ্যমে সম্পাদকদের সাথে কথা বলি এবং তিনি সম্মান হওয়ার বাক্যের পক্ষ
হতে ১০০/শ টাকায় একটি প্রতিবাদলিপি প্রদান কর। কিন্তু সে প্রতিবাদলিপি ছাপানো
হয়নি। পরে আলোহার বিশেষ রক্ষিত যুবা মামলার মুক্তি হয়। অতঃপর কুচবী
মহল ১৭ আগস্ট ২০০৫ সারা দেশে একমাত্র সিরিজ যোগ হামলা চালায়। মামলের
মাঝে আত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার ১ মাস পর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ দিবার রাতে
আমাকে উদ্দিকতায় আমার বাসা থেকে গেছবা করা হয়। এরপর বুঝিতে পারলাম দীনে হকের পথ কর্তৃকারী। এই পথ দুঃখ দিতে হলে অনেক দৈহিক, জ্ঞাতি, সাহস এবং কঠিন মনোবল দরকার। তাকাঁ নিয়ে যাওয়ার পর আমি সাংস্কৃতিক পরিচয় বজ্র করলাম। একটারা করিয়েদিন চলন প্রশাসনের উপরতন কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ।

তাদের বিবির্থ প্রশ্নের মধ্যে মূল দুইটি প্রশ্ন ছিল- শায়খ আবুর রহমানের সাথে তোমার কতেক্ষণ গোপন যোগাযোগ হয়েছে? দ. গালিবই জমিদারের মূল হয়ে যায়। তা না হলে তাকে গেছবা করা হল কেন? জবলায় বলছিলাম, শায়খ আবুর রহমানের সাথে আমার গোপন যোগাযোগ হয়ে যা দূরের কথা তাকে আমি চিনতি না। অন্য প্রশ্নের জবলায় বলছিলাম, দ. গালিবই একমাত্র বাক্য, যিনি জমিদারের বিবর্ধে এদেশে সর্বপ্রথম কথা বলেছেন। তার লেখা ইকমাতে দীন: পথ ও পর্যায়ক্রমের মধ্যে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকাও ও বিভিন্ন স্থান-সমাজের বস্তু-বিবর্ধী, সিডি-সিডিফিডি এবং লেখিকাগণের পাঠ দেখেছিল। তিনি তাকে অবস্থান সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই কোনো মহলের যুবককে তাকে এবং তার সংগঠনে কোনোনো চেতা চলছে। তাদের আরেকটি প্রশ্ন ছিল সদর, সারাদেশে ইকমাতে দীন একমাতে দীন হামলায় সাথে তোমাদের সংগঠন কি জড়িয়েছি? জবলায় বলছিলাম, এটিই একটি ধর্মীয় কথা। কিন্তু সে ধর্মীয় কথা আমাকে সহজেই অন্তরালের অর্থ সম্পাদক মোঘলে হামলায় সদর হতে একমাতে দীন রহমান এবং আলেহার বিশ্বাসীর প্রধান শরীফুদ্দীন ইসলাম তাকে জয়পুরহাটে সংঘটিত সিরিজ বোমা হামলা মামলায় সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আলোচক রহমত দীর্ঘ দুই মাসে আইনী প্রতিবেদন সমাপ্ত হল এবং আমরা এ মিথ্যা মামলা হতে মুক্তি পেলাম। কৃত্রিম বিচার আদালতে, রাজীবই হতে ১৪ মে ২০০৬ তারিখে আমাদেরকে বেকসার খালাস দেওয়া হয়। মহান আলোচক নিকট আমার একাদশ প্রধানী দীনের স্বার্থে এই কারণের মেয়ে আমাদের পর্যায়ে মুক্তি অর্জন হয়।

ভবিষ্যতে এমন বিপদ যেন দৈহিক হয় না এবং জীবনের বাকী অংশটুকু যেন এই তাওহীদী কাফেলায় কাটিয়ে দিতে পারি আল্লাহর সেই তাওহীদী দান করেন -আমান!  

***

আলহেহাদাহী আক্ষেপেরে শ্রুকদ্ধুদ্ধ হিসাৎ গালাবালার  
ঈবু তাহবিয়াট (রহ.)-এর পর্যায়  
(আত্রী হাইযারা মন রেখা) ‘আমার শক্রতা আমার বিবর্ধে বিদেশের  
প্রতিশোধ নিয়ে? আমার আত্রী, আমার ভাস্কররো আমারই করক।  
আমাকে হঠা করা হয়ে আমি শাহাদতের সন্নাত পান করব,  
আমাকে দেশ থেকে বাহির হলে না আমি অন্য এমনোর উপদেশ  
বেীরে যাব, আমাকে কারাগারে বসা করে রাখা হচ্ছ তা হবে আমার  
জন্য নিজ বাস্কর?!!!

www.ahle hadeethbd.org
কবিতা

আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অস্থান

-আহমদ শরীফ

সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কৃত্তিব্য যেলা।

আল্লাহর অহি অদ্বৈত সত্যের খাশত বাণী
কুরআন ও হাদীছ দীপ অনির্বাণ।

নির্তজল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আদেশলেন
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অস্থান।

শিরক-বিদ'আত, ইংরেজ শাসন দমনে,
পূর্ববাংলার হাজী শরীয়তুল্লাহ,
পশ্চিম বঙ্গে বিপ্লবী তিকিমীর-

বাশের কেলায় করলেন শাহাদত মুহাম্মাদ পান,

নির্তজল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আদেশলেন
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অস্থান।

অকৃত্রিম ইসলাম ভারতে প্রতিষ্ঠায়-
সৈয়দ আহমদ বেলতী, শাহ ইসমাইল।

ব্রিটিশ বোনিয়ার দহন ছবোলে-
রক বাঙ্গ বালাকেট তার জ্বল প্রমাণ

নির্তজল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আদেশলেন
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অস্থান।

যুলুম অবিচার অনাচারে বাহা দান
আল্লাহর ফরমান,

তাই শিরক বিদ'আতের মুলোৎপাটনে
আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাজীবী অভিযান,

নির্তজল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আদেশলেন
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অস্থান।

খোলাফায় রাশিদার আদর্শ প্রতিষ্ঠায়
শাস্তির সোনালী যুগের উন্মোচন,
ঈমান ও আমলের শর্ত পূর্ণে

www.ahlehadeethbd.org
কবিতা

কুরআন ও হাদিসে নিঃশর্ত বাস্তবায়ন।
নির্তেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অন্ন।
তাই বিংশ শতাব্দীর প্রগতির এ যুগ
সাধিত হয়েচে খালিদের প্রতি কেন্দ্রেই সংশোধন;
মানবীয় চিত্তা দর্শন, আর জাহিলিয়াতের বিদূরণ
আহলেহাদীছ আন্দোলন।
নির্তেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অন্ন।
ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির সম্বন্ধে
কুরআন ও হাদিস দিকদর্শন।
সত্য ও ন্যায়ের সরল পথ প্রদর্শনে—
আহলেহাদীছ আন্দোলন তার জুলত উদাহরণ।
নির্তেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অন্ন।
বিচিত্র হদয়ে বা পূর্ণিমলে
মুসলিম ভাগ্যের সময়লে
কালামা তাইয়েবার মহামস্তকে
মুসলিম সংহতি দুঃখ করণ।
আহলেহাদীছ আন্দোলন।
নির্তেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অন্ন।
লোভ-লালসায় ঘাত প্রতিষ্ঠাতে সংঘাতে
আল্লাহ তার স্বপ্নের তরে বিধারণ
সত্য ও ন্যায়ের পথে দূরতা অবলম্বন,
অধিক বিধানের অনুসরণ।
আহলেহাদী� আন্দোলন।
নির্তেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহলেহাদীছ আন্দোলন চির-অন্ন।

***

[আহমদ শরীফ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে মৃত্যু করেন।
আল্লাহ তাকে কর্ম করন এবং জান্নাতবাসী করন।]
পূর্বিমার চাঁদ হাতে জিবরীল

-মুহাম্মাদ আহসান
ভাবপতি, আহলেহাদিহ আন্দোলন বাংলাদেশ
ঢাকা খেলা।

জাহিলিয়াতের হ্যারিকেন প্রচুর ঘূর্ণিঝড় হয়ে
ধরে এসেছিল ধূসর আরব জনপদে ওই সব সারাজাতিতে
ঘোর অস্তকার, মেঘ গর্জন, বিদুৎ বয়লকনি-ধ্বমান কালো ঘোড়ার
হেরাল্ডনি, ক্ষুধায়তে তখন করেছিল জনপদ, বিদীর্ণ করেছিল
আতোয়ার কোমল বক্ষ, তুষা করেছিল পাীয়ার কণ্ঠালী।

বর্ষ উৎসবে কৃষ্ণমুক্তীর মানবতা জুলু-পুড়ে ছাই তথ্য করেছিল।
কেবল পোড়া দেহের আত্মার নিব-নিব প্রদীপ হয়ে জুলছিল,
কেবল জীব বুকের চারদিক ঘিরে নক্ষত্রের মত মিথিমিটি করে।
কেবল আলোকিত একটি আত্মা একটি ক্ষুদ্র আবে যথম শূলা।
বসন্ত দৌয়া জীবী ফলবান জীবের বৃহৎ মাটির গভীরের স্বাদী শেকড়
আপন হয়েই দাঁড়িয়েছিল গতীর মূম্বাতায়।

অবশেষে তিনি এক রাতে নক্ষত্রের জুলুজুলু মতিরহ নিয়ে
জীবের শাখায় বুলবুলি হয়ে
হেরার জ্যোতি পূর্বিমার চাঁদ হাতে জিবরীল

সপ্ত আকাশ মুখরিত করে নেমে এসেছিল ওই সজীব বৃক্ষে।
নিকট কালো পার্দা বিদীর্ণ করে আলোর বাগ ডেকেছিল ওই দিন
আলায় আলো ঝলমলে হয়ে উঠছিল জলবল নুর, আল-হেরা।
অবিনাশী কথামালা 'ওহী!' কদমে শিলালিপি হয়ে
জুলছিল অতুল গভীরায়।

চারদিক সাড়া পড়ে যায় রাসূলের জীবন জগানিয়া আহসানে।
তুর পাহাড়ের মত অচেতন আত্মার ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল
বিদীর্ণ কাফেলা পথ তুঁজে পায়
মিছিলে মিছিলে ছুটে চলে মনীনার পথে পথে।

জাহিল জনক ইঁশ ফিরে পায় জীবন্ত প্রেমিত কবর পাশে
বোধিত জেগে ওঠে বেদনার অসীম হাহাকার,
ফিরে পায় নিত্য পিতা মায়াবী জনকের অসন।
হেরার জ্যোতি। রাসূলের জীবন জগানিয়া আহসানে।
দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করে তোলে কাবার পথে তাঙ্গাহী কাফেলা।
খুন পিপাসা পাপাবিক হেলি খেলা, হিংসা জিহাসার মরু সাইমুম

www.ahlehadeethbd.org
কবিতা

নির্দেশে গতি হারিয়ে থমকে দাঁড়ায়।
ছুটে আসে আবার বসন্ত খেতুর বাগে
বুলবুলদের কলরবে বাগ-বাসিন্দা দুলে ওঠে ফোটে ফুল,
সে-কী অপরুপ!
কুরআনের জুলমে-লখর তারকার আলো হয়ে,
পুষ্পিত শ্যাম মালা ফুলার ফুলহার হয়ে,
নবিদী বাক্যাবলী জনপদ জাগিয়ে,
গড়ে তোলে নদন কানন।

রাসূলের জীবন জগতায় আহানে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়।
সত্তিত ফিরে পায় দিশেহারা যায়াবর মরু বেদুইন।
তাওহীদের অবিনাশী তাকবীর হয়েঢ়ে পড়ে আমার গতীরে গতীরে
কাবার পথে বিজয় কাফেলা বর্ষলি মিছিলে -মিছিলে দীর্ঘ করে তোলে।
দ্রুপনের জীব খেলে পড়ে, ধরাশায়ী হয়, থেমে যায় হোবলের জয়ধনি
আলাহু আকবার' ধ্বনি মুখর মতায় তাওহীদের অজেয় নিশান উঠছে

চন্দ্র ফিরে যায় কুরআন সুন্নাহর জীবন জগতায় খেতুর বাগে।

***

দাওয়াত ও জিহাদ

-মোক্ষান্নাহ মোহাম্মদী
সাতক্ষীরা

dাস্ত্র শূঁখল চূর্ণ করে এসো মুজাহিদ সততের সম্মানে।
গমরের (রাগ) মত শানিত শমনের, বৃদ্ধি অবিশ্বাসে।
রাহুদ-নাজাহরা-বিদ'আতীরা লিঙ্গ, প্রাধান্য বিতরণে।
তুর সততের বজ্রকণ্ঠ পৌছাও ওদের কর্ণ ফুহার।
ওদের স্বজন উদ্ধরে দেখাও সততের ছায়াহ প্রমাণ।
জিহাদ তুর ধন্য হেক হে সত্যার্থী নওজোয়ান।
হয়দারি হীরে গণ ভূলি বিলে দাও মুজিক দাওয়াত।
দলীল ইহাই 'কুরআন-সুন্নাহ' মুক্তির চরিত্র পথ।

***

www.ahlehadeethbd.org
হুসাইন

আবদুর রশিদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামানি

হুসাইন

তুমি ৭৮-এর সিংহবেশীর সংগ্রামী এক চেতনা।
তুমি দিশাহারা শত-সহস্র যুবকের সঠিক পথের দিশারা।
তুমি ৮০-র দশকের শিরক-বিদ্বেষী আত্মীয় আত্মহত্যা অগ্রিমিকা।
তুমি জাতীয় রাজপথে সঞ্জ্ঞান ও কাশেরের রক্ত প্রবাহের ঘটনা।
তুমি ৮১-র দশকে গঠন করিলে আহলেহাদীথ মহিলা সংগঠন।
তাইতো তোমার প্রচেষ্টায় মা-বোন পেল ধীরের সঠিক দিশা।

হুসাইন

তুমি ৮৯-এর বিভ্রমীদের বিশালগভীর নিশানা।
তুমি ফয়েয়ূল, কবরী আর রক্ষম আলীর সংগ্রামী বাসনা।
তুমি ৯০ দশকের হুসেনদের দূর ঈমানী পরিক্ষা।
তুমি ৯৪-এর আবাল-বুদ্ধের সাংগঠনিক চেতনা।
তুমি ৯৯-এর ভাট ঈমানীর হৃদয়ের বিশ্বাস।
তাইতো তোমার সব তৎপরতায় নিষ্ঠাভরূপ করে তারা।

হুসাইন

তুমি ২০০১-এর অগ্রিমিক পথের বড় বাধা।
তাইতো সে তোমার ধার্মিক কামনায় জ্ঞাত ছিল সদা।
তুমি নির্দেশিত তাওহীদের প্রচার-প্রসার বিভিন্ন এক সেনা।
২০০৫-এর কঠিনকালে তাই ঘটে পেল স্মরণীয় এক ঘটনা।
তুমি ২০০৯-এর সংস্কারপণ্ডিত যন্ত্রাঙ্কনকের কাঠ।
অথচ তুমি এগিয়ে চলেছ আসুক না যতই বাধা।

***

www.ahlehadeethbd.org
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
বাংলাদেশ আহলেহীদীছ যুবসংঘ  
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন  
(১৯৭৮-২০১২)

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৩৮৫ ও হিজরী ১৩৯৮) রোজ রবিবার ৭৮, উত্তর  
ঝড়ের ভূমিভাগে মদারাসা মুহাম্মাদীয়া আরবিয়ার মসজিদের এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।  
উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ জমিজিয়তে আহল  
হীদীছ’-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আদিউল রহমান বিএ বিটি। উক্ত  
সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন কৃতি ছাত্র জনাব মুহাম্মাদ  
আসাদুদ্দৌলাহ আগ-গালিবকে আহ্বায়ক করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি  
গঠন করা হয়। শুরু হয় ‘বাংলাদেশ আহলেহীদীছ যুবসংঘ’-এর পদযাত্রা।  

(এক) দাওয়াতী কর্মসূচী:  
ইহা আন্দোলনের অন্যতম দিক। তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট তাওয়াতীর দাওয়াত  
পৌছে দেওয়াই এর মৌলিক উদ্দেশ্য। সে জন্য আহলেহীদীছ যুবসংঘ দাওয়াত ও  
তাওয়াতীর কর্মসূচী গঠন করে। প্রতিটি যোগাযোগ নিয়মিত সাক্ষরিত সামঘর ও  
মাসিক তাওয়াতীর ইজ্জাতের আর্জন করা হয়। ইজ্জাতের স্বাধ্যায় ও সফল করার  
জন্য কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়। বিশেষ করে সূরা আহ্লাদের শিক্ষা ও তাত্ত্বিক  
বিরূপ দাসের সাহায্য এবং জামাত আহ্লাদের উপর গুরুত্ব রাখা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত  
যোগাযোগ, বই-পত্র বিলিও ও অনলাইন প্রার্থনার মাধ্যমে সংগঠনের জেনারেশন চালানো  
হয়। ফলে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে ব্যাপক সাহায্য জানা এবং তরুণ ছাত্র সমাজ দলে  
তাওয়াতীর কাফেলায় শামিল হতে থাকে।

(দুই) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:  

(ক) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ: কর্মীদের সর্বাধিক তর হল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল  
সদস্য। প্রতি বছর নতুন নতুন কাউন্সিল সদস্য মনোনীত হয়। ফলে নতুন ও পুরাতন  
মিলে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং তারকা মুহাম্মদ আমার  
জামাতের কথা থেকে বিশিষ্ট কর্মসূচী প্রদান করা হয়।

(খ) যোগাযোগ প্রশিক্ষণ: নবগঠিত প্রত্যেক সাংগঠনিক যোগাযোগ কর্মীদেরকে  
সাংগঠনিক প্রজা ও পৃথক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।  
সংগঠন বাস্তবায়ন ও অফিস সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(গ) কর্মী প্রশিক্ষণ: যোগাযোগ ভিত্তিক বাছাইকৃত সাধারণ কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বছরে  
দুইবার তিন দিন কিংবা পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আর্জন করা হয়। এছাড়া যোগাযোগ  
ভিত্তিক প্রথমকরণ সদস্য ও কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমাধ্যে প্রশিক্ষণ  
অনুষ্ঠানে লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং কর্মীদেরকে উহার কথা সরবরাহ করা।  
এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী বিশেষভাবে উপভোগ করে। অনেক অজানাকে জেনে  
ময়দানে ওপরিয়ে পড়েন।

www.ahlehadeethbd.org
(য) নতুন অনুমোদিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ: নিদিদি সিলেবাস অধ্যায়নের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় সে সমস্ত কর্মী উত্তীর্ণ হন তাদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংগঠনের অধীনে সংবর্ধন যুবকদের নির্ভরজাত তাওহীদের আলোকে মর্দে মুজাহিদরূপে গড়ে তোলা জন্যই এই প্রশিক্ষণ কর্মস্থল। যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করাই এ দফার উদ্দেশ্য।

(তিন) জন্মত্ত্ব:

দক্ষ জনপ্রিয় আন্দোলনের আবার্শিক শর্ত। অন্যথা লক্ষ্যাঙ্ক আদু সন্ধান নয়। তাই যোগাতা সম্প্রদায় কর্মী তৈরীর কাজকর্মীর পদক্ষেপ হিসাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে জন্মত্ত্ব বৃদ্ধি করা হয়। বছরের দুইটি পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। বর্তমানে চারটি দলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কাজ চালায়। ক্ষেত্র থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলে ও মেয়েদের মাঝে কাজ করছে 'সেনান্যান' সংগঠন (খ) থেকে ৩২ বছর বয়সের ছেলে ও যুবকদের মাঝে কাজ করছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠন' (গ) ৩২ বছরের উপর থেকে পুরুষদের মাঝে কাজ করছে 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' (ঘ) মহিলদের মাঝে কাজ করছে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংগঠন'।

(চার) প্রকাশনা:

প্রকাশনার মাধ্যমে দাওয়াত যত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, অন্য কোন মাধ্যমে তা হয় না। তাই বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসং প্রকাশনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিচিতি 'ক' ও 'খ', গণনাপদ্ধতি, সিলেবাস, প্রচারপত্র, রামায়ণ উপলক্ষ 'তুমিকায় রামায়ণ' ও 'আমাদের আমাহান', বিভিন্ন প্রচারাঙ্ক উপলক্ষ পোস্টার ইত্যাদি ছাপানোর কাজ করে আসছে। বর্তমানে 'তাওহীদের ডাক' প্রতিক্রিয়া প্রতি দুই মাসান্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য যে, হাদিদী ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা কার্যক্রম বেগবান গতিতে চলার কারণে গ্রামে বর্তমান ফাউন্ডেশনের যে ছাপানোর হচ্ছে।

(পাঁচ) সংগঠনের পরিদৃষ্ট:

সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান কার্যে হলে সংবর্ধন প্রচেষ্টা একাধীক্ষ প্রয়োজন। এই বাতবতা সমাজে রেখে আহলেহাদীছ যুবসং ব্যাপক কর্মসূচী প্রচালন করে থাকে। একে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসং ৩৩ বছর অতিক্রম করেছে। সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিককে বর্তমানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসং একটি নির্ভরজাত ইসলামী সংগঠন। কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। আহলেহাদীছ যুবসং বর্তমানে ৪০টি বেলায় সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

মূর্ততাঃ আহলেহাদীছ যুবসং একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার। তাই দ্বিতীয় চিন্তা থাকলে যায়, আহলেহাদীছ যুবসং কিছু না করলেও এমন কিছু যোগ্যতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি তৈরী করেছে, যারা জীবনের শেষ মূর্ততা পর্যন্ত স্বল্প প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ইসলামআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সংগঠনের পতাকাতলে সমর্পণ করেন এই হিকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করার তাতকীকূ দান করন। আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org
(হ্যা) অফিট ব্যবস্থা:

আর্থিক সঙ্ঘার জন্য অফিটের গুরুত্ব অপরিসমাপ্ত। তাই প্রত্যেক সেশনের শেষে কেন্দ্র ও বেলার নিয়মিততায় অফিট কর্মক্ষেত্রে সম্পন্ন করা হয়। তাই অফিটের ব্যাপারে সংগঠনের অবস্থান অত্যন্ত কাঠামো। বিশেষ সাঙ্গটিক জীবনে বেলা সমুহের অফিস অফিটের সু- বদলের কাজ হ্যাল না। বর্তমান সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় এবং সাঙ্গটিক বেলা অফিট কর্মসূচি সম্পন্ন করে।

এক নম্বর সাঙ্গটিক প্রতিবেদন:

তরুণ ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বিভিন্নভাবে কর্মক্ষেত্র পরিচালনা করে আসছে। ফলে সমাজের সবস্তরে এই জিহাদী কার্যে অবস্থান করছে।

সংগঠনের দাওয়া দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আহলেহাদীছ বিভাগ, ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণের এর প্রতি অতুলনীয় সমর্থন রয়েছে।

১৯৭৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কমিটি গঠনের তিন মাসের মধ্যে সংগঠনের আহ্লাদ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ব্যানারে রোহিসা উল্লাহ মুসলিম ভাইদের জন্য ঢাকার মহাসাগরীয় মহাস্থান জনপ্রিয় হ্যাল হয়।

অতঃপর ১২ই মে থেকে ৪৬শে মে পর্যন্ত ১১ সংগঠনের একটি সম্মেলন আপাতকালের নেতৃত্বে নির্ধারিত রোহিসা মুসলিম ভাইদের সাহায্যের টেকনাফ, উল্যাহ, নাইখুড়ি প্রভৃতি এলাকায় উদ্বোধ্য শিয়রে হৃদধারী পরিচালনা করে। ফলে টিউনিয়ের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সংবাদন কাছে এবং অন্যান্য মহাল আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মক্ষেত্র ব্যাপার প্রসারিত হয়।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৪: বাংলাদেশ স্কুল টেক রুক কর্তৃক প্রকাশিত নব্বো ও দশম শ্রেষ্ঠকর্মের 'ইসলাম ধর্ম' বইয়ে আহলেহাদীছের ইসলামের পথে মাযাবতী তথ্য প্রকাশিত হয়ে আসছিল। যুবসংঘ এর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ জানায়। দীর্ঘ আড়াই বছর একটি আবেদনের মূখ্য যুবসংঘের প্রভাব অনুষ্ঠিত। ১৯৷১ সালের জন্ম সংস্করণে তা যথার্থতা প্রকাশিত হয়।

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল: এই দুটি দিন ছিল আহলেহাদীছ আব্দুলল ইতিহাসে এক সম্প্রথির। এই দিনে, রাজধানী ঢাকাতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম জাতীয় সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ঢাকা বেলা জীবন সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন জমিয়ত সভাপতিড়। মুহাম্মদ আসুলুল বালী। প্রথম দিন সকালে বংশাল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় কমিত্তি সম্মেলন। উত্তর সম্মেলনে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট যুবসংঘের কেন্দ্রীয় এডার কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বিকল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হল'-এ যুবসংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজ্ঞাকের সমাজ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে যুবসংঘের আহ্লাদ মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উত্তর সেমিনারে তৎকালীন সদস্য রন্ধন মসীহ আসুলুল হামিদ আল-ত্রিয়ার সহ ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে বহু মুসলিমরা ও ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ক্ষুদ্রক্ষুদ্রতের জন্য সরকারের নিজের দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে শেষ ঢাকার রাজধানী ট্রাক
যোগে মিছিল বের করা হয়। গণনবিদ্যার তাকার ধ্বংস রাজপথ মূর্তিত হয়।
মাগরীতে হইতে বায়তুল মুকাররাম জামে মসজিদ ‘আমিন’-এর আওয়াজে গুরুত্ব হয়।
সেদিন রাজধানীর রুক্তে আল্লাহদীঘী আদেলান নতুন প্রণ ফিরে পেয়েছিল।
আল্লাহদীঘী মহাকাশ বাইরে ঢাকার এই সময়ে সম্পর্কে সেনাপতি হিসেবে পণ্য করা হয়।

১৯৮০ সালের জুন মাস। করপুজোর বিরুদ্ধে ‘বাংলাদেশ আল্লাহদীঘী যুবসংঘ’-এর
উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ঐতিহাসিক মিছিল বের হয়। এতে কবর পূজারীদের হামলায়
যাত্রাযোগী মাদরাসার তত্ত্বাবধান হাতে সাধারণ করিমের একটি হাত ভেঙে যায় এবং
মাদরাসাতুল হাদিষের হাত আবুল কামেরের একটি হাত দারুণভাবে করিয়ে যায়।

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। লতানের ‘নিউজ উইক’ পত্রিকায় রাসুলুল্লাহ (ছাত্র)-এর
কল্পিত ছবি ছাপার কারণে ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত
হয় এবং ডান ও বাম সকল মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তি যুবসংঘের পক্ষ হতে বংশল
জামে মসজিদে আমলকি জানানো হয়। উক্ত সময়ে আলাইহার নবী (ছাত্র)-এর কল্পিত ছবি
ছাপার বিরুদ্ধে তীর্থ প্রতিবাদ জানানো হয়।

১৯৮১ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশ আল্লাহদীঘী যুবসংঘের আহ্মদায়ক মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ
আল-গালিব মসজিদ মাঝে পরিব কুরআন ও হাফিজ হাদিষের দাওয়াত সৌজন্যের
লক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মাদরাসার শহরে ‘বাংলাদেশ আল্লাহদীঘী মসজিদ সংস্থা’ গঠন করে।
মসজিদ অবন শুরু হয় জোরদার কার্যক্রম। সংগঠনের এ সময় সংবাদ ঐ সময় সাক্ষাৎ
আদর্শ পত্রিকায় প্রকাশিত হে। এভাবে প্রতিঠাপনের থেকে আজ পূর্ব এ সংগঠন বিভিন্ন
ফেলায় মসজিদের মধ্যে সাক্ষাৎকর্ম অন্যতম রয়েছে।

‘৮৩ এপ্রিল’ : দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নগ্ন ছবি, ভিসি,আর ও চরিত
বিধিবংশী যৌন সুত্রপাতে মূলক সাহিত্যের সময়কালের বদ্ধে জন্য সরকারের নিয়ম দাবী পেশ
করা হয়। জুন মাসে ঢাকায় হাইকোর্ট মাধায় প্রাপ্তকে দেশের জাতীয় ইসলামের মর্যাদা
প্রদানের সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীর্থ প্রতিবাদ জানানো হয়।

‘৮৪ ফেব্রুয়ারী’ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা বৈঠক যুবসংঘের কেন্দ্রীয়
কার্যালয় রাজশাহীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ৪ঠঠ মে রাগী বাজার
মাদরাসা মার্কেটের তুর্কী তালয় যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তর
করা হয়।

জুন ‘৮৪’ : দুর্দুনি প্রতিবোধি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কংগ্রেসের দাবিতে ‘রামায়ানের ডাক’
শিরোনামে রাজধানী সহ সরা দেশে প্রয়োগ খোলারিং করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর
রামায়ান মাসে ‘আমন্ত্রণের আহ্মদ’ নামে পোস্টার ছাপানো হয়।

৩১শে আগস্ট ’৮৪’ : যুবসংঘের কেন্দ্রীয় এড়াক কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও
kেন্দ্রীয় মজলিসে শুরুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে নতুন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও
kেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদার শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ দিনে যুবসংঘের একটি
‘মুখপত্র’ বের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.ahlehadeethbd.org
২২শে অক্টোবর ১৯৮৬ দৃষ্টিকোণের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন রাজনীতি বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত
হয় বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলন
উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুহাম্মদ
আসাদুরাহ আল-গালিব। উক্ত ভাষণ সুধীর মলে প্রণীত হলে পরবর্তীতে তা 'সমাজ
বিপ্লবের ধারা' ও ‘তিনটি মতবাদ’ নামে পুনর্বাচনে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজনীতির অনুষ্ঠিত হয় যুবসংগঠনের ৫ম কেন্দ্রীয়
কাউন্সিল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে প্রধান উপস্থিত হিসাবে নবনির্বাচিত কর্মপরিষদ ও
কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জমিয়ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবুল
বারী। এমনভাবে চলতে থাকে আহলেহদীদী যুবসংগঠনের কার্যক্রম। শুরু হয় পথহারা
আহলেহদীদী ছাত্র ও যুবকদের ঘর কেরার অব্যাহতি।

বলা আবশ্যক যে, ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই 'আরাফাত'-এর পাতায় লিখিতভাবে
'জমিয়তে আহলেহদীদী' 'যুবসং'-এর সাথে 'সম্পর্কক্ষির' ঘোষণা করে। যুবসংগঠনের
কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের আহলেহদীদী জনতা আরাফাত পত্তে বিস্ময়ে হতাক্ষ হয়ে
যায়। জামা'আলতে বিভক্ত করার সাথে সাথে যুবসং ও তার উপস্থিত দেশের উপর দেশের
বিভিন্ন প্রাঙ্গণে চলানো হয় নির্যাতন। এরপরেও অত্যন্ত খোদাইর সাথে কোনো আদেশের
চালানো চলেছে।

সম্পর্কক্ষির ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের বিভিন্ন ঘোষণা হতে
বহ্বর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জমিয়ত নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কেনে একার সারা পাওয়া
যায়নি। অবশেষে 'বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসং' তার উপস্থিত ও সুধীর পরিষদের
মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহদীদী আদেশের বাংলাদেশ' নামে একটি
প্রতিনিধিভূমি মূর্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসং
উক্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনের অগ্র সংগঠনের নিজস্ব ঘটনায় কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঐ
একই তারিখে শিক্ষক-শিক্ষার্থদের মাঝে অহি-র দায়িত্ব পৌরোহিত্য এবং সে মাত্রায় ছোটবেলায়
থেকেই তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় একই জাতীয় আদেশ শিক্ষা-কিশোর
সংগঠন 'স্লোনাম্বি'।

১৯৯২ সালে ১৯ থেকে ২২শে জানুয়ারী চার দিনব্যপী কুইন্ট বিশ্ববিদ্যালয় সালাহ আস-
সালাম নাস-সাবাহ মিলনায়নে আরোমিত ইসলামী সম্মেলনে কুরুত সরকারের
আমন্ত্রণে ৩০টি দেশ হতে ৪২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশের
সাত জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসংগঠনের তৎকালীন উপস্থিত ও সুধী পরিষদের
আমার মুহাম্মদ আসাদুরাহ আল-গালিব অন্যতম। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ
অন্যান্ত আহলেহদীদী আদেশের কার্যক্রম অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন
করেন। তার ঐ ভাষণটি জাতীয় সম্মেলন '৯৩ সম্রাটের জন্য ছাপানো হয়।

২০শে এপ্রিল '৯২ আহলেহদীদী যুবসং ১৩তম সাংগঠনিক ঘোষণা কর্মীদের সমন্বয়ে
একটি টিম তিনিয়ে বারের মত সহযোগী টেকনো উপকূলীভূত লোহিত উদার শিফটির মাধ্যমে তৃণ সামগ্রী
বিতরণ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯১৪ সালে সংগঠিত মরণোত্তর বাংলাদেশ আহলেহদীদী যুবসং কেন্দ্রীয়ভাবে ত্রাণ সংগঠ করে
তা বিবিন্ন স্থানে বিতরণ করে।
248 আহলেহাদীহ যুবসংঘ স্মারকক্ষু

1994 সালের 21শে এপ্রিলে খুলনা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সমেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ সমেলনে আমিরের জন্ম বিষয়ে বক্তব্য প্রেরণ করেন, যা মহল বিশেষ করে সাংবাদিক মহল ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করে। ফলে বিভিন্ন পত্রিকা বিভিন্ন শিরোনামের এই বক্তব্য প্রকাশ করে। কোন কোন পত্রিকার ‘অভাব সত্যর পথে’ পরিচালনার জন্য আহলেহাদীহ আলোচনার চাহি, ‘দল ও জাতীয় ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শোষণের রাজনীতি’

- গালিব, ‘জামায়ের রাজনীতির সাথে আমরা একমত নই’ - ড. আসাদুর্লাহ আল-গালিব।

ইত্যাদি শিরোনামে সন্দেহসমূহ সংবাদ প্রকাশ করে। এতে আহলেহাদীহ আলোচনার রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাতির সামনে প্রকাশিত হয়।

২৯ সাংবাদিক সমেলন সচেতন নাগরিক সমাজে আলোচনা সৃষ্টি করলেও এক ধরনের ইসলামপন্থীদের পারদর্শী করেন। যার ফলে পরের দিন সিটি কর্পোরেশন মিলানায়তন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী সমাজে এক করিতে ইসলামপন্থীদের ইতিহাসে খুলনা আলীয়া মদরাসা ও দরগাহ উদ্দুম মদরাসার কিছু উপাত্ত হাত সমেলনকে পও করার অপেক্ষা চলায়। যদিও তারা জনপ্রিয়তার কারণে সফল হয়নি।

খানেই শেষ নয়, তারা সমেলন শেষ হওয়ার পূর্বে গোপনের দেখে আমিরের জন্ম আত্মকর্তা এক নব অস্বাভাবিক করে থানায় মামলা দায়ের করে। ধূস তাই নয়, পরিদর্শক আলোচনা ব্যবস্থা ইসলামের পক্ষে প্রতিবাদ মিলিন বের করা হয়।

এই পাঁচের অন্তর্গত মাধ্যম মিলিন করা হয়। অবশেষে আলারাহর অনুষ্ঠিত পুরোপুর উক্ত মামলায় সকলের কাছে কর্তব্য খালাস দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইসলাম পরিষদ পুরোপুর ৪১ ফেব্রুয়ারী ২০০০ খালিশপুর আহলেহাদীহ মসজিদে ভেঙে তচ্ছন্ন করে দেয়।

তারা পরিবর্তন করা ভাবেন।

১৯৯৪ সালের ২২শে জুলাই: পত্রিকা কামিয়া সংশোধন ও পরিবর্তনের দাবীদার নতুন লেখিকা তালিবান সাদীকী ও তার দোসার ধর্মযোগী ও নাটিক মুরতাবের।

রাজনীতি সম্পর্কে ধর্মীয় বিষয়ের বিস্তারের সাথে সাংবাদিক সমাজের জন্য অনুপস্থিত হয়।

২৭ সমাজের বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘের পক্ষ হতে সংগ্রাম প্রচেষ্টা সাধারণ জুলাই মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

আফিনিউত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ফলে সমাবেশে বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘের পক্ষে স্বাধীনতা সংগঠন ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং শহীদ মুহর্রম।

তিনি সমাবেশের লক্ষ্য সত্যজিৎ যুবসংঘের কর্তৃত্বে একত্রে চালু করে।

সমাবেশের প্রথম দিনের কাছে জন্মে, ‘আলাবার ফি আল্লাহর অহিরি ভিত্তিতে একাধিক যুবাও যুবতিতে সমর্পণ করে।

সেখানে দেরির বিরুদ্ধে আসে, ‘সকল বিধান বার্তিয়ক কর, অহিরি বিধান করামত কর’।

২৭ মহাসমাবেশের শুরুতে বিবিএন ও রক্ষণ করাও নিয়ূক্ত আহলেহাদীহ যুবসংঘের কমিয়া স্টেজের নিকট দেখে দূর্ঘট টাইমে উচ্চতাকে স্বাগত হয়।

বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ ’৯১ হতে ’৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু’দিনব্যাপী জাতীয় সমেলন ও তালিকাধীন ইজতেমা করে আসছিল। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আহলেহাদীহ আলোচনার বাংলাদেশ’ গঠিত হয়ে পর ১৯৯৬ সাল হতে এ দায়িত্ব উক্ত কেন্দ্রীয় সংগঠন অন্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।
দেশের বিভিন্ন বেলা ও এলাকা সমূহে সহ বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দি-বাবরিক কর্মী সমূহের 'দি-বাবরিক কর্মী সমূহের ওলামায়ে কেন্যা ও বিদ্যমান প্রতিরোধ তথ্য হালনা আলোচনা পেশ করেন।

২০০১ঃ এ সালে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুবসংঘের উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বেলা ভিত্তিক ১২টি কর্মী প্রশিক্ষণ হয়। ১৯টি কর্মী ও সৃষ্টি কর্মী সমাবেশসহ ছাত্র সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা, তালিকাভূত রাজতন্ত্র সহ উক্ত মাহফিল, কাউন্সিল সমাবেশ সমূহে অনুষ্ঠিত হয়।

২০০২ঃ গত ২৬ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বর বেলা বুধবার দি-বাবরিক কর্মী সমূহের ২০০২ রাজধানী দি-বাবরিক কর্মী সমূহের ২০০২ রাজধানী দি-বাবরিক কর্মী সমূহের ফেরেন্ট ফার্মান মিলনায়তন এবং সুরিতলায় আহলে হাদিস জামে মসজিদে সৃষ্টি সফল হয়।

সমূহের প্রধান অভিষেক আগমন ধর্মীয় প্রণাটলা মিলনায়তনের প্রাণঘটণায় অনেকের জনিত বলেন, সমাজ পরিবর্তন আলোচনার প্রশিক্ষণ করা চৌধুরী এই প্রক্রিয়াকে একাধিকদের উদ্যোগ হতে পারে।

মহান আহলে হাদিস যুবসংঘ এর মূলতার অর্থনীতি প্রশিক্ষণ সফল হয়। প্রতিদিন দিন সরাসরি গ্রন্থিকার কর্মধার্য তথ্য প্রেরণ করেন আলোচনায় জানিয়ে তিনি আলাউদ্দিন নামে দি-বাবরিক কর্মী সমূহের ২০০২ থেকে উদ্যোগ ঘোষণা করেন।

সমূহের প্রধান অভিষেক হিসাবে প্রচারিত ছিলেন 'আলাউদ্দিন আলোচনার বাংলাদেশ'-এর মূলমন্ত্রী আহলে হাদিস বিশিষ্ট বিবাহনী এর আরো ভিত্তি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রক্রিয়া শেখান অবসর নিয়ে আলোচনা ঘোষণা করেন।

তাদের নামের উল্লেখ ছিলেন, 'হাদিস আদর্শলীল যুবসংঘের বাংলাদেশ'-এর আহলে হাদিস।
সমূহনাবি অতিবাদনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েব আমীর শাহখ অমুখ হামাদ হালাকী, কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, কুমিল্লা মেলা সম্পাদক মাওলানা ছফিকুলাহ, খুলনা মেলার সংগঠন সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের' কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক মুহাম্মদ জালালুদ্দিন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ:

dি-বাইরিক কমিউনিল সমূহনাবি উপলক্ষে ১ম দিন থেকে আহুর ইসমিনাীয়াী ইনস্টিটিউশন মিলনভূমিতে সুধী সমূহনাবি অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ আমীরের জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আমাদুরুল আল-গালিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বিষয় অতিবাদনের মধ্যে হ'তে বক্তব্য রাখেন 'ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা' কৃষি উদ্যোক্ত তাঁর বাংলাদেশ অফিসের ইয়াতীর্থিব ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য মোহাম্মদ ইসমাইল। 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শাহখ অমুখ হামাদ হালাকী, কমিউনিল সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুহাম্মদুল্লাহ প্রমুখ। উল্লেখ করা যে, সুধী সমূহনাবির এখানে অভিনীতি চাই সিঠ কর্পোরেশনের মেয়র, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মতী জন্য সাদেক হেরিনে থেকে শীর্ষিক অনুষ্ঠান করায় ১০ নং ওয়ার্ড কমিশনার জন্য আহমদ হোসাইনকে প্রেরণ করেন।

সমূহন প্রশ্নান্ত পাঠ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের' কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জালালুদ্দিন। মুহাম্মাদ আমীরের জামা'আতের ভাষণের মাধ্যমে ১ম দিনের কার্যকর্ম শেষ হয়। অতঃপর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির মন্ত্রী ও ঢাকা মেলা যুবসংগঠন সহযোগিতায় ইসমিনাীয়াী ইনস্টিটিউশন হতে মিছিলকরম কমিবানের সুরিটালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দৌহিত্র দিনের অধিবেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মিছিলে 'সংলগ্ন বিভাগ কর, দুর্বল বিভাগ কর', 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাড়', 'পীর পুজা অপনান, আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইত্যাদি গণনবিদ্যা শ্লোগান রাজ্যদেশ মুখ্যতা হয় সত্য ও নৈতিক উৎসাহ কালো বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের জাতিভাবে বুটে উঠে।

সকাল ৫-টায় হাফেজ মুকার্মর বিন মুহাম্মদের কুরআন তুলাওয়াতের মাধ্যমে সুরিটালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দৌহিত্র দিনের কার্যকর্ম শুরু হয়। অতঃপর নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাবেশ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুহাম্মদুল্লাহ, খুলনা যুবসংগঠন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাত্তিফিরা মেলার সম্পাদক মাওলানা আয়ুব মুন্নান, রাজশাহী মেলার সম্পাদিত অধ্যাপক ফরকুহ আহমদ প্রমুখ। সমূহনে ইসলামী জগ্গরনী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিশুগোষ্ঠীর উদ্যোক্ত শিশুরা। সমূহনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন ইসলামী জগ্গরনী পরিবেশন করত সমূহনকে প্রাণবন্ধ করে তোলে।

পরিবেশিত ইসলামী জগ্গরনীগুলো ক্যাম্পেট আকারে বের করার জন্য সমূহনে উপস্থিত কমিউনিল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠনের' কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু জের দাবি জানায়।

অতঃপর মুহাম্মাদ আমীরের জামা'আত হেদাযাতী ভাষণ দান করে। কেন্দ্রীয় সম্পাদিত অধ্যাপক মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সমূহনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
2003 : দৈনিক কর্মী ও সৃষ্টি সমাবেশ, ছাত্র সমাবেশ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন গ্রুপ্যের মধ্যে দিয়ে ২০০৩ সাল অতিবাহিত হয়। এছাড়া ধারাবাহিক কর্মসূচী হিসাবে অংশ প্রশিক্ষণকার্যের মাধ্যমে পাঁচ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন খেলার উদ্যোগে সাধারণ জন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

2004 : এই জুলাই মেন্সর বাদ ফজর থেকে ১৭ই জুলাই জম'আ পর্যন্ত বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ৫ দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি খেলা থেকে বাছাইকৃত অর্থশাসিক কর্মী ও অংশগ্রহণ প্রাথমিক সদস্য একে অন্তর নেন।

১ম দিন সকাল ৭টায় কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমিরুল ইসলামের উদ্যোগী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অধিকর্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীহ আদেলোন বাংলাদেশ-এর আমির প্রেসেস ডি. মুহাম্মদ আসনদুরাহ আল-গলিব। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন নায়ের আমির শাহর আবুদুল্লাহ সালাফী, যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম, মসিক আত- তাহীরের সম্পাদক মুহাম্মদ সাহাওয়াত হোসাইন, অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দিন আহমদ; দফতর সম্পাদক মুয়াফফর বিন মুহসিন, সাবেক অর্থ সম্পাদক মুফস্কার হোসাইন প্রমুখ।

এছাড়া আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ, খেলাভিত্তিক কর্মী সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, রামায়ণে খেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিক্ষা, কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় সাধারণ জন প্রতিযোগিতা এবং তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

2005 : এ সালের শুরুতে তথ্যরক্ষকতা জীবনের মিশ্রিত অভিযোগে আমির জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে ইসলামী মুক্তির জেট সরকার এফসার করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি দিবার রাতে তাদেরকে এফসার করে ১০টি রামলা দেয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০ জন কর্মীকে এফসার করেন। ফলে এফসারের বিষয়ে এবং মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী মিলিন, সমাবেশ, সম্মিলন, প্রতিবাদ সভা, জাতীয় সমাবেশ, প্রতিনিধি সম্মেলন ইতিযাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে খেলার ভিত্তিক কর্মী প্রশিক্ষণ, সৃষ্টি সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা প্রস্তুতি গ্রুপের অনুষ্ঠিত হয়।

2006 : কেন্দ্রীয় সংগঠন 'আহলেহাদীহ আদেলোন বাংলাদেশ'-এর সমাবেশে বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচী শুরু করে। নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সেই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমাসহ প্রশিক্ষণ, সামাবেশ, রামায়ন উপলক্ষে দেশব্যাপী দাওয়াতী সম্মেলন, খেলার ভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'০৬ : দিন্তা ১৭ নভেম্বর অন্তর্ভুক্ত অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীহ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন মিলানায়তন দেশব্যাপী হত্যা, সত্রাস ও নিরাজের প্রতিবাদে এবং 'আহলেহাদীহ আদেলোন বাংলাদেশ'-এর মুহাম্মদ আমিরের জামা'আত তাঐফুসের ডি. মুহাম্মদ আসনদুরাহ আল-গলিবের মুক্তির দাবীতে 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, দলিলী শাসনের জিজ্ঞেতার শিক্ষার আমিরের জামা'আত দীর্ঘ দায় দুই বছর যাবে বিনা অপরাধে কারানিয়ত ভোগ করেন। পরিকল্পনাতে মিশ্রিত স্বাক্ষরস্থ সংজ্ঞায় বিবেচনা ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবার মধ্যরাতে নিজ বাসা থেকে ডেকে নিয়ে তাকে ৫৪ ধারায় এফসার করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন খেলায় পূর্বের দায়িত্বকৃত বেশ কিছু জন্য
নতুন নির্দেশ প্রকাশ রচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সচেতন জনগণের নিকট পেশ করা হয়।

(১) এই সমলেখ ‘আহলেহাদীহ আদেলান বাংলাদেশ’-এর মুহূর্তম আমীরে জামা'আত, বিশ্ববিদ্যালয় আলেম দীন, বেরোপ শিক্ষাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রশিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর্লাহ আল-গ্যালাবার বিক্রোধ দায়েরকৃত জড়তরঙ্গমূলক মিশ্র মামলা প্রত্যাহার ও তাকে নিষেধ মুক্তি দানের জোর দাবী জানান।

(২) আহলেহাদীহ আদেলানের সকল কর্মকর্তাদের, লেখকী ও বক্তব্য জীববাদকের প্রকাশ বিরুদ্ধ এবং দেশের মুক্তিতাতে সাবেক মুক্তি নিষেধ মুক্তি দেয়ার জোর দাবী জানান।

(৩) আহলেহাদীহ সহ দেশের সব জাতিগত আলেম-ওলামা এবং ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উপর যাবতীয় হয়রানিরমুক্ত পদক্ষেপ বর্তমান জোর দাবী জানান।
(৪) দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বুঝায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার যুদ্ধের মোকাবিলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিড়তের সকল দেশশাসিত জনতাকে ঐকান্তিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে এবং যুদ্ধবিদ্রোহীদের চিন্তায় করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৫) দেশের আইন, শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাতে পরিত্র কুরআন ও হয়তীহ হাদিসের আলোকে চেলে সজ্জনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

(৬) যুবচরিত্র বিপ্লবী অধ্যুষিত বইপত্র, সাহিত্য ও হুদাসহ প্রদর্শনের অনুমোদন চিত্রকর বর্ধ ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

(৭) এই সমিতিক কাদিয়ানীদের অনিতিবিলে অমুলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

(৮) সংবিধান উল্লিখিত নির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে সার্থক করতে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে সরবোচ্চ নিরপেক্ষকর সাথে দায়িত্ব পালনের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) এই সমিতিক সত্রাস, নৈরাজ্য ও দুরন্তী দমনে সরকারের সাহসী পদক্ষেপ আশা করছে এবং দুরন্তী আমলা ও রাজনৈতিকভিদের অবিলম্ব আইনের আওতায় আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১০) দ্রব্যমূলক উত্তরণের রুপে দৃষ্ট ব্যবস্থা প্রচেষ্টা এবং মদ ও মদ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন নিষ্পত্তি করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১১) পাকিস্তানের নীহার মাদারসা হাইকোর্টের উপর বিমান হামলাতে পাণ্ডুলিপিতে সংহীত মানবতাবিরোধী কর্মকারের বিকৃতি দোষারোহী হতে মুসলিম উম্মহহ সচেতন বিশ্বাসীর প্রতি উদাও আহ্বান জানাচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিম উমাহর প্রতি গভীর সমন্বয়ন ও সাহায্য শীর্ষ প্রকাশ করছে।

(১২) বিদ্যবিদ্যালয় সমুদ্রের ক্যাম্পাসে মুহাড়িতিক ছাত্রসংসদ গঠন ও লেখাপড়ার সুচিত পরিবেশ নিষ্পত্তি করতে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১৩) দেশে প্রচলিত সুদর্শন্তিক পুরস্কার পরিবর্ধে যাকাতিতিতিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কামের করার জন্য এ সমিতিক আহ্বান জানাচ্ছে।

(১৪) আলাহ বোধিত দুর্বেশে অর্থনীতি আহমাহ কুরআন ও হয়তীহ হাদিসের বিধানের কাছে নিঃশর্তভাবে আনামসর্দির একটি মাত্র শরী সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সমিতিক সম্পর্কের সময়ে ঢাকা খেলা ‘যুবসংগ্রহ’-এর সভাপতি হাফেজ আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ ও সাধারণ সম্প্রদায় মাদারসা নুরুল আলম-এর নেতৃত্বে মুহাফজা আমীরের জন্মের মৃত্যুর দিনের একটি বিশাল মিছিল ইজিমীবার্স ইনটারটিউশন মিলনানতনের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয় মৎস্য ভূমির সম্পূর্ণ রাস্তা হয়ে পল্লেন মোড় দিয়ে বায়তুল মুকারাম সমস্ত পৌঁছে। অতঃপর জমাউর ছালাকের পর বায়তুল মুকারামের উত্তরের গেইট হতে পুনরায় মিছিল শুরু হয়ে বাসব অফিসের সম্পূর্ণ দিয়ে কাকাইল মোড় হয়ে পুনরায় বায়তুল মুকারামের উত্তরের গেইটে এসে এক বিক্ষোভ

www.ahlehdadeethbd.org
সমাবেশে মিলিত হয়। উক্ত সমাবেশ বন্ধুরা রাখেন ‘যুবসংগ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম আহিষ্ঠুল্লাহ, মাসিক আত-তাত্বিক সম্পাদক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন, ‘যুবসংগ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুয়াফফর বিন মুহিসিন, সাবেক  কেন্দ্রীয় সেক্টরটির অধ্যপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা ‘যুবসংগ’-এর সভাপতি হাফেজ আদ্বুল্লাহ আল-মামুম প্রথম।

সমাবেশে শেষে মিলিত পুনরায় ইতিহাসিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

বিকাল 3-টা থেকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়ে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর সভাপতির সম্পাদনার ভাষণের মধ্য দিয়ে সমালোচনা সমাপ্ত হয়।

2007 থেকে 2008 : কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রকল্পের পর থেকে সাঙ্গাধিক কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে কার্যক্রমের দাবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের আওতায় করা হয়। 2007 থেকে 2008-এর ২৮ শে আগস্ট পর্যন্ত উক্ত আদ্বুল্লাহ সমালোচনা অব্যাহত থাকে। সম্মেলন, সেমিনার, সাঙ্গাধিক সম্মেলন, তারকী ভাষা, প্রতিবাদ ভাষা, মতবিন্যাস ভাষা, কমিয়ে সম্মেলন, সুবী সমাবেশ, হাতে সংবর্ধনা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

দ্বি-বার্ষিক কমিয়ে সম্মেলন-২০১০ : শতব্দীর ২৪ সেপ্টেম্বর তৃতীয় সকাল ৯-টায় রাজধানী ঢাকার রমনা থানাধীন ইতিহাসিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশ আহিষ্ঠুল্লাহ যুবসংগ’-এর উদ্যানে দ্বি-বার্ষিক কমিয়ে সম্মেলন ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অধিকের হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহিষ্ঠুল্লাহ আদ্বুল্লাহ বাংলাদেশ’-এর মুখ্যরাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থী বিভাগের প্রেক্ষা ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সম্মেলন যাগত ভাষণ দান করেন দ্বি-বার্ষিক কমিয়ে সম্মেলন-২০১০ এর আঞ্চলিক মুয়াফফর বিন মুহিসিন। উপহারে ভাষণ পেশ করেন সম্মেলনের সভাপতি ড. মুহাম্মদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অধিকের ছিলেন ‘আদ্বুল্লাহ’-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ নরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্টরটির জনাবেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, ‘যুবসংগ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক স্নেহ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মাসিক আত-তাত্বিক সম্পাদক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন, দাক্ষিণাত্য বিভাগের আমীর আহ্মদ আরুন রাজাজী বিন ইস্মাইল, সোনাবাঁদির কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, ঢাকা যেলা ‘আদ্বুল্লাহ’-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তামিল সেক্টরকর প্রমুখ।

সম্মেলনের মধ্যে বন্ধুরা পেশ করেন ‘যুবসংগ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুয়াফফর বিন মুহিসিন, ‘আদ্বুল্লাহ’-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আবুল মালান, ‘যুবসংগ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ জালালুদ্দীন, ‘যুবসংগ’ ঢাকা যেলা ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছফিউল্লাহ খান, সোনাবাঁদি যেলা সভাপতি আবুল্লাহ আল-মুমিন, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুল্লাহ ফারুক, সাবেক সভাপতি মাওলানা ।

www.ahlehadeethbd.org
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আলতাফ হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি হাফেজ মুকার্মন বিন মুহম্মদ ও চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাফেজ আবুদ্রঃ বাহাম প্রধান। অনুষ্ঠানে কুরআন চতুর্দশকের ছাত্র আবদুল্লাহ যামান প্রধান। অনুষ্ঠানে কুরআন চতুর্দশকে করেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হাফেজ মুকার্মন (রাজশাহী) ও হাফেজ গোলাম রহমান (সাতক্ষীরা)। ইসলামী জাগরণী পরিষেবা করে ‘যুবসংঘ’-এর কর্মী আবু রায়াহ।

দেশের বিভিন্ন খেলা থেকে বাস, ট্রেন ও মাইক্রোবাস যোগে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়ন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। এমনকি জায়গা সংকুলন না হওয়ায় মিলনায়নভাবে বাইরে বসে বহু কর্মী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বতব্য শ্রবণ করেন। কর্মীদের মুহূর্ত শোধন সময়ন করকে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণবন্ত এ সময়ে কর্মীদের বিশ্বাসিত তথ্যগুলো আলোচনা কর্মীদের কর্মস্পর্শ, কর্মচারীল্য ও ইসলামী দৈনন্দিন বহুদূরে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সময়ে তারা ‘যুবসংঘ’-এর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে।

মানুষের প্রধান অতিথি বলেন, পাঁচ ওয়াক ছালতে আমারা বলি, ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান।’ এই পথই হচ্ছে ইসলাম। আর এর তিনি হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হীরীহ হাদিস। এর উপরই মুসলমানের জীবন চালু, অন্য কোন পথে নয়।” আহলেদাদীহ আন্দোলন” এই পথে দিকেই মানুষকে আহার জানায়। তিনি ছাত্র ও তত্ত্বাবধান দেখেন তাদের বিষয়ের বিচারে হিন্দু মুসাফিকের উপর দৃষ্টি থাকার আহার জানায়।

সময়ন দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাধারণ জনগণের নিকটে নিষ্পত্তি প্রদানে সমূহ বিবেচনার জন্য প্রশ্ন করা হয়ঃ-

১. জনগণ বা সংসদ নয়, আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং তার প্রতিষ্ঠিত সরাসরি ‘অহি’ পবিত্র কুরআন ও হীরীহ হাদিসকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২. দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও হীরীহ হাদিসের আলোকে চেলে সাজাতে হবে এবং বুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. এ সময়নে দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনুমীর ধারাকে সম্প্রতি করে পবিত্র কুরআন ও হীরীহ সুন্নাহ তিনি একনাথ এবং পুর্ণস্রী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরের দাবী জানাচ্ছে এবং সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে হাত-হাতীর দাবী রাখতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪. এ সময়নে চেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা পথে বাতিল করে তাদের জন্য পৃথক শিক্ষিত ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ সময়নে দাবী জানাচ্ছে যে, প্রচলিত সুন্নতিতপ্ত পুঞ্জিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে দেশে একক ইসলামী অর্থব্যবস্থা অন্তিবিলেধ চালু করা হবে।

৬. এ সময়নে দেশে সূদ-মুষ, মদ-জুয়া, লাটীরী, মোস্তফাদীরী-মুনাফাখারী, নগ্নতা, বেহায়াপনা, সত্রাস ও চৌদ্দাবাজি অভিলেখে বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকটে জোর দাবী জানাচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org
7. This section discusses the role of the Chittagong Shilpakala Academy in the preservation and promotion of Bengali literature and culture. The academy was established to foster a new generation of cultural and artistic talents in Bangladesh. It has played a crucial role in the development of modern Bengali literature by providing a platform for young writers and artists.

8. The academy has also organized various festivals and cultural events to promote literature and arts. These events bring together artists, writers, and intellectuals from different parts of the country, fostering a sense of community and collaboration. The academy continues to play a vital role in the cultural life of Bangladesh, attracting visitors from all over the world.

9. In conclusion, the Chittagong Shilpakala Academy is a symbol of the rich cultural heritage of Bangladesh. It has contributed significantly to the growth of Bengali literature and arts, and its contributions are widely celebrated in the country and abroad. The academy continues to inspire new generations of artists and writers, ensuring the perpetuation of Bengali culture for future generations.
৩৫ স্থান অধিকার করেন। মুহাম্মাদ আমিরের জামাতে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও দেওয়া করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি তাবলিগের ইজতেমার দ্বিতীয় দিন ২০১১-২০১৩ সালের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪ ও ১৫ জুলাই বৃষ্টিপতি ও তুষার বাংলাদেশ আহলে হুদীফ হুদুতুরের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুই দিনব্যাপী যোগ করার প্রস্তাব প্রথম-২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অংশের বাগ করে প্রথম উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে ১৪টি যোগ অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুখোপাধ্যায় নিজে মুহাম্মদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিখেন। প্রধান অভিব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলে হুদীফ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমির প্রেক্ষার ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অংশগ্রহণের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যুববিশ্বক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মালিক আত- তাহরিয়ের সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- তাহরিয়ের সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- তাহরিয়ের সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- 

দেশবাসী কর্মী ও কাউন্সিল পরিষদ : কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর বাসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত পরিকল্পনায় বাড়িয়ে জন ও ভিয়েনায় দুটির পরিষদ নেয়ার ঠিক উল্লেখ করা হয়। সে মোতাবেক জন মাসে পরিষদ অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন অনুমোদিত কর্মীদের শপথ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ : ১৩ ও ১৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নতুন অনুমোদিত কর্মীদের শপথ অনুষ্ঠান ও দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টিপতির বাদ ফজর এবং কর্মীদের জন্য আর পূর্ব বিভাগীয় ছাড়া। ১৪৫ জন উপর্যুক্ত কর্মীদের মধ্য হতে সারা দেশ থেকে ১০৫ জন কর্মী উপস্থিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- তাহরিয়ের সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- 

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্দোলনের যুববিশ্বক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মালিক আত-তাহরিয়ের সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আজাদ হোসাইন, মুহাম্মদ আজাদ আত- 

www.ahlehadeethbd.org
দ্বিবর্ষিক কর্মী সমেলন ২০১২

daka ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ১০-১৫ রাজধানী ঢাকার ইন্টারনাশনাল ইনস্টিটিউশন মিলনায়নে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুরসংযোগ শাররক্ষা’-এর দ্বিবর্ষিক কর্মী সমেলন ২০১২-এ প্রধান অধিষ্ঠাত্রী ভাষণে ‘আহলেহাদীছ আদোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমির ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, সেদিন আলুহার রাসূল (হাতি) মানুষকে ‘লা ইলাহা ইলাহু’ দাওয়াত দিয়েছিল। তাদের সাবধান তার শিরো হয়েছিল। আজকে আমরা

বলেছি, সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কামে কর। তাই আমাদের শিরো চালীকে। তিনি বলেন, বক্তব্য মানুষকে দুনিয়ার পজারতি করে। আর বক্তব্যের আদর্শ নাম হল ধর্মনিরপক্ষতাবাদ। ইসলামী দেশনামকে মিঠির দেওয়ার জনাম ও মতাদরকে বিদেশ থেকে আমাদানি করা হয়েছে। এই মতাদর প্রথমে মানুষকে ঈমানের গৌরব করে। অতঃপর প্রণয়ন মানুষকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে মানুষের সকাস তোমাদের আদর্শ নমুনা হতে হব। সমাজ পরিবর্তনে তোমার কি নিতে প্রস্তুত থাকতে হব। তথাপি হক ছড়ে বাতিলকে গ্রহণ করা যাবে না! বাতিলের সঙ্গে কোন অবস্থায় আপনি করা যাবে না। তুমি যুবসংযোগ হচ্ছে তুমিস তুমিস বলেন, তোমার শহীদী মুহতার আকাংক্ষা হয়। কোন অবস্থায় পরিতৃলিত করান ও ক্ষীণ হাতাদের বিধান মানানি করাই আমাদের ব্রত। তিনি বলেন, ‘আহলেহাদীছ যুরসংযোগ’ এরের একমাত্র সমাজ সংস্কারীবাদী যুরসংযোগ। এজন্য

তোমাদেরকে বক্তি জীবনে আদর্শ নমুনা হতে হব। সমাজ পরিবর্তনে তোমার কি নিতে প্রস্তুত থাকতে হব। তথাপি হক ছড়ে বাতিলকে গ্রহণ করা যাবে না। বাতিলের সঙ্গে কোন অবস্থায় আপনি করা যাবে না। তুমি যুবসংযোগের হচ্ছে তুমিস তুমিস বলেন, তোমার শহীদী মুহতার আকাংক্ষা হয়। কোন অবস্থায় পরিতৃলিত করান ও ক্ষীণ হাতাদের বিধান মানানি করাই আমাদের ব্রত। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ যুরসংযোগের হচ্ছে ও সেনামরি হচ্ছে তাদের উপর আরোপিত এই মহান দায়িত্ব বাধ্যতামূলক পালন করবে, আমরা সরবরাহ এই কামান করি।

‘যুরসংযোগ’-এর কর্মী সভাপতি মুহাম্মদ বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমেলনে বিশেষ অভিভাবক ছিলেন ‘আদোলন’-এর কর্মী সেক্টরটি জনারল অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আতাতাহীর সম্পাদক ড. মুহাম্মদ সাহাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠগ্রাম সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ‘যুরসংযোগ’-এর সাবেক কর্মী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক বখতিয়ার রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মদ কারিমুল ইসলাম, নারুল ইফতাহর সদস্য ও আল-মারকাবুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাওলানা আদুর রায়াক বিন ইউনুস, সেনামরির কর্মী পরিচালক ইমামুমীন, বাংলাদেশ মুসলিমাদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্টরটি মুহাম্মদ নরুল ইসলাম, ঢাকা বেলা ‘আদোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মদ

www.ahlehadeethbd.org
আহ্মদ ও সাধারণ সম্পদক মুহাম্মদ তালিম সরকার এবং কুমিল্লা ফেলা সভাপতি
মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলনের অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘যুবসং’-এর সারক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
অধ্যাপক আকবর হোসাইন, সারক সাধারণ সম্পদক অধ্যাপক মুহাম্মদ জালালুদ্দীন, 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পদক আহ্মদ আবুলুলাহ ছাকিব, ‘আদেলান’-এর খুলনা
ফেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা ফেলা সভাপতি মাওলানা আবুল
মাওলানা, পাবনা ফেলা সভাপতি মাওলানা বেলাদীন, সুদীর্ঘ আরব শাখা ‘আদেলান’-এর
সারক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, ‘যুবসং’ কুমিল্লা ফেলা সভাপতি মুহাম্মদ
জামিলুর রহমান, রাজবড়ি ফেলা সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা ফেলা সহ-
সভাপতি হাকে মুহাম্মদ মুহিদিন, বড়হু ফেলা সভাপতি আবদুস সালাম, ঢাকাবিষিক্ত বিদ্যালয় ‘যুবসং’-এর সাধারণ সম্পদক অহীদুররাহাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের কুরআন তেলাওয়াত করে ‘যুবসং’-এর কর্মী আবদুল্লাহ আল-মা’রফ (বওঁদা)।
ইসলামিক জাগরণী পরিষেবার করেন আলেহা শিকেল সোটীর প্রধান মুহাম্মদ সফীকুর
ইসলাম (জয়পুরহাট) এবং আবুলুলাহ আল-মা’রফ, বিয়াউর রহমান ও আবুল গফুর।
অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসং’-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নীলকণ্ঠ ইসলাম।

দেশের বিভিন্ন ফেলা থেকে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তত্ত্ব ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।
জায়গা সংকুচিত না হওয়ায় মিলনায়তত্ত্বের বাইরে বহন করা কর্মীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য
বর্ণন করেন। কর্মীদের মুহুর্তে শোকান্ত সম্মেলনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে ওঠে। প্রাগবসর এ
সম্মেলনে বক্তব্যের বিষয়বিধিতে তথ্যাঙ্ক অলাভজনী কর্মীদের কর্মবৃদ্ধি, কর্মচারিক্যান্ড ও
ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির বাছাই করে দেয়। উদ্ধৃত্ত যে, প্রশাসনকে বাধার কারণে সমূহের
কর্মজীবন যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে দেখা যায়। এরফলে সমূহের একদিন পূর্বে বিনা নোটিশে
সমূহের অনুমতি প্রত্যাহার হয় বটে প্রশাসন থেকে। পরে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুমতি
পাওয়া গেলেও সমূহের আগ পর্যন্ত এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। অতঃপর আলৌকিক
রহমত নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে দিবন্যাপী সংস্থাকে সমূহের
কর্মজীবন পরিচিতি হয়।

কুয়েটী মেহমানের বক্তব্য:

উক্ত সমূহের আমুন্তিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুয়েটের শাহজালাল আল-আদির
সমাজি বিচারপতি ও ‘আল-মারকানা ইসলামী আল-আদির’র পরিচালক ড. ফায়জাল
আল-হাশেমী। তার সংক্ষিপ্ত ও মূলন্যন্ত্র বক্তব্যে অত্যন্ত উদ্ভিদিত হন উপস্থিত শ্রেষ্ঠীয়
তার বক্তব্য আরো থেকে তরজমা করে শোনান মুখ্যতারম আমীরের জামা। অতঃপর
অতিথি আলাউদ্দীন আদায় করেন বলেন, এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে
অত্যন্ত সমানিত বিজ্ঞ করি। কেন্দ্রীয় ইসলামী মজলিস হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ মজলিস, যে
মজলিসে আলাউদ্দীন রহমত নাযিদ হয়। যিনি বলেন, আমি সৌভাগ্যবান যে, আমি এমন
মানুষদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যারা হলেন ‘আহলেহাদী’। আমি আপনাদের সম্পর্কে
ফাতে উচ্চ ধারণা পোষণ করি। এজন্য আপনাদের ছাড়া দিয়ে এখানে চুটি এসেছি।
কোন মুসলমান যখন দীনী মহর্ভতে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সংঘর্ষ করে, তখন সেটা তার জন্য জনাহ মাফের অসীম হয়। আমি আমার দ্বিতীয় দেশ এই সুদৃশ বলগল্পের নামার পর চলতি পথে বিদ্যাকের ছড়া থেকে পেয়েছিলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ সুন্নাহ আল্লাহদাই এই জামা‘আতকে পেয়াম, তখন খুশীতে আমার অর্জন তর গেল।
আল্লাহ কৃপানন বলেছেন, হেদায়ত প্রাপ্ত অনুমানী হও (আল'আম ১০)।
আল্লাহমুদ্রিলাহ আল্লাহদাই হল সেই হেদায়াত প্রাপ্ত দল। এটা সত্য যে, হরবাইরী সর্বদা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে। তাই প্রতি দিনের সংখ্যালিক্য বে আমাদেরকে হতাশ না করে। কেননা কৃপানন দ্বিতীয় সংখ্যাগণিতের নিদাম করা হয়েছে (আল'আম ১১৬)। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্স হল আল্লাহদাই কথনও চর্মপাখ ও জনীবদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা আমারা হলম মধ্যপথী উত্তন (বাবুরাখ ১৪৩)। কৃপাননের অনুমানী দেরকের সর্বনা হতে হবে মধ্যপথী।
অতএব 'আল্লাহদাই' হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব হবে এই পথকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদেরকে অবশীষ হয়ে আপনাদের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। আপনাদেরকে ইল অমৃহী আমল করতে হবে এবং পবিত্র কৃপানন ও জ্ঞানী হাদিস ভিত্তিক বিপ্লব শাহী জান অর্জন করতে হবে।
আল্লাহর কসম, বাংলাদেশে হোক, মকার হারাম শীতে হোক এমনকি জানানতেই হোক মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ইল অমৃহীয়ের অবস্থানের মাধ্যমে (মুজাল্লাহ ১১)। সুতরাং যারা শাসক ইল অর্জন করেন, তাদের উচিত হল মানুষকে তার দিক আর্জন করা হবে।

দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমাদের যুক্তীকে কৃপানন মুখ্য করেছে, হাদিস মৃদুত্ত করেছে; কিন্তু তার উপর আমল করা বা মানুষকে তার দিকে আর্জন করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।
অথচ সমাজের মানুষ চর্মভাবে পথব্রহ্ম ও গোমরাহ হয়ে রয়েছে। অতএব তাদেরকে উপদেশ দেওয়া ও হককথা আর্জন করা আমাদের যুক্তীকে অপরাহ্য দায়িত্ব।
দাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হিমত অবলম্বন করা। যদি বিদাইত্ব, করুণারী কিংবা হুলো হয়, তবে তাদেরকে নরম ভাষা শিক্ষার সাথে দাওয়াত দিতে হবে।
আপনার কাছে শীতে আমাদের দলীয় মজদুর। আপনি আল্লাহদাই। আল্লাহদাইদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা ইল অমৃহীয়ে আমল করে এবং আল্লাহর দিকে হিমত ও হককথা সাথে আর্জন করে। মানুষকে দাওয়াত প্রদানের সময় এই বিষয়টির দিকেই অধিক লক্ষ রাখতে হবে।
আপনি যদি কর্মশীতোষ্ণ ও কৃষ্ণ মেধাজের হন, তবে মানুষ আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।
রাসূল (ছি) ছিলেন এই আদর্শের বাস্তব নমুনা। তার আত্মাধারা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মানুষকে হককথা আর্জন করতে হবে।
যেহেতু আমারা আল্লাহদাই হল (হাম)-এর এই আদর্শ অনুসরণের অধিক হককথার তিনি আরো বলেন, আপনারা যেন সঠিক জানে সুনোপাদিত। তেমনি সে জান অমৃহীয়ে আমলের অগ্রগামী।
যখনই আপনি বাজারে যাবেন, সেখানে একটি সুলতান জীবিত করবেন।
সেটা যে কোন উপায়ই হেক না কেন।
যখনই কোন বাড়িতে বা হাসপাতালে যাবেন, মানুষকে অবহিত করবেন রাসূল (ছি)-এর সুলতান সম্পর্কে।
এতারে যেখানেই যাবেন হককথার আল্লাহদাইকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাখা আপনাদের কর্তব্য।
কেননা আপনি যেখানেই খাবুন না কেন

www.ahlehadeethbd.org
একজন আহলেহাদীছ হিসাবে আপনি সমাজের আদর্শ। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেন। দুনিয়ার থেকে যেন খালি হাতে আমাদের বিদায় নিতে না হয়। এভাবে সকলেই যদি আমরা দায়িত্ব সম্পন্ন হই, তাহলে রিসালতের বিশ্ব বাণী-সমাজের সবর্ব ছড়িয়ে পড়বে এবং সে পথের উপরই রোড় উঠবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

এ সংগঠনের বয়স ৩৩ বছর পার হতে চলেছে। সাংঘাতিক নীতিমালায় এখনো দাওয়ার কাজ অব্যাহব রয়েছে। সৃষ্টিগত কম্প্রেসিফার দ্বারা বাংলাদেশের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ছুটী সুনামিদ দাওয়ার পরিচালিত হচ্ছে। মূলতঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংগঠন' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান দেখতে চায়। ফলে সংগঠনের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবেই একদিন এদেশে অহিজ্ঞতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই ইন্দিয়ারাহ। আল্লাহ আমাদের আকাঙ্ক্ষা করুন করুন এবং সামান্য বিদমতের জন্য উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!!

***

আহলেহাদীছ আন্দোলন কী?

'ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছুটী হাদিসের সর্বভূমি সমায়ত করার জন্য হাদাবায়ে কেরামের যুগ হ’তে চলে আসা বিদ্রেবণাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন কেন?

নিজেদের বুদ্ধি অসংখ্য মায়াম্ব-মতবাদ, ইমম ও অর্হতের ব্যাখ্যায়ে আহত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদেশ রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রদত্ত অঞ্চল সতের দেখে পরিচালনার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org
## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসম্ম
(সেক্ষন ২০১২-২০১৪)
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

<table>
<thead>
<tr>
<th>নং</th>
<th>নাম</th>
<th>পদবী</th>
<th>থেলা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১</td>
<td>মুহাফজর বিন মুহসিন</td>
<td>সভাপতি</td>
<td>রাজশাহী</td>
</tr>
<tr>
<td>২</td>
<td>নূরুল ইসলাম</td>
<td>সহ-সভাপতি</td>
<td>রাজশাহী</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>আহমদ আব্দুল্লাহ ছাকিব</td>
<td>সাধারণ সম্পাদক</td>
<td>সাতক্ষীরা</td>
</tr>
<tr>
<td>৪</td>
<td>আব্দুর রশীদ আখতার</td>
<td>সাংগঠনিক সম্পাদক</td>
<td>মেহেরপুর</td>
</tr>
<tr>
<td>৫</td>
<td>আব্দুল হালীম</td>
<td>অর্থ সম্পাদক</td>
<td>রাজশাহী</td>
</tr>
<tr>
<td>৬</td>
<td>আবীজুল ইসলাম</td>
<td>প্রচার সম্পাদক</td>
<td>ঢাপাইনবাবগঞ্জ</td>
</tr>
<tr>
<td>৭</td>
<td>আব্দুর রকিব</td>
<td>প্রশিক্ষণ সম্পাদক</td>
<td>সাতক্ষীরা</td>
</tr>
<tr>
<td>৮</td>
<td>মেহেরাহুল ইসলাম</td>
<td>ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক</td>
<td>দিনাজপুর</td>
</tr>
<tr>
<td>৯</td>
<td>হাসিবুল ইসলাম</td>
<td>তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক</td>
<td>রাজশাহী</td>
</tr>
<tr>
<td>১০</td>
<td>আব্দুর রকিব</td>
<td>সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক</td>
<td>সাতক্ষীরা</td>
</tr>
<tr>
<td>১১</td>
<td>হাফিজুর রহমান</td>
<td>সমাজ কল্যাণ সম্পাদক</td>
<td>সাতক্ষীরা</td>
</tr>
<tr>
<td>১২</td>
<td>আব্দুল বারী</td>
<td>দফতর সম্পাদক</td>
<td>ঢাপাইনবাবগঞ্জ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
‘আহলেহাদীছ’ অর্থ কুরান ও হাদিসের অনুসারী। ইন্দিরের অনুসারীদেরকে কুরানে ‘আহলুল ইনজিল’ বলা হয়েছে (সূরা মায়েদাহ ৫/৪৭)। তেমনভাবে ছাহাবায় কেরাম নিজেদেরকে কুরান ও হাদিসের সরাসরি অনুসারী হিসাবে ‘আহলুল হাদিস’ বলতেন (শারফু আহহাবিল হাদিস, পৃঃ ১২২)। ছাহাবায় কেরাম ও তাদের মুসলমানদের যুগে বিস্তৃত দুনিয়ার সকল প্রাপ্তের মাঝে আহলেহাদীছ ছিল।

এক্ষেত্রে ৩৭৫ হিজরির দিকে সিন্ধু তৎকালীন রাজধানী মানহুরার অধিকাংশ মুসলমান অধিষ্ঠান ‘আহলেহাদীছ’ ছিল (আহসামুত তাউসামিস, পৃঃ ৪৮১)। শাযখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ)-এর মতে ‘আহলেহাদীছ’ ব্যতীত ‘আহলে সুলাত ওয়াল জামা’র অন্য কোন নাম নেই।

‘হিজরী চতুর্থ শতকের আগ পর্যন্ত দুনিয়ার রুকে কেন মুসলমান ব্যক্তি কেন নিদিষ্ট একটি মাহবাবের উপর ছিলেন না’ (হজরতুরাহিল বালেরাগু হ/১২২)।

কিন্তু রাসূল (ق–)এর ভাষায় নিদিষ্ট ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে যখন ‘তাকুলীদে শাক্তি’ বা ইমামদের অধ্য অনুকরণের বিদ‘আত মাধ্যা চাও দিয়ে ওঠে (ইস্লামুল মুহারাকেইন ১/১২২), তখন বৈদ্যান্তিক ভারত উপমহাদেশে তার চেয়ে লাগে এবং এক ও অত্যন্ত মুসলিম মিলন বিভিন্ন মাহবাব ও তরীকা বিভক্ত হতে শুরু করে।

ধর্মের দোহাই পেড়ে চার মাহবাবের মাধ্যমে চার গত হয় (২) বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে মাহবাবের আপেক্ষ মারামারীতে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফত ধ্বংস হয় ও ৮০১ হিজরীতে মুসলমান ঐক্যের মূর্তপ্রতীক ক'বা ঘরের চারপাশে চার মাহবাবের চার মুহাম্মাড কায়ম হয় (আহলেহাদীছ আন্দোলন থিসিস, পৃঃ ৮৯), যা ১৩৪৩ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফলে মুসলিম সমাজ অত্যন্ত ছাহাতের সময় এক হওয়ায় সুযোগ হতে বিভক্ত হয়। যারা এই অঞ্চলের বিভক্তি ছিলেন, তাদেরকে সরকারীভাবে লাভিত করা হয়। মানজিকভাবে বয়ক্ত করার জন্য ‘লা-মাহবাব’ ‘পায়রে মুক্তলিঙ্গ’ ইতিহাদ আখ্যা দেওয়া হয় এবং ভারতে ‘ওয়ালহাব’ নামে কীর্তিত করে রাজনৈতিক ফাইন্ডার হালিলের অপচ্ছে চালানো হয় (এসাইক্রোপেডিয়া অফ ইসলাম ১/২৫৯)।

www.ahlehadeethbd.org
এইভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক যুলুম ও অত্যাচার সত্তেও প্রতি যুগে এমন কিছু হকুমপত্তি মুসলমান ছিলেন বা আছেন, যারা কেন অবশ্যই ছুই হাদিছের উদ্দেশ্য করার কোন ব্যক্তিগত মতামতকে মুহূর্তের জন্যও মান্য করতে প্রস্তুত নন। বলা বাহ্যক এরাই ছাহাবায় কেরামের যুগ হ'তে এযাবৎ 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য হ'ল, 'তাকুলীদে শাখে' বা অন্য ব্যক্তিপূজা। তাকুলীদপত্তি ইসলামী আন্দোলনগুলো কেবলমাত্র ঐ হাদীছগুলো মান্য করে, যেগুলো তাদের ইমাম কর্তৃক স্থায়ী বা মায়াহব কর্তৃক গৃহীত। মায়াহবী ফতুয়া বিরোধী কোন হাদীছ মানতে বা আমল করতে তারা প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছ আন্দোলন সকল প্রকার মায়াহবী সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে উঠে মুসলিম সমাজকে পবিত্র করুন ও ছুই সুনাহার নিরপেক্ষ অনুসরণের আহ্মান জানায়।

মুসলিম ঐক্য

আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষের রচিত বিভিন্ন মায়াহব ও তুরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে পবিত্র করুন ও ছুই সুনাহার সরাসরি অনুসরণের আহ্মান জানায়। এ আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি, মায়াহবী ফেরকবন্ধী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবল পবিত্র করুন ও ছুই হাদীছের নির্দেশকে মাথা পেতে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

আসুন! আমরা সবাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হই!!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন
করুন ও ছুই হাদীছের ভিত্তিতে সমাধান নিন!!

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচতুর), পোঁ সুপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী।
ফোন: (0247)-860992, মোবাইল: 01740-791317
ই-মেইল: joboshonghobd@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org
‘যুবসংঘ’-এর রাজশাহী রাজীবগানার কেন্দ্রীয় কার্যালয়
স্থিতিকাল : ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে হতে ১৯৯৬ সালের মে পর্যন্ত

১৯৭৮ সালে ‘যুবসংঘ’ প্রকাশিত ৬ পাতার প্রথম পঞ্চনব্ব, যা পিরামিড প্রেস, দৌলতপুর, খুলনা হতে মুক্তিভূত।
বাংলাদেশ আহ. বেহাদীছ যুবসংগ এক নয়রে

১। প্রতিষ্ঠাকাল ৫ই ফেব্রুয়ারি ’৮৪ ’
৭৮, উত্তর সাহাব্যায়া ঢাকা –৪ এ অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ আহ.বেহাদীছ কর্কের পরিচালিত মাদ্রাসা সংযোগ মণ্ডলে জম- বিহার-সমক্ষপতি চাপা আবুল রহমান বি, 
এ, বি, টি ঢাঙ্গায় সংগঠনকে অনুমোদিত করা তৎকালীন চাপা বিবিশালের হ্রাস 
নুসন্দার আগ্রাবাদ আল-জাহিরের আহ-মাজলাক ও তোরান হামান শহীদের স্মৃতি 
আবারোক ৩য় সমাবিষ্ট আহ-বেহাদীছ কমিটি গঠিত হয়।

২। ১২ই সেপ্টেম্বরের ’১৮ডিপিমি ’ নির্বাচিত বর্ষীয় মূলোচনা মূলোচনা সমায়ার্থে যুবসংগর বারো সমায়াবিষ্ট একটি 
জীবনযোগ্য সরকারের নেতৃত্ব দিল্লী, নাই- 
কেন্দ্রীয়, টি-কেন্দ্রীয় প্রোটিশন একাডেমির উদ্দেশ্যে দেশার সদস্য।

৩। সেপ্টেম্বর ’১৮ঃ বাংলাদেশ সুন্দর 
তোরান কোর্ট কর্কের প্রাক্তন নবম ও 
২র্থ শ্রেণীর ‘ইসলাম যোগ্য শিক্ষা’ বিষয়ে 
আলোচনা হিসেবে ইসলামিক ইসলাম প্রশাসন 
দরর মুহাম্মদ—এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান 
আর্ডেসবে নামতের বিন্দু তত্ত্বকরণ ও 
মূলাধারে পরিচালনা করা হয়।

৪। জুলাই ’১৪ জানুয়ারী সিরিজ-৯ 
‘আহ. বেহাদীছ আলিমান ফি ও কেন’ 
১৫,০০০ হাজার কলা নামান মূলাধার বিতরণ করা হয়।

৫। সেপ্টেম্বর ’১৭ কর্তৃপক্ষ 
বিতরের ’দার্শ আজারায়া’ নামে দু’ 
১৫,০০০ হাজার ইন্টেরনাল বিতর করা 
হয়।

৬। ’৫৬৬ এপ্রিল ’৮৫ প্রথম 
সিন চাকা জেলা জীবন সমূহ’ মিনাম নামে, 
রাজনীতিক সুন্দরের এক জীবন কর্মকলার 
উন্নয়ন করেন বাংলাদেশ জম-বিহার 
আহ-বেহাদীছ মূলাধারনায় সংগঠন অধিকার করা 
মূলাধারনায় আবুল হাযর।

৭। ৫৬৬ এপ্রিল ’৮৫ প্রথম 
সিন চাকা জেলা জীবন সমূহ’ মিনাম 
রাজনীতিক সুন্দরের এক জীবন কর্মকলার 
উন্নয়ন করেন বাংলাদেশ জম-বিহার 
আহ-বেহাদীছ মূলাধারনায় সংগঠন অধিকার করা 
মূলাধারনায় আবুল হাযর।

৮। ’৫৬৬ এপ্রিল ’৮৫ প্রথম 
সিন চাকা জেলা জীবন সমূহ’ মিনাম 
রাজনীতিক সুন্দরের এক জীবন কর্মকলার 
উন্নয়ন করেন বাংলাদেশ জম-বিহার 
আহ-বেহাদীছ মূলাধারনায় সংগঠন অধিকার 
মূলাধারনায় আবুল হাযর।
ঐর পরে, বিভিন্ন শাখার উদ্দেশ্যে একত্র ১৫,০০০ রূপি হাজিয়ে বিদিয় করা হয়েছে।

১৯। আগষ্টে '৮০ মুয়াসারের হয় এলাকায় ও রাজ্যাধীন গোবিন্দী এলাকার কবিরাজ দেন্ডন, যে দুই স্বাধীন দেশের পুরুষ্য আহ্মেদ জাহানীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি স্বাধীন সম্পাদকীয় স্বরূপ করেন।

২০। সেপ্টেম্বরে '৮০ মুয়াসারের নিউজ-ইউকি পত্রিকা রুদ্রকূর্মা (ছায়া) এর কর্পেটিয় প্রতিষ্ঠিত হবে বের করেন তার বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সঞ্চায়িত রয়েছে এই সমস্ত সম্পাদকীয় পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হয় না।

৩১। ভিক্ষুত্রু হাইকো মাঝার প্রবন্ধে জাদুর ইনোগ্রাফি প্রস্তাব সরকারের মূলধন সরকারের প্রতিনিধি সাহায্যের বিবেচনা করে তা বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

৩২। জুনে '৮০ মুয়াসারের হয় এনকোন এবং হিওন পরিচালনা দুটি অন্তর্ভুক্ত করে। একটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩৩। জুনে '৮০ মুয়াসারের হয় এনকোন এবং হিওন পরিচালনা দুটি অন্তর্ভুক্ত করে। একটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ আহ্মেদীয় মুয়াসারের কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত
১৯৪৮ সালে প্রকাশিত নিখিল বঙ্গ ও আসাম জাতীয়তে আহুলে হামিদের প্রথম গঠনতন্ত্র

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)
সম্পর্কিততা ঘোষণা পরবর্তী ‘যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় মাকাসা মার্কেট (৩য় তলাব)
রাজীবাজার, রাজশাহী

৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

ধারা ১২/৮/৮৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুব সংঘের’ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন এই সর্বে দূী প্রচার ঘোষণা। করতে যে, বিদেশ ৩০৬৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাউন্সিলের জন্য আমে পরিকল্পনা দেয়ার জন্য এবং দেশের জন্য এবং যুব সম্মেলনের পরিকল্পনা দেওয়ার জন্য দুই কিন্তু হাদীসের আলোর চিন্তা গড়ার অংশ আরাম আনিয়ে ‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘের’
 যে সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে এগীতে চলেছে, তা অবশ্যই মান্তে এগীতে নিয়ে যাওয়া নির্দেশ। আমাদের অন্যান্য খুলা মিলিয়ে আলোহায় পক্ষের সাহায্যে আমাদের একমাত্র তরঙ্গ। আমাদের কার্যকরীকার্যে কেবল তাই সাহায্যোগ্য প্রার্থনা করি।

২। বিদেশ ৩০/৪৬ ও ৪৯ সংখ্যা সাঙ্গাহিক আরাফাতে বাংলাদেশ জেলার আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি গৃহীত হিসাবে বাংলাদেশ আলামে হাদীস যুবসংঘ সম্পর্কিত যে ঘোষণা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সম্মেলন তথ্য তীর্থ প্রতিবেদ করছে এবং এই সহ অন্যতম কর্তৃক সরবৃন্তের মুক্তিনাথ গভীর প্রতিষ্ঠানের সম্মানস্বরূপে আহলে হাদীস যুব সম্মেলনের উদ্যোগ এবং বিস্তার করার সামর্থ রদ মনে করছে।

এই সম্মেলনের সংঠিত সম্মেলনের অংশ করিয়ে দিতে যে ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ’ গঠিত হওয়ার স্থলনিবেদন করেছে এবং এ সহ সরবৃন্তের হওয়ার এই সময়ের পরামর্শ নিয়ে ঢাকার যাত্রাবিঘ্ন অনুভূতি

271
www.ahlehadeethbd.org
বৈঠক ডাকা হয় এবং জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান বিএন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকের রেজোলুশন তিনিই নিয়ম হাতে লেখেন ও তা আঠাকাতে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৮৩ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিলে ডাকা ছিলা ক্রীড়া সমিতি মিলনযোগ্যতা ও পরিদর্শন ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনযোগ্যতা আরোহিত বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবংসের ১২ ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন ও সেনানায়ে দেশের আহলে হাদীস ছাত্র ও তৎকালীন অতুলনীয় আগ্রহী পরিকল্পিত হয়রায় পর হতেই অসংযোগ নেতৃত্ব যুবংসের প্রতি বৃহৎ। আরোহণ শুরু করেন। বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন ব্যাবহারের বইয়ের বহিরাকাশ ঘটছিল যাকে। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে যুবসংখ্যকে অসংযোগের অসংসংগঠন হিসাবে নিয়ন্ত্রিতভাবে এনেন করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অসংযোগের মিটিক লিখনন্দ্বে আমরাড়া করা হয়। ১৯৮৩ সালের জাতীয় কনকালী তৎকালীন জেনারেল কমিটির সদস্য ও যুবংসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কর্তৃক লিখিত প্রস্তাব ও সেকালের অস্থায়ী অসংযোগ গঠনত্ত্ব সংযোজিত হয় ও অটী বিভাগ নিয়ন্ত্র হয় এবং যুবসংখ্যের সভাপতি কে জমিয়তের গুরুত্ব বিষয়ের পরিচালনা নিয়ন্ত্রে করা হয়। সেই হতে তার পরিচালনাধীনে যুবসংখ্য পরিচালিত হয়ে আসছে। জমিয়তের মানুষের সভাপতি যুবংসের প্রধান কেন্দ্রীয় উপস্থায় হিসাবে সৃজিত হন এবং সে হিসাবে তিনি যুবসংখ্যের বিভিন্ন রুপ ও সম্মেলনে যোগদান করেছেন ও সর্বশ্রেষ্ঠ গত ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ‘৮৯ তারিখে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত যুবসংখ্যের মে কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্মেলনে তিনি আমাবাদের দাওখলে প্রধান অধিনি হিসাবে আমরাড়া করেন। সেই সময়ে তিনি বর্তমান ১৯৮১-'৮১ সেনা দলের কর্মরত নিষ্ঠ চন্দ্র তাদের যুবসংখ্য পরিচালনা করেন - যা আরোহণতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাবাদের সহিত কোন বিরোধ ছাড়াই হইতে জমিয়ত-কর্তৃক যুবসংখ্যের সহিত সম্পর্ক হাননা বোঝায় যাইতে হয় এই ধরা আমাবাদেরের যুবসংখ্য বাহু বাহু করে চলে যায়।

আমাবাদ মনে করি ‘বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদীস’ বন্ধ সভাপতি সভাপতি এদেশের দেওয়া কোটা আহলে হাদীসে নির্দ্বিধাধিকারী একমাত্র সংগঠন হয়, তাহলে আহলে হাদীস যুবসংখ্যের সদস্যরা তার বাহুর নয়।
বাংলাদেশ আহলে হীরার সকলের প্রাকৃতিক প্রকৃতি।

আপনারা আল্লাহর সাধারণ অবতার আল্লাহর সাধারণ ইহুদীয় আচরণের সাধারণ অবতার আচরণের প্রাকৃতিক প্রকৃতি।

বাংলাদেশ আহলে হীরার যুবকদের তাদের বাঢ়ি দিয়ে যান ও যুবকদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এবং পূর্ণ সাহস করার আল্লাহর একাডেমি অভিজ্ঞতা প্রদর্শন হিসাবে আরাম করে এসেছে ইন্দ্রিয় আল্লাহর আচরণের সাথে যুবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। একাডেমি সাহসিক দ্যালার আচরণের সাহসিক দ্যালার আচরণের ভাষা আচরণের ভাষা আচরণের ভাষা আচরণের ভাষা।

আপনি একটি আমাদের পরিকল্পনায় ইহুদী দাবার বলা হচ্ছে, সবই নিখুঁত ও উন্মোচন প্রশ্ন করাতে আল্লাহর আচরণের সাথে আল্লাহর আচরণের ভাষা আচরণের ভাষা আচরণের ভাষা। রেখে পূর্ণ নিষ্ঠা ও অতিরিক্ত আল্লাহর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর আচরণের মাধ্যমে।

3. আল্লাহর এ প্রশ্নের ভাষায় সকলের লেখা করে যে, আল্লাহ যখন অনেকের প্রাচীন সাধারণ যুক্ত ছিল যখন আল্লাহ এর পরিকল্পনায় আল্লাহ যখন অনেকের প্রাচীন সাধারণ যুক্ত ছিল যখন আল্লাহ এর পরিকল্পনায় আল্লাহ এর পরিকল্পনায় আল্লাহ এর পরিকল্পনায় আল্লাহ এর পরিকল্পনায়।

কিন্তু তখন বলতে আল্লাহ আল্লাহ। তখন বলতে আল্লাহ আল্লাহ। তখন বলতে আল্লাহ আল্লাহ। তখন বলতে আল্লাহ আল্লাহ।

ক্রমে পরে পরিকল্পনা এ আল্লাহ আল্লাহ পরে পরিকল্পনা। তথ্য এর সাথে আল্লাহ এর সাথে আল্লাহ এর সাথে আল্লাহ এর সাথে আল্লাহ।

এটি সাহসী সাহসী সাহসী সাহসী সাহসী সাহসী সাহসী।

4. আল্লাহ বিষয়ের সচেতন লেখা করছি যে, বাংলাদেশ আহলে হীরাজ আল্লাহ ও আল্লাহ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ ও বাংলাদেশ আচরণের প্রতিরোধ।
দভাগতির সেই বর দীর্ঘ প্রায় ছঁড়ি বাংলা অন্যায়ের প্রদত্ত টাকাটা আটকিরে রাখা হ'ল কেন? এটাই আমাদের ক্ষমায্য। এছাড়াও আমাদের প্রায় তিনটা হেঁকো ২ টি সাঃকেলে বিগত প্রায় তিন বছর যাবত মানুষী
জমির দেহভাগ দভাগতির নিয়ে এখন আছে। তার আমাদেরকে দেওয়ার জন্য মা 
মূল্য আর মানুষী পরিচালক সম্পর্কিত এই মিথ্যা বহুল আরামফতে ৩০/৪৮ ও ৪৯ পর্যন্ত সংখ্যার 
ছাপানো হয়েছে। মুসলিম সংঘভাগ আবাসস্থল সংঘভাগ আরামফতে এই জন্য মানুষী বন্ধু, 
গীত চোখে জমির গাঁথার হিসাবে বাঁচায় করার জন্য এ সময়ের গভীর দৃষ্টি 
ছোট প্রথম করেছে।

১। বাংলাদেশ জমির আহালে হাটোতে অন্যতম হাটোতে কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটির 
সদস্য ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় উপস্থিত৷ নিবেদিত প্রাপ কোন শারীর আনুষ 
তীন সাংঘকে সম্প্রতি বাংলাদেশ হ'তে বিক্ষিপ্তরের সরকারী ক্ষমাস্থের 
প্রতিবাদ ও তার পুনর্ভিতাও দাবী জানায় আহালে হাটোতে পদ হ’তে থাকা সরকারের বিভাগের স্থান তরে তাকে দেওয়া হয় অর্থনৈতিকভাবে প্রোটে 
চলানো হয়। অচ্ছন কেন্দ্রীয় জমির খাস হ’তে তারা জন্য, কোনো সাংঘ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করা হয়নি। বিভাগ ৪/৬/৬১ 
তার সফল একটার যুবসংঘের সংঘভাগের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্ব মানুষী 
জমির দেহভাগ দভাগতির নিয়ে এবার কথা হয়। সংঘভাগ একে বিভাগের সংঘভাগ আরামফতে পৃথিবী আমাদের 
সরকারের হিসাবে বিভাগের অন্যান্য অংশগুলি বিভাগ হয় যা 
বিভাগটি নিয়ে বি. ব. বিভাগের অন্যান্য। এই বিভাগটি সাংঘ আহালে চাকুরি ও 
অংশগুলির জন্য তার নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ও অতুলনীয় বিষয়ক অংশ 
যেখানে কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটির সহায়তায় করা হয়। যা 
কেন্দ্রীয় জমির আনুষ 
তীন দভাগতির নিয়ে এবার কথা হয়। সংঘভাগ 

বিক্রিয়া রহমানির রাহীম

বাংলাদেশ আহলে হাদীশ সংবাদ

২য় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিষ্য

তারিখে  ২২, ২৩ ও ২৪শে অক্টোবর ’৮৬
স্থান  রাণাবাজার জেলে মসজিদে

অব্দুল্লাহ সুন্নী

প্রধান অধিকারী  মোঃ আব্দুল রহমান বি, এ, বি, টি।

জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশ আহলে হাদীশ ও সম্পাদক সংস্থার কর্তৃক আহলে হাদীশের মসজিদে প্রণীত পুস্তক।

WWW.ALEHADDEETHBD.ORG
বিসুনিলাহর রহমানীর রাহিম

আইলে হামিদ মুসলিম

মে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য,

১ম কমি সম্মেলন '৮৯

এবং প্রশিক্ষণ সম্মেলন

দিন : ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী '৮৯, শুক্ল ৬ শনিবার

স্থান : রাজারাজ আহলেহাদী আলাদায় মসজিদ

প্রধান অনুচ্ছেদ ও অধ্যাপক হোসেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাদী

কেন্দ্রীয় প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ আহলেহাদী যুবরাজ, নভাপতি বাংলাদেশ অন্যতম আহলেহাদী
ওয়াহহাদেহ আহলে হাদ্দীশ লুব সংহ
3য় শুরা সম্মেলন '৮৪

স্নানি- কেদীরূপ কার্যালয়, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় ভাগ )
রাজধানী, রাজশাহী
ভাগ-৩১শে আগস্ট '৮৪ সুরহাবর সকাল ৮টা।

পর সংখ্যা: ....... .......

জনপদ: ....... .......

(প্রভাতী ভাড়া)

স্নান আলাদায় বাদ নিয়ত ৪৭। মে '৮৪ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ২য় শুরা সম্মেলন '৮৪তে গৃহীত ৪থ নিয়ম মুখার্জন করেন। বিষয় ও বর্ণনা: ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগ্রহ এবং প্রচার কেন্দ্রের সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীয় জ্ঞানসংগ্রহ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ হতে যাচ্ছে। এ সময়ে বর্তমান এজেন্ট কমিটির মহিলাস সম্পর্কে মেয়াদ শেষ, শেষ এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের দায়িত্বের প্রচুর কর্মকদার ও ক্ষমতাবান অনুমোদন করান হয়েছে।

২য় শুরা সম্মেলন '৮৪ এর ২ন্ত নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান শুরা সদস্যদেরকে গঠনতন্ত্র সমন্বয়ে কর্তৃক কার্যালয় সদস্য ইচ্ছায় আত্মরক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে । কিন্তু দুর্দশা বিষয়ে সম্পর্কে অনেকের কর্তৃক কার্যালয়ের সংরক্ষণ সংস্থার সত্তা মত করা হয়, কদাচিৎ এই সংস্থার সত্তাম এবং পর্যস্ত ক্ষমতা নির্ধারণ করেন নি। অন্যদিকে সম্পর্কে অনেকের প্রত্যাশা অন্তর্নিহিত করা হয়। এই দুর্দশা বিষয়ে সম্পর্কে অনেকের কার্যত ক্ষমতাবান অনুমোদন করান হয়েছে।

পরিষেবায় আমি অন্যদিকে বর্তমান হয়ন্ত করে কর্তৃক সমন্বয়ের উদ্যোগ সংস্থার দৌড়ে চলায়। কার্যালয়ের সদস্য ইচ্ছায় আত্মরক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং কর্তৃক কার্যালয়ের সদস্য ইচ্ছায় আত্মরক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এবং কর্তৃক কার্যালয়ের সদস্য ইচ্ছায় আত্মরক্ষা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আলাদা সূচী

১। ১৯৭৪ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ সদস্যের
সর্বেসাধারণ ইচ্ছায় ১৫ই আগস্ট '৮৪ প্রথম
আইনবদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

২। কেন্দ্রীয় কার্যালয় সদস্য পর আত্মবিশ্বাস সংস্থার আবেদন
বিষয়ে ও অনুমোদন।

৩। নির্দেশনা গ্রহণ নির্দিষ্ট হয়।

৪। বিবিধ।

ইত্যাদি

আপনাদের ভাই

( মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব )

ওয়াহহাদেহ আলাদা যুবসংস্থা
আল-মারকাফুল ইসলামী আস-সালাহী, রাজশাহী কেন্দ্রীয় মার্কাফার (একাডেমিক ভাগ) প্রতিষ্ঠান : ১৯৯১ ইং

আল-মারকাফুল ইসলামী আস-সালাহী, রাজশাহী কেন্দ্রীয় মার্কাফার (একাডেমিক ভাগ) প্রতিষ্ঠান : ১৯৯১ ইং

নারুলহাদীহ আহমদিয়া সালাফিয়াহ, নাতীসীরা মার্কাফার। প্রতিষ্ঠান : ১৯৯২ ইং

আল-মারকাফুল ইসলামী, বাগেরহাট মার্কাফার। প্রতিষ্ঠান : ১৯৯১ ইং